মাসুদ রানা

শুভ্র পিঞ্জর

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী



মাসুদ রানা ৪১৮

শুভ্র পিঞ্জর

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7418-1

এক

একঘণ্টা তাপ পোহানোর পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল অ্যাবি ম্যানিটক। শরীরে অদ্ভুত এক উদ্যমও অনুভব করল ও—তবে সেটা নতুন জীবন পাবার জন্যে, নাকি কফি আর মরফিনের প্রভাবে... বলা মুশকিল।

ঘটনাস্থল ড্রিফট স্টেশন—ওমেগা।

একটু আগে জানতে পেরেছ ওরা—রাশান সাবমেরিনটা চলে গেছে ওমেগার পাশ থেকে। খবরটা এসেছে এক আমেরিকান নাবিকের মাধ্যমে—ড্রিফট স্টেশনে হামলা শুরু হবার পর রিসার্চ ইকুইপমেন্টের গুদামে ঘাপটি মেরেছিল সে, খানিক আগে রাশানদের চিরুনি-তল্লাশিতে ধরা পড়ে গেছে। উত্তম-মধ্যম দিয়ে তাকে ব্যারাকে নিয়ে এসেছে ওরা—বাকি বন্দিদের মাঝে। ওই নাবিকের মুখেই শোনা গেল, সে নাকি গুদামের জানালা দিয়ে সাবমেরিনটাকে ডুব দিতে দেখেছে।

ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া হাত-পা সেঁকে নিচ্ছে এখন লোকটা। হাঁটু গেড়ে নবাগতের পাশে বসল লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার জেরোম রাইট, জানতে চাইল, 'রাশানদের কতজন রয়ে গেছে পিছনে, ধারণা করতে পারো?'

'আমি শিয়োর না, স্যর,' কাঁপা গলায় জবাব দিল নাবিক। তার নাম ফ্রেড, এরই মধ্যে জানতে পেরেছে অ্যাবি। 'আসার

পথে দশজনের মত চোখে পড়েছে, তবে আরও থাকতে পারে।'

'দশের বেশিই হবে,' চিন্তিত গলায় বলল রাইট।

'ওরা জেনকিন্সকে খুন করেছে, স্যর,' বলল ফ্রেড। 'স্নোক্যাট নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল... সঙ্গে সঙ্গে গুলি করেছে।'

তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল রাইট। জেনকিন্স নামের অধস্তন ওই নাবিকের মৃত্যুই প্রমাণ করছে, রাশানরা অত্যন্ত সিরিয়াস। শুধু হুমকি-ধমকি নয়, পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখবার জন্য গুলি চালাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে। ইতিমধ্যে স্টেশনের প্রায় সব মিলিটারি এবং সিভিলিয়ান পার্সোনেলকে একে একে জেরা করা হয়েছে। ইন্টারোগেশনের ধরন থেকে আঁচ করেছে রাইট—পুরনো ওই আইস স্টেশনে কিছু একটা লুকানো আছে... সেটার কারণেই এসেছে রাশানরা।

'ঠিক আছে, বিশ্রাম নাও তুমি,' বলে চলে যেতে উদ্যত হলো রাইট, কিন্তু থেমে গেল ফ্রেডের বাধা পেয়ে।

'আরেকটা ব্যাপার, স্যর,' বলল নাবিক। 'বরফের গায়ে রাশানদেরকে গর্ত খুঁড়তে দেখেছি আমি। ক্যানিস্টার ফেলছিল ওসব গর্তে।'

'কী ধরনের ক্যানিস্টার?'

'বিয়ার রাখার ছোট পিপের মত একেকটা। শরীর কালো রঙের, দুই মাথায় কমলা রঙের ব্যাণ্ড।'

'শিট!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রাইট।

শুকিয়ে যাওয়া বুট পরছিল অ্যাবি। লেঃ কমাণ্ডারের কথা শুনে ঘাড় ফেরাল। 'কী ওগুলো?'

'রাশান ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জ... *ভি* ক্লাস এক্সপ্লোসিভ,' থমথমে গলায় জানাল রাইট। 'বরফ গলিয়ে আমাদের বেইসটাকে সাগরের পানিতে মিশিয়ে দিতে চাইছে ওরা!'

অ্যাবির পাশাপাশি পোশাক পরছিল সিম্যান জোয়ি পাওয়েল।

পড়ল পাওয়েলের গায়ে—স্তূপের গোড়ায় গা-ঢাকা দিয়ে বসে ছিল লোকটা। ধাক্কা খেয়ে হুঁক করে একটা শব্দ বেরুল অ্যাবির মুখ দিয়ে। ওকে সাহায্য করল না পাওয়েল, বরং ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল দূরে। ঠোঁটের কাছে তুলল একটা আঙুল, চোখের ইশারা করল আরেকদিকে।

ওদিকে তাকাল অ্যাবি। ব্যারাকের পাশের একটা হাট দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। তারচেয়েও আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে হাটের সামনে দাঁড়ানো কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে—পার্ক করে রাখা কয়েকটা হোভারক্র্যাফট বাইকের হেডলাইটের আলোয় প্রকট হয়ে উঠেছে দেহরেখা।

স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে রইল অ্যাবি আর পাওয়েল। চোখ রাখল লোকগুলোর উপর।

কয়েক মিনিট পর হাট থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক লোক। চেহারা অস্পষ্ট, তবে বাতাসে উড়ছে তার সাদা চুল। ফিসফিসিয়ে পাওয়েল জানাল, এই লোকই নাকি ইন্টারোগেট করেছে বন্দি সবাইকে। ইউনিফর্মের কাঁধে তার র‍্যাঙ্ক দেখেছে পাওয়েল—রিয়ার অ্যাডমিরাল।

সাদাচুলো রিয়ার অ্যাডমিরালকে দেখেই স্যালিউট দিল অপেক্ষারত রাশানরা। এরপর সবাই চড়ে বসল হোভারক্র্যাফট বাইকে। হেডলাইটের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করল বাহনগুলো। একটু পরেই হারিয়ে গেল তুষারের পর্দার আড়ালে। বাতাসের গর্জনের আড়ালে চাপা পড়ে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ।

দলটাকে বিদায় দিয়েছে দু'জন প্রহরী। বাহনগুলো অদৃশ্য হতেই ঘুরে দাঁড়াল তারা, ফিরে গেল হাটের ভিতরে। বিশ্রী আবহাওয়ায় টহল দেওয়ার ইচ্ছে নেই।

কোথায় গেল হোভারক্র্যাফটগুলো? ভাবল অ্যাবি। নিশ্চয়ই

পুরনো রাশান স্টেশনটায়। কয়েক ঘণ্টা আগে ওদিকেই গেছে রানা আর ম্যাসন। পৌঁছুতে পেরেছে? জানে না ও। পৌঁছুলেও বিপদ কমছে না ওদের। রাশানদের কবলে পড়তে চলেছে। এখন সবকিছু নির্ভর করছে ওর ওপর।

ঈশ্বর... বিড়বিড় করল অ্যাবি... সময় থাকতেই যেন সাহায্য পাঠাতে পারি ওখানে।

প্রার্থনা সবে শেষ করেছে, ঠিক তখুনি খুব কাছ থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ। একটার পর একটা!

খপ্ করে অ্যাবির হাত চেপে ধরল পাওয়েল। টান দিয়ে দাঁড় করাল। তারপর চেঁচাল, 'দৌড়ান!'

দুই

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।

ঋজু, সুদর্শন যুবকটির হাত ধরে প্রাণপণে ছুটছে ড. শ্যারন বেকেট। দৌড়াতে দৌড়াতে বিস্ময় নিয়ে তাকাচ্ছে সঙ্গীর দিকে। সন্দেহ নেই মস্ত বিপদে পড়েছে ওরা, কিন্তু মাসুদ রানা নামের অদ্ভুত মানুষটা কই একটুও তো ঘাবড়ে যায়নি। নির্বিকার চেহারা নিয়ে দৌড়াচ্ছে সে—ছোট, ছোট... দৃপ্ত কদমে। দু'দফা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল শ্যারন, কিন্তু আছাড় খাবার আগেই ওকে ধরে ফেলেছে রানা। বোঝা গেছে, প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটলেও একটা চোখ সঙ্গিনীর দিকে রেখেছে সে, ওর সুবিধে-অসুবিধের প্রতি

সচেতন। এমন সপ্রতিভ মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না।

মনে মনে সঙ্গীর প্রশংসা করলেও বুকের ধুকপুকানি কমেনি শ্যারনের। গ্রেণ্ডেল নামের দানবটা এখনও ধাওয়া করছে ওদেরকে—ওটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা আল্ট্রাসোনিক সাউণ্ডওয়েভ ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে ওদের উপর। মাথা ঝিমঝিম করছে ওর, শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে দাঁতের গোড়ায়। রানারও একই দশা। ওদেরকে ট্র্যাক করে চলেছে দানবটা, ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে বরফ-দ্বীপের গভীর থেকে গভীরতর অংশে।

হঠাৎ রানার ঠোঁট নড়তে দেখল শ্যারন। বিরক্ত কণ্ঠে যুবকটি বলছে, 'এখনও হামলা করছে না কেন ওটা?'

'অপেক্ষা করছে, আমরা কোণঠাসা হলেই...' থেমে গেল শ্যারন। মেগান গুডকে কীভাবে শিকার করেছিল দানবটা, মনে পড়ে যাচ্ছে। 'একটা না একটা সময় বদ্ধ টানেলে আটকা পড়ব আমরা, কিংবা পৌঁছুব বড় কোনও খাদের কিনারায়। কোথাও যাওয়ার উপায় থাকবে না। তখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওটা।'

'ভেরি স্মার্ট!' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'একই সঙ্গে ভয়ঙ্করও বটে। দারুণ কম্বিনেশন!'

বড় একটা মোড় পেরুল দু'জনে। সামনে পিচ্ছিল মেঝে। তৈরি ছিল না, আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেল রানা। দাঁড়িয়ে পড়ল। শ্যারনের দিকে ফিরে বলল, 'এভাবে ছোটাছুটির কোনও মানে হয় না। দ্বীপের গভীরে চলে যাচ্ছি আমরা... যে-দিকে যাওয়া প্রয়োজন, তার ঠিক উল্টোদিকে।'

'আর কী-ই বা করার আছে?' বলল শ্যারন। 'লড়াই করবেন ওটার সঙ্গে?' হাতে ধরা ড. বেনটনের কুঠারটা তুলল। 'এটা দিয়ে?'

'প্রশ্নই ওঠে না। অন্য কিছুর কথা ভাবছিলাম আমি।'

'তা হলে ওটা আপনার ডিপার্টমেন্ট। আমি জিয়োফিজিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের বিশেষজ্ঞ। একটা শিকারি পশুকে কীভাবে মোকাবেলা করা যায়, সে-সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

ঠোঁট কামড়াল রানা। বলল, 'দানবটাকে আমাদের পিছন থেকে হটাতে হবে। যদি একটা ভুয়া টোপ দেয়া যায়... আর ওটাকে পাঠিয়ে দেয়া যায় সেটার পিছনে... তা হলে হয়তো ফাঁকি দিয়ে ঠিক পথে যেতে পারব আমরা।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি বিপদ বাড়াচ্ছি না? যতক্ষণ না টোপ খুঁজে পাচ্ছেন, ততক্ষণ চলার মধ্যে থাকা উচিত না আমাদের?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, শ্যারনকে নিয়ে আবারও ছুটতে শুরু করল। তবে এবার সাবধানে পা ফেলছে, পিচ্ছিল মেঝেতে আছাড় খেয়ে কোমর ভাঙতে চায় না। একই সঙ্গে ঝড়ের বেগে চলছে চিন্তা। গ্রেণ্ডেল সম্পর্কে কী জানে, স্মরণ করার চেষ্টা করল। বলতে গেলে কিছুই না। শ্যারন যতটুকু বলেছে, ততটুকুই। এই বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করতে শুরু করল, দেখা যাক এ-থেকে কোনও জবাব মেলে কি না।

আল্ট্রাসোনিকসের মাধ্যমে শিকারকে ট্র্যাক করে গ্রেণ্ডেল, কিন্তু শ্যারনের ধারণা, প্রাণীটা আলো এবং উত্তাপের ব্যাপারেও সংবেদনশীল। প্রথমে মেয়েটাকে নিজের গুহায় খুঁজে পায়নি প্রাণীটা; পেয়েছে ফ্ল্যাশলাইট ভেঙে যাবার পরে, শ্যারন ঘামতে শুরু করার পরে।

আলো এবং তাপ। রানার মনে হচ্ছে এর মাঝেই লুকিয়ে আছে ওর সমস্যার সমাধান। কী সেটা?

আরও মিনিট দুই দৌড়ানোর পর একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছুল ওরা, আর তখুনি যেন হাজার ওয়াটের একটা বালব জ্বলে উঠল ওর মাথায়।

'দাঁড়ান!' টান দিয়ে শ্যারনকে থামাল রানা।

'কী হয়েছে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

'একটা বুদ্ধি পেয়েছি,' এটুকু বলেই হাত চালাল রানা। কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না।

শ্যারনের হেলমেটটা খুলে নিল ও। হেডল্যাম্পের নব ঘুরিয়ে বাড়িয়ে নিল আলো। মেয়েটির কোমরে বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে এয়ার-ওয়ার্মিং ইউনিট—মাস্ক আর হিটারের সমন্বয়ে গড়া ছোট্ট একটা ডিভাইস। ওটাও চেয়ে নিল রানা, ডায়াল ঘুরিয়ে হিটারকে ফুল পাওয়ারে নিয়ে গেল। অল্পক্ষণেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল হিটারের ধাতব শরীর।

'কী করছেন বলুন তো!' ভুরু কোঁচকাল শ্যারন।

ইন্টারসেকশনের একটা টানেলের দিকে এগোল রানা। বলল, 'আপনার মুখেই শুনেছি, দানবগুলো তাপ এবং আলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়।' হিটারটা পুরো গরম হয়ে গেছে, খালি হাতে ধরলে হাত পুড়ে যাবার মত অবস্থা। ওটাকে হেলমেটের ভিতর গুঁজে দিল ও, স্ট্র্যাপ দিয়ে এমনভাবে বাঁধল, যাতে খুলে পড়ে না যায়। তারপর জিনিসটা নেড়ে-চেড়ে দেখাল সঙ্গিনীকে। 'এটাই আমাদের টোপ।'

'আইডিয়াটা ভাল,' স্বীকার করল শ্যারন। 'কাজে লাগলেই হয় এখন।'

'জানার উপায় তো একটাই, তাই না?' একটু হাসল রানা। ঢালু একটা টানেলের মুখে এসে পড়েছে, ওটার ভিতরে ছুঁড়ে দিল টোপটাকে। ঘুরপাক খেয়ে টানেলের ভিতরে আছড়ে পড়ল হলুদ রঙের মাইনিং হেলমেট, এরপর গড়াতে গড়াতে রওনা দিল নীচের দিকে। হেডল্যাম্পের আলো খেলা করছে টানেলের দেয়ালে। খানিক পরেই হারিয়ে গেল একটা বাঁকের আড়ালে। হেডল্যাম্পের মৃদু আভা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

'ব্যস. হয়ে গেল,' বলে হাতের ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিল রানা। 'আসুন, এবার গা-ঢাকা দিই।'

পাশের আরেকটা টানেলে ঢুকে পড়ল দু'জনে। মেঝেতে পড়ে থাকা কতগুলো বরফ-পিণ্ডের পিছনে আশ্রয় নিল। বরফ গলা পানিতে ভিজিয়ে নিল হাত-মুখ, যাতে তাপমাত্রা কমে শরীরের। এরপর নজর রাখল ইন্টারসেকশনের দিকে। হেডল্যাম্পের আভা স্থির হয়ে আছে, নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে থেমেছে ওটা।

এবার অপেক্ষার পালা। দেখা যাক টোপটা নেয় কি না গ্রেণ্ডেল।

কেটে গেল শ্বাসরুদ্ধকর পাঁচটা মিনিট। এরপরেই বেড়ে গেল আল্ট্রাসোনিকসের তীব্রতা, শোনা গেল পদশব্দ। বরফ-পিণ্ডের পিছন থেকে মাথা বের করে সাবধানে উঁকি দিল রানা।

ওই তো, নড়ছে ছায়া। কয়েক মুহূর্ত পরেই ইন্টারসেকশনে বেরিয়ে এল বিশালদেহী এক ছায়ামূর্তি। আলোকস্বল্পতার কারণে সাদা দেহ ছাইবর্ণ দেখাচ্ছে। ইন্টারসেকশনে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল ওটা। মাথা ঘুরিয়ে একবার তাকাল টোপ ফেলা টানেলের দিকে, তারপর আবার রানাদের টানেলের দিকে।

মাথা ঝিমঝিম করে উঠল রানার, বমি বমি লাগছে। আগের চেয়েও তীব্র হয়ে উঠেছে দানবটার প্রাকৃতিক সোনার। ওর বাহু ধরে রেখেছে শ্যারন, হঠাৎ মুঠোটা শক্ত হলো। তারমানে ওরও কষ্ট হচ্ছে এই তীব্র শব্দতরঙ্গের আঘাতে। তা-ও নড়ল না ওরা, মূর্তির মত স্থির হয়ে থাকল। নড়লেই ফাঁদের ব্যাপারটা টের পেয়ে যাবে শত্রু।

মুখ খিঁচিয়ে রেখেছে গ্রেণ্ডেল। হাঁ হয়ে থাকা মুখের ভিতরে দেখা যাচ্ছে ধারালো দাঁতের সারি। রানার মনে হলো, বুঝি ওদের চালাকি ধরে ফেলেছে দানবটা... ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঘুরে দাঁড়াল ওটা। এদিকটায় যা-ই ডিটেক্ট করে

থাকুক, অগ্রাহ্য করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। টোপটাই বেশি আকৃষ্ট করেছে ওটার আদিম মগজকে। ঢুকে পড়ল পাশের টানেলে।

পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, দানবটাকে টানেলের গভীরে যেতে সময় দিল। তারপরেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল ও, টান দিল সঙ্গিনীর হাত ধরে। সন্দেহ নেই, খুব শীঘ্রি নিজের ভুল বুঝতে পারবে গ্রেণ্ডেল; তখন আবার ফিরে আসবে ওদের জন্য।

ইন্টারসেকশন পেরিয়ে উল্টোপথে এগোল দু'জনে। জায়গাটা পেরুনোর সময় একবার পাশে তাকাল ওরা। টানেলের বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে গ্রেণ্ডেল।

দৌড়াল না ওরা, পা ফেলল সাবধানে। পায়ের আওয়াজে আকৃষ্ট হতে পারে শত্রু। যতটা দ্রুত সম্ভব, এগিয়ে চলল। কিছুদূর যাবার পর ঘনঘোর অন্ধকারের কবলে পড়ল। ইন্টারসেকশন থেকে আলোর আভা আর ভেসে আসছে না, পা ফেলাই মুশকিল। পথ চেনার উপায় নেই। তবু মিনিটদুই ওভাবেই এগোল রানা। তারপর জ্বালল নিজের ফ্ল্যাশলাইট। জ্বালল, তবে একটা হাত দিয়ে রাখল সামনে, ঔজ্জ্বল্য কমানোর জন্য। এবার বাড়াল চলার গতি।

কথা বলছে না কেউ। সমস্ত মনোযোগ সামনে এগোনোর দিকে। রানা গম্ভীর। জানে, একটা গ্রেণ্ডেলকে ফাঁকি দিতে পারা মানেই বিপদ কেটে যাওয়া নয়। আরও গ্রেণ্ডেল আছে এই টানেল নেটওয়ার্কে। কখন-কোন্‌দিক থেকে ওগুলো আক্রমণ চালিয়ে বসবে বলা যায় না। স্বস্তির ব্যাপার একটাই—আল্ট্রাসোনিকসের উৎপাত থেমে গেছে। তারমানে কাছাকাছি নেই ওগুলো।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে যাবার পর ঝুঁকি নিয়ে মুখের কাছে ওয়াকি-টকি তুলল রানা। ফ্ল্যাশলাইটটা শ্যারনের হাতে তুলে দিয়ে চাপল ট্রান্সমিট বাটন। ফিসফিসিয়ে ডাকল, 'লেফটেন্যান্ট গ্রিন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? ওভার।'

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে যাবার পর খড়খড় করে উঠল স্পিকার। মৃদু, প্রায় অস্পষ্ট গলা। লেঃ মাইকেল গ্রিন নয়। ভলিউম কমিয়ে দিল রানা।

'কমাণ্ডার টিমোথি ফিশার বলছি,' শোনা গেল ওপাশ থেকে। 'কে ওখানে? মি. রানা... আপনি?'

'হ্যাঁ, কমাণ্ডার।'

'কোথায় আপনি?'

'বলতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু আশপাশের কিছুই চিনি না। আপনারা কোথায়?'

'স্নেক পিটের এগজিটের সামনে জড়ো হয়েছি আমরা। আপনি আসতে পারবেন এখানে?'

'চেষ্টা করব সাধ্যমত। তবে আমি একা নই... ড. বেকেটকে খুঁজে পেয়েছি।'

'তা-ই? খুব ভাল।'

ঠিক তখুনি পিছন থেকে ভেসে এল চাপা গর্জন। থমকে দাঁড়াল রানা। ওর গায়ে ধাক্কা খেলো শ্যারন।

'কী হয়েছে?' রানার থমথমে চেহারা লক্ষ করে জানতে চাইল তরুণী বিজ্ঞানী।

'আমাদের বন্ধু সম্ভবত ধোঁকাটা ধরে ফেলেছে,' বলল রানা। নিচু হয়ে খুলতে শুরু করল বুটের ফিতে।

'কী করছেন আপনি?' বিস্ময় ফুটল শ্যারনের চেহারায়।

'দৌড়াতে হবে আমাদেরকে,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'আপনার তো ক্র্যাম্পন আছে, কিন্তু এই বুট নিয়ে দৌড়াতে গেলে আমি আছাড় খাব নির্ঘাত। তারচেয়ে খালি পা হয়ে যাওয়া ভাল। বেশি ট্র্যাকশন পাব বরফে।'

দ্রুত বুট আর মোজা খুলে ফেলল ও। ঝুলিয়ে নিল গলায়। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওর উন্মুক্ত চামড়াকে আঁকড়ে ধরল

ঠাণ্ডা বরফের মেঝে—জমিয়ে আটকে ফেলতে চাইছে। তাই পা পিছলানোর ঝুঁকি কমল।

মুখের কাছে আবার ওয়াকি-টকি তুলল রানা। 'কমাণ্ডার ফিশার, আমি আর ড. বেকেট ছুট লাগাচ্ছি আপনাদের দিকে। তবে পিছনে একটা লেজ থাকছে। অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তৈরি থাকুন।'

'যেভাবে পারেন পৌঁছান এ-পর্যন্ত,' বলল ফিশার। 'বাকিটা আমরা সামলাব। খুব ভাল হতো যদি বলতে পারতেন ঠিক কোথায় আছেন আপনারা। হয়তো এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করতে পারতাম।'

'কোনও চিহ্ন দেখলেই বলব।' শ্যারনের হাত ধরল রানা। 'চলুন, একটা স্প্রিন্ট দেয়া যাক।'

মাথা ঝাঁকাল শ্যারন। তারপরেই একসঙ্গে ছুটতে শুরু করল দু'জনে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। মেয়েটির স্ট্যামিনা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না রানা। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে স্নেক পিটের অলি-গলিতে, কিন্তু ক্লান্তির কোনও চিহ্ন নেই। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াচ্ছে!

ছোটখাট কয়েকটা অলিগলি পেরিয়ে বড় একটা প্যাসেজে পৌঁছুল ওরা খানিক পর। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেয়ালে আঁকা নীল রঙের একটা বৃত্ত দেখতে পেল রানা। কিছুদূর এগোলে চোখে পড়ল দ্বিতীয় আরেকটা বৃত্ত।

'ম্যাপিং করা এরিয়ায় পৌঁছেছি আমরা,' জানাল শ্যারন।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়াকি-টকিতে কথা বলল রানা। 'কমাণ্ডার, আমরা নীল বৃত্তের প্যাসেজ ধরে আসছি।'

'রজার দ্যাট, মি. রানা,' বলল ফিশার। 'এগোতে থাকুন। আমরাও আসছি আপনাদের দিকে।'

কোমরের বেল্টে ওয়াকি-টকি গুঁজে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল

রানা। এতক্ষণে একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই সেই আলো নিভে গেল। আবারও বোঁ করে উঠল মাথা। দাঁতের গোড়ায় শুরু হলো শনশনানি। আল্ট্রাসোনিকস্!

নিচু গলায় ভাগ্যকে গাল দিল রানা। দানবটা খোঁজ পেয়ে গেছে ওদের।

একটু থামল ও। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল। দীর্ঘ প্যাসেজের শেষ প্রান্তে... অন্ধকারের ভিতর জ্বলজ্বল করছে দুটো রক্তলাল চোখ।

গ্রেণ্ডেলের গর্জনে কেঁপে উঠল বরফ-সুড়ঙ্গ।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। শ্যারনের দিকে ফিরে রুক্ষ গলায় বলল, 'মুভ!'

তিন

তুষারঝড় ভেদ করে পাওয়েলের পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে অ্যাবি। যতটা সম্ভব নিচু করে রেখেছে শরীর—ওদের অবয়ব যেন পরিষ্কারভাবে দেখতে না পায় প্রতিপক্ষ। তবে শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও যেন খেপে উঠেছে দুই পলাতককে ঠেকানোর জন্য। প্রবল আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাতাস ওদের গায়ে, চেষ্টা করছে উড়িয়ে নিয়ে যেতে। পতপত করে উড়ছে অ্যাবির গায়ে আলখাল্লার মত করে বাঁধা কম্বল। বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে যেত বহু

আগেই, যদি না অ্যাবি দুই হাতে শক্ত করে ধরে রাখত ওটা। কম্বলের একটা প্রান্ত মুখের উপর মুড়ে রেখেছে ও, উন্মুক্ত রয়েছে শুধু গগলসে ঢাকা চোখজোড়া।

পিছনে, এখনও শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির আওয়াজ। তবে ওদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করছে না রাশানরা। পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে ব্যারাকের ভিতরে হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে লেঃ কমাণ্ডার রাইট ও তার সঙ্গীরা, চেষ্টা করছে দরজা ভেঙে বেরিয়ে যেতে... ওদেরকে থামাবার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করছে রাশান প্রহরীরা। পুরোটাই আসলে ডাইভারশন—শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে রাইট, যাতে সেই সুযোগে পালিয়ে যেতে পারে অ্যাবি ও পাওয়েল।

মনে মনে প্রার্থনা করল অ্যাবি, এটা করতে গিয়ে কারও যেন প্রাণ না যায়। বিশেষ করে নিজের বয়োবৃদ্ধ পিতার জন্য উদ্বেগ বোধ করছে ও।

ওদের প্ল্যানটা অত্যন্ত সরল। বিমান নিয়ে টেকঅফ করবে, রেডিওতে সাহায্য চাইবে। রেডিও যদি কাজ না করে, সোজা মেইনল্যাণ্ডে গিয়ে সরাসরি দেখা করবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

বড় একটা জেমসওয়ে হাট পেরিয়ে এল দু'জনে। সামনে ড্রিফট স্টেশনের পার্কিং এরিয়া। তুষারের ঝড়-ঝাপটার মাঝে নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় নানা আকারের যান। কিন্তু অ্যাবির টুইন অটার বিমানটাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। দৃষ্টিসীমা মাত্র দশ গজ, নিশ্চয়ই বিমানটা আরও দূরে।

একটু থেমে টুইন অটার এবং নিজেদের অবস্থান আন্দাজ করে নিল অ্যাবি। ভয়ানক তুষারপাত হচ্ছে; এখন হিসেবে সামান্য এদিক ওদিক হলে দেখা যাবে অটারের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে বহুদূর। এখন অন্ধের মত ঘুরে বেড়াবার উপায় নেই ওদের। রাশানদের হাতে যদি খুন না-ও হয়, ঠাণ্ডায় মারা পড়বে

নির্ঘাত।

শরীর জমে যেতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। কাপড়-চোপড় ভেদ করে একেবারে অস্থিমজ্জায় আঘাত হানছে চরম শৈত্য-প্রবাহ। সারা মুখে তীব্র জ্বলুনি অনুভব করছে অ্যাবি, মনে হচ্ছে দুই গাল শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে দিয়েছে কেউ। আড়ষ্ট হয়ে আছে অস্থিসংযোগগুলোও।

একটু অপেক্ষা করল দু'জনে, আশা করল বাতাসের তোড় খানিকটা কমে আসবে। তা হলে হয়তো দেখা যাবে বিমানটাকে। কিন্তু কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাবার পরেও যখন অবস্থার কোনও হেরফের ঘটল না, ধৈর্য হারাল পাওয়েল।

'চলুন এগোই,' বলল সে। 'আর অপেক্ষা করা যায় না।'

গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেছে, ব্যারাকের বিদ্রোহ দমিয়ে দিয়েছে রাশানরা। মাথা গুনলে ওদের দু'জনকে পাওয়া যাবে না, তখুনি শুরু হবে তল্লাশি। তার আগেই পালাতে হবে ওদেরকে। মাথা ঝাঁকিয়ে পাওয়েলের প্রস্তাবে সম্মতি দিল অ্যাবি।

বাতাসের তীব্র ঝাপটা অগ্রাহ্য করে পা বাড়াল পাওয়েল, তার পিছনে ও। কয়েক মিনিটের মধ্যে পার্কিং এরিয়া পেরিয়ে বরফ প্রান্তরে পৌঁছুল। আরও কিছুদূর গিয়ে মাথা ঘোরাল অ্যাবি, তাকাল পিছনে। ঝড়ের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে ড্রিফট স্টেশন। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে শুধু কয়েকটা লাইটপোস্টের আলো।

কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে চলল ওরা। চারপাশে নজর বুলিয়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে বিমানটাকে, কিন্তু কোনও চিহ্ন নেই। দৃষ্টি অন্ধ করা তুষারের পর্দায় ঢেকে গেছে পৃথিবী। পায়ের তলাতেও পুরু তুষার। বাতাসের ধাক্কায় সোজা পথে এগোনো দায়। ধীরে ধীরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল অ্যাবি—অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এর মধ্যে বিমানটার কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল ওদের।

হঠাৎ সামনে মিটমিট করে উঠল একটা আলো। বেইসের

বাতি হতে পারে না, বাতাস এখনও সামনে থেকে বইছে, তারমানে মুখ ঘুরে যায়নি ওদের। তা হলে কীসের আলো ওটা? ভাবছে দু'জনে, এমন সময় কালো একটা আকৃতি ফুটে উঠল শুভ্র পটভূমিতে—আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। থমকে দাঁড়াল অ্যাবি আর পাওয়েল। কী ওটা!

কয়েক মুহূর্ত পরেই চারপেয়ে একটা জানোয়ার বেরিয়ে এল তুষারের আড়াল থেকে। ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে।

'লোবো!' আনন্দের আতিশয্যে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি। বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

ওর কোলের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুরটা, জিভ বের করে চেটে দিল গাল। ওটার দেহের পিছনে মিটমিটে আলোটা আবার দেখতে পেল অ্যাবি—প্রকট হচ্ছে ধীরে ধীরে। না, লাইটপোস্ট নয়... জ্বলন্ত ফ্লেয়ার হাতে লম্বা একটা মূর্তি... লোবোর পিছু পিছু উদয় হলো ওদের সামনে। ক্ষণিকের জন্য শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল অ্যাবির, ধরা পড়ে গেছে বোধহয়। কিন্তু পরক্ষণে ঢিল পড়ল পেশিতে। মানুষটার পারকা দেখতে পাচ্ছে। সাদা নয়, গাঢ় নীল—আমেরিকান নেভি মার্কা দেয়া।

'হাই, মিস ম্যানিটক!' বলে উঠল এনসাইন জিম পাটইয়াক। এর কাছেই লোবোকে রেখে গিয়েছিল ওরা। 'লোবোকে অস্থির হয়ে উঠতে দেখেই বুঝেছি, আপনি বা আপনার বাবা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বেরিয়ে এসেছি তাই।'

'কোত্থেকে বেরুলে?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল পাওয়েল। 'লুকিয়েছিলে কোথায়? রাশানরা তোমাকে খুঁজে পায়নি কেন?'

ফ্লেয়ার নেড়ে পিছনদিকে ইশারা করল জিম। 'শেরিফ ম্যানিটকের বিমানে। গণ্ডগোল শুরু হবার আগেই বিপদ আঁচ করতে পেরেছিল লোবো। গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিল

স্টেশন থেকে। ওকে ফেরাবার জন্য আমিও পিছু পিছু বেরোই। গোলাগুলি শুরু হতে দেখে উঠে পড়েছিলাম বিমানে, ভেবেছিলাম রেডিওতে মে-ডে সিগনাল পাঠাব। কপাল ভাল, ওখানে তল্লাশি করেনি ওরা।'

'যোগাযোগ করতে পেরেছ কারও সঙ্গে?'

মাথা নাড়ল জিম। 'সময় খুব বেশি পাইনি রেডিও ব্যবহারের। বিমানের কার্গো স্পেসে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতে হয়েছে রাশান প্যাট্রোলের চোখ এড়াবার জন্য। ঝড় শুরু হবার পর পরিস্থিতি খানিকটা নিরাপদ হয়েছে... চলে গেছে প্যাট্রোলগুলো। তখন থেকে চেষ্টা শুরু করেছি, কিন্তু এখনও সাড়া পাইনি কারও—ঝড়ের কারণে কমিউনিকেশন সিস্টেম কাজ করছে না। ফ্লেয়ার দিয়ে অ্যাণ্টেনার গায়ের বরফ গলাচ্ছিলাম... তখনই আপনারা এলেন।'

লোবোর মাথায় হাত বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাবি। 'এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা নিরাপদ নয়। বিমানে চলো।'

'ঠিক বলেছেন,' মাথা ঝাঁকাল পাওয়েল। তিনজনে পা বাড়াল বিমানের দিকে। লোবো পাশে রইল।

'কী করবেন বলে ভাবছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল জিম। পথ দেখাচ্ছে সে—আস্তে আস্তে টুইন অটারের অবয়ব স্পষ্ট হচ্ছে দলটার সামনে।

'প্রার্থনা করো, যাতে ইঞ্জিন চালু করতে পারি বিমানের। ঝড়ের কারণে আওয়াজ শুনতে পাবে না কেউ, কিন্তু ওটা গরম হতে সময় লাগবে অনেক।'

'ফ্লাই করতে চাইছেন আপনি?' বিস্মিত গলায় বলল জিম। 'এই আবহাওয়ায়?'

'হোয়াইটআউট কণ্ডিশনে ফ্লাই করার অভিজ্ঞতা আছে আমার,' সংক্ষেপে জানাল অ্যাবি। কিন্তু এ-কথা বলল না, শুধু

কুয়াশার মাঝখান দিয়ে ওড়ার অভিজ্ঞতা সেটা। এ-ধরনের ঝড় মোকাবেলা করেনি কখনও আগে। কথাটা বললে ঘাবড়ে যেত সঙ্গীরা।

কয়েক মিনিটের ভিতর টুইন অটারের পাশে পৌঁছে গেল ওরা। দ্রুত হাতে খুলে নিল আইস মুরিং, স্কিডের সামনে থেকে সরিয়ে নেয়া হলো গোঁজ। এরপর সবাই চড়ে বসল বিমানে। ফিউজেলাজের ভিতরটা বেশ উষ্ণ, বাতাস ঢুকতে পারছে না। গা থেকে কম্বলটা খুলে ফেলল অ্যাবি। পাইলটের সিটে বসেছে ও, কো-পাইলটের সিট দখল করেছে পাওয়েল। লোবোকে নিয়ে জিম উঠেছে পিছনে।

সুইচ টিপে মেইন পাওয়ার অন্ করল অ্যাবি। সিস্টেমস্ চেক করল। কোথাও কোনও সমস্যা নেই। এবার টগ্‌ল্ সুইচ টিপে অগজিলিয়ারি ব্যাটারি থেকে ডিজএনগেজ করল ইঞ্জিন-ব্লক হিটার। এরপর চালু করল ইঞ্জিন। সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত কম্পন অনুভব করল, জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যেন বিমানটা।

বাতাসের গর্জনে অনেকটাই ভোঁতা শোনাচ্ছে দুই মোটরের আওয়াজ, তারপরও পুরোপুরি চাপা পড়েছে বলা যাবে না। কদ্দূর যাচ্ছে এই শব্দ? রাশানরা কি শুনতে পাবে? মাথা ঘুরিয়ে পাওয়েলের দিকে তাকাল অ্যাবি। কাঁধ ঝাঁকাল সে, সম্ভবত অ্যাবির মনের কথা পড়তে পারছে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল অ্যাবি। রাশানরা টের পেলেও এখন আর কিছু করার নেই। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, ফেরানো যাবে না। তাই আস্তে আস্তে থ্রটল বাড়াল ও—ইঞ্জিনকে গরম করে নিচ্ছে। একই সঙ্গে একটা চোখ রাখল বাইরে, বিমান লক্ষ্য করে কেউ ছুটে আসছে কি না বুঝতে চায়।

দু'মিনিট পেরিয়ে গেল, দেখা গেল না কাউকে। ইঞ্জিন টেম্পারেচার চেক করল অ্যাবি। কাজ চলবার মত গরম হয়েছে।

সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'গেট রেডি!'

কেউ কোনও কথা বলল না। থ্রটল আরও বাড়াল অ্যাবি। উন্মত্তের মত ঘুরতে লাগল ইঞ্জিন প্রপের পাখাগুলো, যেন যুদ্ধ ঘোষণা করল ঝড়ের বিরুদ্ধে। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল গোটা ফিউজেলাজ... কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। তারপরেই স্কিডগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকা বরফ ভেঙে গেল, মন্থর গতিতে সামনে এগোল টুইন অটার।

কন্ট্রোল নেড়ে বিমানের মুখ ঘুরিয়ে নিল অ্যাবি। ড্রিফট স্টেশন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বাতাসের প্রবাহের বিপরীতে গিয়ে টেকঅফ করবার ইচ্ছে। তবে কাজটা সহজ হবে না।

'সর্বনাশ! ওরা টের পেয়ে গেছে!' হঠাৎ বলে উঠল পাওয়েল। পিছনে উঁকি দিচ্ছিল সে।

মিরর চেক করল অ্যাবি। পিছনে ঘোলাটে দুটো আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে... ছুটে আসছে অটারের দিকে। হোভারক্র্যাফট। দাঁতে দাঁত পিষল ও, থ্রটল ঠেলে দিল আরও। তীব্র আর্তনাদ করে উঠল ইঞ্জিন। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বিমানটা, কিন্তু সামনে থেকে ছুটে আসা বাতাসের অত্যাচারে ঠিকমত স্পিড তুলতে পারল না। এমনিতে দ্রুত টেকঅফের জন্য হেড-উইণ্ড বেশ কাজে দেয়, তবে এ-মুহূর্তে আর্কটিকের ঝোড়ো বাতাস ঠিক উল্টো কাজ করছে। ছোট্ট বিমানকে পিষে ফেলতে চাইছে বরফের গায়ে।

'ধরা পড়ে যাব... নির্ঘাত ধরা পড়ে যাব!' আঁতকে উঠে বলল জিম।

'ব্যাটারা টের পেল কীভাবে?' বলল অ্যাবি। 'ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছে? ঝড়ের মাঝখানে তো শোনা যাবার কথা নয়।'

'বোধহয় ইনফ্রারেড স্কোপ বসিয়েছে স্টেশনে,' অনুমান করল পাওয়েল। 'বিমানের ইঞ্জিন গরম হয়ে উঠতে দেখেছে ওতে।'

ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে হঠাৎ শোনা গেল রাইফেলের

আওয়াজ। ঠক ঠক শব্দ তুলে পলায়মান অটারের গায়ে বিঁধল কয়েকটা বুলেট। তবে ক্ষয়ক্ষতি সীমাবদ্ধ রইল পিছন দিককার টেইল অ্যাসেম্বলি আর স্টোরেজ স্পেসে... কেবিন পর্যন্ত পৌঁছুল না। বিমানের গতি বাড়ানোর জন্য যুঝতে শুরু করল অ্যাবি।

'কাছে চলে আসছে ওরা!' ভয়ার্ত গলায় পিছন থেকে বলল জিম।

ডানে-বাঁয়ে তাকাল অ্যাবি। তুষারঝড়ের মাঝে প্রকট হয়ে উঠছে হেডলাইটের আলো। হোভারক্র্যাফট বাইকদুটো খুব দ্রুত ছুটে আসছে, বাতাসের ঝাপটা ঠেকাতে পারছে না ওগুলোকে। অসহায়ের মত সামনে তাকাল, ঘোলা হয়ে আছে উইণ্ডশিল্ডের ওপাশের দুনিয়া, হতাশা ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই ওখানে। বায়ুপ্রবাহ ঠেলে সামনে এগোনোই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, টেকঅফ করা তো অনেক পরের কথা।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল অ্যাবির। না, এত সহজে হার মানবে না। চকিতে একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়।

'হোল্ড অন!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

পোর্ট ইঞ্জিনের থ্রটল কমাল অ্যাবি, বাড়িয়ে দিল স্টারবোর্ডেরটা। একই সঙ্গে ডানার ফ্ল্যাপও ডিপ্লয় করল—একদিক উপরে, অন্যদিক নীচে। মুহূর্তেই নাক ঘুরল টুইন অটারের, রানারের উপর ভর দিয়ে লাটিমের মত পাক খেতে শুরু করেছে। পুরো একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যেতেই থ্রটল আর ফ্ল্যাপ ঠিক করে নিল অ্যাবি। বিমান এবার ড্রিফট স্টেশনের দিক লক্ষ্য করে ছুটল।

'কী করছেন আপনি?' হতভম্ব গলায় জানতে চাইল পাওয়েল।

জবাব দিল না অ্যাবি। থ্রটল ঠেলে দুই ইঞ্জিনে সর্বোচ্চ পাওয়ার দিল। পাগলের মত ঘুরছে এখন প্রপ। আচমকা যেন স্প্রিন্ট লাগাল বিমান। পিছন থেকে বাতাসের ধাক্কায় হু হু করে

বেড়ে যাচ্ছে গতি।

ওর মতলব এতক্ষণে আঁচ করতে পেরেছে পাওয়েল। বলল, 'পাগলামি করছেন আপনি, শেরিফ ম্যানিটক। টেকঅফ করবার মত ক্লিয়ারেন্স নেই সামনে!'

'আমি জানি,' সংক্ষেপে বলল অ্যাবি।

উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে চকচক করে উঠল দুই হোভারক্র্যাফটের হেডলাইট। থমকে দাঁড়িয়েছে বাহনদুটো। বিমানটাকে আচমকা মুখ ঘুরিয়ে ওদের দিকে ছুটে আসতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে আরোহীরা। তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই রাইফেল তুলে গুলি করল আবার। তাতে কাজ না হওয়ায় পাগলের মত সরে গেল অটারের গতিপথ থেকে। বিমানটা ওদেরকে পেরিয়ে চলে যেতেই পিছু পিছু ধাওয়া করল।

'ওহ্ গড!' পিছন থেকে গুঙিয়ে উঠল জিম। 'মরব আজ!'

ওসব শুনছে না অ্যাবি। কন্ট্রোল প্যানেলে সেঁটে আছে ওর চোখ... বিশেষ করে স্পিড গজের উপর। একটু পরেই সামনে মিটমিট করে উঠল ড্রিফট স্টেশনের আলো। ওদিকে উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে অটার।

সিটের উপর সোজা হয়ে বসল অ্যাবি, টানতে শুরু করল কন্ট্রোল কলাম। একটু উঁচু হলো বিমান, অবিরাম চলতে থাকা ঝাঁকুনি কমল খানিকটা। কিন্তু এখনও টেকঅফ করবার মত গতি অর্জন করেনি বিমান। তাই উঁচু হয়েও সেটা ধরে রাখতে পারল না। আবারও দড়াম করে নামল বরফের উপর। ঝনঝন করে উঠল পুরো ফিউজেলাজ।

'মুখ ঘোরান!' চেঁচিয়ে উঠল পাওয়েল। 'নইলে ক্র্যাশ করব আমরা!'

বধির সেজেছে যেন অ্যাবি। সঙ্গীর চিৎকারে নির্বিকার রইল, এক হাতে আবারও ঠেলল থ্রটল। যদি বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট

থাকে ইঞ্জিনে, সেটা পেতে চায়। বিমানের কোর্সে সামান্য কারেকশন দিল ও, বেইসের একটা জেমসওয়ে হাট লক্ষ্য করে ছুটল অটার।

'প্ল্যানটা কী আপনার...' বলতে বলতে থমকে গেল পাওয়েল। 'হায় যিশু!' আঁতকে উঠল সে। বুঝতে পেরেছে কী করতে চলেছে পাগলাটে মেয়েটা।

ব্যারাকের পাশে, ঠিক যেভাবে স্তূপ হয়েছিল জমাট তুষার... সামনের হাটটার পাশেও ঠিক একই রকমের একটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে। প্রায় মসৃণ—অনেকটা স্কি-জাম্পের স্লোপের মত, ডগাটা মিশেছে ঢালু ছাতের গায়ে। বিমান নিয়ে স্কি-জাম্পই দিতে চলেছে অ্যাবি!

দ্রুতহাতে সিটবেল্টের বাঁধন এঁটে নিল পাওয়েল। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই তীব্রবেগে হাটের কাছে পৌঁছে গেল টুইন অটার। বরফের স্লোপ ধরে শাঁই করে উঠে গেল পুরো কাঠামো, চোখের পলকে উঠে এল ছাতে। থামল না, ধাতব ছাত আর রানারের সংঘর্ষের কর্কশ শব্দ তুলে ঝাঁপ দিল সামনে। ইতিমধ্যে ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিয়েছে অ্যাবি, ছাত পেরিয়েই বাতাসে পাখা মেলল বিমান।

পরের কয়েকটা মিনিট হলো শ্বাসরুদ্ধকর। বিমানের কন্ট্রোল নিয়ে যুদ্ধ করল অ্যাবি। তীব্র বাতাসের মাঝে সুতোকাটা ঘুড়ির মত পাক খেলো অটার, গোঁত্তা খেলো, খসে পড়তে চাইল মাটিতে। কিন্তু কিছুতেই ওটাকে হার মানতে দিল না অ্যাবি। আস্তে আস্তে বিমানের মুখ ঘোরাল ও, মুখোমুখি হলো বাতাসের। বায়ুচাপের অবলম্বন নিয়ে বাড়াল উচ্চতা। এক সময় সুস্থির হলো অটার। লেভেল হয়ে উড়তে শুরু করল।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল অ্যাবি। এই ঠাণ্ডাতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছল তা। চেক করে

নিল এয়ারস্পিড, অলটিচ্যুড আর কম্পাস। দৃষ্টিসীমা শূন্যের কোঠায়, এখন ইনস্ট্রুমেন্টগুলোই সামনে এগোবার সম্বল। উইণ্ডশিল্ডের সামনে উড়ন্ত তুষার ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

নড়ে উঠল পাওয়েল। সিটবেল্টের বাঁধন খুলে বিস্ফারিত চোখে তাকাল অ্যাবির দিকে। বলল, 'আপনি বদ্ধ উন্মাদ!'

'এর জন্য রানা দায়ী,' মুচকি হেসে বলল অ্যাবি। 'এ-ধরনের পাগলামি আমি ওকে দেখেই শিখেছি।'

'আমার আর কোনও অভিযোগ নেই,' পাওয়েলের মুখেও হাসি ফুটল।

'সত্যি, রীতিমত জাদু দেখিয়ে দিয়েছেন আপনি!' পিছন থেকে বলল জিম।

কণ্ট্রোল প্যানেলের উপর চোখ পড়তেই মুখের হাসি মুছে গেল অ্যাবির। রিজার্ভ ট্যাঙ্কের কাঁটা দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে বাঁ দিকে। ফুল থেকে হাফ... হাফ থেকে কোয়ার্টারে পৌঁছে গেল দেখতে দেখতে। নিশ্চয়ই ধাওয়াকারীদের বুলেট লেগেছে ওটার গায়ে। ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান ফিউয়েল। মেইন ট্যাঙ্ক চেক করল অ্যাবি। না, ওটা স্বাভাবিক। মানে... যদি ট্যাঙ্কের আটভাগের একভাগ ফিউয়েল থাকাটা স্বাভাবিক বলা যায় আর কী।

'কী হয়েছে?' ওর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ করে জানতে চাইল পাওয়েল।

'ফিউয়েল শেষ আমাদের,' তিক্ত গলায় বলল অ্যাবি।

'কী!' চমকে উঠল পাওয়েল। 'কীভাবে?'

খুলে বলল অ্যাবি। ওর কথা শেষ হতেই খিস্তি করে উঠল পাওয়েল। শাপশাপান্ত করছে ভাগ্যকে।

'কতদূর যেতে পারব আমরা?' পিছন থেকে শুকনো গলায়

জিজ্ঞেস করল জিম।

'বেশি না,' মাথা দোলাল অ্যাবি। 'বড়জোর পঞ্চাশ মাইল।'

'কোথাও পৌঁছুনো যাবে না তা হলে,' পাওয়েল বলল। 'প্রুডো বে এখান থেকে চারশো মাইল দূরে।'

পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারছে অ্যাবি। গন্তব্যে পৌঁছুনো সম্ভব নয়, বরফের মাঝখানে ল্যাণ্ড করতে হবে ওদেরকে। সঙ্গে গরম কাপড় নেই, খাবার নেই, আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা নেই—মেরু অঞ্চলে এর অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু।

'কী করব আমরা এখন?' হাহাকারের মত শোনাল জিমের কণ্ঠ।

কেউ জবাব দিল না তার প্রশ্নের।

চার

আস্তিনের ভাঁজে আর কোনও কৌশল লুকানো নেই, ধাওয়া করে আসা গ্রেণ্ডেলটাকে ফাঁকি দেবার জন্য পা-দুটোই একমাত্র ভরসা। তাই পাগলের মত দৌড়াচ্ছে রানা ও শ্যারন। এই দফায় বেশি জোরে ছুটছে মেয়েটিই, খালি পায়ে তার সঙ্গে তাল মেলাতে কষ্ট হচ্ছে রানার। আড়ষ্ট লাগছে হাঁটুর নীচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত, যেন কোনও অনুভূতি নেই। স্রেফ তীব্র জেদের বশে কাজ করাচ্ছে ও পেশিগুলোকে।

দানবটার এগিয়ে আসার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে

ওরা পিছন থেকে। সেই সঙ্গে রয়েছে আল্ট্রাসোনিকসের ক্রমাগত আঘাত। বমি বমি লাগছে ওদের। শারীরিক অসুবিধে সামাল দিয়ে দৌড়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে বসে পড়ে, পেট থেকে উগরে দেয় সবকিছু। একা থাকলে শ্যারন হয়তো তা-ই করত, কিন্তু অবিরাম তাড়া দিয়ে রানা ওকে বাধ্য করছে দৌড়াতে।

নীল বৃত্তের প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে দু'জনে। বড় একটা বাঁক পেরুতেই উত্তেজিত গলায় শ্যারন বলল, 'এই জায়গা আমি চিনি! এখান থেকে এগজিট বেশি দূরে নয়।'

'গুড!' বলল রানা। 'থামবেন না। পা চালান!'

পিছনে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনে চকিতে ঘাড় ফেরাল ও। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল। এসে পড়েছে দানবটা। ওদের থেকে বড়জোর পনেরো গজ দূরে ওটা। বিদ্যুৎবেগে পড়ছে একেক কদম, পায়ের নখের আঁচড়ে ছিটকে উঠছে টানেলের মেঝের বরফ।

'যাশ্-শালা!' গাল দিয়ে উঠল রানা।

আর তখুনি সামনে থেকে ভেসে এল নতুন চিৎকার।

'গেট ডাউন!'

কে বলল কথাটা, জানে না; রানা শুধু ওদের দিকে তাক হওয়া দুটো অস্ত্রের ব্যারেল দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল ও, এক হাতে শ্যারনকে জাপটে ধরে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র। রানা আর শ্যারনের গায়ের উপর দিয়ে অঝোর ধারায় ছুটল বুলেট, আঘাত হানল ধাবমান গ্রেণ্ডেলের গায়ে। যেন প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল ওটা, গর্জে উঠল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। তার জবাবে হজম করল আরও অনেকগুলো বুলেট। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বিশাল দেহটা দড়াম করে আছাড় খেলো টানেলের মেঝেতে।

রানা অতকিছু দেখছে না। শ্যারনকে সামনে ঠেলে দিল ও। বলল, 'ক্রল করুন।'

মাকড়সার মত কিলবিল করে এগোল মেয়েটি। তার পিছু নিল রানা, কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। কী যেন আঁকড়ে ধরল ওর একটা পা। মাথা ঘোরাল ও, সঙ্গে সঙ্গে একটা বিট মিস করল হৃৎপিণ্ড।

আহত, মুমূর্ষু গ্রেণ্ডেল আছড়ে পড়েছে ওর পায়ের কাছে। সারা শরীর রক্তাক্ত, গুলিতে উড়ে গেছে মুখের একপাশ। কিন্তু ওই অবস্থাতেও শরীর ঘষটে এগিয়ে এসেছে ওটা, শক্তিশালী মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছে রানার একটা পা। ওকে টেনে নিয়ে আসতে চাইছে নিজের কাছে। এক মুহূর্তের জন্য একত্র হলো দু'জনের দৃষ্টি। দানবের রক্তলাল চোখে পরিষ্কার খুনের নেশা দেখতে পেল রানা। মরবে, কিন্তু তার আগে ওকেও খুন করতে চাইছে ওটা।

পা নিয়ে টানাটানি শুরু করল রানা, কিন্তু একচুল আলগা হলো না গ্রেণ্ডেলের বজ্রমুষ্ঠি। বরং হ্যাঁচকা টানে ওকে নিজের কয়েক ফুটের মধ্যে নিয়ে গেল জানোয়ারটা। উপায়ান্তর না দেখে কোমর থেকে আইস-অ্যাক্সটা খুলে আনল রানা। কোপ বসাল গ্রেণ্ডেলের হাতে।

ব্যথায় চিৎকার করে উঠল প্রাণীটা, বাধ্য হলো মুঠো ঢিল করতে। ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করল রানা। উঠে দাঁড়াল। গ্রেণ্ডেল তখন আবার শরীর ঘষটে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। পিছাল না রানা। দু'হাতে কুঠারটা উঁচু করল রানা। দানবটা নাগালে আসতেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনল অস্ত্রটা, চেলা কাঠ ফাঁড়ার মত ভঙ্গিতে কোপ বসাল ওটার মাথায়।

হাড় ভাঙার বিশ্রী শব্দ হলো, খুলি দু'ফাঁক হয়ে ঢুকে গেল কুঠারের ফলা, আটকে গেল অর্ধেক পথ দিয়ে। ভীষণভাবে খিঁচুনি

খেলো দানবের গোটা দেহ। তারপরেই নিস্তেজ হয়ে গেল। কুঠারটা ওটার মাথা থেকে খুলে নিল রানা। হাঁপাতে হাঁপাতে পিছিয়ে এল কয়েক পা। দৃষ্টি সরাচ্ছে না। যেন নিশ্চিত হতে পারছে না ওটা মারা গেছে কি না।

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল থমথমে নীরবতায়। তারপর টলে উঠল রানা, আর তখুনি পিছন থেকে একজোড়া হাত ধরে ফেলল ওকে। আইস-অ্যাক্সটা হাত থেকে নিয়ে নিল আরেকজন।

'ইটস্ ওকে, মি. রানা,' শোনা গেল নরম কণ্ঠ। 'আপনি এখন নিরাপদ।'

মাথা ঘোরাতেই কমাণ্ডার ফিশারকে দেখতে পেল ও। হাসল একটু। 'একেবারে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছেন।'

'আপনিই বরং ঠিক সময়মত পৌঁছেচেন,' ফিশারও হাসল। 'আসুন।'

পিছনের মানুষটাকে এবার দেখল রানা। লেফটেন্যাণ্ট মাইকেল গ্রিন। তার কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল ও, গ্রেণ্ডেলের নখের খোঁচায় বাম পায়ের চামড়া ছড়ে গেছে। কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে শ্যারন। যোগ দিল ওদের সঙ্গে। টানেল ধরে হাঁটতে থাকল ওরা। একটু পরেই দেখা পেল বাকিদের।

রানাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল গ্যারি ম্যাসন। বলল, 'মি. রানা! থ্যাঙ্ক গড! আমি তো আপনার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

'ধন্যবাদটা কমাণ্ডার ফিশার আর লেঃ গ্রিনের প্রাপ্য,' বলল রানা কাঠখোট্টা গলায়। লোকটার উদ্বেগের মধ্যে খাদ দেখতে পাচ্ছে। মন বিষিয়ে উঠল। কখন নিজের আসল পরিচয় জানাবে সে?

'এখনও বিপদ কাটেনি,' বলল ফিশার। সবাইকে একত্র করে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাল।

'পোলার সেন্টিনেল চলে গেছে?' বিস্মিত গলায় বলল শ্যারন। 'আমাদেরকে ফেলে?'

'ক্যাপ্টেন গরডনের আর কোনও বিকল্প ছিল না,' ফিশার জানাল তাকে।

'এখন তা হলে কী করব আমরা?'

'আর যা-ই করি, এখানে থাকা চলবে না,' রানা বলল। 'দানবগুলোর চাইতে রাশানদের বিরুদ্ধে আমাদের টিকে যাওয়ার চান্স বেশি।'

'কিন্তু আমাদের অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে আসছে!' প্রতিবাদের সুরে বলল গ্রিন।

'সেক্ষেত্রে লড়াই না করে গা-ঢাকা দেয়া যেতে পারে। যদ্দূর বুঝতে পারছি, রি-এনফোর্সমেণ্ট নিয়ে খুব শীঘ্রি ফিরে আসবে পোলার সেন্টিনেল। ততক্ষণ যদি...'

'ঠিক বলেছেন,' সামনে এগিয়ে এল লেঃ লিসা ইভান্স। ফিশারের দিকে ফিরল। 'তিন নম্বর লেভেলে লুকানোর মত বেশ কিছু জায়গা দেখেছি আমি, স্যর। ওখানে সার্ভিস শাফট আছে... স্টোরেজ স্পেস আছে... আরও আছে একটা পুরনো ওয়েপনস্ লকার। লুকানো তো যাবেই, হয়তো কিছু অস্ত্র-শস্ত্রও জোগাড় করতে পারব আমরা।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' মাথা ঝাঁকাল ফিশার। 'এই মৃত্যুগুহার চাইতে যে-কোনও জায়গাই ভাল। তবে সাবধানে এগোতে হবে আমাদেরকে।'

উল্টো ঘুরল সবাই... আর তখুনি বোঁ করে উঠল মাথা। ঝট্ করে পিছনে তাকাল রানা। আবারও ভেসে আসছে আল্ট্রাসোনিকস্ শব্দতরঙ্গ—এবার আগের চেয়ে জোরালোভাবে! সঙ্গীদের দিকে তাকাল, ওরাও অনুভব করছে ব্যাপারটা।

'ওহ্ গড!' কাতরধ্বনি বেরুল গ্রিনের গলা দিয়ে। 'নট

আগেইন!'

'মানে কী এর?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল শ্যারন। 'গ্রেণ্ডেলটা তো মারাই গেছে। এখনও আল্ট্রাসোনিকস্ আসছে কোত্থেকে?'

'ওটাই একমাত্র জ্যান্ত গ্রেণ্ডেল ছিল না, ড. বেকেট,' বললেন ড. কনওয়ে। 'গুহায় যেগুলো জমাট বাঁধা অবস্থায় ছিল, সবকটাই প্রাণ ফিরে পেয়েছে।'

'কী! কীভাবে?'

'এসব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে,' বলল রানা। দূরে, অন্ধকার টানেলের ভিতরে অনেকগুলো চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছে। 'আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

'মুভ!' চাপা গলায় হুকুম দিল ফিশার। 'ওগুলোকে ঠেকানোর মত ফায়ারপাওয়ার নেই আমাদের।'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল দলটার মাঝে। ছুটতে শুরু করল সবাই। পিছন থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ গর্জন। পলায়মান মানুষগুলোকে ধাওয়া করল দানবের দল। যেন ইঁদুরের পিছনে লেগেছে শিকারি বেড়াল। মাঝে মাঝে গুলি ছুঁড়ে ওগুলোকে ব্যতিব্যস্ত রাখল নেভির লোকরা।

'এই দিকে!' চেঁচিয়ে পথ দেখাল শ্যারন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে স্নেক পিটের ভারী দরজার সামনে পৌঁছে গেল ওরা। একযোগে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল পাল্লার উপরে, ধাক্কা খেয়ে হাঁ হয়ে খুলে গেল প্রবেশপথ। হুড়মুড় করে আইস স্টেশনের চার নম্বর লেভেলে, হলঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়ল সবাই।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। মাটিতে পড়েই স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল দরজার দিকে। ডাকল, 'কুইক! সাহায্য করুন আমাকে!'

সিম্যান ডেভ পার্ল আর পেটি অফিসার লয়েড হাত লাগাল

ওর সঙ্গে। তিনজনে ঠেলে বন্ধ করল পাল্লা। লাগিয়ে দিল হুড়কো। আর তখুনি উপর থেকে ভেসে এল ফাঁকা গুলির আওয়াজ। সিঁড়ির দিকে ঘুরে গেল সবাই। অস্ত্র হাতে সেখান দিয়ে নেমে এল চারজন রাশান সৈনিক, সবার পরনে সাদা পারকা। নিশ্চয়ই গোলাগুলির আওয়াজ শুনে ছুটে এসেছে।

গাল দিয়ে উঠল কমাণ্ডার ফিশার। তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়া বোধহয় একেই বলে।

'হল্ট!' রাশান উচ্চারণে হুঙ্কার ছাড়ল এক সৈনিক। হাতের অ্যাসল্ট রাইফেল তাক করেছে ভিড়ের দিকে। 'অস্ত্র ফেলে দাও সবাই। এক্ষুনি!'

কেউ নড়ল না।

দলটার পায়ের কাছে একটা গুলি করল সৈনিক। তারপর চেঁচাল আবার, 'লাস্ট ওয়ার্নিং। অস্ত্র ফেলো, নইলে খতম হয়ে যাবে।'

হুমকির ভঙ্গিতে তার সঙ্গীরাও অস্ত্র নাড়ল।

'নির্দেশটা মেনে নিলেই ভাল করবেন,' ফিশারকে বলল রানা। 'এরা সিরিয়াস।'

মাথা ঝাঁকাল কমাণ্ডার, ছেড়ে দিল হাতের রাইফেল। সঙ্গীদেরকেও ইশারা করল ফেলতে। ঝনঝন শব্দে মেঝেতে আছড়ে পড়ল গ্রিন, লিসা, লয়েড আর ডেভ পার্লের অস্ত্র।

'একসারিতে সামনে এগোও,' পরবর্তী নির্দেশ দিল রাশান সৈনিক। 'খবরদার, কোনও চালাকি নয়।'

বিনা বাক্যব্যয়ে এই নির্দেশও পালন করল বন্দিরা। আসলে দরজার কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে।

মাত্র দশ কদম এগোল ওরা, তারপরেই পিছনে বিকট শব্দ হলো। ওপাশে ভারী কিছু একটা আছড়ে পড়ল স্নেক পিটের দরজার উপরে। লোহার পাল্লাদুটো কেঁপে উঠল থরথর করে।

থমকে দাঁড়াল সবাই। রাশান চার সৈনিকও হতভম্ব হয়ে গেছে। কী ঘটছে বুঝতে পারছে না।

পিছনে ঘাড় ফেরাল কমাণ্ডার ফিশার। আবারও দড়াম করে কিছু বাড়ি খেলো দরজার গায়ে। পাল্লাদুটো বেঁকে গেল খানিকটা।

প্রমাদ গুনল ফিশার। সঙ্গীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'গেট ডাউন, এভরিবডি! নাউ!'

কথাটা মুখ থেকে বেরুতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ঝাঁপ দিল সবাই। ওদেরকে নড়তে দেখে ট্রিগার চাপল রাশান এক সৈনিক। পেটি অফিসার লয়েডের ভাগ্য খারাপ, ঝাঁপ দিতে সামান্য দেরি করে ফেলেছিল, গুলিটা লাগল তার মাথার একপাশে। রক্ত আর মগজ ছিটকে উঠল সে-আঘাতে, মেঝেতে আছড়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহ। ড. কনওয়েের রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট লিলি চিৎকার করে উঠল আতঙ্কে। রুশ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল সৈনিকেরা, থামতে বলছে সবাইকে।

'গড্যাম ইট!' গরগর করে উঠল ফিশার। ক্রোধে লাল হয়ে গেছে তার চেহারা।

পালা করে খুনে রাশান আর পিছনের কাঁপতে থাকা দরজার দিকে তাকাল রানা। দু'দিকেই মৃত্যু। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা।

এক পা এগোল রাশান সৈনিকদের নেতা। রাগী গলায় বলল, 'কী হচ্ছে এসব? দরজার ওপাশে কী?'

'বাছা, যদি বুদ্ধিমান হও,' বলে উঠলেন কনওয়ে। 'এখুনি কেটে পড়ো এখান থেকে।'

অস্ত্রের ব্যারেল তাঁর দিকে ঘোরাল সৈনিক। 'কী বললেন...'

কথা শেষ হলো না তার। প্রচণ্ড ধাক্কায় ককিয়ে উঠল স্নেক পিটের দরজা। চাপের মুখে হার মানল, কবজা ভেঙে হলঘরের ভিতরে আছড়ে পড়ল পাল্লাদুটো। কয়েক সেকেণ্ড পরেই পায়ে

পায়ে একটা গ্রেণ্ডেল বেরিয়ে এল ওখান দিয়ে।

'বোহ্ জে ময়!' মাতৃভাষায় ঈশ্বরকে ডেকে উঠল রাশান সৈনিকদের নেতা। বিশাল দানবটাকে দেখে স্থবির হয়ে গেছে সে। তার সঙ্গীদেরও একই অবস্থা।

জবাবে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল গ্রেণ্ডেল। সে-আওয়াজে কেঁপে উঠল সবাই। এবার এগোতে শুরু করল ওটা।

'ফায়ার!' চেঁচিয়ে উঠল রাশান সৈনিকদের নেতা।

চারটে অস্ত্র থেকে একসঙ্গে ছুটল গুলির ধারা। শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল গ্রেণ্ডেলের, কিন্তু থামল না প্রাণীটা। স্থির, কিন্তু দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে। চোখে খুনের নেশা।

'উঠে দাঁড়াবেন না কেউ,' সঙ্গীদেরকে আতঙ্কিত হয়ে নড়তে দেখে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ক্রল করে এগোন।'

তা-ই করল সবাই, পাগলের মত হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত এগোতে থাকল। রাশানরা বাধা দিল না, তারা গ্রেণ্ডেলকে সামলাতে ব্যস্ত। রাইফেলের ম্যাগাজিন শেষ হয়ে গেল চোখের পলকে, রিলোড করবার জন্য বিরতি পড়ল গুলিবর্ষণে। ততক্ষণে আরও দুটো দানব ঢুকে পড়েছে দরজা গলে। মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে থাকা মানুষগুলোর দিকে নজর দিল না ওরা, অস্ত্রধারী চার রাশানকে টার্গেট করল। হুঙ্কার দিয়ে ছুটে গেল তাদের দিকে।

সৈনিকদের পেরিয়ে ততক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে রানারা। পিছনে চিৎকার শুনে ঘাড় ফেরাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল। অস্ত্র রিলোড হবার আগেই চার সৈনিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে গ্রেণ্ডেলরা। টেনে-হিঁচড়ে শুইয়ে ফেলেছে সবাইকে, দাঁত দিয়ে কামড় বসিয়েছে উন্মুক্ত চামড়ায়। আতঙ্কিত সৈনিকরা মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, চারপাশে রক্তের বন্যা।

চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। তাকাল সিঁড়ির দিকে। পরক্ষণে দমে গেল। ছোট্ট ওই সিঁড়ি বেয়ে ওরা সবাই একসঙ্গে উঠতে

পারবে না। তার আগেই গার্ডদেরকে শেষ করে ওদের উপরে হামলা করবে দানবগুলো। কী করা যায়?

'এদিকে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল শ্যারন। বিপদের তোয়াক্কা করছে না, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাইকে নিয়ে গেল হলঘরের উল্টো প্রান্তের বিশাল দরজাটার সামনে। ভল্ট ডোরের মত বিশাল এক হুইল-লক আছে ওটায়, হুইল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল তালা। এরপর ধাক্কা দিয়ে পাল্লা ফাঁক করল একটু। 'ভিতরে ঢুকুন সবাই!'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল দলটার মধ্যে, কিন্তু ফাঁক দিয়ে একজনের বেশি ঢুকতে পারছে না। দরজার পাল্লাদুটো বড্ড ভারী, পুরোপুরি খোলা যাচ্ছে না—বয়সের কারণে কবজায় জং-টং ধরেছে সম্ভবত। চকিতে পিছনে তাকাল রানা। আর তখুনি রাশান সৈনিকের লাশের উপর থেকে মুখ তুলল একটা গ্রেণ্ডেল। রক্তলাল চোখ মেলে তাকাল ওর দিকে।

'সেরেছে! এইবার আমাদের পালা!' বলল রানা। 'কুইক! তাড়াতাড়ি ঢুকুন আপনারা।'

লাশ টপকে কয়েক পা এগোল গ্রেণ্ডেল। থমকে দাঁড়াল। দাঁত খিঁচাতে শুরু করেছে। প্রমাদ গুনল রানা। বড্ড অসহায় লাগছে নিজেকে। একটা রাইফেল পেলে একচোখ দান করে দিতে দ্বিধা করত না। উল্টো ঘুরে সঙ্গীদের ধাক্কা দিল ও। পিছনে গর্জে উঠল গ্রেণ্ডেল, ধেয়ে এল ওদের দিকে।

ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সবাইকে ভিতরে ঢোকাল রানা। সবশেষে ঢুকল নিজে। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে চাইল ও, কিন্তু তার আগেই ওটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দানব। মুখের উপর দড়াম করে বাড়ি খেল পাল্লা, ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল রানা। মেঝেতে আছড়ে পড়ল পিঠ দিয়ে। পতনের ধাক্কায় বুক থেকে বেরিয়ে গেল বাতাস, মুখ আর বুকেও অনুভব করল তীব্র ব্যথা। তারপরেও

কনুইয়ে ভর দিয়ে সোজা হলো, দানবটা ভিতরে ঢুকে পড়লে সব শেষ।

কপাল ভাল, জং-ধরা কবজা জ্যাম হয়ে গেছে, পাল্লাটা পুরোপুরি খুলতে পারেনি দানব। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ছুটে গেল দরজার কাছে। বাকিরাও সাহায্য করল, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার কাছে হার মানল গ্রেণ্ডেল, ইঞ্চি ইঞ্চি করে বন্ধ হতে থাকল পাল্লা। পুরোপুরি বন্ধ হতেই হুইল ঘুরিয়ে বোল্ট আটকে দিল রানা।

হাঁপাতে হাঁপাতে এবার পিছিয়ে এল সবাই। ওপাশ থেকে দানবের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল, ধুমধাম করে বার কয়েক বাড়ি পড়ল পাল্লায়। কিন্তু এই দরজাটা যথেষ্ট শক্ত, স্নেক-পিটের দরজার মত ভেঙে গেল না।

'আপাতত আমরা নিরাপদ,' বলল শ্যারন। 'দরজাটা এক ফুট পুরু স্টিলের তৈরি।'

গলায় ঝোলানো বুটজোড়া ছিটকে পড়ে গেছে, ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পায়ে গলাতে শুরু করল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আমরা?'

'স্টেশনের হৃৎপিণ্ডে,' বলল কমাণ্ডার ফিশার। 'এটাই এখানকার মূল ল্যাব।'

লাইটের সুইচ টিপল কেউ। মাথার উপর মিটমিট করে জ্বলে উঠল বৈদ্যুতিক আলো। বুটের ফিতে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। চোখ বোলাল চারপাশে। ল্যাবটা পরিত্যক্ত হলেও পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দরভাবে গোছানো। সার বেঁধে বসানো হয়েছে বেশ ক'টা স্টিলের টেবিল। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে কাঁচের আলমারি, তাতে নানা রকম ইকুইমেণ্ট আর ছোটবড় কাঁচের পাত্র গুছিয়ে রাখা হয়েছে। আরেকপাশের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে বেশ ক'টা রিফ্রিজারেশন ইউনিট। মেইন ল্যাবের সঙ্গে লাগোয়া একটা ছোট

রুম আছে—দরজা খোলা, ভিতরটা অন্ধকার।

একে একে আরও বাতি জ্বলে উঠছে। ল্যাবের একপ্রান্তে শুরু হওয়া একটা করিডোর আলোকিত হয়ে উঠল তাতে। লম্বা করিডোর... বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে দৃষ্টিসীমার আড়ালে। সম্ভবত পুরো লেভেলের আউটার ওয়াল ঘেঁষে বানানো হয়েছে এই করিডোর। ওদিকে তাকাতেই স্থির হয়ে গেল রানা। অন্যেরাও দেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে চলৎশক্তি হারিয়েছে সবাই।

'মাই গ-অ-ড! কী দেখছি আমি!' হাহাকার করে উঠলেন ড. কনওয়ে।

পাঁচ

প্রকৃতির আক্রোশকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল ভ্যালেরি নিকোলায়েভ। গায়ে সাদা পারকা, দু'হাতে পুরু গ্লাভস্; বাতাসের হামলা থেকে মুখকে বাঁচাচ্ছে পশমি হুড, মোটা উলের স্কার্ফ আর একজোড়া পোলারাইজড গগলস্। সবকিছুর উপর তুষারের পুরু প্রলেপ পড়ে গেছে, দূর থেকে বিশালদেহী রিয়ার অ্যাডমিরালকে দেখাচ্ছে হিমালয়ের ত্রাস ইয়েতির মত।

হোভারক্র্যাফট বাইকের পিছনের সিটে পিঠ টানটান করে বসে আছেন তিনি। হিম-বাতাস বা ভয়াল ঝড়কে পরোয়া করছেন না। পিতার শেষ নিদ্রার স্থানের দিকে চলেছেন নিকোলায়েভ, বরফের

গভীরে এক শীতল সমাধির পানে, যেখানে জীবনের সবচেয়ে বড় বোঝাপড়াটা সারবেন তিনি। কেউই তাঁকে ঠেকাতে পারবে না।

বাইক চালাচ্ছে তরুণ এক লেফটেন্যান্ট। রিয়ার অ্যাডমিরালের তাড়া সম্পর্কে অবগত সে, তীব্র-শীতল বাতাস ভেদ করে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে বাহনকে। অভিজ্ঞ চালক, বাতাসের তোড়ে দিকভ্রান্ত হয়নি, বাইকের জাইরোস্কোপিক গাইডেন্স সিস্টেম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কারেকশন দিয়েছে কোর্সে। প্রায় সরলরেখার মত একটা পথে এগিয়ে চলেছে আইস স্টেশন গ্রেগুলের দিকে। এসকর্ট হিসেবে ওদেরকে অনুসরণ করছে আরও দুটো বাইক।

চারপাশে নজর বোলালেন নিকোলায়েভ। স্রেফ একটা বন্ধ্যা ভূমি, প্রাণের কোনও অস্তিত্ব নেই কোথাও। মেঘ আর তুষারের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে সূর্য, প্রায়ান্ধকার পরিবেশ বিরাজ করছে গোটা বরফ-দ্বীপের উপরে। সুস্থ, স্বাভাবিক কোনও মানুষের বাসযোগ্য বলা যায় না কিছুতেই। নিরন্তর হতাশা আর নিঃসঙ্গতা হামলা চালায় দেহমনে। দাঁতে দাঁত পিষলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। এখানেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে বাধ্য করা হয়েছিল তাঁর পিতা ইগোর নিকোলায়েভকে—নির্বাসিত, বিস্মৃত অবস্থায়। এর প্রতিশোধ নেবেন তিনি!

একটু বাঁক নিল হোভারক্র্যাফট। উঁচু একটা প্রেশার রিজের গোড়া ধরে এগোল। রিজটাকে দেখাচ্ছে অতিকায় কোনও দানবের পিঠের মত। রিজ পেরুতেই চোখে পড়ল ঘোলাটে আলোর আভা।

ঘাড় ফেরাল ড্রাইভার। 'ডেস্টিনেশন অ্যাহেড, স্যর!' গলা চড়িয়ে রিপোর্ট দিল সে।

মৃদু মাথা ঝোঁকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, কোনও কথা বললেন না।

কোর্স অ্যাডজাস্ট করল ড্রাইভার। গতি কমিয়ে পাশে আসার সুযোগ দিল অন্য দুই বাহনকে। অ্যালাইন ফরমেশনে তিন হোভারক্র্যাফট ছুটে চলল আলোর উৎসের দিকে। খানিক পরে তুষারের প্রকোপ একটু কমল, অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এল চারপাশের দৃশ্য।

বরফের এক বিশাল মাউণ্টেইন রেঞ্জ দেখতে পেলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, সেইসঙ্গে অবারিত শুভ্র প্রান্তর। প্রান্তরের মাঝে রয়েছে একটা পলিনিয়া—সাবমেরিন ভেসে ওঠার উপযোগী জলাশয়। পলিনিয়ার উল্টোপাশে, পাহাড়শ্রেণীর গোড়ায় আছে চারকোনা এক শাফট—মানুষের তৈরি। ওখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে আলোর রেখা।

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলের প্রবেশপথ।

পলিনিয়ার কিনার ধরে এগোল হোভারক্র্যাফট। ইঞ্জিনের থ্রটল কমানো হলো, এয়ার-কুশনের সাপোর্ট ত্যাগ করল বাহনগুলো, টাইটেনিয়ামের স্কি-র উপর ভর দিয়ে নামল বরফের উপর। এণ্ট্রান্সের কাছাকাছি গিয়ে থেমে দাঁড়াল, পার্ক করল ছোট একটা ঢালের আড়ালে, যাতে ঝড়ের আঘাতে ক্ষতি না হয় হোভারক্র্যাফটের।

ঝটপট সিট থেকে নেমে গেল ড্রাইভার, তবে নিকোলায়েভকে খানিকটা ঝামেলা পোহাতে হলো হারনেসের বাকল খুলতে গিয়ে। জমে আটকে গেছে ওটা, গ্লাভ নিয়ে খোলা মুশকিল, খালি হাতেও সহজ হলো না। হঠাৎ তাঁর চোখ চলে গেল আইস স্টেশনের প্রবেশপথের দিকে। চৌকো এণ্ট্রান্সটা যেন কোনও প্রাচীন সমাধির মুখ—মিশরে এমন অনেক সমাধি লুঠ হওয়া অবস্থায় দেখেছেন তিনি। এখানেও কম-বেশি একই অবস্থা। তাঁর পিতার সমাধি লুঠ করবার জন্য হন্যে হয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছে আমেরিকা ও রাশা। কিন্তু আসলে তিনিই এর প্রকৃত দাবিদার।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'স্যর?' ড্রাইভারের ডাকে ধ্যান ভাঙল তাঁর, সাহায্য করবার জন্য এক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সে।

'দরকার নেই,' রুক্ষ গলায় বললেন নিকোলায়েভ। দ্রুত হাত চালিয়ে খুললেন হারনেস। তারপর নেমে এলেন বাইক থেকে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল, হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠল হু-হু করে। এভাবেই যেন ইগোর নিকোলায়েভের সমাধিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল প্রকৃতি।

দ্রুত পায়ে এণ্ট্রান্সের দিকে এগিয়ে গেলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। সঙ্গীরা পিছু নিল তাঁর। প্রবেশপথের সামনে সিগারেট ফুঁকতে থাকা অবস্থায় একজনকে দেখা গেল। নিকোলায়েভকে দেখেই তটস্থ হয়ে উঠল সে। সিগারেট ফেলে দিয়ে সটান স্যালিউট ঠুকল।

'গুড ইভনিং, স্যর!'

ভুরু কোঁচকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, মানুষটাকে চিনতে পেরেছেন। সাবমেরিন ড্রাকনের অফিসার—লেফটেন্যাণ্ট গরস্কি। বাইরে কী করছে? পাহারা দিচ্ছে? অফিসারদের তো গার্ড ডিউটিতে থাকার কথা নয়!

'কী ব্যাপার, গরস্কি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'বাইরে কী করছ?'

'ইয়ে... আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি, স্যর।'

'হুম!' দু'পাশে চোখ বোলালেন নিকোলায়েভ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে ভাঙা লোহার টুকরো আর বরফের স্তূপ, দরজার জায়গাটাও হাঁ হয়ে আছে—ওমেগা স্টেশন থেকে পালিয়ে আসা গ্রুপটার কীর্তি। গোঁজের মত আটকে থাকা স্নো-ক্যাটটাকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে টুকরো টুকরো করা হয়েছে, সেইসঙ্গে পথ বানানো হয়েছে বরফধসের মাঝ দিয়ে। তবে সে-সব জঞ্জাল

পুরোপুরি সরানো হয়নি এখনও।

গরস্কির দিকে ফিরলেন নিকোলায়েভ। 'কেন অপেক্ষা করছ?'

'দুটো সমস্যা দেখা দিয়েছে, স্যর,' গলা খাঁকারি দিয়ে বলল লেফটেন্যান্ট। 'একটা এখানে, অন্যটা ওমেগায়। ইউ.কিউ.সি. লাইনে আছেন ক্যাপ্টেন রুশকিন... আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

নিকোলায়েভের চেহারায় বিরক্তি ফুটল। ঘাড় ঘুরিয়ে শূন্য পলিনিয়ার দিকে তাকালেন। কালো রঙের একটা কেইবল, তুষারে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, এণ্ট্রান্সের টানেল থেকে বেরিয়ে মিশে গেছে জলাশয়ের কালচে পানিতে। ওটাই ইউ.কিউ.সি. লাইন—এক ধরনের আণ্ডারওঅটর টেলিফোন, সোনারের মত কাজ করে। পার্থক্য শুধু এ-ই যে, পিং-এর বদলে ভয়েস ট্রান্সমিশন হয় ওটায়। অল্প দূরত্বে বেশ কার্যকর। তারমানে *ড্রাকন* এখনও আশপাশেই চক্কর দিচ্ছে।

'পথ দেখাও,' বললেন নিকোলায়েভ।

উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল গরস্কি, তাকে অনুসরণ করলেন তিনি। টানেল ধরে এগিয়ে চলল দলটা।

'সমস্যা হয়েছে বললে... কী সেটা?' খানিক পর জানতে চাইলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'আমেরিকানরা, স্যর,' বলল গরস্কি। 'নেভি পার্সোনেল আর সিভিলিয়ানদের ছোট একটা গ্রুপ রয়ে গেছে এখানে। চার নম্বর লেভেলে ঘাপটি মেরেছে ওরা। মেইন ল্যাবে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছে। আমরা ওখানে ঢুকতে পারছি না।'

'ল্যাবে ঢোকার আগেই ঠেকানো হয়নি কেন ওদেরকে?'

'সম্ভব ছিল না, স্যর। অদ্ভুত কতগুলো জানোয়ার হামলা চালিয়েছিল আমাদের গার্ডদের উপরে। ওই সুযোগে ল্যাবে ঢুকে পড়ে ওরা।'

'অদ্ভুত জানোয়ার মানে?'

'সাদা চামড়ার... বিশাল একেকটা প্রাণী। অত্যন্ত হিংস্র। এমন জানোয়ার আগে কোনোদিন দেখেনি কেউ। আমাদের রি-এনফোর্সমেণ্ট পৌঁছুনোর আগেই চারজন গার্ডকে খুন করেছে ওগুলো, তারপর লাশ নিয়ে ঢুকে পড়েছে বেইসের সঙ্গে লাগোয়া টানেল নেটওয়ার্কের ভিতরে। হলঘরে এখন হেভি আর্টিলারি-সহ নতুন পাহারা বসানো হয়েছে।'

গরস্কির বর্ণনা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন নিকোলায়েভ। মস্কোয় তাঁর পিতার পাঠানো পুরনো রিপোর্ট পড়ে এসেছেন তিনি, শোনামাত্র বুঝতে পারছেন কীসের কথা বলা হচ্ছে।

গ্রেণ্ডেল!

এ কি সম্ভব? এখনও কি ওই প্রাণীগুলো বেঁচে আছে?

খুব শীঘ্রি স্টেশনের মূল অংশে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। পাঁচ নম্বর লেভেলের ডাইনিং স্পেসে বসানো হয়েছে রেডিও ইউনিট। পলিনিয়া থেকে আসা ইউ.কিউ.সি. লাইন মিলেছে একটা সেটের সঙ্গে। অল্পবয়েসী এক অপারেটর ডিউটি করছিল, রিয়ার অ্যাডমিরালকে দেখতে পেয়েই ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। স্যালিউট ঠুকল কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে।

'স্যর! ক্যাপ্টেন রুশকিন লাইনে আছেন।'

'জানি,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন নিকোলায়েভ। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলেন হ্যাণ্ডসেট। 'দিস ইজ রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ।'

'গুড ইভনিং, স্যর,' ওপাশ থেকে ভেসে এল রুশকিনের কণ্ঠ। গমগম করছে তার গলা, যেন চোঙা দিয়ে কথা বলছে। 'আর্জেণ্ট একটা রিপোর্ট পেয়েছি ওমেগা স্টেশন থেকে। ওটা আপনাকে জানানো দরকার।'

'গো অ্যাহেড।'

'ওখানে সিকিউরিটি ব্রিচ দেখা দিয়েছে, স্যর। ব্যারাক থেকে একজন আমেরিকান নাবিক, আর এক সিভিলিয়ান মেয়ে পালিয়ে গেছে।'

হাত মুঠো করে ফেললেন নিকোলায়েভ। 'হোয়াট!'

'ওখানেই শেষ নয়। একটা বিমান নিয়ে পালিয়েছে ওরা। ঝড়ের কারণে ওদেরকে ট্র্যাক করবার কোনও উপায় নেই। খুব সম্ভবত ওরা আলাস্কার উপকূলের দিকে যাচ্ছে। রেঞ্জে পৌঁছুতে পারলেই সাহায্য চাইবে।'

বুকের ভিতরে তীব্র ক্রোধ অনুভব করলেন নিকোলায়েভ। এমন ভুল ক্ষমার অযোগ্য। মিশনটার প্রধান শর্তই হলো, কোনও সাক্ষী রাখা চলবে না। সেভাবেই প্ল্যান করা হয়েছে সব। সোলার স্টর্ম আর তুষারঝড়ের পূর্বাভাস দেখে ঠিক করা হয়েছে সময়সীমা। কারণ এই পরিবেশে আমেরিকানদের রিকনিসান্স স্যাটেলাইটগুলো বরফদ্বীপের কিছুই দেখতে পাবে না। চাক্ষুষ সাক্ষী না থাকলে রাশান সরকার সরাসরি অস্বীকার করতে পারবে ঘটনার দায়। সেজন্যে আমেরিকান রিসার্চ সাবমেরিন পোলার সেণ্টিনেলকেও নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে দেয়া হয়েছে। *ড্রাকন*-কে হয়তো পানিতে স্পট করেছে ওরা, কিন্তু সারফেস অপারেশন সম্পর্কে চাক্ষুষ ভেরিফিকেশনের কোনও সুযোগ ছিল না তাদের। ভবিষ্যতে যত অভিযোগই উত্থাপন করুক ওটার ক্রু-রা, তার সপক্ষে প্রমাণ দেখাতে পারবে না।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। মুখের ভিতরটা তেতো ঠেকল নিকোলায়েভের। দু'জন বন্দি পালিয়ে গেছে—এমন দু'জন মানুষ, যারা সবকিছু নিজ চোখে দেখেছে... আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ করে বলতে পারবে, ওমেগা স্টেশনে হামলার নেতৃত্বে ওরা একজন রাশান রিয়ার অ্যাডমিরালকে দেখেছে।

প্রচণ্ড ক্রোধে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারাতে বসেছিলেন নিকোলায়েভ,

হঠাৎ সামলালেন নিজেকে। বুঝতে পারছেন, রাগ করে লাভ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। তা ছাড়া এ-নিয়ে এত ভাবনারও কিছু নেই। কবজিতে বাঁধা পোলারিস মনিটর স্পর্শ করলেন। তাঁর চূড়ান্ত পরিকল্পনা সফল হলে এ-সবের আর কোনও গুরুত্ব থাকবে না।

বড় করে কয়েকবার শ্বাস ফেললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। শান্ত করলেন স্নায়ুকে। দুশ্চিন্তা করছেন না আর। সামান্য এই ঝামেলা তাঁর সাফল্যের পথে বাধা হতে পারে না কিছুতেই। তা ছাড়া, গোপন এই যুদ্ধ হচ্ছে সরকারি নির্দেশে। এমন যুদ্ধ প্রতিনিয়তই ঘটে চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে... লোকচক্ষুর অন্তরালে। আমেরিকাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটায় এসব যুদ্ধ। উত্তর কোরিয়ার উপকূল, ইরাকের মরুভূমি আর চিনের পার্বত্য এলাকায় বহু ঘটনা ঘটিয়েছে ওরা, ঘটিয়েছে আর্কটিকেও। দাঁতভাঙা একটা জবাব পাওনা হয়েছে ওদের। জানা কথা, তাঁরা জয়ী হতে পারলে এই অপমানের কথা কিছুতেই ফাঁস করবে না আমেরিকা। দুনিয়ার সামনে নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেবে না। দরকার হলে নিজেরাই গায়েব করে দেবে সাক্ষীদেরকে।

'স্যর!' আণ্ডারওঅটর টেলিফোনে রুশকিনের গলা ভেসে এল। 'আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।'

পরিস্থিতি যাচাই করে নিলেন নিকোলায়েভ। দুই বন্দির পলায়ন নিঃসন্দেহে খারাপ খবর, তবে তাতে মিশনের বারোটা বেজে যায়নি। কাজ শেষ করবার জন্য এখনও যথেষ্ট সময় আছে তাঁদের হাতে, কিন্তু এখন থেকে আর কোনও ঝুঁকি নেয়া যাবে না। ওমেগা স্টেশন আর সেখানকার বন্দিরা এ-মুহূর্তে আর অ্যাসেট নয় তাঁদের জন্য, বরং একটা বোঝা। যা খুঁজছেন তাঁরা, তা ওখানে নেই।

'ক্যাপ্টেন,' শান্ত গলায় বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'ড্রাকনকে নিয়ে ওমেগায় যাও তুমি।'

'স্যর?'

'ওখানে পৌঁছে আমাদের লোকজনকে তুলে নেবে সাবমেরিনে, ফিরে আসবে এখানে।'

'আর বন্দিরা?'

সরাসরি জবাব দিলেন না নিকোলায়েভ। বললেন, 'আমাদের লোকজন ক্লিয়ার হয়ে যাবার পর ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জগুলো ফাটিয়ে দেবে তুমি। পুরো স্টেশনটাকে তলিয়ে দেবে পানিতে। ঠিক আছে?'

থমকে গেল ক্যাপ্টেন রুশকিন। এই মুহূর্তে ঠাণ্ডা মাথায় বন্দি আমেরিকানদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। কয়েক সেকেণ্ড কোনও কথা ফুটল না তার কণ্ঠে।

'ক্যাপ্টেন!' খেঁকিয়ে উঠলেন নিকোলায়েভ। 'আমার কথা বুঝতে পেরেছ তুমি?'

'জী, স্যর,' মিনমিনে গলায় জবাব দিল রুশকিন।

'গুড। কাজ শেষে এখানে আবার তোমাকে দেখতে চাই আমি। আমাদের মিশন প্রায় শেষ পর্যায়ে।'

'আপনি যা বলেন, অ্যাডমিরাল।'

হ্যাণ্ডসেট নামিয়ে রাখলেন নিকোলায়েভ। ঘুরলেন সঙ্গীদের দিকে। এবার দ্বিতীয় সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন তিনি।

ছয়

মেইন ল্যাবে উপস্থিত প্রতিটা মানুষ দম ফেলতে ভুলে গেছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারা ল্যাব-সংলগ্ন করিডোরের দিকে। সদ্য জ্বলে ওঠা বাতির আলোয় সেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে সিলিণ্ডার আকৃতির একসারি স্টিলের ট্যাঙ্ক—করিডোরের দেয়ালের সঙ্গে, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বসানো হয়েছে প্রতিটা ট্যাঙ্ক। সংখ্যায় অন্তত বিশটা। কিছুদূর গিয়েই বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে করিডোর, পুরো জায়গাই এরকম ট্যাঙ্কে ভরা, বাঁকের ওপাশে আরও কতগুলো আছে কে জানে।

ট্যাঙ্কগুলোর শরীর স্টিলের হলেও সামনের অনেকখানি অংশ পুরু কাঁচ দিয়ে তৈরি। সেই কাঁচের উপর জমাট বেঁধে রয়েছে বরফের আস্তর। তবে সামনের দিককার কয়েকটা ট্যাঙ্কের বরফ গলিয়ে ফেলা হয়েছে... ফলে স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ট্যাঙ্কের অভ্যন্তর। যা দেখা যাচ্ছে, সেটাই চমকে দিয়েছে দর্শকদেরকে।

নীলচে এক ধরনের তরলে ভরে আছে সবগুলো ট্যাঙ্ক, হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রায় এখন বরফে পরিণত হয়েছে সেই তরল। বরফের ভিতরে... স্ফটিকের ভিতরে আটকা পড়া পোকার মত... দেখা যাচ্ছে একটা করে অবয়ব। মানুষের অবয়ব! নগ্ন শরীর, কাঁচের উপর থাবা মারছে... প্রতিটা মুখ কুঁচকে আছে তীব্র

যন্ত্রণায়। নারী, পুরুষ... এমনকী শিশুও আছে তাদের মাঝে!

বীভৎস, ভয়-জাগানো দৃশ্য। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর উল্টো ঘুরল। ওর সঙ্গীদের সবাইকেই আপসেট দেখাচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু দু'জন—শ্যারন আর কমাণ্ডার ফিশার। বোঝা যাচ্ছে, এ-দৃশ্য আগেই দেখেছে তারা। ওদের দিকে এগিয়ে গেল রানা।

'কী এসব?' থমথমে গলায় প্রশ্ন করল ও।

'এটাই ধামাচাপা দিতে চাইছে রাশানরা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল শ্যারন। 'প্রায় সত্তর বছরের পুরনো এক গোপন গবেষণাগার... হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশন করেছে ওরা এখানে। আমরাও এ-সব প্রচার হতে দিতে চাইনি, সেজন্যেই ল্যাবটায় তালা ঝুলিয়ে দেন ক্যাপ্টেন গরডন, বাইরে পাহারা বসানো হয়।'

বন্ধ দরজার দিকে তাকাল রানা—লেঃ গ্রিন আর ডেভ পার্ল পাহারা দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে দু'পাশে। ধাক্কাধাক্কিতে ক্ষান্ত দিয়েছে গ্রেণ্ডেল, শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির আওয়াজ। সম্ভবত রাশানদের রি-এনফোর্সমেন্ট এসে গেছে। আপাতত গ্রেণ্ডেলদের হামলা ঠেকানোয় ব্যস্ত তারা, তবে সন্দেহ নেই খুব শীঘ্রি ওদেরকে খুঁজতে আসবে। ল্যাবের দরজা যতই মজবুত হোক, ওদেরকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

শ্যারনের দিকে দু'পা এগোল লিসা। জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কী ধরনের গবেষণা চলছিল বলে মনে হয় আপনার?' ফ্যাকাসে হয়ে আছে তার চেহারা।

মাথা নাড়ল শ্যারন। 'আমি জানি না।' ইশারা করল কাছে দাঁড়ানো একটা কাঁচের কেবিনেটের দিকে, সেখানে সার বেঁধে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো ফাইল বাইণ্ডার—ল্যাবের নথিপত্র আর জার্নাল। 'ওখানে হয়তো এর জবাব লুকিয়ে আছে,

কিন্তু রেকর্ডগুলো কোডেড ভাষায় লেখা, আমরা তার অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি।'

কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল ম্যাসন। দরজা খুলল। তারপর ঝুঁকে চেক করল ওগুলোর লেবেল। বলল, 'নম্বর দেখতে পাচ্ছি... না, তারিখ। ১৯৩৩-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৪৫-এর মে মাস পর্যন্ত।'

শেষ জার্নালটা বের করে আনল সে। পাতা উল্টাতে শুরু করল।

'বারো বছর!' বলল লিসা। 'এক যুগ ধরে চলল এমন অপারেশন, অথচ কেউ টের পেল না? তা কী করে হয়?'

'অস্বাভাবিক কিছু নয়,' বলল শ্যারন। 'সে-আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না উত্তর মেরুতে। সহজে কেউ আসতও না এদিকে। গোপন গবেষণার জন্য আদর্শ ছিল জায়গাটা।'

'সেই সঙ্গে গবেষণাটা ধামাচাপা দেবার জন্যও,' গম্ভীর গলায় যোগ করল রানা। 'কী ঘটেছিল এখানে?'

একটা ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করছিলেন ড. কনওয়ে। রানার প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফেরালেন। 'আমি কিছুটা আইডিয়া করতে পারি।'

সবাই তাকাল তাঁর দিকে।

'কী?' জিজ্ঞেস করল ফিশার।

'অ্যাম্বিউলোসিটাসের স্পেসিমেনগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এর,' ওদের দিকে এগিয়ে এলেন জীববিজ্ঞানী। 'ঘটনা তো আপনি নিজে চোখেই দেখেছেন, কমাণ্ডার। জমাট বাঁধা স্পেসিমেনগুলো আপনাদের সামনেই জীবন ফিরে পেয়েছে।'

'কী বলছেন এসব?' চোখ বড় হয়ে গেল শ্যারনের। 'এ অসম্ভব। ওগুলো পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো।'

ওর দিকে মাথা ঘোরাল ফিশার। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, ড. বেকেট, অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্যি। আমরা স্বচক্ষে

দেখেছি ওগুলোকে জ্যান্ত হয়ে উঠতে। রীতিমত একটা মিরাকল!'

'এ-ধরনের মিরাকল প্রকৃতিতে বিরল নয়,' বললেন কনওয়ে। 'এক ধরনের কচ্ছপ আছে, যারা শীতকালটা জমাট বাঁধা কাদার মধ্যে ঘুমিয়ে কাটায়, বসন্তকালে বরফ গললে আবার জেগে ওঠে।'

'ঘুমায়... কিন্তু মরে তো যায় না!' প্রতিবাদ করল শ্যারন।

'সেক্ষেত্রে আর্কটিকের ব্যাঙের উদাহরণ দেব আপনাকে। শীতকালে এরা জমে পাথর হয়ে যায়... থেমে যায় হৃৎস্পন্দন। ওই অবস্থায় যদি কাটেন ওগুলোকে, এক ফোঁটা রক্ত বের হবে না। ও-সময় এদের সমস্ত ই.ই.জি. অ্যাক্টিভিটিও বন্ধ হয়ে যায়। সত্যি বলতে কী, সেলুলার লেভেলেও কোনও অ্যাক্টিভিটি থাকে না এদের। এটাকে সোজা ভাষায় মৃত্যু বলতে পারেন আপনি। কিন্তু বসন্ত এলেই আবার জেগে ওঠে এরা। প্রয়োজনীয় তাপ পাবার পনেরো মিনিটের মধ্যে সচল হয় হৃৎপিণ্ড, শুরু হয় রক্ত চলাচল... আর দশটা সাধারণ প্রাণীর মত লাফঝাঁপ দেয় ওরা তখন।'

'কথাটা সত্যি,' একমত হলো রানা। 'এ-ধরনের ব্যাঙের কথা পড়েছি আমি।'

'কিন্তু এটা সম্ভব হচ্ছে কী করে?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল শ্যারন। 'একটা শরীর জমাট বাঁধা মানেই ওটার কোষে কোষে সৃষ্টি হয় বরফ, ধ্বংস করে দেয় সেল-স্ট্রাকচারকে। ঠিক ফ্রস্টবাইটের মত। ব্যাঙগুলো বাঁচে কীভাবে?'

'জবাবটা খুব সহজ,' বললেন কনওয়ে।

একটা ভুরু উঁচু করল শ্যারন।

'শুগার... মানে, চিনি।'

'কী?'

'আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে বলতে হয়, গ্লুকোজ। কানাডিয়ান এক রিসার্চার আছেন... ড. কেন স্টোরি... আর্কটিক ফ্রগ নিয়ে প্রায় দশ বছর গবেষণা করেছেন। তিনি দেখেছেন,

যখনি ব্যাঙের চামড়ার উপরে বরফ জমতে শুরু করে, তখুনি ওটার দেহ বাড়তি মাত্রায় গ্লুকোজ সরবরাহ করতে থাকে প্রতিটা কোষে। দেহকোষের ঘনত্ব এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যায়, যাতে প্রাণহারী বরফ জমতে না পারে কোষগুলোর ভিতরে।'

'কিন্তু আপনি তো বললেন ব্যাঙগুলো জমাট বেঁধে যায়।'

'হ্যাঁ, তবে জমে শুধু কোষের বাইরের তরল অংশ। ভিতরের গ্লুকোজ এক ধরনের ক্রায়োপ্রোটেক্ট্যান্ট বা অ্যান্টিফ্রিজ হিসেবে কোষগুলোকে সজীব রাখে। ফলে তাপ পেলে আবারও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় দেহ। ড. স্টোরি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দেহের বিশটা জিন পুরো প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই জিনগুলোই গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে পরিণত করে। কীসের ভিত্তিতে প্রক্রিয়াটার সূচনা ঘটে, তা এখনও অজানা; তবে ধারণা করা হয়, এর পিছনে হরমোনের ভূমিকা আছে। ব্যাঙের চামড়া জমতে শুরু করলেই হরমোনাল সিগনাল পায় জিনগুলো, তখুনি গ্লুকোজ বানাতে শুরু করে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার কী, জানেন? এই বিশটা জিন কিন্তু দুনিয়ার বহু প্রাণীর শরীরেই পাবেন!'

বড় করে শ্বাস ফেলল শ্যারন। 'তার মধ্যে কি আপনার এই ওয়াকিং ওয়েইলগুলোও আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন ড. কনওয়ে। 'হয়তো জানেন, নতুন প্রজাতিটার নাম *অ্যাম্বিউলোসিটাস নেটানস্ আর্কটোস* রেখেছি আমি—অরিজিন্যাল উভচর তিমির আর্কটিক সাব-স্পিশিজ। দেহের আকার বড় হয়ে যাওয়া, চামড়া সাদা হয়ে যাওয়া... এগুলো আর্কটিক অ্যাডাপটেশনের চিহ্ন। তা হলে শীতনিদ্রাই বা অস্বাভাবিক হবে কেন? বছরভর পুরো মেরু অঞ্চল জমে আর গলে, তিমিগুলোও হয়তো এই ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে নিজেদেরকে।'

'ঠিক বলেছেন,' সুর মেলাল কমাণ্ডার ফিশার, 'আমরা বাস্তব প্রমাণ দেখেছি এর।'

কনওয়ে বলে চললেন, 'এটা আসলে এক ধরনের সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশন—ক্রায়োজেনিক্স-এর মূলমন্ত্র। কৃত্রিমভাবে যদি ব্যাপারটা ঘটানো যায়, তা হলে কত উপকার হবে, ভাবতে পারেন? এখন তো বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরাও চেষ্টা করছেন আর্কটিক ফ্রগের মডেলের সাহায্যে মানবদেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ করতে। মৃত্যুর পর চোখ, হৃৎপিণ্ড, লিভার, কিডনি, ইত্যাদি দান করে যায় লোকে—সেগুলো ট্র্যান্সপ্লাণ্ট করবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, নইলে কয়েক ঘণ্টা পরেই নষ্ট হয়ে যায় হিউম্যান অরগান। কিন্তু ক্রায়োজেনিক্স ব্যবহার করা গেলে বছরের পর বছর সংরক্ষণ করা যাবে যে-কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।'

ট্যাঙ্কগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'এখানে কি তা-ই করা হয়েছে? আপনি কি বলতে চাইছেন, এটা এক ধরনের অরগান ব্যাঙ্ক? মানুষের স্পেয়ার পার্টসের গুদাম?'

ওর দিকে ফিরলেন ড. কনওয়ে। 'উঁহুঁ। আমি মোটেই সেটা ভাবছি না।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তা হলে?'

'বাজি ধরে বলতে পারি, আরও বড় কিছু করছিল রাশানরা এখানে। আর্কটিক ফ্রগের বিশটা জিনের কথা বলেছি আপনাদেরকে... যেগুলো সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশনের জন্য দায়ী... ওগুলো কিন্তু মেরুদণ্ড-ধারী সব প্রাণীর দেহেই পাওয়া যায়। তারমানে মানুষের মধ্যেও!'

বিস্ফারিত হলো শ্রোতাদের চোখ।

'আমার বিশ্বাস, ট্যাঙ্কের মানুষগুলো রাশানদের সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশন প্রোগ্রামের গিনিপিগ,' বলে চললেন ড. কনওয়ে। 'গ্রেণ্ডেলদের মাঝে আমরা যে-ক্ষমতা দেখেছি, সেটাই ওরা

মানুষের মাঝে আনতে চাইছিল। মানে বরফে জমে অনির্দিষ্টকাল বেঁচে থাকার ক্ষমতা। দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞানের হোলি গ্রেইল বলতে পারেন একে... অমরত্বের সাধনা!'

ভ্রূকুটি নিয়ে ট্যাঙ্কের ব্যথাতুর চেহারাগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'আপনি কি বলতে চাইছেন, এই মানুষগুলো এখনও বেঁচে আছে?'

ড. কনওয়ে জবাব দেবার আগেই ধমাধম করে আওয়াজ হলো দরজায়। তাঁর কথাগুলো এতই মগ্ন হয়ে শুনছিল সবাই, আওয়াজটা শুনে চমকে উঠল। এরপরেই ওপাশ থেকে ভেসে এল একটা ভারিক্কি গলা।

'ভিতরের মানুষদের বলছি। এখুনি খোলো এই দরজা। যদি না খোলো, দরজা কেটে ভিতরে ঢুকব আমরা। কথা দিচ্ছি, সেই ধকলের মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেয়া হবে।'

বক্তার কণ্ঠ অত্যন্ত শীতল। বোঝা গেল, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। ফ্যাকাসে হয়ে গেল সবকটা মেয়ের মুখ।

গ্রেণ্ডেলগুলো কিছুক্ষণের জন্য দূর হয়েছে বটে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় বিপদ এখন হাজির হয়েছে দোরগোড়ায়।

সাত

বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অন্ধের মত বিমান উড়িয়ে নিয়ে চলেছে অ্যাবি। ক্ষণে ক্ষণে হামলা চালাচ্ছে দমকা হাওয়া,

টালমাটাল করে দিচ্ছে আকাশযানটাকে, পারলে মাটিতে আছড়ে ফেলতে চায়। শক্ত হাতে সে-সব আঘাত মোকাবেলা করছে অ্যাবি, ব্লাইণ্ড পাইলটিং করছে যন্ত্রপাতির সাহায্যে, সারাক্ষণ চোখ রাখছে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে। দশ মিনিট হলো বাইরে তাকায়নি ও, তাতে কোনও লাভও নেই। উইণ্ডশিল্ডের ওপারে স্রেফ তুষার আর তুষার, ভিজিবিলিটি শূন্যের কোঠায়।

কিছু দেখতে না পেলেও চোখে স্নো-গগলস্ পরেছে অ্যাবি। বাইরে ঝড় চললেও রয়েছে মধ্যদুপুরের তীব্র সূর্যালোকের আভা, সাদা তুষারে প্রতিফলিত হয়ে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। বড্ড ক্লান্তি লাগছে ওর, মনে করতে পারছে না শেষ কখন ঘুমিয়েছে।

এয়ারস্পিড চেক করল অ্যাবি। খুব আস্তে এগোচ্ছে বিমান। সামনে থেকে ধেয়ে আসা হেডউইণ্ড খেয়ে নিচ্ছে সব গতি। ফিউয়েল গজের দিকে তাকানোর সাহস পেল না ও। অনেকক্ষণ আগেই জ্বলে উঠেছে হলুদ বাতি, কাঁটাটাকে ডায়ালের লাল সীমান্ত স্পর্শ করতে দেখেছে। এখন স্রেফ জ্বালানির বাষ্প খরচ করে চলছে ইঞ্জিন, বন্ধ হয়ে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

রেডিও নিয়ে গুঁতোগুঁতি করছিল পাওয়েল। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে বিরক্ত ভঙ্গিতে অফ করে দিল সুইচ। সখেদে বলল, 'ধ্যাত্তেরি, একদম ডেড।'

'এখন তো শুধু কমিউনিকেশন ডেড হয়েছে,' বলল অ্যাবি, 'জায়গামত পৌঁছুতে না পারলে আমরাও মরব।'

'আপনার প্ল্যানটা পছন্দ হচ্ছে না আমার,' সোজাসাপ্টা ভাষায় জানিয়ে দিল পাওয়েল।

'আর তো কোনও বিকল্প নেই,' যুক্তি দেখাল অ্যাবি। 'মেইনল্যাণ্ডে পৌঁছুনোর মত ফিউয়েল নেই আমাদের, কোথাও না কোথাও ল্যাণ্ড করতেই হবে। যেখানে নামলে বাঁচার একটা আশা থাকে, সেখানে নামাই কি ভাল নয়?'

'কতদূরে আছি আমরা?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল জিম, লোবোর ঘাড়ে হাত বোলাচ্ছে। কুকুরটা গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে তার কোলে।

'কো-অর্ডিনেটস্ যা দিয়েছ, তা যদি ঠিক থাকে... তা হলে ধরো আর দশ মাইল।'

অসন্তুষ্ট গলায় পাওয়েল বলল, 'আমি এখনও মানতে পারছি না ব্যাপারটা।'

তার কথায় কান দিল না অ্যাবি, দেয়ার প্রয়োজন নেই। এক দফা তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, তাতে হার হয়েছে পাওয়েলের। ফ্লাইঙে মনোযোগ দিল ও। সমস্ত বিদ্যা আর অভিজ্ঞতা খাটিয়ে চেষ্টা করল গতি আরেকটু বাড়াতে। ধীরে ধীরে বরফের আস্তর পড়ছে টুইন অটারের গায়ে। খুব শীঘ্রি একতাল বরফের মত খসে পড়বে আকাশ থেকে। তার আগেই গন্তব্যে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। তীরে এসে তরী ডুবতে দেয়া যাবে না।

শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতায় কাটল কয়েক মিনিট। তারপরেই নড়ে উঠল জিম। উত্তেজিত ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকল, অ্যাবি আর পাওয়েলের কাঁধের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল একটা হাত, নির্দেশ করল সামনে।

'ওই যে... ওখানে!'

ভুরু কুঁচকে তরুণ নাবিকের ইশারামত চোখ ঘোরাল অ্যাবি। 'কই? আমি তো কিছু...'

'দশ ডিগ্রি স্টারবোর্ডে তাকান,' ওকে বাধা দিয়ে বলল জিম। 'বাতাসের তোড় কমলেই দেখতে পাবেন।'

তাকাল অ্যাবি। কয়েক সেকেণ্ড পরে একটু ফাঁকের সৃষ্টি হলো উড়ন্ত তুষারের মাঝে। আবছাভাবে চোখে পড়ল নিঃসঙ্গ একটা আলো—প্রাকৃতিক, না কৃত্রিম, বোঝার উপায় নেই।

'তুমি শিয়োর?' অনিশ্চিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল অ্যাবি। 'ওটাই?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল জিম। 'কোনও সন্দেহ নেই।'

গোঙানির মত আওয়াজ করল পাওয়েল। 'আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল!' বলল সে দমে যাওয়া স্বরে।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল অ্যাবি। কমাতে শুরু করল বিমানের উচ্চতা। অল্টিমিটার দেখছে বারে বারে, সেইসঙ্গে চোখ রাখছে নীচের দিকেও। ল্যাণ্ড করবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজছে।

সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়েছে অনেক হিসেব-নিকেশ করে। ওমেগায় ফেরা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে, নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে; বিকল্প আশ্রয় বলতে রয়েছে কেবল আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল। সমস্যা হলো, সেখানেও পৌঁছে গেছে রাশানরা। ভূগর্ভস্থ স্টেশনটায় গেলে ঝুঁকি আছে, তবে ওমেগার চেয়ে কম। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, ওদেরকে গ্রেণ্ডেলে আশা করছে না শত্রুরা। বিমানটা যদি রাশানদের দৃষ্টির আড়ালে ল্যাণ্ড করাতে পারে অ্যাবি, তা হলে সবার চোখ এড়িয়ে ভেন্টিলেশন শাফট ধরে স্টেশনের ভিতরে ওদেরকে নিয়ে যেতে পারবে জিম—সপ্তাহখানেক ডিউটি করার সুবাদে ওখানকার লে-আউট সম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে তার। সারফেসের কোথায় কোথায় ভেন্টিলেশন শাফটের মুখ আছে, চেনে। একবার যদি ভিতরে ঢুকে পড়া যায়, লুকানোর মত জায়গা খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না।

বলা বাহুল্য, পরিকল্পনাটা পছন্দ হয়নি পাওয়েলের। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই এ-ছাড়া। তর্কে হেরে গিয়ে অগত্যা নিমরাজি হয়েছে সে।

পোর্ট সাইডের ইঞ্জিন কেশে উঠল আচমকা। পাল্টে গেল ওটার প্রপের ঘূর্ণন। কাত হয়ে গেল টুইন অটার। কন্ট্রোল নিয়ে যুঝতে শুরু করল অ্যাবি। অবশিষ্ট ইঞ্জিনটার সাহায্যে এবার ল্যাণ্ড করতে হবে ওকে।

'হাতের কাছে যা পান শক্ত করে ধরুন,' সঙ্গীদের উদ্দেশে

বলল ও।

সিটের আর্মরেস্ট খামচে ধরল পাওয়েল। গুঙিয়ে উঠে বলল, 'ওহ্ গড!'

বনবন করে ঘুরছে অল্টিমিটারের কাঁটা, কিন্তু নীচের আইসফিল্ড দেখা যাচ্ছে না। ঠোঁট কামড়াল অ্যাবি—সারফেস দেখতে না পেলে ল্যাণ্ড করবে কীভাবে? জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও, একটু আগে দেখা আইস স্টেশনের আলোটার রেফারেন্স নেবে, কিন্তু ওটাও অদৃশ্য। এখন ইন্সট্রুমেণ্ট আর ইন্সটিঙ্কটই ভরসা।

মনে মনে একটা ম্যাপ তৈরি করে নিল অ্যাবি—ক্ষণিকের জন্য আইস স্টেশনের আশপাশের যতখানি দেখতে পেয়েছিল, সেই আন্দাজ মত বিমানের মুখ ঘোরাল। ততক্ষণে অল্টিমিটারের কাঁটা দুইশ' ফুটের নীচে নেমে এসেছে, বেড়ে গেছে বাতাসের অত্যাচার, বিমান লেভেলে রাখা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। বাইরে তুষারের ঘনত্বও বেড়ে গেছে—শুধু আকাশ থেকে ঝরছে না তুষারকণা, বাতাসের ধাক্কায় উঠে আসছে নীচের প্রান্তর থেকেও।

যতটা সম্ভব ধীরগতিতে নামতে চাইছে অ্যাবি। ব্লাইণ্ড কণ্ডিশনে ল্যাণ্ড করবার এটাই নিয়ম—বিমানকে লেভেলে রেখে সাবধানে নামতে হবে। অল্টিমিটারে চোখ রাখল ও। একশো... নব্বুই... আশি... সত্তর...

'মিস ম্যানিটক!' আচমকা পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল জিম।

চমকে উঠে সামনে তাকাল অ্যাবি। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল। তুষারের আলোড়ন কমে গেছে উইণ্ডশিল্ডের সামনে থেকে, সেখানে ভেসে উঠেছে উঁচু এক বরফ-প্রাচীর—প্রেশার রিজের অংশ। এবড়ো-খেবড়ো শরীর, বাতাস বাড়ি খাচ্ছে ওটার গায়ে, গোড়ার কাছটা কুয়াশার মত ঢেকে রেখেছে উড়ন্ত তুষার। এক

ইঞ্জিন নিয়ে এই প্রাচীর পেরুনো সম্ভব নয়, প্রয়োজনীয় উচ্চতায় পৌঁছুনোর আগেই রিজের গায়ে আছড়ে পড়বে টুইন অটার।

দাঁতে দাঁত পিষল অ্যাবি, সামনের দিকে ঠেসে ধরল কণ্ট্রোল স্টিক—ডাইভ দিল প্রায় খাড়াভাবে। যত দ্রুত সম্ভব সারফেসের কাছাকাছি পৌঁছুতে চাইছে। প্রাচীরটা টপকানোর যেহেতু উপায় নেই, তা হলে ল্যাণ্ড করাই ভাল।

ভারী একটা পাথরের মত পঞ্চাশ ফুট নেমে এল টুইন অটার। সামনের রিজ ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে আরও কাছে। কিন্তু এখনও সারফেসের দেখা নেই।

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল পাওয়েল। সৃষ্টিকর্তার নাম জপা বন্ধ করে খ্যাপাটে গলায় বলল, 'আপনি আমাদেরকে খুন করতে চাইছেন!'

পাত্তা দিল না অ্যাবি। চোখ রাখল ইন্সট্রুমেন্টের উপর, এ-মুহূর্তে ওগুলোই ওর ইন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করছে। অল্টিমিটার বলছে ভূমির খুব কাছাকাছি আছে ওরা, তা-ই সই। ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিল ও পুরোপুরি; সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল পুরো বিমান, বাতাসে ভর দিয়ে সোজা হতে শুরু করল।

এই অত্যাচার সহ্য হলো না শেষ ইঞ্জিনটার। যক্ষ্মারোগীর মত কেশে উঠল মরণ-কাশি। বন্ধ হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড পর। ডানামেলা পাথরে পরিণত হলো টুইন অটার, শুরু হলো আকাশ থেকে খসে পড়া।

'হা যিশু!' চেঁচিয়ে উঠল পাওয়েল। আর্মরেস্ট ছেড়ে এবার ড্যাশবোর্ড ধরে ফেলেছে সে, যেন ধাক্কা দিয়ে থামাতে চাইছে বিমানের পতন।

অস্থির হলো না অ্যাবি। অভিজ্ঞ পাইলট ও, বুঝতে পারছে—গ্লাইড করে নামছে অটার। কণ্ট্রোল নেড়ে বিমানকে লেভেলে রাখল ও, অল্টিমিটার থেকে চোখ সরাল না। পনেরো...

দশ... পাঁচ... শূন্যে গিয়ে স্থির হয়ে গেল কাঁটা। কিন্তু কই... ভূমি কোথায়?

ভুরু কোঁচকাতে যাচ্ছিল ও, আর তখুনি ঝাঁকি খেলো বিমান। তলায় লাগানো স্কি-গুলো বরফ স্পর্শ করেছে।

ফ্ল্যাপের কন্ট্রোল নিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করল অ্যাবি। শুভ্র প্রান্তরের উপর দিয়ে তীব্র বেগে পাহাড়ি প্রাচীরের দিকে ছুটে যাচ্ছে বিমান, হিসেবের চেয়ে অনেক বেশি জোরে। পাশ থেকে ধাক্কা দিচ্ছে হাওয়া, উল্টে ফেলতে চাইছে ছোট্ট যান্ত্রিক পাখিটাকে। ফ্ল্যাপ অপারেট করে বিমানকে সিধে রাখল ও, কোর্স বদলে নাক ঘোরাল বাতাসের দিকে।

'মিস ম্যানিটক!' পিছন থেকে ভেসে এল জিমের ভয়ার্ত গলা। 'সামনে!'

উইণ্ডশিল্ডের ওপারে দেখা যাচ্ছে বরফ-প্রাচীর, যেন সরোষে ছুটে আসছে ওদের দিকে। স্পিড-গজের দিকে তাকাল অ্যাবি, গতি কমেনি মোটেই, পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়ে অনায়াসে ছুটছে টুইন অটার। চাকা নেই বিমানটায়, থাকলে হাইড্রলিক ব্রেক চেপে থামানো যেত। এখন সম্মুখগতি থামানোর জন্য ফ্ল্যাপ আর ফ্রিকশন... মানে ঘর্ষণ-ই ভরসা। ফ্ল্যাপ যথেষ্ট আছে ওর, কিন্তু গতি কমবার মত ফ্রিকশন হচ্ছে না মসৃণ বরফের গায়ে। আলাস্কার বরফ-প্রান্তরে দীর্ঘদিন ডগ-স্লেড চালানোর অভিজ্ঞতা আছে অ্যাবির, তাই পরিষ্কার বুঝতে পারছে ভবিতব্য। পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়বে ওরা, ঠেকাবার কোনও উপায় নেই।

বিমান আর রিজের মধ্যকার দূরত্ব পঞ্চাশ গজে পৌঁছুতেই নিশ্চিত হয়ে গেল ও। ছেড়ে দিল প্রিয় টুইন অটারের আশা, প্রাণ বাঁচানো যায় কীভাবে, সেটাই প্রশ্ন। সঙ্গীদের দিকে তাকাল ও। বলল, 'তৈরি হোন, আরও একটু খেলা দেখাব আমি।'

'আরও?' আঁতকে উঠল পাওয়েল।

বিড়বিড় করে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকল অ্যাবি, সাহায্য কামনা করল। মস্ত ঝুঁকি নিতে চলেছে, সাফল্য নির্ভর করছে টাইমিং আর ফ্ল্যাপের উপরে।

বিমান একেবারে বরফ-প্রাচীরের কাছাকাছি পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর হাত নাড়ল বিদ্যুৎচমকের মত। স্টারবোর্ড উইঙের ফ্ল্যাপ উঠিয়ে ফেলল ঝট্ করে, পোর্ট উইঙেরটা নামিয়ে দিল পুরোপুরি। কণ্ট্রোল ঘুরিয়ে টেইল ফ্ল্যাপ নাড়ল বামদিকে। সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল পুরো বিমান। ছুটন্ত অবস্থাতেই পাক খেতে শুরু করেছে—যেন অলিম্পিকের কোনও ফিগার স্কেটার। পুরো একশো আশি ডিগ্রি ঘুরতেই লেজ দিয়ে আছড়ে পড়ল প্রাচীরের গায়ে।

ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে ইস্পাত ভাঙার কর্কশ আওয়াজ উঠল। সংঘর্ষের ফলে দুমড়ে-মুচড়ে গেল টুইন অটারের টেইল সেকশন, ভেঙেচুরে খসে পড়ল ফিউজেলাজ থেকে—প্রাথমিক ধাক্কাটা ওটার উপর দিয়েই গেছে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। টেইল সেকশনের পর ক্লিফের গায়ে বাড়ি খেলো বিমানের দুই ডানা, টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তারপর বাড়ি খেলো কেবিন সেকশন। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে খসে পড়ল সবক'টা জানালার কাঁচ, সহস্র চিড় ধরল উইণ্ডশিল্ডে, পেল মাকড়সার জালের নকশা। তবে এরমধ্যে সংঘর্ষজনিত আঘাতের বেশিরভাগটাই চলে গেছে টেইল সেকশন আর দুই ডানার উপর দিয়ে, কেবিনের দেয়ালে ঢেউ খেলানো ভাঁজ পড়ে গেলেও পুরোপুরি বিধ্বস্ত হলো না। সবচেয়ে বড় কথা, স্থির হয়ে গেল বিমান।

সিটবেল্ট বাঁধা অবস্থায় ভিতরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েছে তিন আরোহী, জ্ঞান হারাবার মত দশা। নিস্তেজভাবে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। একটু পর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল লোবো। সেই ডাকে সচেতন হয়ে উঠল অ্যাবি। ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে

বলল, 'সবাই ঠিক আছেন? কেউ আহত হননি তো?'

'আহত মানে?' ককিয়ে উঠে বলল জিম। 'নিহত হয়ে গেছি! ঝাঁকুনিতে সারা শরীর টনটন করছে আর আপনি...'

'সিরিয়াস ইনজুরির কথা বলছি।'

'নাহ্। তবে শরীরের এই ব্যথা যেতে টাইম লাগবে।'

মুচকি হেসে পাওয়েলের দিকে ফিরল অ্যাবি। 'আপনি?'

সিটবেল্ট খুলতে খুলতে পাওয়েলও হাসল। 'আই অ্যাম ওকে। আপনার দক্ষতায় সন্দেহ করা উচিত হয়নি। সত্যিই খেল্ দেখিয়ে দিয়েছেন! আর কখনও ঝগড়া করব না আপনার সঙ্গে।'

'কী যে বলেন না!' লজ্জা পেল অ্যাবি। 'স্রেফ ভাগ্য... আর কিছু না।'

বাইরে মড়মড় করে ভাঙল কিছু। বরফের উপরে খসে পড়ল ফিউজেলাজের একটা অংশ। জিম বলল, 'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। বিমানটা আমাদের উপর ভেঙে পড়ার আগেই!'

দ্রুত লোবোকে নিয়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। নামার আগে অটারের ইমার্জেন্সি লকার হাতাল অ্যাবি। একজোড়া পারকা পাওয়া গেল ওখানে, সেইসঙ্গে একটা ফ্ল্যাশলাইট, এক কয়েল দড়ি, একটা ফ্লেয়ার গান আর অল্প কিছু ফ্লেয়ার। সবকিছু নিয়ে নিল ও। তারপর সতৃষ্ণ নয়নে তাকাল কেবিনের দেয়ালের খালি হুকের দিকে—ওখানে ওর শটগান ছিল, গ্রেফতার হবার পর লেঃ কমাণ্ডার রাইট বাজেয়াপ্ত করেছে ওটা। কপাল সত্যিই খারাপ, অস্ত্রটা হাতে পেলে খুব কাজে দিত এখন।

ভাঙা ফিউজেলাজ থেকে বেরিয়ে এসে পাওয়েলকে একটা পারকা দিল অ্যাবি, নিজে পরল অন্যটা। পাওয়েলের পারকাটা ছোট হয়েছে—দুই হাতা কবজির উপরে ইঞ্চিদুয়েক উঠে রইল, শরীরটাও খুব আঁটসাঁট। তবে সে কোনও অভিযোগ করল না। গায়ে দেবার মত একটা কিছু যে পাওয়া গেছে, তা-ই ঢের।

আশপাশটা দেখে নিল অ্যাবি। ক্লিফের আড়ালে বাতাসের ঝাপটা তেমন একটা লাগছে না, ঝড়ের তীব্রতাও অনেকটা কমে এসেছে। থেমে যাবে খুব শীঘ্রি। তবে এখনও দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে আছে। আবছাভাবে শুধু দেখা যাচ্ছে প্রেশার রিজের অবয়ব। রাশান বেইসের আলোটা দেখা যাচ্ছে না, বোধহয় ক্লিফের পিছনে পড়েছে ওটা।

অটারের ধ্বংসস্তূপের পাশে ঘুরঘুর করছে লোবো। হঠাৎ একটা পা তুলে প্রস্রাব করতে শুরু করল। তা লক্ষ করে পাওয়েল বলল, 'স্মার্ট ডগ! ঝুট-ঝামেলা শুরু হবার আগেই বাথরুম সেরে নিচ্ছে।'

'কিন্তু প্লেনটাকে অপমান করা হচ্ছে না?' ভুরু কুঁচকে বলল জিম। 'হাজার হোক, ওটা আমাদেরকে ঝড়-টড় ভেদ করে এতদূরে নিয়ে এসেছে!'

ভাঙা বিমানের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যাবি। নিজের জিনিস নয়, শেরিফস্ ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি, তারপরেও একটা টান পড়ে গিয়েছিল বিমানটার উপর। কষ্টটা চাপা দিয়ে সঙ্গীদের দিকে ফিরল ও। 'এবার কী?'

'এবার অনাহূত অতিথি হবার পালা,' বলল পাওয়েল। মাউন্টেইন রেঞ্জের দিকে ইশারা করল। 'পিছনের দরজা দিয়ে রাশানদের বাড়িতে অনুপ্রবেশ করব আমরা।'

হাঁটতে শুরু করল তিনজন। জিমের কাছে জানতে চাইল অ্যাবি, 'ভেন্টিলেশন শাফট সম্পর্কে বলো আমাকে, জিম... কোথায় মিশেছে ওটা?'

সংক্ষেপে আইস স্টেশনের এয়ার সার্কুলেশন সিস্টেম বর্ণনা করল জিম। পাম্প ব্যবহার করা হয় না ওখানে, সারফেস থেকে সরাসরি ভেন্টিলেশন শাফট তৈরি করা হয়েছে ঘাঁটির একেবারে নীচ পর্যন্ত। গরম বাতাসের চেয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের ওজন বেশি,

তাই নীচের বাতাস গরম হলেই শাফট ধরে উঠে আসে উপরে, তার জায়গা নেয় সারফেসের ঠাণ্ডা বাতাস।

'ওটা আসলে এক ধরনের প্যাসিভ সার্কুলেশন সিস্টেম,' শেষে যোগ করল জিম। 'নীচের একটা প্রাকৃতিক টানেল নেটওয়ার্কে গিয়ে জমা হয় বিশুদ্ধ বাতাস... অনেকটা রিজার্ভয়ারের মত... সেখান থেকে বাতাসটাকে স্টেশনের ভিতরের ভেণ্টিলেশন সিস্টেমে এয়ার-পাম্পের সাহায্যে ঢোকানো হয়।'

'তারমানে শাফটগুলো নীচের টানেল নেটওয়ার্কে মিশেছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাবি।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল জিম। 'রীতিমত একটা গোলকধাঁধা ওটা, খুবই নির্জন। কেউ সহজে ঢোকে না ওখানে। কোনোমতে ওই টানেলে ঢুকতে পারলেই আমরা নিরাপদ। কেউ খোঁজ পাবে না আমাদের। দু'চারদিন তো বটেই, খাবার-দাবার পেলে মাসখানেকও কাটিয়ে দেয়া যাবে ঘাপটি মেরে।'

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল অ্যাবি।

'নামটা আরও ইন্টারেস্টিং,' বলল জিম। 'ওটাকে আমরা বলি স্নেক পিট।'

আট

হিউম্যান স্পেসিমেনের প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কগুলোকে পাশ কাটিয়ে বৃত্তাকার প্যাসেজ ধরে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলেছে রানা ও তার

সঙ্গীরা। কেউ কোনও কথা বলছে না।

ট্যাঙ্কগুলো গুনছে রানা—এখন পর্যন্ত বাইশটা গুনেছে। একটু পর থমকে দাঁড়াল ও। বড় একটা মোড়ের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, কিন্তু শেষ হয়নি ট্যাঙ্কের সারি। মোড় পেরিয়ে ওপাশেও দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো। সব মিলিয়ে পঞ্চাশটার কম হবে না, বেশিও হতে পারে। পার্থক্য শুধু এ-ই যে, সামনের ট্যাঙ্কগুলোর উল্টোপাশের দেয়ালের গায়ে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় বেশ কিছু জানালা আর সিল করা দরজা। কয়েকটা জানালার কাঁচ ঘষে নিয়ে ভিতরে উঁকি দিল ও। একটায় দেখতে পেল কয়েদখানার মত এক কামরা—গরাদ দিয়ে ছোট ছোট খুপরির মত করে ভাগ করা হয়েছে ভিতরটা। আরেকটা জানালা দিয়ে দেখল ছোট এক ব্যারাক—দোতলা কট শোভা পাচ্ছে কয়েক সারিতে। এ-ছাড়াও আছে ছোট-বড় বেশ কিছু অফিস আর লিভিং কোয়ার্টার।

অনুমান করল রানা, এখানেই সম্ভবত টেস্ট সাবজেক্টদের বন্দি করে রাখত রাশানরা। মানুষগুলোর জন্য খারাপ লাগল ওর। নিশ্চয়ই চরম আতঙ্কে জীবন কাটাত ওরা, একে একে নিজেদের সঙ্গী-সাথীকে বিজ্ঞানের নামে বলি হতে দেখত... অপেক্ষা করত কখন নিজের পালা আসে!

রানার পিছু পিছু হাঁটছেন ড. কনওয়ে আর শ্যারন। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যকার বিজ্ঞানী সত্তা, একটু পর পর বিভিন্ন ট্যাঙ্কের সামনে থামকে দাঁড়াচ্ছে ওরা, হাত দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করছে বরফের আস্তর, উঁকি দিচ্ছে ভিতরে। কিন্তু ওতে রানার কোনও আগ্রহ নেই। কৌতূহল মরে গেছে, স্রেফ নরক মনে হচ্ছে জায়গাটাকে... মানুষের হাতে তৈরি নরক! এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে স্বস্তি পাওয়া যেত। জীবনে হাজারো নিষ্ঠুরতা দেখেছে ও, কিন্তু আজও সহজভাবে নিতে পারেনি কোনোটিকেই। মানুষের উপর অত্যাচারের নমুনা দেখলে বিবমীষা

অনুভব করে, বিদ্রোহ করে ওঠে মন।

পিছনে, মূল ল্যাবের দিক থেকে ধাতব একটা আওয়াজ ভেসে এল হঠাৎ করে। অবাক হলো না কেউ, রাশানরা দরজা কাটতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই। শীতল কণ্ঠের ওই মানুষটার হুমকি শুনেই বোঝা গেছে, এখানে না ঢুকে ক্ষান্ত হবে না তারা। বসে থেকে শত্রুর হাতে শিকার হতে চায়নি ওরা, চলতে শুরু করেছে বৃত্তাকার প্যাসেজ ধরে। পথ দেখাচ্ছে কমাণ্ডার ফিশার, এখান থেকে বের হবার একটা বুদ্ধি নাকি পেয়েছে সে।

'আর কতদূর, কমাণ্ডার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হাতে একটা ম্যাপ আছে ফিশারের—নাসার এক রিসার্চারের তৈরি করা পুরো স্টেশনের নকশা। সেটা দেখে সে বলল, 'বেশি না, বিশ গজের মত হবে।'

রানার পাশে হাঁটছে ম্যাসন, ফিশারকে জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাপটা কতখানি নিখুঁত? ভুল-টুল হবার সম্ভাবনা নেই তো?'

'একেবারে নেই, সেটা বলা যাবে না,' জানাল ফিশার। 'আফটার অল, মূল ডিজাইন নেই আমাদের সঙ্গে। ফিজিকাল সার্ভে আর কিছুটা অনুমানের ভিত্তিতে বানানো হয়েছে এই ম্যাপ।'

'তা হলে এটার উপর নির্ভর করা কি ঠিক হচ্ছে?'

'আর কোনও বিকল্প থাকলে বলতে পারেন। আই অ্যাম ওপেন টু ইয়োর সাজেশনস্।'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। দমে গেল ফিশারের কথা শুনে।

এমন সময় শোনা গেল লেঃ গ্রিনের ডাক, সবার সামনে হাঁটছে সে। 'স্যর! পেয়েছি!'

এগিয়ে গেল সবাই। হাঁটু গেড়ে দেয়ালের পাশে বসে আছে গ্রিন। দুটো ট্যাঙ্কের মাঝখানে, দেয়ালের গায়ে একটা হ্যাচ দেখা যাচ্ছে। ওটার তলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে নানা রকম তার আর

পাইপ—ফ্লোরবোর্ড আর সিলিং হয়ে ওগুলো চলে গেছে ল্যাবের বিভিন্ন অংশে।

হ্যাচের উপরে একটা লেআউট ডায়াগ্রাম ঝুলছে, সেটায় আঙুল ঠেকিয়ে গ্রিন বলল, 'আমরা এখানে।'

ডায়াগ্রামটা দেখল রানা। স্টোরেজ হলওয়েের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছে ওরা। পিছনে যতখানি দূরত্ব, সামনেও প্রায় ততটাই। প্যাসেজটা পুরো ঘুরে এলে আবার পৌঁছুনো যাবে মূল ল্যাবে।

'কুইক!' তাড়া লাগাল ফিশার। 'খোলো হ্যাচটা!'

স্টিলের দুটো স্ক্যালপেল নিয়ে হ্যাচের স্ক্রু খোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল গ্রিন আর ডেভ পার্ল। রওনা হবার আগে ল্যাব থেকে যে-যা পেয়েছে নিয়ে এসেছে অস্ত্র হিসেবে। কারও হাতে শোভা পাচ্ছে স্ক্যালপেল, কারও হাতে হাড় কাটার করাত, কারও বা লোহার হাতুড়ি। লেঃ লিসা এককাঠি সরেস, সে নিয়ে এসেছে বড়-সড় দুটো মাংস ঝোলানোর মিট-হুক। এ-সব ভয়ানক ইকুইপমেন্ট মানুষের উপর কীভাবে ব্যবহার করা হতো, তা ভাবতে চায় না রানা; ও মেঝে থেকে স্রেফ একটা স্টিলের পাইপ কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

নিঃশব্দে সঙ্গীদের উপর নজর বোলাল রানা। কী চেহারা হয়েছে একেকজনের! হাতে অদ্ভুত সব অস্ত্র... সব মিলিয়ে দলটাকে দেখাচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক কোনও শিকারি গোষ্ঠীর মত!

সময় পেয়ে ড. কনওয়ে আবার একটা ট্যাঙ্কের ভিতর উঁকি দিতে শুরু করেছেন। একটু পরে আপনমনে বলে উঠলেন, 'হুম! ইন্টারেস্টিং!'

'নতুন কিছু পেলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সোজা হয়ে ওর দিকে ফিরলেন জীববিজ্ঞানী। 'এরা সবাই আদিবাসী,' নিচু গলায় বললেন তিনি। গলার স্বর ভেঙে গেল

একটু। বোঝা যাচ্ছে, আপসেট হয়ে গেছেন। 'প্রত্যেকে!'

তাঁর দিকে দু'পা এগোল রানা। 'আদিবাসী মানে?'

'ইনুইট, আলিউট, এস্কিমো... যা খুশি বলতে পারেন। সোজা কথায় এরা নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারের আদিবাসী। একই গোত্রের হলেও অবাক হব না। নিজেই দেখুন।'

একটু দ্বিধা করে ট্যাঙ্কের দিকে এগোল রানা। পরিষ্কার করা অংশটা দিয়ে তাকাল ভিতরে। প্রথমে মনে হলো খালি, কিন্তু চোখ নীচে নামাতেই ট্যাঙ্কের মেঝেতে গুটিসুটি হয়ে থাকা একটা শিশুকে দেখতে পেল। বাচ্চা একটা ছেলে... বছর সাত-আটের বেশি হবে না বয়স। ড. কনওয়েের কথাই ঠিক, নিঃসন্দেহে ছেলেটা ইনুইট বা এস্কিমো গোত্রের। কালো চুল, টানা টানা চোখ, মুখের গোলগাল আকৃতি আর চামড়ার রঙ সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

চোখ মুদে রেখেছে ছেলেটি। চেহারায় অন্যদের মত যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নেই, বরং প্রকট হয়ে আছে অসহায়ত্ব। দুই হাত একত্র করে রেখেছে বুকের কাছে, যেন প্রার্থনা করছে। বুকের ভিতর হাহাকার করে উঠল রানার। কে করেছে এই কাজ—মানুষ, না পিশাচ? নিষ্পাপ একটা শিশুর উপর কীভাবে পরীক্ষা চালাতে পারল ওরা!

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার। দোষী মানুষগুলোকে নিজ হাতে শাস্তি দেবার একটা তাগিদ অনুভব করছে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়! প্রায় সত্তর বছর আগে ঘটে গেছে এ-সব। দোষীরা একজনও এখন আর বেঁচে নেই। তাদের লাশ পাওয়া গেছে এই ঘাঁটির ভিতরেই। কে জানে, হয়তো পাপের প্রায়শ্চিত্তই করেছে ওরা প্রাণ দিয়ে।

নরম একটা হাত স্পর্শ করল রানার কাঁধ। ঘাড় ফেরাতে শ্যারনকে দেখতে পেল। মেয়েটি ওর মুখ দেখে আঁচ করে নিয়েছে মনের কথা। বলল, 'বুঝতে পারছি কী ভাবছেন। এই

অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়া যায় কীভাবে, তাই না? একটাই উপায় আছে তার। দুনিয়ার সামনে আমরা প্রকাশ করে দেব এখানকার খবর। সবাই জানবে, সত্তর বছর আগে কী ঘটে গেছে এখানে। সেজন্যেই মি. ম্যাসনকে এখানে আনার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি।'

'ঠিক বলেছেন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, সরে এল ট্যাঙ্কের পাশ থেকে। 'এই একটা কাজই শুধু করতে পারি আমরা।'

ড. কনওয়ে কিছু বলছেন না দেখে মাথা ঘোরাল ও। লক্ষ করল, ভুরু কুঁচকে ট্যাঙ্কের পাশের একটা কণ্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক। প্যানেলে নানা রকম সুইচ আর লিভার... এই ধরনের একটা করে প্যানেল সবগুলো ট্যাঙ্কের সঙ্গেই আছে। পার্থক্য হলো, এই প্যানেলটার গায়ে একটা হলুদ বাতি মিটমিট করছে।

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!' বিড়বিড় করলেন জীববিজ্ঞানী।

'কীসের কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব না দিয়ে এক পা এগোলেন কনওয়ে, চাপলেন প্যানেলের লিভার। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু গুঞ্জন করে কোথাও চালু হলো একটা মোটর। কেঁপে উঠল ট্যাঙ্কের ধাতব শরীর। ছোট ছোট ফাটল দেখা দিল ভিতরের জমাট বাঁধা দ্রবণে। প্যানেলেও জ্বলে উঠল আরও কয়েকটা বাতি।

'কী করেছেন আপনি!' বিস্মিত গলায় বলে উঠল শ্যারন।

থতমত খেয়ে পিছিয়ে এলেন ড. কনওয়ে। হতভম্ব গলায় বললেন, 'মাই গড! ট্যাঙ্কটা অপারেশনাল! আমি তো ভাবতেই পারিনি...'

কথা শেষ হলো না তাঁর। মেইন ল্যাবের দিক থেকে ভেসে এল বিকট আওয়াজ—মেঝেতে দড়াম করে আছড়ে পড়েছে কী যেন।

গাল দিয়ে উঠল কমাণ্ডার ফিশার, 'শালারা কেটে ফেলেছে দরজা! এখুনি চলে আসবে! গ্রিন, হলো তোমাদের?'

'এই তো, আর কয়েক সেকেণ্ড, স্যর,' বলল গ্রিন।

দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ স্ক্রু-টা খুলতে শুরু করল সে।

গ্রিনের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাসন। একটা সার্জিকাল স্পাইক, ধরে রেখেছে দু'হাতে। অস্থির গলায় সে বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন, লেফটেন্যাণ্ট। ওরা এই এল বলে!'

আবছাভাবে শোনা গেল চেঁচামেচি, সেই সঙ্গে মেঝেতে বুটের আওয়াজ... মেইন ল্যাবের দিক থেকে আসছে। তবে ছোটাছুটি করছে না রাশানরা, এগোচ্ছে সতর্ক পদক্ষেপে, বিপদ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে। তাই ওদেরকে দেখা গেল না।

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই চাপা গলায় গ্রিন বলল, 'হয়ে গেছে!'

হ্যাচের মুখ খুলে ফেলল সে আর ডেভ পার্ল।

'কুইক!' নির্দেশ দিল ফিশার। 'সবাই ঢুকে পড়ুন ওখানে।'

সবার আগে হ্যাচ গলে ওপাশের সুড়ঙ্গে ঢুকল ম্যাসন। তাকে অনুসরণ করল ফিশার আর ড. কনওয়ের দুই অ্যাসিসটেন্ট। ডেভ পার্ল ঢুকল এরপর, তার পিছনে ড. কনওয়ে আর শ্যারনকে প্রায় জোর করে ঢোকাল রানা... ইনুইট বাচ্চাটার ট্যাঙ্কের সামনে থেকে যেন সরতে চাইছিল না ওরা, দাঁড়িয়ে ছিল কী ঘটে দেখবার জন্য।

সবশেষে রানা আর গ্রিনের পালা। লেফটেন্যাণ্ট বলল, 'আপনি আগে যান, মি. রানা। আমি পিছনে থাকব।'

আপত্তি না করে মাথা ঝাঁকাল রানা। ফোকর গলে ঢুকবার আগে শেষবারের মত তাকাল ইনুইট বাচ্চার ট্যাঙ্কটার দিকে। খারাপ লাগছে, মনে হচ্ছে যেন একা ফেলে যাচ্ছে অসহায় শিশুটিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ঘোরাল ও, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে

পড়ল টানেলে।

টানেলটা বেশি বড় নয়, কোনোমতে একজন মানুষ হামাগুড়ি দিতে পারে, তৈরি করা হয়েছে বরফ খুঁড়ে। দু'পাশের দেয়াল দখল করে রেখেছে কণ্ডুইট—ওগুলোর ভিতর দিয়ে গেছে সমস্ত পাইপ আর তার। মেঝেতে বিছিয়ে রাখা হয়েছে রাবারের ম্যাট, যাতে হামাগুড়ি দিতে গিয়ে হাঁটু ছড়ে না যায়।

পাঁচ গজ যেতেই অন্ধকার হয়ে গেল ভিতরটা, টানেলে ঢুকে হ্যাচ আবার লাগিয়ে দিয়েছে গ্রিন। বাইরে স্ক্রু-গুলো খোলা রয়ে গেল, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। রিসার্চ এরিয়াটা অনেক বড়—মেইন ল্যাব আর প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কের প্যাসেজ ছাড়াও রয়েছে বন্দিদের ব্যারাক আর বেশ কিছু অফিস। সময় নিয়ে সবখানে তল্লাশি চালাতে হবে রাশানদের, আলগা হ্যাচটা সহসা ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা কম। আশা করা যায় তার আগেই যথেষ্ট দূরে সরে যেতে পারবে ওরা।

খুট করে একটা শব্দ হলো সামনে, জ্বলে উঠল কমাণ্ডার ফিশারের ফ্ল্যাশলাইট। সেই আলোয় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল দলটা। একটু পরে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল বরফ খুঁড়ে বানানো একটা ছোট্ট প্রকোষ্ঠে। সার্ভিস এরিয়া ওটা, দেয়ালে ঝুলছে পেল্লায় এক জাংশান বক্স, তাতে গিয়ে মিশেছে সবগুলো কণ্ডুইট। কাঠের একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার পড়ে আছে একপাশে। মেঝের কোনায় স্তূপ হয়ে আছে লোহার টুকরো আর রাবারের হোস, পাশে একটা জং-ধরা টুল ট্রাঙ্ক।

কাঠের একটা মই দেখা গেল এক প্রান্তে—প্রকোষ্ঠের দেয়ালের সঙ্গে সাঁটা, উঠে গেছে উপরদিকে, অদৃশ্য হয়ে গেছে ছাতে মুখ ব্যাদান করে থাকা একটা শাফটের ভিতরে। সেটার দিকে ইশারা করে ফিশার বলল, 'ওটা বেয়ে তিন নম্বর লেভেলে উঠতে পারব আমরা।'

শাফটের তলায় গিয়ে উপরটা জরিপ করল লেঃ লিসা, মইয়ের ধাপগুলোও দেখল। বলল, 'হ্যাঁ, শক্ত আছে... আমাদের ভার বইতে পারবে।'

'উপরে ওয়েপন্স লকারটা কতদূরে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'লেভেলের মূল অংশে। ওখানে পৌঁছুবার জন্য ডাইভারশন প্রয়োজন হবে আমাদের।'

'ওসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে,' বলে উঠল ফিশার। 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

সার্জিকাল টুলগুলো পকেটে বা কোমরে গুঁজে ফেলল সবাই, মই বাওয়ার সুবিধার্থে খালি করল হাত। দ্রুত উপরে ওঠার ক্রম ঠিক করে দিল ফিশার। সবার সামনে থাকবে সে; তারপর শ্যারন, ম্যাসন আর বায়োলজি টিম; শেষে উঠবে লিসা, রানা, ডেভ পার্ল আর লেঃ গ্রিন। কথা শেষ করেই মইয়ের দিকে এগিয়ে গেল ফিশার, তরতর করে উঠে গেল উপরে, অদৃশ্য হয়ে গেল শাফটের ভিতরে। পিঁপড়ের মত তাকে অনুসরণ করল বাকিরা।

লিসাকে মইয়ে উঠতে সাহায্য করছে রানা, এমন সময় শোনা গেল চিৎকার-চেঁচামেচি—পিছনে ফেলে আসা টানেলটার ভিতর থেকে! গাল দিয়ে উঠল ডেভ পার্ল, ওদের পলায়ন-পথ আবিষ্কার করে ফেলেছে শত্রুপক্ষ। ছুটে আসছে পিছু পিছু।

মইয়ের দুটো ধাপ উঠে জমে গিয়েছিল লিসা, তাকে চাপা গলায় ধমক দিল রানা। 'থামলেন কেন, উঠতে থাকুন! কুইক! সামনের সবাইকে তাড়াতাড়ি এগোতে বলবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত শাফটের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল লিসা। রানা ওর পিছু নিল না, ঘুরল গ্রিন আর ডেভ পার্লের দিকে। গ্রিন বিস্মিত গলায় বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? উঠুন!'

মাথা নাড়ল রানা। 'এভাবে পালানো যাবে না। রাশানরা আমাদের নাগাল পেয়ে যাবে। ওদের পথে একটু বাধা সৃষ্টি করা

দরকার।'

'কী মতলব আপনার, বলুন তো?'

কাঠের টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। 'এটা দিয়ে ব্যারিকেড বসাব আমরা টানেলের মুখে। আসুন, সাহায্য করুন আমাকে।'

তিনজনে ধরাধরি করে ভারী টেবিলটা নিয়ে গেল টানেলের সামনে। কাত করে মুখটা ঢেকে দিতে যাবে, এমন সময় গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেল। টানেলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক বুলেট। কাত করা টেবিলের গায়ে আঘাত হানল ওগুলো, ছিন্নভিন্ন করে দিল কাঠ। স্রেফ কপাল বলতে হবে, কারও গায়ে লাগেনি গুলি। কিন্তু তারপরেও স্বাভাবিক ইন্সটিঙ্কটের বশে টেবিলটা ছেড়ে দিল ডেভ পার্ল, পিছিয়ে গেল দু'পা।

'কী করছেন?' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'টানেলের মুখ ঢাকতে হবে আমাদেরকে!'

সংবিৎ ফিরে পেল ডেভ পার্ল। মাথা ঝাঁকিয়ে আবার এগোল টেবিল ধরতে, আর তখুনি মৃদু শব্দ তুলে কী যেন একটা বেরিয়ে এল টানেল থেকে, পড়ল টেবিলের সামনে। ডিমের মত একটা আকৃতি, তবে আকারে বড়, সবুজ রঙ, খাঁজকাটা শরীর।

'গ্রেনেড!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। ওর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে গ্রিন, তাকে জাপটে ধরে ঝাঁপ দিল মেঝেতে। পরক্ষণে ঘটল বিস্ফোরণ।

রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে ভয়াবহ আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল রানার, শকওয়েভের পাশাপাশি শরীরের উপর দিয়ে বয়ে গেল তাপপ্রবাহ। ধাঁধিয়ে গেল চোখ। কয়েক মুহূর্ত পর পিছনে আর্তনাদ শুনে ঘাড় ফেরাল ও, সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল। সময়মত সরতে পারেনি ডেভ পার্ল, তার মুখের উপরে বিস্ফোরিত হয়েছে গ্রেনেড... কিন্তু ছিন্নভিন্ন হয়নি তার শরীর, কিন্তু সারা গায়ে দাউ

দাউ করে জ্বলছে আগুন! সাধারণ গ্রেনেড ছিল না ওটা... ছিল একটা ইনসেণ্ডিয়ারি ডিভাইস, বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে তরল অনল। সার্ভিস শাফটের ভিতরে লুকোচুরিতে নামার ইচ্ছে নেই প্রতিপক্ষের, নিষ্ঠুর একটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছে পলাতকদের ঘায়েল করবার জন্য।

পার্লকে সাহায্য করার জন্য এগোতে চাইল রানা, কিন্তু পারল না। শাফটের মুখ দিয়ে আবার বেরিয়ে এল বুলেটবৃষ্টি, নাগাল পেয়ে গেল জ্বলন্ত মানুষটার। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত নাচল পার্লের দেহ, তারপর তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। মাংসপোড়া উৎকট গন্ধে নাক কুঁচকে গেল রানার।

'ডেভ!' চিৎকার করে উঠল গ্রিন। সহকর্মীর নির্মম মৃত্যু দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেছে দু'চোখ।

টান দিয়ে তাকে দাঁড় করাল রানা, এখন মাতম করার সময় নয়। শুধু ডেভ পার্লের দেহ নয়, আগুন ধরে গেছে কাঠের টেবিল আর আশপাশের সমস্ত জিনিসে, ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছে উত্তাপ। গলতে শুরু করেছে বরফের দেয়াল, পুরো প্রকোষ্ঠ ধসে পড়তে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

'মুভ!' চেঁচাল রানা। গ্রিনকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল মইয়ের কাছে। ঠেলা দিয়ে ওঠাল উপরে, তারপর অনুসরণ করল নিজেও।

মড়মড় করে আওয়াজ হলো, প্রকোষ্ঠের ছাত থেকে ভেঙে-চুরে নেমে এল বরফের এক বিরাট পিণ্ড, তবে ততক্ষণে অনেকদূর উঠে গেছে দু'জনে। ঢুকে পড়ল শাফটের ভিতরে।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক কাঁপিয়ে। বিপদ কাটেনি। সামনে যে রাশানদের আরেকটা গ্রুপ ওঁত পেতে অপেক্ষা করছে না, তার নিশ্চয়তা কী?

ফাঁদে পড়ার দশা হয়েছে ওদের।

নয়

ক্যাপ্টেন ম্যাথিউ গরডনের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে ইউ.এস.এস পোলার সেন্টিনেলের ক্রু-রা। বড় দুটো বরফখণ্ডের মাঝখানে, পেরিস্কোপ ডেপথে ডুব দিয়ে স্থির হয়ে আছে সাবমেরিনটা। সারফেসে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে বয়ে যাচ্ছে তুষারঝড়, কিন্তু পানির নীচে বিরাজ করছে আশ্চর্য এক শান্ত, থমথমে নীরবতা।

হাতে একটা ক্লিপবোর্ড নিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সেন্টিনেলের রেডিওম্যান, তার দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তুমি বলতে চাইছ, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের কোনও সম্ভাবনাই নেই?'

ঘন ঘন ঢোঁক গিলল রেডিওম্যান। বলল, 'না, স্যর। তুষারঝড়ের পাশাপাশি ম্যাগনেটিক স্টর্ম হচ্ছে উপরে। যতভাবে সম্ভব চেষ্টা করে দেখেছি আমি, লাভ হয়নি।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন গরডন। সাহায্য পাবার আশা নেই, এভাবে আর বসে থাকাও চলে না। আধঘণ্টা আগে এই রেডিওম্যানই এসে রিপোর্ট দিয়েছিল, ইউ.কিউ.সি.-তে রাশানদের একটা কমিউনিকেশন ইন্টারসেপ্ট করেছে সে। বলা বাহুল্য, ওটা একটা আন-সিকিউর্ড চ্যানেল। সেই ইন্টারসেপশন থেকে জানা গেছে, ড্রাকনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওমেগা স্টেশন

ধ্বংস করে দেবার জন্য। কীভাবে করা হবে, তাও জানা গেছে। ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জ ফাটাবে ওরা, স্টেশনটাকে তলিয়ে দেবে পানিতে। তারমানে ভিতরে আটকা পড়া নৌ-সদস্য এবং নিরীহ সিভিলিয়ানরা সবাই মরতে বসেছে।

খবরটা পাওয়ামাত্র নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে পেরিস্কোপ ডেপথে উঠে এসেছেন ক্যাপ্টেন। কমিউনিকেশন অ্যান্টেনা তুলে সাহায্য চাইবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু হা হতোস্মি, সারফেসের তীব্র ঝড় বন্ধ করে দিয়েছে যোগাযোগের সমস্ত উপায়। কেউ সাহায্য করতে আসছে না তাঁদেরকে। ওমেগার ভাগ্য নির্ভর করছে নিরস্ত্র এই রিসার্চ সাবমেরিনের উপর।

ড. লার্স মিকেলসেন এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেনের দিকে। ইভ্যাকুয়েট হওয়া সিভিলিয়ানদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন এই সুইডিশ ওশনোগ্রাফার। বললেন, 'ওখানে যারা আটকা পড়েছে, তারা আমাদের সহকর্মী এবং বন্ধু, ক্যাপ্টেন! পরিবারের সদস্য বললেও ভুল হয় না। ওদের জন্য কিছু একটা করা উচিত আমাদের, তাতে যতই ঝুঁকি থাকুক না কেন! আমার মনে হয় না কেউ তাতে আপত্তি করবে।'

আশপাশের সবার মুখভঙ্গি জরিপ করলেন ক্যাপ্টেন গরডন। যার যার স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ক্রু-রা, সবার চেহারায় দৃঢ়সংকল্পের ছাপ। কারও মধ্যে কোনও দ্বিধা নেই। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ডে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নির্দেশ দেবার আগে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগলেন, আবেগের বশে ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না তো? সন্দেহ নেই, ড. শ্যারন বেকেটের প্রতি দুর্বলতা আছে তাঁর, সে নিখোঁজ হওয়ায় উদ্বেগে আক্রান্ত হয়েছেন, উতলা হয়ে উঠেছেন মেয়েটাকে উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু তা করতে গিয়ে পুরো জাহাজ আর ক্রু-দের জীবন বিপন্ন করা কি উচিত হবে?

জানেন... সবাই উতলা হয়ে আছে কিছু একটা করবার জন্য,

কিন্তু সিদ্ধান্ত তো দেবেন তিনি! যে-পদক্ষেপই নেয়া হোক, সেটার সম্পূর্ণ দায় ক্যাপ্টেনের একার। আলাস্কার উপকূলে পৌঁছুবার চেষ্টা করতে পারেন তাঁরা, কিংবা ওমেগায় গিয়ে চেষ্টা করতে পারেন বন্দিদের উদ্ধার করবার। কথা হলো, ড্রাকনের মত একটা আধুনিক সুসজ্জিত সাবমেরিনের বিরুদ্ধে কী করতে পারবে ছোট্ট পোলার সেন্টিনেল। অস্ত্র বলতে তো রয়েছে কেবল গতি, লুকানোর ক্ষমতা আর যুদ্ধকৌশল! এ-নিয়ে কি মুখোমুখি হওয়া যাবে একটা রাশান হান্টার-কিলার সাবমেরিনের?

নিজের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত যুদ্ধ করলেন ক্যাপ্টেন, শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন হাল। বুঝতে পারছেন, যত যুক্তিই খাটান, বন্দি মানুষগুলোকে ফেলে যেতে সায় পাবেন না বিবেক থেকে। সঙ্গীদের কেউ তা চাইছেও না। কী আর করা, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

রেডিওম্যানের দিকে ফিরে নির্দেশ দিলেন, 'যাও, এখুনি একটা *স্লট* বয়া ভাসাও। এমনভাবে ওটাকে সেট করবে, যাতে অনবরত ন্যাভস্যাটের মাধ্যমে আমাদের সাহায্যের আবেদন ট্রান্সমিট করতে থাকে। আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।'

'আই, আই, স্যর!' স্যালিউট ঠুকে চলে গেল রেডিওম্যান।

ড. মিকেলসেনের দিকে চোখাচোখি হলো ক্যাপ্টেনের, তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন। ডাইভিং অফিসারের উদ্দেশে বললেন, 'পঁচাশি ফুট গভীরতায় নিয়ে চলো আমাদেরকে। ত্রিশ ডিগ্রি ডাউন অ্যাঙ্গেল।'

কৌতূহল নিয়ে সবাই তাকাল তাঁর দিকে। কোথায় যেতে চাইছেন ক্যাপ্টেন? তাঁর পরের নির্দেশে জবাব পাওয়া গেল এ-প্রশ্নের।

'আর হ্যাঁ... আল্ট্রা-কোয়ায়েট মোডে নিয়ে যাও

সেণ্টিনেলকে। নিঃশব্দে এগোতে চাই আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটল সবার মুখে। একটাই কারণ হতে পারে এত সাবধানে এগোবার। ওমেগায় যাচ্ছে ওরা।

যৌথ প্রচেষ্টায় ওমেগা স্টেশনের পার্শ্ববর্তী পলিনিয়ায় ধীরে ধীরে ড্রাকনকে তুলে আনছে সাবমেরিনের হেলমস্‌ম্যান আর প্লেইনস্‌ম্যান, পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ তদারক করছে ক্যাপ্টেন আন্তন রুশকিন। ডাইভিং অফিসার ক্যাপ্টেন-লেফটেন্যান্ট গ্রিগোর কারপভ তার স্টেশন থেকে মনিটর করছে ডেপথ গজ, একটু পর পর জানিয়ে চলেছে গভীরতা।

'পঞ্চাশ ফুট!'

কারপভের কণ্ঠে অস্থিরতা লক্ষ করে ঘাড় ফেরাল রুশকিন, ভুরু কুঁচকে তাকাল তার দিকে। এক বছর হলো তার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড হিসেবে কাজ করছে কারপভ, দু'জনেই পরস্পরের মনের কথা পড়তে পারে। তাই ডাইভিং অফিসারের চেহারা দেখে প্রশ্নটা বুঝতে পারল সে—সত্যিই কি রিয়ার অ্যাডমিরালের নির্দেশ পালন করতে চলেছে ওরা?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুশকিন। বিবেকের দংশন যে অনুভব করছে না, তা নয়; কিন্তু আদেশ আদেশই। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে অবাধ্য হবার কোনও সুযোগ নেই, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তা ছাড়া... রিয়ার অ্যাডমিরালের যুক্তিও বুঝতে পারছে সে। দুই বন্দি পালিয়ে যাবার পর ওমেগা স্টেশন একটা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মিশনের জন্য। এ-ব্যাপারে কঠিন সিদ্ধান্ত না নিয়ে উপায় নেই।

'অল ভেণ্টস্ শাট!' গলা চড়িয়ে রিপোর্ট দিল চিফ অভ দ্য ওয়াচ। 'রেডি টু সারফেস!'

'সারফেস!' মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন রুশকিন।

সুইচ অন করা হলো, জ্যান্ত হয়ে উঠল সাবমেরিনের সবগুলো পাম্প। মৃদু গুঞ্জন তুলে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক থেকে পানি বের করে দিতে থাকল ওগুলো, সে-জায়গা দখল করল বাতাস। মসৃণ গতিতে পলিনিয়ার বুকে তিমির মত শরীর জাগাল ড্রাকন। সমস্ত স্টেশন থেকে রিপোর্ট এল, কোথাও কোনও সমস্যা নেই।

'হ্যাচ খুলে দাও,' নির্দেশ দিল রুশকিন।

নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করল কারপভ, তারপর এগিয়ে এল ক্যাপ্টেনের দিকে। 'শোর টিম তৈরি আছে,' কাষ্ঠ গলায় বলল সে। থমথম করছে চেহারা। টানাপড়েন অনুভব করছে মনের ভিতর। 'আপনার অর্ডার, ক্যাপ্টেন?'

ঘড়ি দেখল রুশকিন। বলল, 'বন্দিরা ঠিকমত আটক আছে কি না চেক করবে ওরা। ডাবল-চেক করবে ইনসেণ্ডিয়ারি ডিভাইসগুলোও। তারপর স্টেশন থেকে আমাদের সব লোক এখানে ফিরে আসবে। পনেরো মিনিটের ভিতর এসব শেষ হওয়া চাই। সবাই এসে গেলে ডাইভ দেবে ড্রাকন।'

মাথা ঝাঁকাল কারপভ, দৃষ্টিতে শূন্যতা।

'নিরাপদ গভীরতায় পৌঁছুনোর পর ডিটোনেট করে দেবে ইনসেণ্ডিয়ারি ডিভাইস,' শেষ নির্দেশ দিল রুশকিন। 'ড্রিফট স্টেশনের কোনও চিহ্ন যেন না থাকে। ক্লিয়ার?'

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আইস রিজের উপর উঠে এল অ্যাবি। ক্ষণিক বিরতি নিল উপরে পৌঁছে। ব্যথায় দপদপ করছে শরীর। প্রায় খাড়া একটা দেয়াল বাওয়া সহজ কাজ নয়... বিশেষ করে উপযুক্ত ইকুইপমেণ্ট ছাড়া। ধারালো বরফের খোঁচায় বিমানের ইমার্জেন্সি লকার থেকে পাওয়া দস্তানা দুটো ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে গেছে, ছড়ে গেছে আঙুল, হাতের তালুও। ঝরবার আগেই জমে গেছে রক্ত। ঠাণ্ডা বাতাস কামড় বসাচ্ছে হাতের উন্মুক্ত চামড়ায়।

অ্যাবির পাশে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে পাওয়েল আর জিম—ওরাও হাঁপাচ্ছে। পাওয়েলের অবস্থা বেশি খারাপ, লোবোকে পিঠে বেঁধে উপরে উঠেছে সে। ধাতস্থ হতে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করল ওরা, তারপর সঙ্গীদেরকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে দাঁড় করাল জিম। যত বেশি সময় বসে থাকবে এখানে, ততই আড়ষ্ট হয়ে যাবে শরীর। পরে আর নড়তে-চড়তে পারবে না।

রিজের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল তিনজনে, এসকর্টের মত লোবো রয়েছে সামনে। অ্যাবি জানতে চাইল, 'আর কতদূর?'

কবজিতে বাঁধা ঘড়ি চোখের সামনে তুলল জিম, ওটায় একটা বিল্ট-ইন কম্পাস আছে। আঙুল তুলে ইশারা করল সামনে। বলল, 'ওইদিকে... একশো গজের মত যেতে হবে।'

জিমের নির্দেশ করা দিকটার দিকে তাকাতেই দমে গেল অ্যাবি। পুরোটাই এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নিচু বরফে ভরা। এখানে-সেখানে হাঁ করে আছে অসংখ্য পাহাড়ি ফাটল। পার হতে জান খারাপ হয়ে যাবে। এক ঘণ্টা ব্যয় করে এই পাহাড়ে উঠে এসেছে ওরা, এর তলাতেই রয়েছে ভূ-গর্ভস্থ আইস স্টেশন, পাহাড়ের গায়ে পাওয়া যাবে ভেণ্টিলেশনের শাফট। শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য কঠিন একটা রাস্তা বেছে নিয়েছিল... তাতে সর্বনাশ হয়ে গেছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে এখন দেহ। সামনে পা ফেলতেই ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই।

টলতে টলতে এগোল ওরা। চারপাশে বাতাসের গর্জন, যেন পাথুরে সৈকতে আছড়ে পড়ছে সাগরের উদ্দাম ঢেউ। সেই সঙ্গে উড়ছে তুষার, জমছে তিন অভিযাত্রীর শরীরে আর পায়ের তলায়। পাওয়েলের পিছনে রইল অ্যাবি, বিশালদেহী লোকটার দেহটা বর্মের মত রক্ষা করছে ওকে। কোথায় যাচ্ছে সেদিকে নজর রইল না ওর, দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল পাওয়েলের পিঠে, সেইসঙ্গে তাল মিলিয়ে ফেলছে কদমের পর কদম।

হঠাৎ দুলে উঠল পাওয়েল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল খিস্তি। পাতলা বরফের উপর পা পড়েছে তার, ছোট একটা গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল হাঁটু পর্যন্ত। ভিতরে পড়ে যাবার আগেই একপাশে ডাইভ দিল সে। অল্পের জন্য রক্ষা পেল ভয়ানক দুর্ঘটনা থেকে।

'আপনি ঠিক আছেন?' তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবি। 'কোথাও লাগেনি তো?'

'ইটস্ ওকে,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল পাওয়েল। 'তবে আরও সাবধানে পা ফেলতে হবে এখন থেকে।'

'বসে থাকবেন না,' সামনে থেকে তাড়া লাগাল জিম। 'জমে বরফ হবার আগেই শাফটে ঢুকতে হবে আমাদের।'

উঠে দাঁড়িয়ে শরীরের তুষার ঝাড়ল পাওয়েল। 'তোমার ওই হতচ্ছাড়া শাফট আর কতদূরে?'

'বেশি না। পৌঁছে গেছি প্রায়।'

কথা না বাড়িয়ে জিমকে অনুসরণ করল পাওয়েল আর অ্যাবি। ওদের চারপাশে ছোটাছুটি করতে করতে এগোল লোবোও। জানোয়ারটার মধ্যেই কেবল ক্লান্তির কোনও ছাপ নেই।

নীরবে আরও পাঁচ মিনিট এগোনোর পর পাহাড়ের অন্যপ্রান্তে পৌঁছে গেল ওরা। ওখান থেকে আবারও খাড়া হয়ে নেমে গেছে বরফের প্রাচীর, মিশেছে সাগরের হিমশীতল পানিতে।

'দ্বীপের আউটার এজ এটা,' ঘোষণা করার সুরে বলল জিম।

একটু এগিয়ে নীচে উঁকি দিল অ্যাবি, সঙ্গে সঙ্গে চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। সাগর-সমতল থেকে অন্তত একশো ফুট উপরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বলল পাওয়েল। 'বেড়াতে আসিনি আমরা। ভেন্টিলেশন শাফট দেখাও।'

'ওই তো!' হাত উঁচু করল জিম।

ক্লিফের কিনার থেকে দশ গজ দূরত্বে উঁচু হয়ে আছে একটা

বরফের ঢিবি, সেটার গায়ে কালো একটা গর্ত। প্রাকৃতিক নয়, মানুষের তৈরি—চারকোনা। লোহার গ্রিল লাগানো আছে মুখে, তবে সেটা এ-মুহূর্তে আধ-খোলা হয়ে ঝুলছে কবজার সঙ্গে।

নিশ্চয়ই মেরু-ভালুকের কাজ, আন্দাজ করল অ্যাবি, গ্রিল খুলে সুড়ঙ্গের ভিতরে আশ্রয় খুঁজেছে। এখনও ভিতরে বসে নেই তো?

জিমকে চিন্তিত মনে হলো না। এগিয়ে গিয়ে মুখটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল সে। বলল, 'সাবধানে এগোতে হবে আমাদেরকে। শাফটটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঢালু। সেফটির জন্য কোমরে দড়ি বেঁধে নিলে ভাল হয়। আলোও দরকার হবে।'

কোমরের বেল্টে ঝোলানো ফ্ল্যাশলাইট খুলে নিল অ্যাবি, তুলে দিল এনসাইনের হাতে। ওটা অন্ করে ভিতরে আলো ফেলল সে।

'হুম,' বলল জিম। 'প্রথম দশ গজ সোজা গেছে শাফট। তারপর মোড় নিয়েছে ডানে। ঠিক আমাদের স্নো-হাউজের এণ্ট্রান্সের মত।'

এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল অ্যাবি। সনাতন ইনুইট আর্কিটেকচারের বৈশিষ্ট্য ওটা—ঈগলুর এণ্ট্রান্সে একটা বা দুটো বাঁক রাখতে হয়। এর ফলে ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি ঢুকতে পারে না মূল বাসস্থানে।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' পিছন থেকে অস্থির গলায় বলল পাওয়েল। 'ঢোকো ভিতরে!'

সোজা হলো অ্যাবি, আর সঙ্গে সঙ্গে সরসর করে খাড়া হয়ে গেল ওর ঘাড়ের লোম। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে—বিপদ! বিপদ!! ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ও।

'কী হয়েছে?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল পাওয়েল।

জবাব দিল না অ্যাবি, চোখের কোণে ধরা পড়েছে নড়াচড়া।

তাকাল ওদিকে। উঁচু আরেকটা বরফের ঢিবি দেখতে পেল, ওটার আড়াল থেকে কী যেন বেরিয়ে আসছে। সাদা রঙের বিশাল দেহ, মাথাটা বুলেটের আকৃতি, দুই হাতে তীক্ষ্ণ নখর। শরীরের অর্ধেকটা বের করে থামল প্রাণীটা, নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকল, তারপরেই মাথা ঘোরাল ওদের দিকে।

থমকে গেল অ্যাবি। কী ওটা? পাওয়েল আর জিমও দেখতে পেয়েছে দানবটাকে, স্থির হয়ে গেল ওরাও। জীবনে দেখেনি ওরা এমন বিকট, ভয়ঙ্কর জন্তু। মনে হচ্ছে যেন অন্য গ্রহের কিছু।

গরগর করে উঠল লোবো। শরীর টানটান হয়ে গেছে। কয়েক পা এগিয়ে চিৎকার করল অচেনা দানবটার উদ্দেশে... যেন হুমকি দিল সামনে না এগোবার জন্য।

হুমকির পরোয়া করল না দানব। বেঁকে গেল ওটার ঠোঁট, দেখা গেল ধারালো দাঁতের সারি। পায়ে পায়ে বেরুতে শুরু করল ওটা ঢিবির আড়াল থেকে।

বিপদ বোঝার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট। আলাস্কার বুনো এলাকার মেয়ে অ্যাবি, জানে—ধারালো দাঁতঅলা কোনও জানোয়ার যদি এগিয়ে আসে তোমার দিকে, তা হলে আর কোনও কারণে নয়, খাওয়ার জন্যই আসছে!

খপ্ করে লোবোর কলার চেপে ধরল অ্যাবি, চেঁচাল, 'ভিতরে ঢুকুন সবাই! কুইক!'

দ্বিতীয়বার বলবার প্রয়োজন হলো না, শাফটের মুখের সামনে উবু হয়ে ছিল জিম, কথাটা শোনামাত্র ডাইভ দিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। লোবোকে টানতে টানতে অ্যাবিও পিছাল। কিন্তু কয়েক পা যেতেই শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লোবো, এগিয়ে গিয়ে আবারও হাঁক ছাড়ল শত্রুর উদ্দেশে।

'না! লোবো! না-আ!' চিৎকার করল অ্যাবি।

'যেতে দিন ওকে!' বলল পাওয়েল। অ্যাবিকে ঠেলা-ধাক্কা

দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢোকাল সে। নিজেও ঢুকল পিছু পিছু।

'লোবো!' আবারও ডাকল অ্যাবি। 'চলে আয়।'

'সামনে এগোন!' ধমক দিয়ে উঠল পাওয়েল। 'এখানে বসে থাকলে সবাই মরব।'

ধাক্কা দিয়ে অ্যাবিকে ক্রল করতে বাধ্য করল সে। কয়েক গজ এগোতেই অন্ধকার হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। খোলা মুখটায় উদয় হয়েছে একটা বিশাল দেহ, আলো ঢুকতে পারছে না।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল পাওয়েল। 'ওটা পিছু নিয়েছে আমাদের!'

মোড়ের কাছে পৌঁছে একটু থামল অ্যাবি। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল পিছনে। হ্যাঁ, সত্যিই আসছে দানবটা। শরীর পিছলে দ্রুতবেগে এগোচ্ছে ঢালু সুড়ঙ্গ ধরে। ওটার কয়েক ফুট সামনে রয়েছে লোবো, পাগলের মত ছুট লাগিয়ে পৌঁছুতে চাইছে মনিবের কাছে।

'মুভ!' চাপা গলায় বলে উঠল পাওয়েল। 'থামবেন না!'

চোয়াল শক্ত করল অ্যাবি। পারকার পকেট হাতড়ে বের করে আনল ফ্লেয়ার গান। পাওয়েলকে বলল, 'নিচু হোন।'

তর্কে না গিয়ে সুড়ঙ্গের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল পাওয়েল। লোবোর শরীরের উপর দিয়ে নিশানা স্থির করল অ্যাবি। তারপর টিপে দিল ট্রিগার। বিকট শব্দ করে ছুটে গেল সিগনাল ফ্লেয়ারের শেল, দানবটার নাকের ডগায় আঘাত হানল... এবং বিস্ফোরিত হলো।

উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে গেল সুড়ঙ্গের ভিতরে। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল দানব, চোখ ঝলসে গেছে, দেখতে পাচ্ছে না কিছু। উন্মত্তের মত থাবা দিল মেঝে আর দেয়ালে, তাতেও দৃষ্টি পরিষ্কার না হওয়ায় ঘাবড়ে গেল। পিছাতে শুরু করল হামাগুড়ি দিয়ে, সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অ্যাবি। পাওয়েলকে মাড়িয়ে ওর পাশে এসে থামল লোবো। ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে, চেটে দিল গাল। মাথা তুলে ফ্যাল ফ্যাল করে পিছনে তাকাল পাওয়েল। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ওটা?'

হাসল অ্যাবি। 'পালিয়ে গেছে। শিকার হিসেবে আমাদেরকে পছন্দ হয়নি।'

'মত পাল্টানোর আগেই কেটে পড়া দরকার,' চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো পাওয়েল। 'চলুন এগোই। বাই দ্য ওয়ে, আবারও খেল্ দেখালেন আপনি। আমাকে দেখছি আপনার ফ্যান বানিয়ে ছাড়বেন!'

'ধ্যাৎ! কী যে বলেন না!' বিব্রত সুরে বলল অ্যাবি। ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে জিম অনেকটা এগিয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিতে শুরু করল।

একটু পরেই বেশ ঢালু হয়ে গেল শাফট। ক্রল করবার আর প্রয়োজন হলো না, পিছলে নামতে শুরু করল ওরা। হাত-পা ঠেকিয়ে বরং পিছলানোর গতি কমাতে হলো, নইলে কোথায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে বলা যায় না, আহত হতে পারে।

অন্ধকার শাফট ধরে এ-যেন পাতাল অভিমুখে যাত্রা। সামনে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে জিমের ফ্ল্যাশলাইটের আভা, এ ছাড়া সবকিছু আঁধারে ঢাকা। সময়জ্ঞান রইল না অ্যাবির, মনে হলো অনন্তকাল ধরে নামছে ওরা। তারপর হঠাৎ একসময় স্থির হয়ে গেল ফ্ল্যাশলাইটের আলো। প্রতিধ্বনি করে উঠল জিমের কণ্ঠ।

'পৌঁছে গেছি আমি। আপনারা সাবধানে নামুন। শাফটের মুখ থেকে গুহার মেঝে পাঁচ ফুট নীচে।'

শাফটের গায়ে বুট ঠেকিয়ে ব্রেক কষার চেষ্টা করল অ্যাবি। খুব একটা লাভ হলো না। দড়াম করে গুহার মেঝেতে আছড়ে পড়ল ও। ওর গায়ের উপর পড়ল লোবো আর পাওয়েল।

তিনজনেই ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

তাড়াতাড়ি একটা গড়ান দিয়ে সরে গেল পাওয়েল। লোবোও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্যথাটা সয়ে এলে আস্তে আস্তে উঠে বসল অ্যাবি। তাকাল চারপাশে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে বড় একটা টানেল। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে! দু'পাশ-ই মিশেছে জমাট অন্ধকারে।

দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জিম। স্প্রে-পেইন্টে আঁকা একটা সবুজ ত্রিভুজ স্পর্শ করল আঙুল দিয়ে, কপালে ফুটে উঠেছে চিন্তার রেখা।

'কোনও সমস্যা?' উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল অ্যাবি। 'ভুল জায়গায় এসেছি?'

'না,' মাথা নাড়ল জিম। 'এই টানেল আমি চিনি। কিন্তু...'

কথা শেষ করল না সে। ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল মেঝের দিকে। মনে হলো গ্যালনখানেক লাল পেইন্ট ঢেলে দিয়েছে কেউ ওখানে। কাছে গিয়ে গন্ধ শুঁকল লোবো, পরক্ষণে গরগর করে উঠল।

চমকে উঠল অ্যাবি। পেইন্ট নয়, এ তো রক্ত! তাজা রক্ত!!

নিচু স্বরে ভাগ্যকে গালমন্দ করল পাওয়েল। 'ড্রিফট স্টেশন ছেড়ে বেরুনোই উচিত হয়নি আমাদের।'

কেউ প্রতিবাদ করল না এ কথার।

দশ

ওমেগা ড্রিফট স্টেশন থেকে একশো গজ দূরে উপুড় হয়ে আছে মাস্টার সার্জেন্ট হিউবার্ট রডহ্যাম। গায়ে পোলার হোয়াইট স্টর্ম সুট, শরীর ডুবিয়ে রেখেছে পুরু তুষারের ভিতর, দূর থেকে তার উপস্থিতি টের পাবার কোনও উপায় নেই। চোখে একটা ইনফ্রারেড বিনকিউলার লাগিয়ে রিসার্চ স্টেশনের উপর নজর রাখছে সে। হঠাৎ পলিনিয়ার পানি ভেদ করে রাশান সাবমেরিনটাকে ভেসে উঠতে দেখল।

কানে একটা জেনারেল ডাইনামিক অ্যাকুস্টিক ইয়ারপিস পরে আছে রডহ্যাম, গলায় টেপ দিয়ে লাগানো আছে সাব-ভোকাল মাইক্রোফোন। এ-দু'টোর সাহায্যে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সে। সাবমেরিন ভেসে ওঠার খবর জানিয়ে দিল জায়গামত। প্রত্যুত্তরে পাহারা চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো তাকে, নিষেধ করা হলো অ্যাকশনে যেতে। শুরু থেকেই এ-নির্দেশ পেয়ে আসছে সে ও তার পার্টনার। দু'জনেই কয়েক গজ তফাতে আত্মগোপন করে আছে বরফ-প্রান্তরে।

সিকি মাইল দূরে, একটা পাহাড়ি ঢালের আড়ালে খাড়া করা হয়েছে দুটো সাদা রঙের তাঁবু, সেখানে রয়েছে ডেল্টা ফোর্সের অ্যাডভান্স টিমের অবশিষ্ট চারজন কমাণ্ডো। ছয় সদস্যের দলটাকে ষোলো ঘণ্টা আগে এয়ার-ড্রপ করা হয়েছে বরফ-দ্বীপের বুকে।

মূল দলটাও পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে। দলনেতার নাম মেজর অ্যারন উইলসন, কোডনেম ডেল্টা ওয়ান—অ্যাসল্ট টিম নিয়ে চার মাইল দূরে, র‍্যালি পয়েন্ট আলফায় অপেক্ষা করছে সে। সঙ্গে আছে আর্কটিক ক্যামোফ্লাজে ঢাকা তিনটে হেলিকপ্টার, আদেশ পেলেই ছুটে আসবে হামলা চালাতে।

অস্থিরতা অনুভব করছে রডহ্যাম। সকালবেলা তার চোখের সামনেই প্রথমবারের মত উদয় হয়েছিল রাশান সাবমেরিনটা। স্বচক্ষে দেখেছে সে ড্রিফট স্টেশন দখল হয়ে যেতে, নিরীহ বিজ্ঞানী আর নেভির লোকজনকে বন্দি হতে... পালাবার চেষ্টা করে একজন নাবিক তো গুলি খেয়ে মারাই গেল! এরপর আবার বিমান নিয়ে পালাল দু'জন বন্দি, তাদেরকে ঠেকাবার প্রাণপণ চেষ্টা করল রাশানরা। এত কিছু ঘটে গেল, অথচ নীরব দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না রডহ্যামের। কড়া নির্দেশ রয়েছে তার উপরে—যা-ই ঘটুক, রাশানদের কাজে নাক গলানো চলবে না। চুপচাপ সবকিছু মনিটর করে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

নির্দেশটা এসেছে মিশনের অপারেশনাল কমাণ্ডারের কাছ থেকে। কোথায় সে, জানে না রডহ্যাম। শুধু শুনেছে, মিশনের মূল লক্ষ্যবস্তু... যার কোডনেম *ফুটবল*... সেটার অবস্থান আবিষ্কারের চেষ্টা করছে কমাণ্ডার। তার আগে কোনও অ্যাকশনে যাবে না ডেল্টা ফোর্স, নইলে পুরো অপারেশন ভেস্তে যেতে পারে। তাই চলছে অপেক্ষার পালা... কখন পাওয়া যাবে সবুজ সঙ্কেত, কখন আসল কাজে নামতে পারবে ওরা।

বিনকিউলারের স্কোপে চোখ রেখে সামনে তাকিয়ে রইল রডহ্যাম। পলিনিয়ায় ভেসে রয়েছে রাশান সাবমেরিন, কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ হয়নি ওটার। ছোট একটা শোর টিমকে নামতে দেখল জাহাজ থেকে। কয়েকজন চলে গেল রিসার্চ স্টেশনে, বাকিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল প্রান্তরের বিভিন্ন জায়গায়, হাঁটু গেড়ে কী

যেন পরীক্ষা করছে। নিশ্চয়ই ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জগুলো—সকালে বরফ খুঁড়ে ওগুলো বসাতে দেখেছে রডহ্যাম।

পনেরো মিনিটের মধ্যে শোর টিমকে সাবমেরিনে ফিরতে দেখল সে। সংখ্যা বেড়েছে ওদের। বিনকিউলারে ভাল করে দেখল লোকগুলোকে। সবার পরনে সাদা পারকা... রাশান ইউনিফর্ম। যদ্দূর বোঝা যাচ্ছে, রিসার্চ স্টেশনের টিমটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তা হলে বন্দিদেরকে পাহারা দিচ্ছে কে?

কী ঘটতে চলেছে, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না অভিজ্ঞ সার্জেন্টের। তাড়াতাড়ি ট্রান্সমিটারের বাটন চাপল সে।

'ডেল্টা ওয়ান, রেসপণ্ড!'

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল মেজর উইলসনের গলা। 'গো অ্যাহেড, ডেল্টা ফোর!'

'স্যর, আমার বিশ্বাস, রাশানরা রিসার্চ স্টেশন থেকে চলে যাচ্ছে। বন্দিদেরকে সঙ্গে নেয়নি। ওদেরকে ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জ চেক করতে দেখেছি আমি...'

'বুঝতে পেরেছি, ডেল্টা ফোর। নতুন আদেশ এসেছে আমাদের জন্য।'

স্নায়ু টানটান হয়ে গেল রডহ্যামের।

'গো-কোড দিয়েছেন কন্ট্রোলার। তোমার লোকজনকে তৈরি হতে বলো অ্যাকশনের জন্য।'

'রজার দ্যাট, ডেল্টা ওয়ান।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে লুকানোর জায়গা থেকে শরীর তুলল রডহ্যাম।

এবার শুরু হবে আসল যুদ্ধ।

সাগরের পানি চিরে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে ইউ.এস.এস. পোলার সেন্টিনেল। কন্ট্রোল ব্রিজে পাথরের মত চেহারা নিয়ে

দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন। বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা। কেউ কোনও কথা বলছে না। মিশনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছে সবাই... বুঝতে পারছে ঝুঁকির পরিমাণও। যে-কাজ করতে চলেছে ওরা, তা এক কথায় পাগলামি। ক্যাপ্টেন গরডন জানেন, সফল হলেও হয়তো বা পদচ্যুত করা হবে তাঁকে এত বড় ঝুঁকি নেবার কারণে। কিন্তু পরোয়া করছেন না তিনি। ভাল-মন্দের বিচার করতে জানেন গরডন... জানেন, কখনও কখনও আদেশ পালনের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় মানবিক দায়িত্ব। তারপরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়—কী করতে চলেছেন তিনি? কী বলা যায় এটাকে— বীরত্ব, নাকি স্রেফ গাধামি?

ইতিমধ্যে কয়েকবারই উল্টো ঘুরবার নির্দেশ দিয়ে ফেলছিলেন তিনি, আলাস্কার দিকে রওনা হতে চাইছিলেন... কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলেছেন নিজেকে। দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচলে অনবরত কাঁপছে হৃদয়—এমন পরিস্থিতিতে আর কোনও ক্যাপ্টেন কি পড়েছে অতীতে? নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন তিনি, মনে হচ্ছে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা নেই তাঁর।

কিন্তু তিনি সরে দাঁড়ালে দায়িত্ব নেবে কে?

'ক্যাপ্টেন!' চিফ অভ দ্য ওয়াচের ফিসফিসে ডাক শুনে ধ্যানভঙ্গ হলো ক্যাপ্টেনের। সাইলেন্ট মোডে এগোচ্ছে পোলার সেন্টিনেল, তারপরেও জোরে কথা বলবার সাহস পাচ্ছে না কেউ। কাছাকাছি আছে প্রতিপক্ষের সাবমেরিন, সোনারে ওরা মানুষের কণ্ঠ শুনে ফেলতে পারে।

ভুরু নাচালেন গরডন।

'পজিশন কনফার্মড্।' জানাল চিফ অভ দ্য ওয়াচ। 'ড্রাকন অলরেডি ওমেগার পাশে ভাসছে।'

তার স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। মনিটরে দেখলেন ওমেগার সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব। আরও পাঁচ নটিক্যাল

মাইল। জিজ্ঞেস করলেন, 'কতক্ষণ আগে সারফেস করেছে ওরা?'

'বলা মুশকিল, স্যর,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল চিফ। এতক্ষণ ড্রাকনকে ট্র্যাক করতে পারেনি সে। সাইলেণ্ট মোড বজায় রাখবার জন্য বন্ধ রাখতে হয়েছে অ্যাকটিভ সোনার, নইলে সেণ্টিনেলের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যেত। কাছাকাছি পৌঁছুনোয় এতক্ষণে লোকেট করা গেছে ড্রাকনকে, কিন্তু কখন ওটা ভেসে উঠেছে, জানার উপায় নেই।

কপালে ভাঁজ পড়ল ক্যাপ্টেন গরডনের। তাঁদের কাজ কঠিন হয়ে গেল। রাশানদের আগে যদি পৌঁছুনো যেত ওমেগায়, তা হলে একটা আশা ছিল। কিন্তু এতক্ষণে ইভ্যাকুয়েশন শুরু করে দিয়েছে ওরা। ইউ.কিউ.সি. কমিউনিকেশনে শোনা কথাগুলো যদি ঠিক থাকে, তা হলে ধরে নিতে হয়, পানিতে ডুব দিয়েই ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জগুলো ফাটিয়ে দেবে ড্রাকনের ক্যাপ্টেন। হাতে একেবারেই সময় নেই।

ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়াল সেণ্টিনেলের ডাইভিং অফিসার লেফটেন্যাণ্ট মিচাম। বলল, 'স্যর, প্রপোজড় সিনারিও-টা নিয়ে হিসেব সেরে ফেলেছি আমি। কয়েক ধরনের অপশন আছে আমাদের হাতে।'

'ওখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে, সেটা আগে বলো,' অস্থির গলায় বললেন গরডন।

'তিন মিনিটের মধ্যে সেণ্টিনেলকে পজিশনে পৌঁছে দিতে পারব আমি, কিন্তু নিরাপদে ভেসে ওঠার জন্য আরও দু'মিনিট চাই।'

'পাঁচ মিনিট?' হতাশ গলায় বললেন গরডন। 'এ তো অনেক সময়!'

সাবমেরিনের স্পিড চেক করলেন তিনি। বিয়াল্লিশ নট। সাইলেণ্ট মোডে একটা ডুবোজাহাজের জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় বলা

যেতে পারে, তবে সেটা সম্ভব হচ্ছে জাহাজটা পোলার সেন্টিনেল বলে। এরচেয়েও জোরে ছোটা যায়, কিন্তু সাহস করছেন না তিনি। প্রপেলার বা পানির আলোড়ন শুনতে পাবে ড্রাকন... আর তার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু।

ভাল করে সবকিছু ভেবে দেখলেন ক্যাপ্টেন। জায়গামত পৌঁছুতে হবে তাঁদেরকে, ভেসে উঠতে হবে, তারপর চালাতে হবে রেসকিউ অপারেশন। সবশেষে দিতে হবে পিঠটান। নাহ্, মিরাকল না ঘটলে এত সময় পাবার প্রশ্নই ওঠে না। কাঁধ ঝুলে পড়ল তাঁর। রাশানদের আগে যদি পৌঁছুনো যেত, তা হলেও একটা সুযোগ ছিল; কিন্তু এখন...

ডাইভিং অফিসারের থমথমে চেহারার দিকে তাকালেন গরডন, সে-ও বুঝতে পারছে বাস্তবতা। সবাই বুঝতে পারছে। এরপরেও এই অভিযানে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা। বড় করে শ্বাস নিলেন ক্যাপ্টেন, জাহাজের মুখ ঘোরাবার নির্দেশ দেবেন। চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু লাভ হয়নি। রাশানরা প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছে তাঁদেরকে।

কিন্তু মুখ খুলতে গিয়েই থমকে গেলেন তিনি। মানসচোখে ভেসে উঠল শ্যারনের চেহারা... ওর হাসিমাখা মুখ। বুকের ভিতর শূন্যতা অনুভব করলেন। গলা খাঁকারি দিলেন তিনি। তাকালেন চিফ অভ দ্য ওয়াচের দিকে।

'চিফ, রাশানদেরকে একটু দেরি করিয়ে দিতে হবে আমাদের।'

'কীভাবে দেরি করাব, স্যর?' বোকা বোকা কণ্ঠে জানতে চাইল চিফ।

'অ্যাকটিভ সোনারে একটা পিং সিগনাল পাঠাও... খোঁচা দাও ওদেরকে।'

'স্যর?' হতভম্ব গলায় বলল চিফ অভ দ্য ওয়াচ।

ব্যাখ্যা করলেন গরডন, 'ড্রাকনকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, আশপাশের পানিতে ওরাই একমাত্র সাবমেরিন নয়। বুঝুক, ওদের উপর নজর রাখছি আমরা। ওরা ভাবছে অনেক আগে চলে গেছি আমরা, ওদের কুকর্মের কোনও সাক্ষী থাকছে না... কিন্তু পিং করার সঙ্গে সঙ্গে তটস্থ হয়ে উঠবে ক্যাপ্টেন, চার্জ ফাটানোর সাহস পাবে না। কী করবে না করবে, সেটা জেনে নিতে চাইবে ওদের কমাণ্ডারের কাছ থেকে। তাতে সময় লাগবে... আর ওই সময়টাই দরকার আমাদের।'

'কিন্তু আমাদের উপস্থিতি টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যাবে ওরা,' প্রতিবাদের সুরে বলল মিচাম, 'হামলাও করে বসতে পারে। আমরা রেসকিউ অপারেশন চালার কীভাবে?'

'চিন্তা কোরো না,' বললেন গরডন। 'সেন্টিনেলকে উত্তর মেরুতে পাঠানোই হয়েছে স্পিড আর স্টেলথ্ ক্যাপাবিলিটির পরীক্ষা দেবার জন্য। সেটাই করতে চলেছি আমি।'

আশ্বস্ত হলো না মিচাম। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আপনিই ভাল বোঝেন, স্যর।'

চিফ অভ দ্য ওয়াচের দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। 'একটা পিং... তারপর আবার ডেড সাইলেণ্ট, ঠিক আছে?'

'আই আই, স্যর!' বলে সোনার ইকুইপমেণ্ট অন্ করতে শুরু করল চিফ।

'পিং করার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঘুরিয়ে নেবে,' মিচামকে নির্দেশ দিলেন গরডন। 'আমি চাই না ওরা আমাদের পজিশন লক করতে পারুক। দ্রুত এবং নিঃশব্দে চলাফেরা করব আমরা...'

'ঠিক ভূতের মত,' একটু হাসল এবার মিচাম। 'বুঝতে পেরেছি, স্যর।' নিজের স্টেশনে চলে গেল সে।

হঠাৎ একজন সোনার টেকনিশিয়ান লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল,

প্যাসিভ সোনার মনিটর করছিল সে। উত্তেজিত গলায় বলল, 'স্যার! ভেণ্টিঙের আওয়াজ পাচ্ছি আমি... ড্রাকন থেকে আসছে!'

পরিবেশ-পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে গাল বকে উঠলেন ক্যাপ্টেন। রাশান সাবমেরিনটা ডাইভ দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে—ব্যালাস্ট থেকে বাতাস বের করে দিয়ে ভরতে শুরু করেছে পানি। তারমানে ইভ্যাকুয়েশন শেষ... বড্ড দেরি করে ফেলেছেন তাঁরা।

নিজের আসন থেকে ক্যাপ্টেনের দিকে ঘাড় ফেরাল চিফ অভ দ্য ওয়াচ। নীরবে জানতে চাইল, পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করবে, নাকি থামবে?

দাঁতে দাঁত পিষলেন গরডন। 'চিফ, ঘণ্টা বাজাও ওদের দরজায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা বোতাম চাপল চিফ। ব্যস, হয়ে গেল কাজ। সেণ্টিনেলের সোনার ট্রান্সমিটার থেকে মৃদু একটা শব্দতরঙ্গ ছুটে গেল ড্রাকনের দিকে।

ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর তাকে ফেরাবার উপায় নেই। নিজেদের উপস্থিতি ফাঁস করে দিয়েছেন গরডন। মাথা ঘুরিয়ে ইশারা করলেন মিচামকে। সঙ্গে সঙ্গে নাক ঘোরাতে শুরু করল সেণ্টিনেল, সরে আসছে পুরনো কোর্স থেকে। সিগনালের উৎপত্তিস্থলে ডুবোজাহাজটাকে আর খুঁজে পাবে না ড্রাকন।

কয়েক মুহূর্ত কাটল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায়। তারপরেই রিপোর্ট দিল সোনার টেকনিশিয়ান, 'ভেণ্টিং থেমে গেছে, স্যার।'

মাথা ঝোঁকালেন ক্যাপ্টেন গরডন, তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

'স্যার!' ঝট্ করে তাঁর দিকে মাথা ঘোরাল আরেক সোনার টেকনিশিয়ান, মাথায় হেডফোন পরে আছে সে। 'আরেকটা কণ্ট্যাক্ট পাচ্ছি আমি! হাইড্রোফোনে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে!'

'কী!' চমকে উঠলেন গরডন। ত্রস্ত পায়ে এগোলেন লোকটার

দিকে। 'কোথেকে আসছে?'

একটা আঙুল উঁচু করল টেকনিশিয়ান। 'ঠিক আমাদের মাথার উপর থেকে, স্যর।'

হেডফোনের জন্য হাত বাড়ালেন গরডন, ওটা খুলে দিল টেকনিশিয়ান। একটা ইয়ারপিস কানে ঠেকালেন তিনি, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন শব্দটা। মনে হলো ড্রাম বাজছে... একটা নয়, অনেকগুলো। ধীরে ধীরে দ্রুততর হচ্ছে তাল। সোনারের উপর ট্রেইনিং আছে ক্যাপ্টেনের, আওয়াজটা কীসের, তা বুঝতে কষ্ট হলো না।

'রোটর ওয়াশ!' ফিসফিসিয়ে বললেন তিনি।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল টেকনিশিয়ান। 'ঠিক ধরেছেন, স্যর। দুটো হেলিকপ্টার উদয় হয়েছে আকাশে।'

ঠিক ওই সময়ে, ড্রাকনের ব্রিজে ক্যাপ্টেন রুশকিনও তার সোনার ক্রু-র কাছ থেকে একই রিপোর্ট পাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে অচেনা একটা পিং সিগনাল রিসিভ করেছে তারা—নিখুঁত এবং ইচ্ছাকৃত। নিঃসন্দেহে আরেকটা জলযান আছে পানির তলায়। আর এখন... আকাশে হাজির হয়েছে একজোড়া বিপদ।

উপর-নীচে শত্রু... মাঝখানে ফাঁদে পড়ে গেছে ড্রাকন।

দুশ্চিন্তা অনুভব করছে রুশকিন। নীচের সাবমেরিনটা যেহেতু পিং করতে পেরেছে তাদেরকে, তার অর্থ ওরা ওয়েপন্স লক-ও করে ফেলেছে। সম্ভবত একটা টর্পেডো তাক করে রাখা হয়েছে ড্রাকনের দিকে। এখনও ওটার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না পানিতে, তারমানে খোঁচাটা দেয়া হয়েছে ওয়ার্নিং হিসেবে। কিছু করতে গেলেই টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেয়া হবে তাদেরকে।

কী করবে ভেবে পাচ্ছে না রুশকিন। কোণঠাসা অবস্থা তার। পলিনিয়ার ভিতরে নড়াচড়ার জায়গা নেই। হামলা শুরু হলে

হাঁড়িতে আটকা পড়া মাছের দশা হবে ড্রাকনের। সাবমেরিনকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে পুরু বরফ, ফলে ঠিকমত সোনার সুইপ চালানো সম্ভব নয়। ভাসমান অবস্থাতেও ওরা প্রায়-অন্ধ। ঝড়ের কারণে দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে আছে।

ডাইভিং অফিসারের কাঁধের উপর দিয়ে রেইডার স্ক্রিনের দিকে তাকাল রুশকিন। সমস্ত রিডিং এলোমেলো করে দিচ্ছে তুষারঝড় আর মেরু-এলাকার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। দু-দুটো হেলিকপ্টার ছুটে আসছে সাবমেরিনকে লক্ষ্য করে, কিন্তু ওগুলোর উপরে লক্ষ্যস্থির করবার কোনও উপায় নেই।

'রিজলাইন ধরে আসছে ওরা,' বলে উঠল কারপভ। 'অনেক নীচ দিয়ে।'

'মিসাইল লঞ্চ ডিটেক্ট করছি আমি, ক্যাপ্টেন!' সোনার টেকনিশিয়ান চেঁচিয়ে উঠল।

শাপ-শাপান্ত করে উঠল রুশকিন। এক্সটেরিয়র ক্যামেরার মনিটরগুলো প্রায় অচল—প্রেশার রিজের আবছা অবয়ব ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ওতে, বাকি দুনিয়া সাদা।

'এরিয়াল কাউন্টার-মেযার!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল সে। 'শ্যাফ ওড়াও!'

শাঁই শাঁই করে আকাশে উড়ল শ্যাফ, বিস্ফোরিত হয়ে ধাতুকণার একটা মেঘ তৈরি করবে—মিসাইলের জন্য তৈরি করে দেবে কৃত্রিম একটা টার্গেট, সাবমেরিনে আর আঘাত হানবে না ওটা। কিন্তু এ-পদ্ধতিটা শতভাগ কার্যকর নয়।

ভাসমান অবস্থার চাইতে নাজুক আর কোনও অবস্থা হতে পারে না সাবমেরিনের জন্য। রুশকিন বুঝতে পারছে, এরচেয়ে সাগরের মেঝেতে পড়ে থাকা অনেক ভাল। গোল্লায় যাক নীচের সাবমেরিন। মিসাইল-সজ্জিত দুটো অ্যাটাক হেলিকপ্টারের চেয়ে নিঃসঙ্গ আরেকটা ডুবোজাহাজকে মোকাবেলা করাই বুদ্ধিমানের

কাজ।

'ফ্লাড নেগেটিভ!' নতুন নির্দেশ দিল সে। 'ইমার্জেন্সি ডাইভের সঙ্কেত বাজাও!'

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাকনের অভ্যন্তর গমগম করে উঠল ডাইভ-অ্যালার্মের বিকট আওয়াজে। ব্যালাস্টে ঢুকতে থাকা পানির প্রবাহ কাঁপিয়ে দিল পুরো খোল।

ফায়ার-কন্ট্রোল স্টেশনের ক্রু-র দিকে তাকাল রুশকিন। 'যতক্ষণ না পুরোপুরি ডুব দিচ্ছি, শ্যাফ ওড়াতে থাকো।' এরপর ফিরল ওয়েপন্স অফিসারের দিকে। 'নীচে কে অপেক্ষা করছে, জানতে চাই আমি। পলিনিয়া ক্লিয়ার হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ফায়ার ওপেন করতে পারি ওদের উপর।'

'ইয়েস, স্যর!' চেঁচিয়ে জবাব দিল ওয়েপন্স অফিসার।

ভিডিও মনিটরে চোখ ফেরাল রুশকিন। শঙ্কিত হয়ে উঠল। শ্যাফ কাজ করছে না, আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওটার তৈরি মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তীব্র বাতাস। নাঙ্গা করে দিচ্ছে সাবমেরিনকে।

ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ভরে যেতেই ভারী পাথরের মত নামতে শুরু করল ড্রাকন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মনিটরে একটা আলোড়ন লক্ষ করল রুশকিন। উড়ন্ত তুষারের পর্দা ভেদ করে কালচে একটা আকৃতি ছুটে আসছে তাদের দিকে।

একটা সাইডওয়াইণ্ডার মিসাইল!

দম আটকে এল রুশকিনের। পরক্ষণে ফেনায়িত পানি ঢেকে ফেলল ক্যামেরাকে, হারিয়ে গেল বাইরের দৃশ্য। সেকেণ্ডের ব্যবধানে ঘটল বিস্ফোরণ।

কানে তালা লেগে গেল বিকট আওয়াজে। ড্রাকনের দেহ এমনভাবে ঝাঁকি খেলো, যেন অতিকায় একটা স্লেজহ্যামার দিয়ে আঘাত করা হয়েছে খোলে। মেঝেতে ছিটকে পড়ল রুশকিন সেই

ঝাঁকিতে, একই সঙ্গে কাত হয়ে গেল সাবমেরিন। ক্যামেরাটা আবার উঠে এল পানির উপরে। মনিটরে ভেসে উঠল পলিনিয়ার একটা অংশ, কিনারটা গায়েব হয়ে গেছে... সেখানে বিশাল একটা গর্ত। ধোঁয়া উঠছে ওখান থেকে।

ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারল না রুশকিন—মিসাইল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে... অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে ড্রাকন। শেষ মুহূর্তে সামান্য মেঘ তৈরি করতে পেরেছিল শ্যাফ, সেটাই ঘুরিয়ে দিয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ।

তবে প্রচণ্ড শকওয়েভের ধাক্কায় একপাশে সরে গেছে সাবমেরিন, দড়াম করে বাড়ি খেলো পলিনিয়ার অক্ষত কিনারায়। ডুবতে না পেরে ভেসে উঠল আবার, তবে বেশি সময়ের জন্য নয়। পরিপূর্ণ ব্যালাস্টের ওজনে ডুবতে শুরু করল দ্রুত।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতেই দ্বিতীয় একটা মনিটরের উপর চোখ পড়ল রুশকিনের। এই ক্যামেরাটা পানির তলায় ডুবে গেছে, কিন্তু একটু কোনাকুনিভাবে ফোকাস হয়ে আছে উপরদিকে। ইমেজ স্থির নয়, পানির আলোড়নে কাঁপছে, তারপরও স্বচ্ছ সাগরজল ভেদ করে বোঝা যাচ্ছে ওপাশের দৃশ্য।

মনিটরে পোলার ক্যামোফ্লাজ পরা একজন সৈনিককে দেখতে পেল সে, ছুটে আসছে পলিনিয়ার কিনারে। কাঁধে লম্বা একটা টিউব... তাক করে রেখেছে ক্যামেরার দিকে। অস্ত্রটা চিনতে পেরে চমকে উঠল রাশান ক্যাপ্টেন—রকেট লঞ্চার! ওটার মুখে ঝলসে উঠল আগুনের গোলা।

'রেডি ফর ইম্প্যাক্ট!' চেঁচিয়ে উঠল রুশকিন।

তার চিৎকার মিলিয়ে যাওয়ার আগেই রকেটের আঘাতে কেঁপে উঠল ড্রাকন। এবার আর মিস করেনি প্রতিপক্ষ। সাবমেরিনের আফটে আঘাত হানল আর্মার-পিয়ার্সিং রকেট, খোল

ফুটো করে ভিতরে ঢুকে বিস্ফোরিত হলো।

তারস্বরে বেজে উঠল অ্যালার্ম, পানি ঢুকতে শুরু করেছে খোলের ভিতরে। খোলা দরজা দিয়ে পাক খেয়ে ব্রিজে ঢুকল কালো ধোঁয়া। খক খক করে কাশতে লাগল সবাই।

ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক টইটম্বুর, এ-অবস্থায় স্টার্ন সেকশন পানিতে ভরে যেতেই পানির উপরে উঠে গেল ড্রাকনের নাক, কোনাকুনি একটা ভঙ্গিতে ডুবতে শুরু করল। প্লেইনসম্যান যুঝছে সাবমেরিনকে লেভেলে আনার জন্য, তার উদ্দেশে কারপভকে চেঁচাতে শুনল রুশকিন। ধাতব শব্দ ভেসে এল পিছন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সবগুলো ওয়াটারটাইট হ্যাচ, স্টার্ন সেকশনকে আলাদা করে ফেলছে ডুবোজাহাজের বাকি অংশ থেকে, নইলে পানি ঢুকে পড়বে খোলের সবখানে।

ভিডিও মনিটরের দিকে আবার তাকাল রুশকিন। বাইরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরা উঠে গেছে পানির উপরে। রকেট-লঞ্চারঅলা লোকটাকে খুঁজল... ওই তো, পলিনিয়ার পাড় ধরে দৌড়াচ্ছে সে, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছে সাবমেরিনের কাছ থেকে। কিন্তু কেন?

জবাবটা পাওয়া গেল কয়েক সেকেণ্ড পর, যখন উড়ন্ত তুষারের মাঝ থেকে বেরিয়ে এল দুটো হেলিকপ্টার—সিকোরস্কি সি-হক আর সিকোরস্কি এইচ-নাইণ্টি টু হেলিবাস। সি-হকটা ছুটে এল পলিয়ানার দিকে, আর ড্রিফট স্টেশনের দিকে গেল হেলিবাসটা। ক্যামেরায় হেলিবাসের দরজা খুলে যেতে দেখল রুশকিন, পরমুহূর্তে র‍্যাপলিং করে ওটা থেকে নেমে এল একদল সশস্ত্র লোক। ওদের পরিচয় আঁচ করতে কষ্ট হলো না—ইউ.এস. ডেল্টা ফোর্স... রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ এদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাকে।

রোটরের তীব্র আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল রাশান

ক্যাপ্টেন। সি-হকটা চলে এসেছে পলিনিয়ার উপরে, চক্কর দিতে শুরু করেছে ড্রাকনকে ঘিরে—ঠিক যেভাবে অসহায় শিকারকে ঘিরে চক্কর দেয় হাঙর। হতাশায় মাথা দোলাল রুশকিন। কিচ্ছু করার নেই, ঘায়েল হয়েছে ড্রাকন, প্রায় খাড়া হয়ে ডুবে যেতে বসেছে সাগরে, কোনও উপায় নেই ডুবোজাহাজটাকে বাঁচাবার... লড়াই করা তো অনেক পরের কথা। এখন শুধু প্রতিপক্ষের কাছে দয়া ভিক্ষা চাওয়া যেতে পারে, বন্দি হবার পর যেন মানবিক আচরণ করা হয় রাশানদের প্রতি।

জাহাজ ত্যাগ করবার আদেশ দেবার জন্য মুখ খুলল রুশকিন, আর তখুনি ক্যামেরার সামনে দিয়ে উড়ে গেল সি-হক। মনিটরের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল সে, কপ্টারটার আণ্ডারক্যারিজে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করেছে—কী যেন ঝুলছে ওটার তলায়। হতবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর চেনা গেল ওগুলো।

ড্রাম... ধূসর রঙের অনেকগুলো ড্রাম বাঁধা সি-হকের পেটের তলায়। শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল রুশকিনের, ও-জিনিস খুব ভাল করে চেনে সে। যে-কোনও সাবমেরিনারই চেনে।

ডেপথ চার্জ... ডুবোজাহাজের যম!

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ড্রামগুলোকে খসে পড়তে দেখল রুশকিন। একে একে ওগুলো আছড়ে পড়তে শুরু করল ডুবন্ত সাবমেরিনের চারপাশে... একটু পরেই ঘটবে বিস্ফোরণ।

বুঝে গেল রাশান ক্যাপ্টেন—দয়া ভিক্ষা করে লাভ হবে না। দয়া দেখাতে আসেনি ওরা।

এগারো

পোলার সেণ্টিনেলের সাইক্লপস্ চেম্বারে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন, স্বচ্ছ দেয়াল ভেদ করে তাকিয়ে আছেন বাইরের সাগরের দিকে। লড়াই শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছে সেণ্টিনেল, ইঞ্জিন বন্ধ করে ভাসছে নিঃশব্দে।

মিসাইল ছোঁড়ার আওয়াজ পেয়েই ডিপ ডাইভের নির্দেশ দিয়েছিলেন গরডন, ধারণা করেছিলেন সেণ্টিনেলের উপর হামলা করা হয়েছে। খানিক পর সোনার চিফ যখন রাশান ডুবোজাহাজের উপর রকেট আঘাতের খবর শোনাল, বোঝা গেল ভুল করেননি তিনি। আধ মাইল দূর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন তাঁরা, শুনেছেন ড্রাকনের খোলে কলকল করে পানি ঢোকার আওয়াজ।

কে এই হামলা চালিয়েছে, তাও আন্দাজ করতে পারছেন ক্যাপ্টেন। ডেল্টা ফোর্স... অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেটের শেষ মেসেজে ওদের কথা বলা হয়েছিল।

তারপরেও নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করবার আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইছেন গরডন। মন খুঁত খুঁত করছে তাঁর। হামলার টাইমিং বড্ড নিখুঁত। তুষারঝড়ের মাঝখানে ডেল্টা ফোর্সের কমাণ্ডোরা পৌঁছুল কীভাবে? হেলিকপ্টারগুলোর আওয়াজও শোনা যায়নি কেন এর আগে? হতে পারে অনেক উপর দিয়ে উড়ে

এসেছে, হামলা চালানোর সময় নীচে নামায় হাইড্রোফোন ধরতে পেরেছে রোটরের আওয়াজ... কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না গরডন।

এ-ধরনের অসঙ্গতি পছন্দ নয় তাঁর। সন্দেহপ্রবণ মানুষ তিনি, তবে একজন সাবমেরিন কমাণ্ডারের জন্য সেটা কোনও দোষ নয়। পানির তলায় অজানা বিপদ টের পাবার জন্য সার্বক্ষণিক সন্দেহবাতিক বরং একটা ভাল গুণ।

প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজছেন ক্যাপ্টেন, আর খুঁজছেন সাইক্লপস্ চেম্বারে দাঁড়িয়ে। ওখান থেকে স্বচক্ষে দেখছেন লড়াই। প্রথমে সেণ্টিনেলের এক্সটারনাল ক্যামেরার সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এত দূরের দৃশ্য জুম করতে পারছিল না ক্যামেরা। তাই উদ্ভাবনী শক্তি খাটিয়েছেন গরডন। একজোড়া দূরবীন নিয়ে চলে এসেছেন সাইক্লপস্ চেম্বারে। স্বচ্ছ দেয়াল ভেদ করে দূরবীনের সাহায্যে দেখছেন কী ঘটে না ঘটে।

আধ-মাইল দূরে, পলিনিয়ার পানিতে ডুবে যাচ্ছে ড্রাকন, নাক উঠে গেছে পানির উপরে। স্বচ্ছ পানির মধ্যে অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছুচ্ছে সারফেসের আলোর আভা, তাতে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে রাশান ডুবোজাহাজটার অবয়ব। ষাট ডিগ্রি হেলে রয়েছে টিউবের মত আকৃতিটা... খাড়াই বলা চলে।

চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন গরডন; জানেন, লড়াইয়ে হার হয়েছে রাশানদের। ড্রাকনকে ভাসিয়ে রাখার আর কোনও উপায় নেই। জাহাজ ত্যাগের আদেশ দেবে রাশান ক্যাপ্টেন যে-কোনও মুহূর্তে। হঠাৎ সাবমেরিনটার পাশের পানিতে আলোড়ন উঠল, সেখানে দেখা গেল চোখ ঝলসানো আলো। তার পরেই ভেসে এল চাপা গুমগুম আওয়াজ—যেন বজ্রপাত হলো। ঝনঝন করে কেঁপে উঠল সেণ্টিনেলের কাঠামো।

ক্ষণিকের জন্য অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন আলোর

ঝলকানিতে, দৃষ্টি স্বাভাবিক হতেই ড্রাকনকে পুরো খাড়া হয়ে যেতে দেখলেন—খোলের গায়ে ধরেছে অসংখ্য ফাটল! চারদিকে ভাসছে অসংখ্য বরফখণ্ড।

'ক্যাপ্টেন!' জ্যান্ত হয়ে উঠল ইন্টারকমের স্পিকার। উত্তেজিত গলায় চেঁচাচ্ছে লেফটেন্যান্ট মিচাম। 'ডেপথ চার্জ ডিটেক্ট করছি আমরা!'

ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলেন গরডন। 'এখান থেকে সরিয়ে নাও আমাদেরকে! এক্ষুণি!!'

কথা শেষ করেই সাইক্লপস্ চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। ছুটতে শুরু করলেন ব্রিজের দিকে।

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, স্থির হয়ে বসে আছেন রিচার্ড ম্যানিটক। চারপাশে সবাই চেঁচামেচি করছে, কিন্তু তিনি নির্বাক, চেহারায় ফুটে উঠেছে অদ্ভুত এক প্রশান্তি। বিস্ফোরণের আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো ব্যারাক, শান্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকালেন বৃদ্ধ ইনুইট। নেভির লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, আসবাবপত্রের কোনায় ঘষাঘষি করে ছেঁড়ার চেষ্টা করছে হাত-পায়ের বাঁধন। কিন্তু তিনি একবিন্দু নড়লেন না।

অ্যাবি আর পাওয়েল পালিয়ে যাওয়ার পর প্লাস্টিকের স্ট্র্যাপ দিয়ে বন্দিদের হাত-পা বেঁধে রেখে গেছে রাশানরা। ব্যারাকের ভিতরে সশস্ত্র প্রহরাও বসানো হয়েছিল, কিন্তু খানিক আগে সরিয়ে নেয়া হয়েছে সেই প্রহরা। হাবভাবে মনে হয়েছে, চলে যাচ্ছে দখলদার বাহিনী।

কিন্তু কেন? যা খুঁজছিল, তা কি পেয়ে গেছে ওরা? বন্দিদের এভাবে ফেলে গেল কেন? কী অপেক্ষা করছে ওঁদের ভাগ্যে? জবাবটা আন্দাজ করতে পারছেন রিচার্ড। ভি-ক্লাস ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জগুলোর কথা শুনেছেন তিনি; বুঝে গেছেন, ওদেরকে মরার

জন্য ফেলে গেছে রাশানরা। বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে ফাটতে শুরু করেছে এক্সপ্লোসিভগুলো... মৃত্যু এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

তাই আর অস্থির হচ্ছেন না রিচার্ড। শান্তভাবে মেনে নিচ্ছেন ভাগ্যকে। অ্যাবি পালিয়ে যেতে পেরেছে, এটাই তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

'সবাই শান্ত হোন!' হঠাৎ গমগম করে উঠল লেঃ কমাণ্ডার রাইটের গলা। প্রাথমিক আতঙ্ক কেটে গিয়ে স্বভাবসুলভ নেতৃত্ববোধ ফিরে পেয়েছে সে। 'এভাবে পাগলামি করলে রক্ষা পাব না কেউ। ভাল করে খুঁজে দেখুন, ধারালো কিছু পাওয়া যায় কি না। ঘষাঘষি করে প্লাস্টিকের স্ট্র্যাপ ছেঁড়া যাবে না।'

কাজ হলো তার ভাষণে। কিছুটা সুশৃঙ্খলভাবে ব্যারাকের ভিতরে তল্লাশি চালাতে শুরু করল সবাই।

রিচার্ড তাতে যোগ দিলেন না। শুধু শরীর ঘষটে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে বসলেন। মরবার আগে শরীরটা একটু গরম করে নিতে পারলে ক্ষতি কী!

খাড়া একটা প্রেশার রিজের আড়ালে কাভার নিয়েছে মাস্টার সার্জেণ্ট রডহ্যাম, রকেট-লঞ্চারটা ফেলে রেখেছে তুষারের উপর—ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কান ব্যথা করেছে ডেপথ চার্জ বিস্ফোরণের অবিরাম আওয়াজে। রিজলাইনের পিছনে কাভার নেবার পরেও সোলার প্লেক্সাসে ঘুসির মত লাগছে বিস্ফোরণের শকওয়েভ।

পলিনিয়ার পানিতে একের পর এক ড্রাম পড়তে দেখছে সে, দশ ফুটে সেট করা হয়েছে ডিটোনেশন, ওই গভীরতায় পৌঁছেই সশব্দে ফাটছে ওগুলো। ছিটকে উঠছে পানি আর বরফ, পুরো দ্বীপটাই যেন মাতাল হয়ে উঠেছে রডহ্যামের শরীরের নীচে।

ছোট্ট পলিনিয়াটা এখন স্রেফ এক নরক। জলাশয়ের কিনারা হয়ে গেছে ক্ষত-বিক্ষত, ইতস্তত জ্বলছে আগুন। বিস্ফোরণের আঁচে ফুটছে পানি, টগবগ করছে, তার মাঝে খাবি খাচ্ছে রাশান সাবমেরিন। পুরোপুরি খাড়া হয়ে গেছে ওটা, ভিতরে আটকা পড়া বাতাস বয়ার মত ভাসিয়ে রাখছে কাঠামোকে, তবে বেশি সময়ের জন্য নয়। প্রতি মুহূর্তে ভাঙা খোল ভরে উঠছে সাগরের পানিতে, ওজনের টানে আস্তে আস্তে তলাচ্ছে ডুবোজাহাজটা।

পানিতে দুটো দেহ ভেসে উঠতে দেখল রডহ্যাম, পরনে কমলা রঙের ফ্লোট সুট। জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে দুই নাবিক। সাঁতার কেটে পাড়ে পৌঁছুতে চাইল তারা, কিন্তু পারল না। দুই নাবিকের ঠিক পিছনে আছড়ে পড়ল একটা ডেপথ চার্জ, কয়েক সেকেণ্ড পরেই বিস্ফোরিত হলো। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মানুষদুটো, পানি আর বরফের সঙ্গে ছিটকে গেল তাদের দেহের একেকটা অংশ।

আজ কাউকে পালাতে দেয়া হবে না।

একটু দূরে, সি-হককে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে হেলিবাস। কমাণ্ডোদের নামিয়ে দিয়ে পলিনিয়ার কাছে চলে এসেছে ওটা, সি-হককে সাপোর্ট দেবার জন্য। ডেল্টা ওয়ানকে দেখতে পাচ্ছে না রডহ্যাম, তবে কমিউনিকেশন লিঙ্কে ভেসে আসছে তার গলা, রিসার্চ স্টেশনের দখল নেবার জন্য দলকে সংগঠিত করছে সে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে পলিনিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে রডহ্যাম। সামরিক হামলার অপূর্ব প্রদর্শনী চলছে ওখানে—বরফ, আগুন, পানি আর ধোঁয়া মিলে যেন সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব এক সুর-লহরীর। প্রতিটা বিস্ফোরণের ধাক্কা অনুভব করছে শরীরের অস্থিমজ্জায়, ভাবতে ভাল লাগছে সে নিজেও এই অভিযানের একজন সদস্য।

কিন্তু হঠাৎ তার মুগ্ধতার ইতি ঘটল সাবমেরিনটা ঝাঁকি খেয়ে ওঠায়। ওটার নাকের তলায় দেখা গেল ধোঁয়া আর আগুনের

কুণ্ডলী... তার মাঝ থেকে বেরিয়ে এল মৃত্যুদূত!

ব্রিজের একটা চেয়ার ধরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে রুশকিন, বাকি ক্রু-রাও যে যা পারে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, চেষ্টা করছে দায়িত্ব পালন করে যাবার। কিন্তু দেয়ালের লিখন পড়তে পারছে রাশান নাবিকরা সবাই। মৃত্যু ঘটেছে ড্রাকনের—ধ্বংস হয়ে গেছে বেশিরভাগ কম্পার্টমেন্ট, খোলের বেশিরভাগটাই পানির দখলে, বন্ধ হয়ে গেছে ইঞ্জিন। ধোঁয়ায় ভরে গেছে ব্রিজ, এর মাঝে শ্বাস নেয়াই কষ্টকর... কিছু দেখা যাচ্ছে না, ভাবনা-চিন্তা করা যাচ্ছে না। ক্রমাগত বিস্ফোরণের আওয়াজে প্রায়-বধির হয়ে গেছে ওরা। ইমার্জেন্সি এয়ার-ব্রিদিং মাস্ক পরেছে সবাই, কিন্তু সামান্য এসব সেফটি ডিভাইস বাঁচাতে পারবে না কাউকে। শুধু দিতে পারবে সামান্য একটু সময়—মরণকামড় দেবার জন্য এই সময়টুকুই দরকার রুশকিনের।

'ডিজিটাল শর্টওয়েভে মেসেজ রিলে করে দিয়েছি আমি!' কমিউনিকেশন স্টেশন থেকে চেঁচিয়ে উঠল রেডিওম্যান। মুখ-হাতের অনেকখানি পুড়ে গেছে তার আগুন নেভাতে গিয়ে, কিন্তু তারপরেও অটলভাবে পালন করছে দায়িত্ব, নিজেদের দুর্দশার খবর পাঠিয়ে দিয়েছে গ্রেগুেল বেইসে।

ওয়েপন্স অফিসারের দিকে তাকাল রুশকিন, জবাবে মৃদু মাথা ঝোঁকাতে দেখল তাকে। এখনও সচল রয়েছে তাদের ওয়েপন্স সিস্টেম, লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে বোঝাল—জটিল একটা ফায়ার কন্ট্রোল সলিউশন এবং টার্গেট ফিক্স সম্পন্ন করেছে সে। ঠোঁটের কোনা ঈষৎ বেঁকে গেল রুশকিনের—ভাগ্য হয়তো বদলাবে না, কিন্তু একটা দাঁতভাঙা জবাব তো দেয়া যাবে আগ্রাসী শত্রুকে।

পানির তলায় পুরোদস্তুর যুদ্ধ করবার প্রস্তুতি নিয়ে উত্তর মেরুতে এসেছিল ড্রাকন। লং রেঞ্জ টর্পেডো আর

অ্যান্টি-সাবমেরিন মিসাইল রয়েছে তাদের সঙ্গে। এ-ছাড়া রয়েছে শর্ট রেঞ্জের একজোড়া *ইউজিএসটি* রকেট টর্পেডো—রাশান নৌবাহিনীর লেটেস্ট ক্ষেপণাস্ত্র। সাবমেরিনের নাকের তলায় বিশেষ দুটো টিউবে বসানো আছে ওগুলো। তবে সাবমেরিন নয়, এ-মুহূর্তে হেলিকপ্টারের উদ্দেশে ওই টর্পেডো ছুঁড়তে চলেছে রুশকিন।

টার্গেট লক করে ফেলেছে ওয়েপন্স অফিসার, একটামাত্র শব্দ বলতে হবে রুশকিনকে। সেটাই বলল সে—তার জীবনের শেষ শব্দ।

'ফায়ার!'

ফুল স্পিডে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসছে পোলার সেন্টিনেল, ডেপথ চার্জের বিস্ফোরণে তাঁদেরও ক্ষয়ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কংকাশন ওয়েভে ফেটে যাচ্ছিল মাথার উপরের আইস ক্যাপ, বড় বড় চাঁই খসে পড়ছিল সাবমেরিনটার গায়ে। তবে পলায়মান অবস্থাতেও ড্রাকনকে ট্র্যাক করে চলেছেন ক্যাপ্টেন গরডন।

'ওয়েপন্স লঞ্চের আওয়াজ পাচ্ছি আমি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সেন্টিনেলের সোনার চিফ। 'টর্পেডো!'

ঝট করে তার দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন গরডন। 'টার্গেট?'

হেডফোনটা কানের উপর ভাল করে চেপে ধরল সোনার চিফ। 'পানিতে না..., তারমানে টার্গেট আমরা নই।'

'তা হলে কে? কাকে লক্ষ্য করে টর্পেডো ছুঁড়ছে ওরা?'

বোকা বোকা চেহারা নিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল সোনার চিফ। 'বিশ্বাস করবেন কি না জানি না... টর্পেডোটা ছোঁড়া হয়েছে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে!'

সাব-ভোকাল মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে উঠল সার্জেন্ট রডহ্যাম, সতর্ক করে দিতে চাইল সি-হককে... কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক।

তার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে লঞ্চ টিউব থেকে জ্যা-মুক্ত তীরের মত বেরিয়ে এল *ইউজিএসটি* টর্পেডো, পিছনে আগুন আর ধোঁয়ার রেখা তৈরি করে ছুটল টার্গেটের দিকে। সরবার সময় পেল না সি-হক, পলিনিয়ার উপরে স্থির হয়ে ডেপথ চার্জ ফেলছিল, সোজা ওটার পেটে আঘাত করল ক্ষেপণাস্ত্রটা। ফিউজেলাজ ভেঙে ঢুকে গেল শরীরে... তারপরেই বিস্ফোরিত হলো। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে গেল আকাশযানটার বেশিরভাগ অংশ; যে-টুকু অবশিষ্ট রইল, সে-টুকু পরিণত হলো জ্বলন্ত একটা অগ্নিপিণ্ডে, খসে পড়ল পলিনিয়ার বুকে। পানিতে কয়েক সেকেণ্ড ভেসে রইল ধ্বংসস্তূপ, এরপর ধীরে ধীরে সাবমেরিনের পিছু পিছু তলিয়ে গেল অতল সাগরে।

স্থবির হয়ে গিয়েছিল রডহ্যাম, আকাশে বিচ্ছিরি আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঝট্ করে মাথা তুলল। চমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। হেলিবাসের শরীর থেকেও বের হচ্ছে কালো ধোঁয়া! সি-হকের রোটরের একটা ধারালো খণ্ড গিয়ে শেলের মত আঘাত হেনেছে ওটার ফরোয়ার্ড ক্রু-কেবিনে। পাইলট মারা পড়েছে নিঃসন্দেহে, কারণ মাতালের মত দুলছে কপ্টারটা। হঠাৎ পুরোপুরি কাত হয়ে গেল, বাতাসের অবলম্বন হারিয়ে সোজা নেমে আসছে ভূমিতে... নিঃসঙ্গ যোদ্ধার মাথার উপরে!

হাঁচড়ে-পাচড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল রডহ্যাম, কিন্তু মসৃণ বরফে বারবার পিছলে গেল হাত-পা। গায়ে বাতাসের ঝাপটা লাগায় ঘাড় ফেরাল, সঙ্গে সঙ্গে হতাশায় ছেয়ে গেল অন্তর। ওর ত্রিশ ফুট উপরে এসে গেছে পতনরত হেলিবাস, সরে যাবার সময় নেই। গড়ান দিয়ে চিৎ হলো সে, নড়ল না আর, স্থির চোখে

তাকাল নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

'ঈশ্বর!' ফিসফিস করে ডাকল রডহ্যাম।

পরমুহূর্তে হেলিবাস ক্র্যাশ করল তার গায়ের উপর।

পোলার সেন্টিনেলের ব্রিজে চুপচাপ বসে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন, চোহারায় মেঘ—যা ঘটে গেল অল্প সময়ের ব্যবধানে, তা হজম করার চেষ্টা করছেন। এখনও সিচুয়েশন মনিটর করছে তাঁর অধস্তন ক্রু-রা, রিপোর্ট আসছে ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু কিছুই যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন না।

কিছুক্ষণ আগে ডুবে গেছে ড্রাকন, হারিয়ে গেছে সাগরতলের গভীর এক খাদে, ক্রাশ ডেপথ পেরিয়ে। আর কোনোদিন ফিরে আসবে না ওটা, পানির চাপে স্রেফ একটা লোহার তালে পরিণত হয়ে পড়ে থাকবে আর্কটিক মহাসাগরের তলায়।

কিন্তু একা মরেনি রাশান ডুবোজাহাজ। টর্পেডো ছুঁড়ে ধ্বংস করেছে একটা হেলিকপ্টার—ড্রাকনের পাশাপাশি ডুবেছে ওটার ধ্বংসস্তূপ; দ্বিতীয় কপ্টারটাও ক্র্যাশ করেছে প্রথমটার বিস্ফোরণের ধাক্কায়। স্বচক্ষে না দেখলেও সেন্টিনেলের অত্যাধুনিক সেন্সর-গুলোর বদৌলতে পুরো লড়াইয়ের খুঁটিনাটি জানতে পেরেছেন ক্যাপ্টেন গরডন।

এখন চারদিকে থমথমে নীরবতা। সেন্টিনেলও সাইলেন্ট মোডে টহল দিচ্ছে ড্রিফট স্টেশনের নিকটবর্তী এলাকায়।

মাথা খারাপের মত লাগছে ক্যাপ্টেনের। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, এ-অবস্থায় কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। ভেসে উঠবেন? যোগাযোগ করবেন রহস্যময় হামলাকারীদের সঙ্গে? কিন্তু ওরা যদি ডেল্টা ফোর্স না হয়? যদি দেখেন তৃতীয় আরেকটা পক্ষ ওরা, আরও বড় বিপদ দেখা দেবে না? আইস স্টেশন গ্রেগুেলের ব্যাপারেই বা কী করবেন? এখনও

কি ওটা রাশানদের দখলে? নাকি ওখানেও হামলা চালানো হয়েছে?

অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় জমাচ্ছে তাঁর মনে, কিন্তু কোনও জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না। ইতিকর্তব্য ঠিক করতে দ্বিধা করছেন সে-কারণেই।

'স্যর?' লেফটেন্যান্ট মিচামের ডাকে ধ্যানভঙ্গ হলো তাঁর। 'ভেসে ওঠার প্রস্তুতি নেব?'

যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব, কিন্তু কেন যেন মনের সায় পেলেন না গরডন। যতক্ষণ উপস্থিতি লুকিয়ে রাখা যায়, ততক্ষণই সুবিধেজনক অবস্থায় থাকবেন তাঁরা। অন্তত পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে চেহারা দেখানোর প্রশ্নই ওঠে না।

'এখনও না, লেফটেন্যান্ট,' মাথা নাড়লেন তিনি। 'এখনও না...'

প্যাসিফিক সাবমেরিন কমাণ্ড। পার্ল হারবার, হাওয়াই।

অপারেশন্স রুমের এক ফুট পুরু স্টিলের ব্লাস্ট ডোর খুলে যেতেই বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে ভিতরে প্রবেশ করলেন অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেট। বিশাল কক্ষটায় গতরাত থেকে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে বাছাই করা কিছু মানুষ—এদের প্রত্যেকে যার যার ফিল্ডে সেরা বিশেষজ্ঞ।

কামরার মাঝখানে রয়েছে বড়-সড় একটা কনফারেন্স টেবিল—স্থানীয় *কোয়া* কাঠের তৈরি, গাঢ় রঙের, হাওয়াইয়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিজাইনে বানানো হয়েছে; তবে এ-মুহূর্তে উপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাগজপত্র, ফোল্ডার, ম্যাপ, ল্যাপটপ কম্পিউটার, ইত্যাদির তলায় টেবিলের জৌলুস অদৃশ্য হয়ে গেছে। পিছনে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেলে টেবিলের দিকে এগোলেন অ্যাডমিরাল। ওটার চারপাশ ঘিরে বসেছে

কমিউনিকেশন, ইন্টেলিজেন্স আর রাশা বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা, কাজ করছে। কথা বলার প্রয়োজন হলে ফিসফিস করছে, কাঙ্ক্ষিত মানুষটি ছাড়া আর কাউকে শুনতে দিচ্ছে না নিজের বক্তব্য—চরম গোপনীয়তা বোধহয় একেই বলে।

দেয়ালে ঝোলানো বিশাল একটা ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী একজন মানুষ, ম্যাপের বিভিন্ন জায়গায় জ্বলছে লাল-নীল বিন্দু। আর্কটিক এলাকার বিস্তারিত মানচিত্র ওটা, পুরো উত্তর মেরু কাভার করছে। চিন্তিত মুখে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছে মানুষটা, শার্টের দুই হাতা গোটানো, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল।

'অ্যাডমিরাল!' বলল সে, বাড়তি কোনও সৌজন্য দেখাল না। সংক্ষেপে শুধু বলল, 'তাড়াতাড়ি আসায় ধন্যবাদ।'

কিছু মনে করলেন না অ্যাডমিরাল বেকেট। চার্লস ম্যালোরি তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বোনঝি-র জামাই। তারচেয়েও বড় পরিচয় হলো, সে এন.আর.ও., মানে ন্যাশনাল রিকনিসান্স অফিসের একজন সিনিয়র অ্যানালিস্ট—অত্যন্ত কাজের মানুষ। অযথা সৌজন্য দেখিয়ে সময় নষ্ট করতে পছন্দ করে না। তাই সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন তিনি।

'কী ব্যাপার, চার্লি?'

আটলান্টিক সাবমেরিন কমাণ্ডের অ্যাডমিরাল ব্রনসনের সঙ্গে কনফারেন্স কল চলছিল, এ-অবস্থায় তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে ম্যালোরি। কনফারেন্স অসমাপ্ত রেখে ছুটে এসেছেন বেকেট; জানেন, জরুরি না হলে ডাকাডাকি করত না সে।

'*সোসাস*-এ অনেকগুলো বিস্ফোরণ পিকআপ করেছি আমরা,' জানাল ম্যালোরি।

'কোথায়?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। *সোসাস* হলো ওশন বেজড্ লিসেনিং সিস্টেম—সাগরের তলায়

বসানো অসংখ্য হাইড্রোফোনের বিশাল এক নেটওয়ার্ক।

হাতে একটা পয়েন্টার স্টিক নিয়ে ম্যাপের উপরে টোকা দিল ম্যালোরি। বলল, 'আমরা শতকরা আশি ভাগ নিশ্চিত যে, ওগুলো ওমেগা ড্রিফট স্টেশনের কো-অর্ডিনেটসে ঘটেছে।'

পাকস্থলীর ভিতরে শূন্যতা অনুভব করলেন অ্যাডমিরাল, শ্যারনের জন্য শঙ্কিত হয়ে উঠেছে মন। বড় করে শ্বাস নিয়ে তিনি বললেন, 'অ্যানালিসিস?'

'আমাদের ধারণা, ওগুলো ডেপথ চার্জ ছিল,' বলল ম্যালোরি। 'বিস্ফোরণের পর পর একটা সাবমেরিনের ডুবে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছি আমরা, ক্রাশ ডেপথে গিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ওটার খোল। বিস্ফোরণের আগে আবছাভাবে হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজও শোনা গেছে... তবে পুরোপুরি শিয়োর নই।'

'কী মনে হয় তোমার?' ভুরু কোঁচকালেন বেকেট। 'স্ট্রাইক টিম?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যালোরি। 'এখন পর্যন্ত পাওয়া ইনটেল সেদিকেই নির্দেশ করছে। তবে বিগ বার্ড রিকন স্যাটেলাইট যতক্ষণ না ছবি তুলতে পারছে, নিশ্চিত হবার উপায় নেই।'

'সোলার স্টর্মের আওতামুক্ত হতে স্পাই স্যাটেলাইটটার কত সময় লাগবে?'

'অন্তত আরও দু'ঘণ্টা। আমার তো মনে হয়, বুঝে-শুনেই চাল দিয়েছিল রাশানরা। ব্ল্যাকআউট ফেজের সঙ্গে সময় মিলিয়ে অভিযান চালিয়েছে, যাতে আমাদের চোখের আড়ালে ঘটাতে পারে সবকিছু।'

'স্ট্রাইক টিম কি ওদের সাবমেরিনটাই ডুবিয়ে দিয়েছে?'

'জোরালো সম্ভাবনা আছে। তবে স্ট্রাইক টিমটা যদি রাশানদের হয়ে থাকে, তা হলে ধরে নিতে হয়—পোলার সেন্টিনেলকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।'

বুক ধড়ফড় করে উঠল অ্যাডমিরালের। জোর গলায় বললেন, 'না, তা হতে পারে না। কাজটা ডেল্টা ফোর্সের হতে বাধ্য। আমার স্পেশাল ফোর্সের কন্ট্যাক্ট বলেছে, ডেল্টা ফোর্সকে রাশানদের হামলা শুরু হবার আগেই ডেপ্লয় করা হয়েছিল।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল ম্যালোরি, চোখে বিষাদ। নিশ্চয়ই কোনও দুঃসংবাদ আছে। নিচু গলায় বলল, 'আরেকটা জিনিস দেখাব আপনাকে।'

কনফারেন্স টেবিলে জড়ো হওয়া টিমের উপর নজর বোলালেন অ্যাডমিরাল বেকেট। যা-ই আবিষ্কার করে থাকুক ম্যালোরি, ওদের সঙ্গে শেয়ার করেনি। তারমানে ব্যাপারটা সিরিয়াস... তাঁকে জরুরি সমন পাঠাবার মূল কারণ ওটাই। বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেল তাঁর।

কামরার এককোণে নিজের ডেস্কে অ্যাডমিরালকে নিয়ে গেল ম্যালোরি, অন্ করল ল্যাপটপ কম্পিউটার। স্ক্রিনে ভেসে উঠল এন.আর.ও.-র মনোগ্রাম। নাম আর পাসওয়ার্ড টাইপ করে লগ ইন করল সিস্টেমে, তারপর ওপেন করল একটা ফাইল। ল্যাপটপটা এরপর অ্যাডমিরালের দিকে ঠেলে দিল সে।

সামনে ঝুঁকলেন অ্যাডমিরাল বেকেট, পেন্টাগনের একটা মেমো দেখা যাচ্ছে পর্দায়, *টপ সিক্রেট* ছাপ্পড় মারা। মোটা হরফে শিরোনাম দেয়া আছে উপরে—*গ্রেণ্ডেল অপারেশন।*

এমনিতে এই জিনিস ম্যালোরির কাছে থাকবার কথা নয়, কিন্তু অবাক হলেন না অ্যাডমিরাল। এন.আর.ও. ভিন্ন ধারায় কাজ করে, মনিটর করে প্রশাসনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখার কর্মকাণ্ড, তার মধ্যে পেন্টাগন একটা। সিনিয়র অ্যানালিস্ট হিসেবে স্পর্শকাতর বহু তথ্য পায় ম্যালোরি।

পকেট থেকে একজোড়া রিডিং গ্লাস বের করে নাকের উপর বসালেন অ্যাডমিরাল, পড়তে শুরু করলেন তিন পাতার মেমোটা।

শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে রাশান আইস স্টেশনের ইতিহাস। পড়তে পড়তে শরীরে শিহরণ অনুভব করলেন তিনি। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য; কিন্তু প্রতিটা নাম, তারিখ আর ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয়া আছে। বানোয়াট হতে পারে না। হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশনের অংশটা মনে করিয়ে দিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা—নাজি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এভাবেই গবেষণার নামে মানুষ হত্যা করত জার্মান বিজ্ঞানীরা। আশ্চর্য... এ-কাজ রাশানরাও করেছে?

অসুস্থ বোধ করলেন অ্যাডমিরাল, কিন্তু থামলেন না, পড়ে চললেন। মেমোর শেষাংশে রয়েছে ইউএস মিলিটারির করণীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা—মিশনের উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ এবং পরিণতি বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ। পরিত্যক্ত বরফ-ঘাঁটির তলায় কী লুকিয়ে আছে, তা জানতে পারলেন তিনি... জানতে পারলেন সে-জিনিস নিয়ে কী ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা এঁটেছে তাঁদের সরকার। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল।

তাঁর কাঁধে হাত রাখল ম্যালোরি। 'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। কিন্তু আমার মনে হলো, এ-সব আপনার জানা থাকা দরকার।'

বুকের ধড়ফড়ানি আচমকা পরিণত হলো তীব্র ব্যথায়, শ্বাস আটকে এল অ্যাডমিরাল বেকেটের। 'শ্যারন!' ফিসফিস করে ডাকলেন তিনি, তারপরেই বুক চেপে ধরে কাত হয়ে পড়ে গেলেন চেয়ার থেকে।

'অ্যাডমিরাল!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যালোরি, ছুটে এল তাঁর দিকে।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কনফারেন্স টেবিলে জড়ো হওয়া বিশেষজ্ঞদের মাঝে। কাজ ফেলে ছুটে এল তারাও। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাম্বুলেন্স ডাকো!'

অ্যাডমিরালকে জড়িয়ে ধরল ম্যালোরি, উঁচু করে ধরল একটু। বলল, 'রিল্যাক্স, অ্যাডমিরাল। এখুনি সাহায্য আসছে।

কিচ্ছু হবে না আপনার।'

'ক্যাপ্টেন গরডন...' ফিসফিসিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল, '...ক্যাপ্টেন গরডনের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে। মস্ত বিপদ ওদের সামনে!'

ম্যালোরির চেহারায় বিষাদের ছায়াটা গাঢ় হলো আরও। মুখে কিছু বলল না, কিন্তু অ্যাডমিরাল বুঝতে পারলেন, যা চাইছেন তা সম্ভব নয়। অনেক দেরি হয়ে গেছে তাঁদের।

বারো

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।

ঠাণ্ডায় শরীর কাঁপছে রানার, উবু হয়ে আছে স্টেশনের ম্যাপের উপরে—ভাঁজ খুলে মেঝেতে বিছানো হয়েছে ম্যাপটা। জায়গাটা সার্ভিস টানেল সংলগ্ন আরেকটা ছোট প্রকোষ্ঠ। ওখানেই গাদাগাদি করে বসে আছে সবাই—শ্যারন, ম্যাসন, ড. কনওয়ে ও তাঁর তিন সহকারী; সেইসঙ্গে নেভির তিন অফিসার—ফিশার, লিসা আর গ্রিন। ডেভ পার্লের মৃত্যুর পর কেটে গেছে আধ ঘণ্টা, সার্ভিস টানেল ধরে তিন নম্বর লেভেলের এই প্রকোষ্ঠে এসে আশ্রয় নিয়েছে ওরা, সামলে নিতে চাইছে সঙ্গীকে হারাবার বেদনা। এ-ছাড়া পরবর্তী পদক্ষেপও ঠিক করা হচ্ছে এখানে বসে।

এরই মধ্যে বেশ কয়েক রকম কৌশল নিয়ে আলোচনা

করেছে ওরা—এখানেই বসে ঘাপটি মেরে থাকা; কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া, যাতে সবাই একসঙ্গে ধরা না পড়ে; এমনকী সারফেসে গিয়ে স্নো-ক্যাট আর স্কি-ডু নিয়ে পালাবার সম্ভাবনাও বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটা কৌশলের সুবিধে-অসুবিধে বিশ্লেষণের পর একটা বিষয় প্রকট হয়ে উঠেছে—টিকে থাকতে চাইলে অস্ত্র দরকার হবে ওদের।

কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, সবার আগে রাশানদের অস্ত্রাগারে পৌঁছুতে হবে। ওটার তালিকা বানাবার কাজ করেছিল লিসা, তার কাছ থেকে জানা গেছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বেশ কিছু রাশান গ্রেনেডের বাক্স, খানতিনেক জার্মান ফ্লেম-থ্রোয়ার, আর অ্যামিউনিশন-সহ অনেকগুলো রাশান রাইফেল আছে ওখানে।

'সবগুলোই কাজ করে,' বলেছে লিসা। 'গত সপ্তাহে টেস্ট ফায়ার করে দেখেছি আমরা, একটা অস্ত্রেও কোনও সমস্যা পাইনি।'

স্টেশনের লে-আউট দেখছে তাই রানা, বের করতে চাইছে ওয়েপন্স লকারে পৌঁছুনোর নিরাপদ রাস্তা। খানিক পর পর নড়েচড়ে উঠছে, কাটাতে চাইছে শীতজনিত আড়ষ্টতা—নীচের প্রকোষ্ঠ থেকে পালাবার সময় শরীর ভিজে গেছে ওর, গায়ের পোশাকও আর্কটিকের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত নয়, হিম হয়ে যাচ্ছে অস্থিমজ্জা।

'এক মিনিটের মধ্যে ওখানে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসা যাবে,' বলল লিসা। 'কিন্তু ওখান পর্যন্ত পৌঁছুনোটাই সমস্যা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো কমাণ্ডার ফিশার। খানিক আগে রেকি করে এসেছে গ্রিন, এখানকার সার্ভিস টানেলের হ্যাচ খুলছে জেনারেটর রুম আর ব্যাটারি কম্পার্টমেন্টের মাঝখানে। কোনও পাহারা নেই ওখানটায়, কিন্তু দুঃসংবাদ হলো, ওয়েপন্স লকারটা

লেভেলের উল্টোপ্রান্তে; ওখানে যেতে হলে মাঝখানের খোলা কমন এরিয়া পার হতে হবে।

দু'হাতের তালু ঘষল রানা, মাথায় চিন্তার ঝড়। একটা না একটা পথ থাকতে বাধ্য... কিন্তু কী সেটা? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাপটা দেখল ও।

জেনারেটর রুমে একটা ছোট্ট সাইড ডোর আছে, ওটা গলে পাশের ইলেকট্রিকাল রুম পর্যন্ত যাওয়া যায়, কিন্তু এরপরেই লেভেলের কমন এরিয়া। সন্দেহ নেই, পাহারা থাকবে ওখানে। তাদেরকে মোকাবেলা করবার জন্য মেইন ল্যাব থেকে আনা ছুরি-কাঁচি ছাড়া কিছুই নেই ওদের কাছে। কাজটা খুবই কঠিন... অন্তত কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে সারা যাবে না মোটেই।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল রানা। মুখ তুলে তাকাল লিসার দিকে। 'জেনারেটর রুম ছাড়া আর কোনও অ্যাকসেস নেই এই লেভেলে? ওয়েপন্স লকারের কাছাকাছি?'

'আমার জানামতে... না,' মাথা নাড়ল লিসা। 'থাকলেও তার খোঁজ জানি না। এই নকশাই আমাদের সম্বল।'

মুখ খুলল ম্যাসন। 'আমি তো একটাই পথ দেখছি সেক্ষেত্রে। ডিসট্র্যাকশন সৃষ্টি করতে হবে জেনারেটর বন্ধ করে দিয়ে। সবাই যখন পাওয়ার চালু করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ওই সুযোগে ঝেড়ে দৌড় দিতে হবে অন্ধকারের সাহায্য নিয়ে।'

'উঁহুঁ,' দ্বিমত পোষণ করল কমাণ্ডার ফিশার। 'ধরে নিচ্ছি জেনারেটরের লোকেশন ওরা জানে। পাওয়ার অফ করবার সঙ্গে সঙ্গে উল্টো বিপদে পড়ে যাব—তিন নম্বর লেভেলে দলে দলে হাজির হয়ে যাবে রাশানরা। গর্ত থেকে মুখও আর বের করতে পারব না আমরা।'

'আরেকটা ব্যাপার আছে,' বলে উঠল শ্যারন। এতক্ষণ সবার ঠোঁট পড়ছিল ও। 'ব্যাটারি-চালিত ইমার্জেন্সি পাওয়ার সিস্টেম

আছে এই স্টেশনে। গত দু'সপ্তাহ ধরে চার্জ হচ্ছে ব্যাটারিগুলো। আমরা যদি জেনারেটর বন্ধও করে দিই, ব্যাটারিগুলো ভিতরের সমস্ত বাতি জ্বালিয়ে রাখবে। অন্ধকার পাব না আমরা।'

সবার কথা শুনল রানা, একটু ভাবল। তারপর বলল, 'তা হলে এক কাজ করলে কেমন হয়? জেনারেটর চালু রাখলাম আমরা, কিন্তু ইলেকট্রিকাল রুম থেকে বন্ধ করে দিলাম টপ লেভেলের সার্কিট।' ম্যাপের উপর আঙুল রাখল ও। 'কমাণ্ডার ফিশারের ধারণা যদি ঠিক হয়, তা হলে দলে দলে ওরা টপ লেভেলে ছুটে যাবে... এখানে আসবে না।'

'আমার মনে হয় উনি ঠিকই বলছেন, স্যর,' ফিশারকে বলল গ্রিন। 'রাশান ফোর্সের বেশিরভাগ লোক এমনিতেই টপ লেভেলে ডিফেন্সিভ পজিশনে থাকবার কথা... তা ছাড়া আমরা সারফেসে পৌঁছুনোর চেষ্টা করতে পারি, এ-কথা ভেবেও ওখানে তটস্থ হয়ে আছে ওরা। পাওয়ার অফ হয়ে গেলে ভাববে তা-ই ঘটতে চলেছে। সবাই ছুটে যাবে আমাদের পালানো ঠেকাতে।'

'তিন নম্বর লেভেলের গার্ড-রাও যাবে?' ভুরু কোঁচকাল ফিশার। 'আমার কিন্তু মনে হয় না।'

'যা-ই করুন,' বলল শ্যারন, 'দোহাই যিশুর, তাড়াতাড়ি করুন। এখানে অনন্তকাল বসে থাকা যাবে না। আমাদের দেখতে না পেলে খুব শীঘ্রি রাশানরা সার্চ পার্টি পাঠাবে সার্ভিস টানেলে।'

'অথবা ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করবে,' তিক্ত গলায় বলল ম্যাসন। 'মনে হচ্ছে না খুব দেরি আছে তার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল কমাণ্ডার ফিশার। 'বেশ, তা হলে একটা চেষ্টা করে দেখা যাক। সবার যাওয়ার দরকার নেই, মানুষ বেশি হলে গোপনে চলাফেরা করা যাবে না। গ্রিন, লিসা... চলো আমার সঙ্গে।'

'আপনার আপত্তি না থাকলে আমিও আসছি,' বলে রানাও

উঠল।

'কীসের আপত্তি?' বলে হাসল ফিশার। 'অলরেডি নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে দিয়েছেন আপনি, মি. রানা। আপনার মত একজন শক্ত লোক সঙ্গে থাকলে ভালই হয়।'

'আর আমরা?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

'এখানেই অপেক্ষা করুন,' বলল ফিশার। 'আমরা যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসব...'

'এক্সকিউজ মি,' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'জেনারেটর রুমে একজনের থাকা দরকার। আমরা যদি বিপদে পড়ি, তা হলে খবরটা বাকিদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে সে... সুযোগ পাবে ওরা এখান থেকে সরে যাওয়ার।'

'ভাল প্রস্তাব,' বলল ফিশার। 'কিন্তু কে নেবে এই দায়িত্ব? এনি ভলান্টিয়ার?'

'আমি,' সোৎসাহে হাত তুলল ম্যাসন। মনে হলো করবার মত একটা কাজ পেয়ে খুশি হয়েছে।

'তা হলে চলুন।' ম্যাপটা ভাঁজ করে শ্যারনের হাতে তুলে দিল ফিশার। আপাতত ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তিন নম্বর লেভেলের প্রতিটা অংশ চেনে লিসা। রওনা হবার আগে জানিয়ে দিল প্ল্যান, 'সার্কিট বন্ধ করে দেব আমরা, অপেক্ষা করব রাশানরা উপরে ছুটে যাওয়া পর্যন্ত। এরপরেও যে-সব গার্ড রয়ে যাবে নীচে, চুপিসারে হামলা চালিয়ে ঘায়েল করব ওদেরকে। তারপর ওয়েপন্স লকারে হানা দেব। ক্লিয়ার?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

মেঝে থেকে স্টিলের পাইপটা কুড়িয়ে নিল রানা। সোজা হতে গিয়ে লক্ষ করল, শ্যারনের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। অভয়ের হাসি হাসল ও। বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, এ-ধরনের সিচুয়েশন আগেও ট্যাকেল করেছি আমি।'

'খুব সাবধান, প্লিজ!' অনুনয়ের মত শোনাল শ্যারনের কণ্ঠ।

মাথা ঝোঁকাল রানা, তারপর অনুসরণ করল সঙ্গীদেরকে। ঢুকে পড়ল প্রকোষ্ঠের সঙ্গে লাগোয়া সার্ভিস টানেলের ভিতর। সামনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে তিন ন্যাভাল অফিসার, এরপরে ও, সবশেষে ম্যাসন। টানেলটা ষাট ফুট লম্বা, মিশেছে জেনারেটর রুমের গায়ে। খুব শীঘ্রি দূরত্বটা পেরিয়ে এল ওরা, হ্যাচ খুলে পা রাখল বাইরে।

পোড়া ডিজেল আর ধোঁয়ার গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে আছে জেনারেটর রুমের বাতাস। কামরাটা খুব গরম। বিকট আওয়াজে চলছে দুটো প্রকাণ্ড জেনারেটর, ঝাঁকি খাচ্ছে অবিরাম। হাউজিং থেকে যেন ছিটকে না যায়, সেজন্যে লোহার শেকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে—ঝনঝন করছে ওগুলোও। কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। সন্দেহ নেই, ভিতরে বোম ফাটলেও বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না কেউ।

আশপাশে নজর বোলাল রানা। বামদিকের দেয়াল ঘেঁষে বসানো হয়েছে ইমার্জেন্সি সিস্টেমের সবক'টা ব্যাটারি। আকারে একেকটা দেড় টনের এয়ার-কণ্ডিশনারের মত। ওগুলোকে অনুসরণ করে দৃষ্টি চলে গেল পাশের দেয়ালে, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক চিলতে হাসি। ব্র্যাকেটের সঙ্গে ঝুলছে একটা বড়-সড় ফায়ার-অ্যাক্স। হাত থেকে পাইপটা ফেলে দিল ও। এগিয়ে গিয়ে ব্র্যাকেট থেকে খুলে নিল কুঠারটা।

'ভাল জিনিস জোগাড় করেছেন তো!' কপট ঈর্ষার সুরে বলল গ্রিন। 'ইশশ্... আমি যদি আগে দেখতে পেতাম!'

'ফাইণ্ডারস্ কিপারস্!' মুচকি হেসে বলল রানা, কাঁধের উপর রাখল কুঠারটা।

'এদিকে!' ইশারায় বলল লিসা। সাইড ডোর খুলে সবাইকে নিয়ে এল ইলেকট্রিকাল রুমে। ওখানকার সবক'টা দেয়াল ঢাকা

পড়েছে আলমারির মত উঁচু ইলেকট্রিকাল প্যানেলের আড়ালে। কোন্‌টা লেভেল ওয়ানের কন্ট্রোল কে জানে, প্যানেলের গায়ের সমস্ত মার্কিং রুশ ভাষায় লেখা। কমবেশি বিদ্যে যতটুকু আছে, তা-ই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই, খুঁজে চলল কাঙ্ক্ষিত সার্কিটটা।

'পেয়েছি!' একটু পরে বলে উঠল গ্রিন। হটডগ আকৃতির অনেকগুলো ফিউযে ভরা একটা প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। সঙ্গীরা এগিয়ে এলে বলল, 'এগুলোই টপ লেভেলের রিলে।'

'আপনি শিয়োর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার বাবা ইলেকট্রিশিয়ান,' বলল গ্রিন। 'রুশ ভাষাও পড়তে পারি।' ইশারায় প্যানেলের তলায় বসানো একটা ছোট্ট ফলক দেখাল। গুটি গুটি অক্ষরে কী কী যেন লেখা, তার মধ্যে রুশ হরফে ১ লেখাটা চিনতে পারল রানা।

'হুম,' বলল ও। 'ঠিকই বলেছেন।'

'তা হলে আর দেরি কেন?' বলে উঠল লিসা। 'মেইন সুইচ অফ্ করে দাও, মাইকেল।'

'হ্যাণ্ডেলটা জং ধরে আটকে গেছে,' জানাল গ্রিন। 'সুইচ অফ্ করা সম্ভব না, ফিউয খুলে ফেলতে হবে।'

'তা-ই করো।'

'এক মিনিট!' বলে গ্রিনকে থামতে ইশারা করল ফিশার। চলে গেল কামরার মূল দরজার পাশে। পাল্লা সামান্য ফাঁকা করে উঁকি দিল বাইরে—লেভেলের কমন এরিয়ায়। একটু পরে হাতের চারটা আঙুল উঁচু করে দেখাল—মানে চারজন গার্ড আছে ওখানে।

দু'মিনিট পর ফিরে এল সে। 'মি. ম্যাসন,' সাংবাদিককে বলল কমাণ্ডার, 'আপনাকে আর এগোতে হবে না। জেনারেটর রুমের দরজাটা বন্ধ করে বসে থাকুন এখানে। আমি চাই না, দরজা খোলার সঙ্গে জেনারেটরের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাক

গার্ডেরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সাইড-ডোরের সামনে চলে গেল ম্যাসন। পাল্লা টেনে দিয়ে প্রহরীর মত অবস্থান নিল।

বাকিদের দিকে ফিরল ফিশার। 'কাউন্টডাউন করছি আমি। শূন্যতে পৌঁছুলেই ফিউয টেনে দিতে হবে, তারপর তৈরি থেকো সবাই ছুট লাগানোর জন্য। ঠিক আছে?'

সায় দিল রানা, গ্রিন আর লিসা।

বাম হাত উঁচু করল কমাণ্ডার, পাঁচ আঙুল ছড়িয়ে রেখেছে। তারপর নিঃশব্দে ভাঁজ করতে শুরু করল একটা করে আঙুল।

পাঁচ... চার... তিন...

অক্সি-অ্যাসিটিলিন টর্চের সাহায্যে কেটে ফেলা হয়েছে মেইন ল্যাবের ভারী প্রবেশদ্বার, ভিতরে ঢুকে কোমরে হাত রেখে বিজয়ী সমরনায়কের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। মুগ্ধ নয়নে তাকাচ্ছেন চারদিকে। অদ্ভুত একটা স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে হৃৎপিণ্ডে। জন্মদাতার হারানো কর্মস্থলের কেন্দ্রবিন্দুতে পা রেখেছেন তিনি। এখানেই... সামনের টেবিলে বসে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইকুইপমেন্টগুলো দিয়ে... কাজ করতেন ইগোর নিকোলায়েভ; এত বছর পরেও যেন সবখানে তাঁর স্পর্শ অনুভব করছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

রাশান সৈনিকরা বেশ কিছুক্ষণ আগেই ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকানদের খোঁজে, প্রবেশদ্বারের সামনে কেউ নেই। খোলা একটা কাঁচের কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন নিকোলায়েভ—ওটার ভিতরেই সার বেঁধে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ল্যাবের সমস্ত নথিপত্র। সবগুলোর গায়ে তাঁর পিতার হস্তাক্ষরে লেখা আছে সাল-তারিখ। তিনটে জার্নাল গায়েব... আসল তিনটে! দাঁতে দাঁত পিষলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, চোর

জেনেশুনেই নিয়েছে ওগুলো। কে সেই চোর, তা আন্দাজ করতে পারছেন তিনি।

পিছনে গলা খাঁকারি শুনে ঘাড় ফেরালেন নিকোলায়েভ। লেফটেন্যান্ট গরস্কি দাঁড়িয়ে আছে কয়েক হাত তফাতে। নার্ভাস হয়ে আছে চেহারা।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'হাইড্রোফোনে একাধিক বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছি আমরা, স্যর,' বলল গরস্কি। 'ড্রিফট স্টেশনের দিক থেকে এসেছে।'

'কী ধরনের বিস্ফোরণ?' হালকা গলায় জানতে চাইলেন নিকোলায়েভ, ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জ ফাটাতে গেছে ক্যাপ্টেন রুশকিন, বিস্ফোরণের আওয়াজ তো হবেই!

'আণ্ডারওয়াটার, স্যর,' বলল গরস্কি। 'রেডিওম্যানের ধারণা, ডেপথ চার্জের বিস্ফোরণ ছিল ওগুলো।'

'ডেপথ চার্জ?' কপালে ভাঁজ পড়ল নিকোলায়েভের।

'শুধু তা-ই নয়,' ঢোক গিলে বলল গরস্কি। 'অস্পষ্ট একটা মে-ডে সিগনালও পেয়েছি আমরা। পরিষ্কার বোঝা যায়নি মেসেজ, তবে মনে হচ্ছে ওটা ড্রাকনই ট্রান্সমিট করেছে। সম্ভবত আক্রান্ত হয়েছে ওরা।'

নিশ্চয়ই ডেল্টা ফোর্স, ভাবলেন নিকোলায়েভ, রণক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে ওরা, যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে।

আরও দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় গরস্কি বলল, 'বিস্ফোরণের খানিক পরে একটা সাবমেরিন ডুবে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছে রেডিওম্যান, ওটার খোল দুমড়ে-মুচড়ে যেতে শুনেছে!'

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না রিয়ার অ্যাডমিরাল, দৃষ্টি ফেরালেন কেবিনেটের দিকে। গবেষণার কাগজপত্র যে-লোক চুরি

করেছে, সে-ই ঘটিয়েছে এ-সব। ডেল্টা ফোর্সের রহস্যময় কন্ট্রোলার... যা খুঁজছিল তা পেয়ে যাওয়ায় খবর পাঠিয়েছে দলের লোকের কাছে, নির্দেশ দিয়েছে হামলা শুরু করবার।

'স্যর?' বিভ্রান্ত কণ্ঠে ডাকল গরস্কি।

বড় করে শ্বাস নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন নিকোলায়েভ। বললেন, 'ড্রাকনের খবর কাউকে জানাবার প্রয়োজন নেই। আমাকে জানিয়েছ, তা-ই যথেষ্ট। রেডিওম্যানকেও মুখ বন্ধ রাখতে বলো।'

বিস্ময় ফুটল গরস্কির চোখের তারায়, কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে নিল নিজেকে। কেন ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, বুঝতে পেরেছে। ড্রাকন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার খবর জানাজানি হলে আত্মবিশ্বাস আর মনোবল হারিয়ে ফেলবে অধস্তনরা। মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'জী, স্যর।'

'এই স্টেশনের দখল ছাড়ব না আমরা, লেফটেন্যান্ট,' বললেন নিকোলায়েভ। 'প্রাণ গেলেও না। আমেরিকান লোকগুলোকে খুঁজে বের করব আমরা, তারপর সফল করব মিশন।' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পেল তাঁর গলায়।

'ইয়েস, স্যর!' সুর মেলাল গরস্কি।

'ভাল করে শোনো কী করতে হবে তোমাকে...' বলে নতুন নির্দেশ দিতে শুরু করলেন নিকোলায়েভ।

পোলারিস ইঞ্জিনটা ইতিমধ্যেই আনপ্যাক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাঁচ নম্বর লেভেলে, ওখানে সেট করা হয়েছে। ক্রু-রাও জানতে পেরেছে অভিযানের মূল উদ্দেশ্য—পুরনো এই বেইস থেকে গবেষণার সমস্ত নিদর্শন সরিয়ে নিতে হবে, তারপর ধ্বংস করে দিতে হবে বেইসটাকে। ওদের ধারণা, সে-কারণেই আনা হয়েছে পোলারিস ডিভাইসটা... ওটা একটা নিউক্লিয়ার বোমা; কিন্তু জিনিসটার সত্যিকার ধ্বংসক্ষমতা সম্পর্কে জানেন একমাত্র নিকোলায়েভই।

রিয়ার অ্যাডমিরালের কাছ থেকে ডিভাইস আর্ম করবার কোড পেয়ে একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল গরস্কির চেহারা... এই প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা অপারেট করতে যাচ্ছে। তার চেহারা দেখে একটু মায়াই হলো নিকোলায়েভের—বেচারা তো জানে না, নিউক্লিয়ার বোমা নয়, আসলে সে চালু করবে দুনিয়াকে ধ্বংস করবার মারণাস্ত্র!

'সবকিছু ঠিকঠাকমত হওয়া চাই,' সবশেষে বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'আর ওই আমেরিকান দলটা... এখান থেকে কয়েকটা ফাইল চুরি করে নিয়ে গেছে ওরা। সেগুলো ফেরত পেতে হবে। গবেষণার কোনও কাগজপত্রই হারানো চলবে না। যে-কোনও মূল্যে হোক, ওগুলো উদ্ধার করা চাই।'

'জী, স্যর,' বলল গরস্কি। 'কিচ্ছু ভাববেন না, ওদেরকে খুঁজে বের করব আমরা।'

'ব্যর্থ হয়ো না, গরস্কি।'

'হবো না, স্যর।'

'ভাল। এবার তুমি যেতে পারো।'

ছুটে চলে গেল গরস্কি। গম্ভীর হয়ে গেলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। ভবিতব্য বুঝতে পারছেন—ড্রাকন ধ্বংস হয়ে গেছে, বাড়ি ফেরার কোনও উপায় নেই তাঁদের। প্রাণ নিয়েও এই বরফ-ঘাঁটি থেকে বের হওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। দুনিয়া ধ্বংস করে দিতে চাইছেন তিনি, এখন মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তা হবার কথা নয়... কিন্তু পোলারিস ডিভাইস ডিটোনেট করবার পর পিতার গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে শেষবারের মত রাশায় ফিরবেন বলে ভেবেছিলেন—তাঁর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করবার আশায়। লাশটাও মাতৃভূমির মাটিতে উপযুক্ত মর্যাদায় দাফন করবার ইচ্ছে ছিল। স্বপ্নটা অপূর্ণ রয়ে গেল।

কাঁধ ঝাঁকালেন নিকোলায়েভ, যা হবার তা হয়ে গেছে,

এ-নিয়ে মাতম করে লাভ হবে না কোনও। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিতে হবে পরবর্তী পদক্ষেপ। তা-ই করতে চলেছেন তিনি। কবজিতে বাঁধা পোলারিস মনিটরে নজর বোলালেন। জ্বলজ্বল করছে পাঁচটা বিন্দু... অপেক্ষা করছে মাঝখানেরটা জ্বলে উঠবার। বুকের ভিতরে অদম্য এক আক্রোশ অনুভব করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। পিতার অন্তর্ধান আর মায়ের আত্মহত্যা দিয়ে যে-প্রতিহিংসার জীবন শুরু হয়েছিল তাঁর, আজ সেটার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। না, আর অপেক্ষা নয়। সব শেষ করে দেবেন তিনি। তাঁর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলবে গোটা দুনিয়া!

হার্টবিট বেড়ে গেছে নিকোলায়েভের, পোলারিস মনিটরে ফুটে উঠল সেটার চিহ্ন। দ্রুত জ্বলতে নিভতে শুরু করল স্ক্রিনের কোনার হৃৎপিণ্ড আকৃতির ছোট্ট আইকনটা। ওটার দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইলেন তিনি। একটু পরেই পাঁচটা বিন্দুর মাঝখানে জ্বলে উঠল লাল রঙের বড় একটা বিন্দু। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটল রিয়ার অ্যাডমিরালের। নির্দেশ পালন করেছে গরস্কি, আর্ম করে দিয়েছে মাস্টার ট্রিগার। পুরোপুরি তৈরি ওটা, এখন আর একটামাত্র কাজ করতে হবে তাঁকে।

মনিটরের পাশের লাল বাটনটার উপরে আঙুল রাখলেন নিকোলায়েভ। কয়েক মুহূর্ত দেরি করে টিপে ধরলেন ওটা... কাঁটায় কাঁটায় এক মিনিট। এরপরেই জ্বলতে নিভতে শুরু করল লাল বিন্দু—হৃৎপিণ্ডের আইকনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

ব্যস... হয়ে গেছে কাজ। পোলারিস ডিভাইসের ডিটোনেশন এখন যুক্ত হয়ে গেছে রিয়ার অ্যাডমিরালের পালসের সঙ্গে। যদি বন্ধ হয় তাঁর হৃৎস্পন্দন, বিস্ফোরিত হবে ওটা। বাড়তি একটা কৌশল বলা চলে একে—যদি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল হয়ে পড়ে, এই বিস্ফোরণের হুমকিই রক্ষা করবে তাঁকে। কেউ সাহস

করবে না তাঁর প্রাণ নেবার। প্রাণ অবশ্য দেবেন তিনি—তবে সেটা নিজের ইচ্ছেয়... নিজের সুবিধামত।

বিস্ফোরণের ফলে অবসান হবে পুরনো পৃথিবীর, সূচনা ঘটবে নতুন এক অধ্যায়ের। সেই পৃথিবীতে আমেরিকান, রাশান, বা অন্য কোনও জাতি থাকবে না; থাকবে না কোনও বিভেদ; আবার যদি বিবর্তনের ফলে মানুষের সৃষ্টি হয়, তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হবে সে মানুষ—ঠিক যেমনটা ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে। একটাই দুঃখ রিয়ার অ্যাডমিরালের—নিজ চোখে সেই নিষ্কলুষ পৃথিবী দেখতে পাবেন না।

হতোদ্যম হলেন না তিনি। হতাশা নিয়েই সারাজীবন বাঁচতে শিখেছেন তিনি, হতাশার মাঝেও কর্তব্য পালন করতে শিখেছেন। এখনও তা-ই করতে হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরতে শুরু করলেন, আর তখুনি প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কগুলোর প্যাসেজ থেকে ছুটে এল এক তরুণ সৈনিক।

'স্যর! স্যর!!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

ভুরু কোঁচকালেন নিকোলায়েভ। 'ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? কী হয়েছে?'

ধমক খেয়ে চুপসে গেল সৈনিক। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'ওখানে... ওখানে...' ইশারা করছে প্যাসেজের দিকে।

'কী ওখানে?' কড়া গলায় বললেন নিকোলায়েভ। 'আমেরিকানদের খোঁজ পেয়েছ?' সার্ভিস টানেলটা কিছুক্ষণ আগে আবিষ্কার করেছে তাঁর সৈনিকরা, ভিতরে ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড ছুঁড়ে খতম করার চেষ্টা করেছে শত্রুকে। ওতে কতখানি কাজ হয়েছে, নিশ্চিত হতে পারেননি তিনি। তাই নির্দেশ দিয়েছিলেন, আগুনের তাপ কমে এলে ভিতরে ঢুকে তল্লাশি চালাতে।

'না, স্যর, ওদেরকে পাওয়া যায়নি,' ভয়ার্ত গলায় বলল

সৈনিক। 'কিন্তু আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করেছি আমরা। প্লিজ, আমার সঙ্গে আসুন। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না আপনার!'

তেরো

কাউন্টডাউন শেষ হতেই ইলেকট্রিকাল প্যানেলের ফিউয ধরে টানাটানি শুরু করল গ্রিন, কিন্তু মেইন সুইচের মত ওগুলোর গোড়াও জং ধরে আটকে গেছে খাঁজের মধ্যে, খুলতে চাইল না। গ্রিনকে সরে যেতে বলে সামনে এগোল রানা, হাতের ফায়ার অ্যাক্সটার এক কোপে ভেঙে দিল সবক'টা ফিউয। মৃদু বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, নীলচে ফুলকি দেখা গেল বৈদ্যুতিক আগুনের, উড়ল ধোঁয়া। তবে কাজ যা হবার হয়ে গেছে। দূর থেকে ভেসে এল উত্তেজিত হৈচৈ-এর আওয়াজ।

দরজার দিকে ইশারায় সবাইকে ডাকল কমাণ্ডার ফিশার, পাল্লা সামান্য ফাঁক করে বাইরে নজর রাখছে সে। সাদা পারকা পরা রাশান সৈন্যদেরকে সিঁড়ি ধরে দৌড়ে উপরে উঠে যেতে দেখল। সিঁড়ির গোড়ায় যে-চারজন পাহারা দিচ্ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন চলে গেছে, রয়ে গেছে বাকি দু'জন।

'দু'জন রয়ে গেল, তো!' হতাশ গলায় বলল লিসা।

'কিছু করার নেই, ওদেরকে ঘায়েল করে কার্যোদ্ধার করতে হবে,' বলল ফিশার।'

ইলেকট্রিকাল রুমের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে দুই প্রহরী, মনোযোগ সিঁড়ির দিকে, উঁকি-ঝুঁকি মারছে উপরদিকে। রানা বলল, 'টার্গেট ভাগ করে নেয়া যাক। কমাণ্ডার ফিশার, আপনি আর গ্রিন রামের গার্ডকে নিন। আমি আর লেঃ লিসা ডানেরটাকে সামলাচ্ছি।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ফিশার।

'আমি কী করব?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন। হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডেকে এনেছে রানা।

'দরজার ফাঁক দিয়ে নজর রাখুন বাইরে,' বলল রানা। 'আমাদেরকে যদি বিপদে পড়তে দেখেন, তা হলে এক মুহূর্ত দেরি করবেন না, ফিরে যাবেন সার্ভিস টানেলে। চেষ্টা করবেন বিজ্ঞানীদের নিয়ে হারিয়ে যেতে। ক্লিয়ার?'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলল ম্যাসন, পরক্ষণে মত পাল্টাল। মুখ বন্ধ করে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল। তার পোশাকের একটা অংশ উঁচু হয়ে আছে দেখে ভুরু কোঁচকাল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জ্যাকেটের তলায় কী?'

'কই... কিছু না তো!'

ফায়ার অ্যাক্সের ডগা দিয়ে আলতো গুঁতো মারল রানা। 'এগুলো কিছুই না?' কড়া হয়ে উঠল কণ্ঠ। 'বের করুন কী লুকিয়ে রেখেছেন!'

কাঁচুমাঁচু মুখে চেইন খুলে বাঁধাই করা তিনটে বাইণ্ডার বের করল ম্যাসন। চিনতে পারল রানা—রাশান ল্যাবের জার্নাল... এ-রকম অনেকগুলো বাইণ্ডার সাজানো ছিল ল্যাবের একটা কেবিনেটে।

'এগুলো আপনার কাছে কেন?' রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করল ও।

জবাব দেবার প্রয়োজন হলো না ম্যাসনের। তার আগেই কমাণ্ডার ফিশার বলে উঠলেন, 'খামোকা সময় নষ্ট করছেন, মি.

রানা। ভদ্রলোক সাংবাদিক, এই স্টেশনের উপর নিউজ করতে চান... এভিডেন্স জোগাড় করছেন আর কী! চলে আসুন, আমাদের হাতে সময় নেই।'

কমাণ্ডারের ভুল ধারণা ভেঙে দেয়ার ইচ্ছে হলো রানার, কিন্তু এখন তার সুযোগ নেই। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকাল ও, ম্যাসনের মুখোশ নাহয় পরেই খোলা যাবে। দরজার দিকে ফিরল।

'রেডি?' জিজ্ঞেস করল ফিশার।

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

বড় করে একটা শ্বাস নিল ফিশার, তারপরেই ঝট্ করে খুলে ফেলল দরজা। ওখান দিয়ে তীরের মত ছিটকে বেরুল চারজন, ছুটে গেল দুই গার্ডের দিকে। পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে পাঁই করে ঘুরল তারা, ওঠাতে শুরু করল হাতের রাইফেল।

দেরি না করে হাতের কুঠার ছুঁড়ল রানা, বনবন করে বাতাসে দুই পাক খেলো অস্ত্রটা, তারপরেই ফলার উল্টোপাশটা ঠকাস করে আঘাত হানল ডানদিকের গার্ডের কপালে। চাইলে ফলাটাই গেঁথে দিতে পারত রানা, কিন্তু দেয়নি... চায়নি অযথা মানুষ খুন করতে। কপালের বাড়িটুকুই তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যথেষ্ট—কুঠারের ভারী ফলার আঘাতে ফাটল লোকটার মাথা, তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল সে মেঝের উপর। পড়তে পড়তে ট্রিগারে চাপ দিয়ে ফেলেছে, ছাতের দিকে উড়ে গেল একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট।

'ও বেহুঁশ হয়েছে কি না দেখুন,' লিসাকে বলল রানা। তারপর নজর দিল দ্বিতীয় গার্ডের দিকে।

রাগবি খেলোয়াড়ের মত ডাইভ দিয়ে লোকটাকে মেঝেতে পেড়ে ফেলেছে ফিশার আর গ্রিন, দু'জনে মিলে চেষ্টা করছে তাকে আটকে ফেলবার। কিন্তু ব্যাটার গায়ে ষাঁড়ের জোর, দুই ঝটকায় মার্কিন কমাণ্ডার আর লেফটেন্যান্টকে দু'দিকে ছিটকে

ফেলে দিল। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করছে, এমন সময় ঝড়ের বেগে তার দিকে ছুটে গেল রানা, চোয়ালের নীচে সর্বশক্তিতে একটা পেনাল্টি-কিক মারল। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার ভয়ানক শব্দ হলো, মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা। জ্ঞান হারিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

'নাইস জব, মি. রানা!' বলে উঠল ফিশার। 'দেখা যাচ্ছে আপনাকে সঙ্গে এনে ভুল করিনি।'

'প্রশংসা-ট্রশংসা নাহয় পরে করবেন,' বলল রানা। 'গুলির আওয়াজ কেউ শুনে থাকতে পারে। কাজ সেরে তাড়াতাড়ি আমাদের কেটে পড়া দরকার।'

'ঠিক বলেছেন,' ঝটপট উঠে দাঁড়াল ফিশার। 'আসুন।'

'সবার যাবার দরকার নেই। আপনি আর লেঃ গ্রিন গিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসুন। আমি আর লেঃ লিসা এখানে পাহারায় থাকছি। ওদেরকেও চোখের আড়ালে সরিয়ে নিতে হবে।' ইশারায় মেঝেতে পড়ে থাকা দুই গার্ডকে দেখাল রানা।

'গুড আইডিয়া,' মাথা ঝাঁকাল ফিশার। 'মাইকেল, এসো।'

চলে গেল দু'জন। লিসাকে নিয়ে কাজে নেমে পড়ল রানা। অজ্ঞান দুই গার্ডকে সরিয়ে নিল কমন এরিয়ার এক কোণে। রাইফেল দিয়ে ওখানকার সবক'টা বালব ভেঙে দিল ও, জায়গাটা ঢাকা পড়ে গেল অন্ধকারে। ভাল করে না তাকালে দেহদুটো দেখতে পাবে না কেউ।

ঠাণ্ডায় গা কাঁপছে রানার। গার্ডদের দিকে তাকিয়ে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। একজনের গা থেকে খুলে নিল সমস্ত পোশাক, পরে ফেলল ওগুলো। লিসাকে ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে ওয়েপন্স লকারে—ফিশার আর গ্রিনকে সাহায্য করবার জন্য। পোশাক পরা হলে একটা রাইফেল নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল, নিল অজ্ঞান গার্ডের ভূমিকা। হুড দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে, আড়াল করে

রেখেছে চেহারা।

ঠিক সময়েই পজিশন নিয়েছে ও, কারণ কয়েক মিনিট পরেই সিঁড়িতে শোনা গেল অনেকগুলো পদশব্দ, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত পাঁচজনের একটা দল নেমে আসছে উপর থেকে। রাশান ভাষায় চেঁচামেচি করছে, রানাকে দেখতে পেয়েই জানতে চাইল কোথায় গুলির শব্দ হয়েছে।

মুখ তুলল না রানা, পাল্টা রাশান ভাষায় উত্তেজিত গলায় জানাল, ও-ও শুনেছে গুলির আওয়াজ। হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল নীচের লেভেল। তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি ধরে ওদিকে চলে গেল দলটা, দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাল না ওর দিকে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা।

'দারুণ দেখিয়েছেন!' ফিশারের গলা শুনে ঘাড় ফেরাল ও। খোলা একটা দরজা গলে বেরিয়ে এসেছে কমাণ্ডার, দুই কাঁধে ঝুলছে দুটো করে পুরনো রাশান রাইফেল।

পিছু পিছু গ্রিন আর লিসাও বেরুল। ওরাও রাইফেল এনেছে, সেইসঙ্গে ধরাধরি করে বের করে এনেছে একটা ছোট কাঠের বাক্স।

'গ্রেনেড,' বাক্সের দিকে ইশারা করে বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে দিল গ্রিন। 'এবার আমরাও ওদেরকে উপযুক্ত জবাব দিতে পারব।'

ইলেকট্রিকাল রুমে ফিরে গেল ওরা, কিন্তু ম্যাসনকে কোথাও দেখা গেল না। জেনারেটর রুমে গেল এরপর, সেখান থেকে টানেল ধরে ছোট প্রকোষ্ঠে... অথচ দেখা পাওয়া গেল না সাংবাদিকের। শুধু তা-ই নয়, প্রকোষ্ঠে শ্যারন বা বায়োলজি টিমও নেই।

'ব্যাপার কী!' বিস্মিত গলায় বলল লিসা। 'কোথায় সবাই?'

'রিপোর্টার ভদ্রলোক নিশ্চয়ই গুলির আওয়াজে ঘাবড়ে

গিয়েছিলেন,' অনুমান করল গ্রিন। 'এখানে ফিরে এসে তাই সরে গেছেন সবাইকে নিয়ে... ঠিক যেমনটা তাঁকে বলা হয়েছিল।'

কথাটা বিশ্বাস হলো না রানার। ম্যাসন আর যা-ই হোক, একটামাত্র গুলির আওয়াজ শুনে পালিয়ে যাবার বান্দা নয়। তা ছাড়া ওরা যে বিপদে পড়েনি, তাও তো দেখতে পাবার কথা তার। মনের ভিতরে শঙ্কার মেঘ দানা বাঁধতে শুরু করেছে, কিন্তু কাউকে বলল না কিছু। নিশ্চিত হবার আগে কারও দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা ঠিক নয়। ও নিজেই সঙ্গীদের আস্থা হারাবে সেক্ষেত্রে।

'কিন্তু ওরা গেছে কোন্‌দিকে?' চারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে লিসা। প্রকোষ্ঠ থেকে বিভিন্ন দিকে চলে গেছে আরও চারটে টানেল, কোন্‌টায় ঢুকেছে ম্যাসন আর বিজ্ঞানীরা, কে জানে।

মেঝেতে চোখ বোলাল ফিশার—পায়ের ছাপ বা কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কি না খুঁজল। কিন্তু পেল না। হতাশ গলায় সে বলল, 'নাহ্, কোনও চিহ্ন নেই। ইশশ্, কেন যে একটু অপেক্ষা করল না। যদি বিপদে পড়ে...'

'বিপদ ওদের চেয়ে আমাদেরই বেশি, স্যর,' তিক্ত গলায় বলল গ্রিন। 'ম্যাপটা নিয়ে গেছে ওরা। ওটা ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপায় নেই আমাদের।'

একজন সৈনিকের পিছু পিছু হন হন করে হাঁটছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ, মনোযোগ দু'পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কগুলোর উপরে। ওগুলোর ভিতরে বন্দি মৃত মানুষগুলোর দৃষ্টি যেন অনুভব করতে পারছেন তিনি, সেইসঙ্গে অনুভব করছেন তাদের নীরব অভিযোগ—তাঁর পিতার গবেষণাই অকালমৃত্যু ডেকে এনেছে ওদের।

কিন্তু স্থানীয় এ-সব আদিবাসীরাই শুধু এই বরফ-ঘাঁটিতে অকালপ্রয়াত হয়নি, সময়ের ব্যবধানে এদের সঙ্গে প্রাণ গেছে ইগোর নিকোলায়েভ এবং তাঁর সহকর্মীদেরও। অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে এখানকার অলিগলিতে পড়ে ছিল তাদের মৃতদেহ, কারও ভাগ্যে সৎকার জোটেনি। সবখানে যেন গুমরে মরছে তাদের অতৃপ্ত আত্মা।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রিয়ার অ্যাডমিরালের বুক চিরে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল সৈনিক। বলল, 'কোনও সমস্যা, স্যর?'

'না,' রুক্ষ গলায় বললেন নিকোলায়েভ। 'জলদি হাঁটো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় একটা মোড়ের কাছে পৌঁছে গেল দু'জনে। ওপাশ থেকে ভেসে আসছে হালকা হাসি-ঠাট্টার আওয়াজ। মোড় পেরিয়ে জটলা করে থাকা পাঁচ সৈনিককে দেখতে পেলেন নিকোলায়েভ—অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, সিগারেট ধরিয়ে গল্প-গুজবে মত্ত।

'হচ্ছে কী এ-সব?' গর্জে উঠলেন নিকোলায়েভ। 'আড্ডা দেবার জন্য এসেছ তোমরা?'

বাজখাঁই গলার ধমক শুনে পিলে চমকে গেল সৈনিকদের। সিগারেট ফেলে দিয়ে সটান হয়ে গেল তারা। স্যালিউট ঠুকল। কাঁপছে প্রত্যেকে। নিকোলায়েভ কাছে আসতেই ঝটপট সরে গেল প্যাসেজের দু'পাশে।

আলোকিত একটা ট্যাঙ্ক দেখতে পেলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, অন্যগুলোর মত বরফ জমে নেই ওটার গায়ে। নীলচে তরল ঝলমল করছে আলোয়। মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে ওটার দিক থেকে, সম্ভবত মোটর চলছে। ট্যাঙ্কের তলা থেকে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে নিয়ন্ত্রিত বুদ্‌বুদ।

'এটা...' বলল তরুণ সৈনিক, '...এটাই দেখাতে চেয়েছি

আপনাকে, স্যর।'

ট্যাঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন নিকোলায়েভ। ভিতর থেকে মৃদু তাপ বিকিরণ হচ্ছে। নীল রঙের তরলে ডুবে আছে ছোট্ট একটা ছেলে। চোখ বন্ধ, যেন ঘুমিয়ে আছে। আশ্চর্য জীবন্ত লাগছে ওকে।

'এটার খবর আরও আগে জানানো হয়নি কেন আমাকে?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ।

'আমরা ভেবেছি এটা আমেরিকানদের চালাকি... আমাদেরকে ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা,' বলল সৈনিক। ইশারায় ট্যাঙ্কের পাশের দেয়ালে একটা ফোকর দেখাল—ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেডের কালো ধোঁয়া এখনও বেরুচ্ছে ওখান দিয়ে। 'ওই যে, ওখান দিয়ে পালিয়েছে ওরা।'

'আমাদের মনে হয়নি জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ,' যোগ করল আরেকজন।

দু'চোখ জ্বলে উঠল নিকোলায়েভের, সৈনিকদের দিকে তাকালে ওদের ভিতরটা ভস্ম হয়ে যেত নিঃসন্দেহে। বলে কী! গুরুত্বপূর্ণ নয় মানে! দু'চার কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু ঘুরতে পারলেন না তিনি, সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইলেন ট্যাঙ্কের ভিতরে।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। ছেলেটার হাত কি নড়ে উঠল? তা কী করে হয়? ভুল দেখছেন? না... ওই তো, আবার ঝাঁকি খেলো হাতটা। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের।

'একটু আগে শুরু হয়েছে এই কাণ্ড,' পিছন থেকে বলল এক সৈনিক। 'প্রথমে শুধু আঙুল নড়ছিল, এরপর নড়ল হাত। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে খবর দিতে ছুটে গেছি আমি, স্যর।'

কথাগুলো যেন কানেই গেল না রিয়ার অ্যাডমিরালের, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি। শুধু হাত নয়, এবার একটা পা-ও

ছুঁড়ল ছেলেটা।

তবে কি ও জীবিত? চুরি হওয়া জার্নালগুলোর কথা ভাবলেন নিকোলায়েভ, ওগুলোর ভিতরে লুকিয়ে আছে তাঁর প্রশ্নের জবাব। ওগুলোর জন্যই পাঠানো হয়েছে তাঁদেরকে—ইগোর নিকোলায়েভের জার্নাল আর নথিপত্র উদ্ধার করতে। শেষ যে-রিপোর্ট তিনি পাঠিয়েছিলেন মস্কোতে, তার সত্যতা যাচাই করবার জন্য। সেই রিপোর্ট পড়ে এসেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, মনে হচ্ছিল যেন শুনতে পাচ্ছিলেন পিতার কণ্ঠ। শেষ লাইনে তিনি লিখেছিলেন: *আজ আমরা মৃত্যুকে জয় করেছি!*

বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন নিকোলায়েভ, তবে কি সত্য বলেছিলেন তাঁর পিতা? এই তো, গবেষণার সাফল্যের প্রমাণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। চোখের ভুল নয়, ধোঁকাবাজি নয়... সঙ্গের সৈনিকরাও দেখছে একই দৃশ্য। কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা হলো, তার কৌশল জানার জন্য জার্নালগুলোর প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু আপাতত বাচ্চাটাই জার্নালে লুকানো তত্ত্বকথার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

'ট্যাঙ্কটা খোলার কোনও ব্যবস্থা আছে?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ।

আঙুল তুলে ট্যাঙ্কের একপাশ দেখাল এক সৈনিক, সেখানে বড়-সড় একটা লিভার শোভা পাচ্ছে। রুশ ভাষায় খোলা আর বন্ধ করার সঙ্কেত দেয়া আছে উপর-নীচে। সৈনিককে ইশারা করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'খোলো।'

এগিয়ে গেল সৈনিক, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল লিভারটা, টানতে শুরু করল সর্বশক্তিতে। জ্যাম হয়ে গেছে ওটা, প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত অটল রইল, শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো। ভোঁতা আওয়াজ করে নেমে গেল নীচের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্কের ভিতরের তরল দ্রবণে আলোড়ন উঠল।

সরে গেল মেঝের আবরণ, উন্মুক্ত হলো একটা ড্রেনেজ পাইপের মুখ। সেখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করল কেমিকাল। বাচ্চার দেহটাও পাক খেতে শুরু করেছে ট্যাঙ্কের ভিতর, কয়েক দফা বাড়ি খেলো দেয়ালে, তরল কেমিকাল পুরোপুরি বেরিয়ে গেলে দলা পাকিয়ে দেহটা পড়ে গেল ট্যাঙ্কের তলায়। কয়েক মুহূর্ত কিছু ঘটল না। তারপরেই হিসহিস আওয়াজ তুলে দরজার মত খুলে গেল ট্যাঙ্কের সামনের কাঁচের পাল্লা। ভিতর থেকে দমকা হাওয়ার মত বেরিয়ে এল কমপ্রেসড্ এয়ার, তাতে অ্যামোনিয়ার কড়া গন্ধ।

ত্রস্ত পায়ে ট্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকে পড়লেন নিকোলায়েভ, হাঁটু গেড়ে বসলেন ছেলেটির পাশে, পরীক্ষা করলেন নাড়ি। দেহটা গরম, কিন্তু পালস নেই কোনও। একটা হাত মুঠোয় ধরলেন শক্ত করে, যেন নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে বাঁচিয়ে তুলবেন ওকে। অনেককিছু জানার আছে নিকোলায়েভের এই ছেলেটির কাছে। তাঁর পিতার কথা... এই গবেষণাগারের কথা। ও কি জানে, কী ঘটেছিল এখানে? কীভাবে মারা গেল সবাই? কেন হারিয়ে গেল স্টেশনটা?

এ-সব ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে। জার্মানরা তখন ঢুকে পড়েছে রাশায়, দখল করে নিচ্ছে একের পর এক শহর। সে-অবস্থায় হঠাৎ একদিন নীরব হয়ে গেল আর্কটিকের এই বিচ্ছিন্ন রিসার্চ স্টেশন। এক মাস গেল... দু'মাস গেল... কিন্তু কোনও ধরনের যোগাযোগ করল না স্টেশনের লোকজন। যুদ্ধের ডামাডোলে কারও সময় ছিল না ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবার। তা ছাড়া সে-আমলে আর্কটিকের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এত নাজুক ছিল যে, চেষ্টা করলেও ঠিকমত তদন্ত করা যেত কি না সন্দেহ।

বছর গড়াল, হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে আণবিক বোমা

ফেলল আমেরিকা... অবসান ঘটল যুদ্ধের। নিউক্লিয়ার অস্ত্র পেল দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রের মর্যাদা, সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল এই অস্ত্র হাতে পেতে। অর্থ, শ্রম আর মেধার বন্যা বইয়ে দেয়া হলো আণবিক প্রযুক্তির আবিষ্কার ও উন্নয়নে। আইস স্টেশন গ্রেগুেলের গবেষণা তখন গুরুত্ব হারিয়েছে, ওটার খোঁজ নেবার জন্য যে-পরিমাণ খরচ আর শ্রম দিতে হবে, তাতেও আগ্রহ পেল না সরকার। তা ছাড়া অনেক সময় পেরিয়ে গেছে ততদিনে, ভাসমান বরফ-দ্বীপটার সঠিক অবস্থান জানা নেই কারও। কোথায় চলে গেছে ওটা, কিংবা আদৌ টিকে আছে কি না, তা-ও নিশ্চিত হবার উপায় নেই। আর্কটিকের বরফ-দ্বীপ প্রতিনিয়ত ভাঙাগড়ার শিকার হয়।

এভাবে কেটে গেল বছরের পর বছর। শেষ পর্যন্ত চিরতরে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলো আইস স্টেশন গ্রেগুেলকে। ইগোর নিকোলায়েভের মৃত্যু-জয় সংক্রান্ত রিপোর্টকে ধরে নেয়া হলো স্রেফ বৃদ্ধ এক খেয়ালি বিজ্ঞানীর প্রলাপ হিসেবে। ধামাচাপা দেয়া হলো সব। জন্মদাতার পরিণতি অজানা রয়ে গেল তরুণ নিকোলায়েভের কাছে। আজ... এত বছর পর সুযোগ এসেছে সে-রহস্য ভেদ করবার। মানুষটার সাফল্যের কথা দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করবার... তাকে প্রাপ্য সম্মান দেবার।

হাত দিয়ে বাচ্চাটার মুখ মুছে দিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, কপালের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন ভেজা চুলের গোছা। আর তখুনি মুঠোর ভিতর ধরা হাতটায় প্রাণস্পন্দন অনুভব করলেন তিনি। কেঁপে উঠল ওটা, তারপর শুরু হলো খিঁচুনি—শুধু হাত নয়, পুরো দেহে। হাত-পা ছুঁড়ছে ছেলেটা, পিঠ বাঁকাচ্ছে—কুণ্ডলী পাকানোর মত ভঙ্গি হলো একবার, এরপর আবার ঝট করে সিধে হলো। হাঁ হয়ে গেল মুখ, সেখান দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল নীলচে তরলের দ্রবণ, ভিজিয়ে দিল রিয়ার অ্যাডমিরালের শরীর।

যক্ষ্মারোগীর মত ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল গলা দিয়ে।

ঝট্ করে সৈনিকদের দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। 'এদিকে এসো! সাহায্য করো আমাকে!'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দু'জন। ধরাধরি করে ছেলেটাকে বের করে আনল ট্যাঙ্ক থেকে। খিঁচুনি কিছুটা কমে এসেছে, করিডোরে শোয়ানো হলো তাকে। মাথাটা ধরে রাখলেন নিকোলায়েভ, যাতে মেঝেতে বাড়ি না খায়। হঠাৎ বন্ধ চোখদুটো খুলে গেল। নড়তে শুরু করল সাদাটে দুই মণি, দৃষ্টিতে শূন্যতা।

সভয়ে পিছিয়ে গেল সৈনিকরা। একজন ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ওহ্ গড! এ তো জ্যান্ত!!'

না, জ্যান্ত নয়—জানেন নিকোলায়েভ। কিন্তু মৃতও বলা চলে না। মাঝামাঝি আটকে আছে। খুব শীঘ্রি পাল্লার যে-কোনও একটা দিক ভারী হতে চলেছে। খিঁচুনিটা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, আসল কাজ হচ্ছে দেহের ভিতরে। জমে থাকা কোষগুলো ধীরে ধীরে সজীব হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। পারবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

একটু পরেই থেমে গেল খিঁচুনি। হি হি করে শীতে কাঁপতে শুরু করল ছেলেটা। ফুলে উঠল বুক, যেন বিস্ফোরিত হবে... ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল পিঠ। ওভাবেই রইল কয়েক মুহূর্ত। ঠোঁটের নীলচে রঙ বদলে গিয়ে গোলাপি হয়ে উঠতে দেখলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, অনুভব করলেন চামড়া গরম হয়ে উঠেছে। আশাবাদী হয়ে উঠছিলেন তিনি, কিন্তু আচমকা নেতিয়ে পড়ল দেহটা। নড়ল না আর।

গভীর বিষাদে ছেয়ে গেল নিকোলায়েভের অন্তর। তারমানে সফল হননি তাঁর পিতা। সন্দেহ নেই অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন—ছেলেটার শারীরিক অবস্থা সে-সাক্ষ্যই দিচ্ছে—কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য অধরাই রয়ে গিয়েছিল।

বিষণ্ন দৃষ্টিতে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, আর তখুনি তাঁকে বিস্মিত করে দিয়ে চোখ পিটপিট করল সে। নিয়মিত লয়ে ওঠানামা করতে শুরু করল বুক। দুর্বল ভঙ্গিতে হাতদুটো উঁচু করল, তারপর ভাঁজ করে রাখল বুকে। শীত থেকে বাঁচার চেষ্টা।

বেঁচে উঠেছে ছেলেটা!

ঠোঁট নড়ল। ফিসফিস করে বেরিয়ে এল একটা জড়ানো শব্দ। *'ওত্ইয়েতস্!'*

চমকে উঠলেন নিকোলায়েভ। রুশ ভাষায় কথা বলছে ছেলেটা!

আবারও ঠোঁট নাড়ল ও। 'ওত্ইয়েত্স... পাপা!'

কী জবাব দেবেন, বুঝে উঠতে পারলেন না নিকোলায়েভ। সান্ত্বনাসূচক কিছু একটা বলবেন ভেবে মুখ খুলতে গেছেন, এমন সময় বাধা পেলেন ভারী পদশব্দে। ঘাড় ফেরাতেই লেফটেন্যাণ্ট গরস্কিকে দেখতে পেলেন। সশস্ত্র একদল সৈনিক নিয়ে ফিরে এসেছে। কাছাকাছি এসে স্যালিউট ঠুকল। তারপর ভুরু কুঁচকে তাকাল খোলা ট্যাঙ্ক আর মেঝেতে শুয়ে থাকা ছেলেটার দিকে।

'কী হয়েছে, গরস্কি?' জানতে চাইলেন নিকোলায়েভ।

'স্যর...' গলা খাঁকারি দিল লেফটেন্যাণ্ট। 'আমেরিকান দলটা... এক নম্বর লেভেলে পাওয়ার হারিয়েছি আমরা। সম্ভবত ওরা পালাবার চেষ্টা করছে।'

মাথা নাড়লেন নিকোলায়েভ। 'অসম্ভব!'

'কেন, স্যর?'

'ওরা পালাবে না, লেফটেন্যাণ্ট। পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবার মত কোনও জায়গা নেই ওদের। নিশ্চিত থাকতে পারো, এখনও ওরা স্টেশনের ভিতরেই আছে।'

'তা হলে... তা হলে আমাদের কী করতে বলেন?'

'আমার অর্ডার বদলায়নি, লেফটেন্যান্ট।' বাচ্চাটার চোখে চোখ রাখলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। যা চাইছিলেন, তা পেয়ে গেছেন—পিতার সাফল্যের প্রমাণ। আর কোনও কিছুর পরোয়া করেন না তিনি। 'খুঁজে বের করো ওদেরকে। খতম করে দাও!'

চোদ্দ

সার্ভিস টানেল ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে গ্যারি ম্যাসন, হাতের মুঠোয় রেখেছে ম্যাপটা। তাকে অনুসরণ করছে শ্যারন, ড. কনওয়ে আর বায়োলজি টিমের তিন রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট।

একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছে থামল ওরা। চারদিকে পাইপ আর কণ্ডুইটের জঙ্গল। ম্যাপ দেখে বাঁয়ে মোড় নিল ম্যাসন, পাইপের তলা দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকে পড়ল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ আরেকটা টানেলে।

শরীর ঘষা খাচ্ছে পাইপের গায়ে। উঁচু হয়ে থাকা একটা স্ক্রু-র খোঁচা খেয়ে ককিয়ে উঠলেন ড. কনওয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কতদূর যেতে হবে? এভাবে তো আর এগোতে পারছি না!'

বিজ্ঞানীর অভিযোগে কর্ণপাত করল না ম্যাসন। সামনে আলোর আভা দেখতে পাচ্ছে। টানেলের মেঝেতে বসানো একটা ফোকর গলে আসছে ওই আভা। ফোকরের মুখ লোহার গ্রিল দিয়ে ঢাকা।

কাছে গিয়ে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল ম্যাসন। গ্রিলের ফাঁক

দিয়ে তাকাল নীচে। ছোট্ট একটা কামরা দেখা যাচ্ছে—বর্গাকার। দেয়ালগুলো মূল স্টেশনের মত ইস্পাতের তৈরি। ছাতের ঠিক মাঝখানে ঝুলছে একটা নিঃসঙ্গ বালব। ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি ফুটল ম্যাসনের। এটাই খুঁজছিল। লুকানোর জন্য চমৎকার একটা জায়গা। মূল স্টেশন থেকে বিচ্ছিন্ন... নির্জন।

ফোকর পেরিয়ে অন্যপাশে চলে গেল সে। পা-দুটো গ্রিলের উপর পৌঁছুলে থামল। শুরু করল লাথি। প্রথম কয়েক মিনিট অটল রইল গ্রিলের পাল্লা। এরপরে ভোঁতা শব্দ করে ভেঙে গেল ওটাকে ধরে রাখা স্ক্রু-গুলো। দড়াম করে নীচে আছড়ে পড়ল পাল্লাটা।

দেরি করল না ম্যাসন, ফোকর গলে নেমে পড়ল নীচের কামরায়। মেঝে যতটা নীচে থাকার কথা, তা নেই দেখে একটু অবাক হলো। তবে চারপাশে নজর বোলাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্যটা। কোনও এককালে পানি ঢুকে পড়েছিল কামরায়, জমে বরফ হয়ে গেছে—ফলে তিন ফুট কমে গেছে কামরার উচ্চতা। এখানে ওখানে বরফ ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে বেশ ক'টা ড্রাম আর ক্রেটের ঊর্ধ্বাংশ। একপাশে একটা টুল-শেলফের নীচের তিনটে ধাপও অদৃশ্য হয়ে গেছে বরফের তলায়।

সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিসদুটো রয়েছে কামরার দু'পাশের দেয়ালে। বিশাল একজোড়া পিতলের হুইল... অন্তত দশ ফুট উঁচু। বরফের মেঝের উপর রাখা দুটো মোটরের সঙ্গে অ্যাক্সেল দিয়ে যুক্ত হয়েছে হুইলগুলো। হুইলের মত কামরার একপাশের একটা দেয়ালও সম্পূর্ণ পিতলের তৈরি, দুই কিনারে রয়েছে খাঁজ, হুইলের দাঁতগুলো সেই খাঁজ স্পর্শ করছে।

ভুরু কোঁচকাল ম্যাসন। ডানদিকের হুইলটা একটু কাত হয়ে আছে। দেয়ালের গায়ে পোড়া দাগ... যেন বিস্ফোরণে মাউন্টিং থেকে খুলে এসেছে ওটা। কাত হয়ে থাকা হুইলটা ফুটো করে

দিয়েছে ইস্পাতের দেয়াল... সম্ভবত ওখান দিয়েই ঢুকেছে পানি। এগিয়ে গিয়ে ফুটোয় চোখ রাখল ম্যাসন। কিন্তু ওপাশটা একেবারে অন্ধকার, দেখা গেল না কিছু।

পিছনে পায়ের শব্দ হলো, বাকিরাও একে একে নামতে শুরু করেছে। চারদিকে তাকিয়ে শ্যারন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে এলেন আমাদের?'

ওর দিকে ঘুরল ম্যাসন, যেন তার ঠোঁট পড়া যায়। 'ম্যাপ বলছে, এটা স্টেশনের সি-গেইটের কন্ট্রোল রুম।' খাঁজকাটা পিতলের দেয়ালটার দিকে ইশারা করল। 'ওটা উঠিয়ে-নামিয়ে নীচের ডকিং স্টেশনে পানি ঢোকানো বা বের করা হতো—সাবমেরিন ঢোকানো বা বেরুনোর জন্য।'

ড. কনওয়ে আর তাঁর সহকারীরাও নেমে এসেছে। নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে চারপাশে। লিলি জানতে চাইল, 'এখানে কি আমরা নিরাপদ?'

'অন্তত আগের চেয়ে,' বলল ম্যাসন। 'সার্ভিস টানেলে থাকা রিস্কি হয়ে যাচ্ছিল। সন্দেহ নেই, খুব শীঘ্রি সবক'টা সুড়ঙ্গে গ্রেনেড মারতে শুরু করবে রাশানরা। এখানে ঘাপটি মেরে থাকলে মোটামুটি সেফ আমরা। মেইন কমপ্লেক্স থেকে বেশ দূরে এই রুম। হতে পারে, এটার খবর হয়তো জানেই না ওরা।'

কামরার দরজার দিকে এগিয়ে গেল শ্যারন। মুখ বরাবর উচ্চতায় এক টুকরো কাঁচ লাগানো। ওটা মুছে উঁকি দিল বাইরে। সংকীর্ণ একটা প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে... চলে গেছে মেইন কমপ্লেক্সের দিকে। তবে পানি ঢুকে ওখানেও বরফ জমেছে... প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে বলা যায়।

'ঠিকই বলেছেন,' বলল ও। 'এদিক দিয়ে আসতে পারবে না রাশানরা। প্যাসেজটা বরফে প্রায় বুজে গেছে।'

'গুড জব, মি. ম্যাসন,' বলে উঠলেন ড. কনওয়ে। 'খুব ভাল

জায়গা বেছেছেন।'

সাংবাদিকের দিকে ফিরল শ্যারন, চেহারায় উদ্বেগ। 'কিন্তু মি. রানা-সহ অন্যদের কী হবে?'

ঠোঁট কামড়াল ম্যাসন, ঘুরিয়ে নিল দৃষ্টি। বলল, 'আমাদের কিছু করার নেই। আশা করি নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন ওঁরা।'

তিন নম্বর লেভেলের কমন এরিয়ায় লড়াই শুরু হতেই পালিয়ে এসেছে সে। ওখানে অপেক্ষা করে ঝুঁকি নিতে চায়নি। বিরাট একটা দায়িত্ব রয়েছে তার কাঁধে, ধরা পড়লে সব ভজকট হয়ে যাবে। গোমরটা কাউকে জানানো চলে না, বিজ্ঞানীদের বুঝ দিয়েছে রানাদের বিপদে পড়ার কথা বলে। ওদেরকে নিয়ে চলে এসেছে স্টেশনের একদম নীচের লেভেলে। লুকানোর জন্য গেইট কণ্ট্রোল রুমটা আদর্শ বলে মনে হয়েছে তার কাছে।

'আপনার প্ল্যানটা কী?' এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন ড. কনওয়ে। 'এখানেই অপেক্ষা করবেন রাশানরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত? কিন্তু কখন যাবে ওরা, তার তো কোনও ঠিক নেই। খাবার-দাবারও নেই আমাদের সঙ্গে। এ-অবস্থায় কতক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব?'

ভদকার খালি বোতলে ভরা একটা ক্রেট টেনে নিল ম্যাসন। বাড়ি খেয়ে টুং টাং আওয়াজ করল বোতলগুলো। ক্রেটের উপর বসে সে বলল, 'দুশ্চিন্তার কিছু দেখছি না। এতক্ষণে এখানকার গোলমালের খবর পৌঁছে গেছে বাইরে। খুব শীঘ্রি সাহায্য চলে আসবে। ততক্ষণ টিকে থাকলেই চলবে।'

'কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন?' শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল শ্যারন, ওর চোখ ধকধক করছে।

মেয়েটার ক্রোধের কারণ অজানা নয় ম্যাসনের। রানা আর নেভির তিন অফিসারকে বিপদের মুখে ফেলে পালাতে চায়নি ও।

কিন্তু ভোটাভুটিতে হেরে গিয়ে ওদের সঙ্গে আসতে বাধ্য হয়েছে। কাপুরুষোচিত এই আচরণের জন্য ও সরাসরি দায়ী করছে ম্যাসনকে।

'নিশ্চিত নই আমি,' হালকা গলায় বলল সাংবাদিক। 'স্রেফ একটা অনুমান।'

একটু ঘুরে বসল সে। শ্যারনের অগ্নিদৃষ্টির সামনে সংকুচিত বোধ করছে। মনোযোগ ফেরানোর জন্য জ্যাকেটের ভিতর থেকে বের করে আনল একটা বাইণ্ডার—মেইন ল্যাব থেকে নিয়ে আসা তিনটের একটা। দুর্বোধ্য সঙ্কেত দিয়ে লেখা হয়েছে ওটা, সঙ্কেতের অর্থ বের করা যায় কি না দেখবে।

বিস্ময় ফুটল শ্যারনের চোখে, জার্নালটা চিনতে পেরেছে। অভিযোগের সুরে বলল, 'ওটা আপনি চুরি করেছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'চুরি না, ধার নিয়েছি বলতে পারেন। প্রথমটা, আর শেষ দুটো। মনে হলো এ-তিনটে পড়লেই সব জানা যাবে—প্রথম আর শেষ। আসুন না, আপনারাও চেষ্টা করে দেখুন, কিছু বোঝা যায় কি না।' বাকি দুটো জার্নাল বের করে শ্যারন আর ড. কনওয়ের হাতে দিল সে।

পাতা উল্টাল দুই বিজ্ঞানী। ওদেরকে ঘিরে ধরল তিন রিসার্চ অ্যাসিসটেণ্ট।

'এ তো স্রেফ হিজিবিজির মত দেখাচ্ছে!' বলে উঠল নেভিল, সবচেয়ে কমবয়েসী রিসার্চার।

'হিজিবিজি না, এটা এক ধরনের কোড,' বলল শ্যারন। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে জার্নালের প্রতিটা পৃষ্ঠা।

'কিন্তু কী ধরনের কোড?' বলল ম্যাসন। নিজের কোলে রাখা জার্নালটার প্রথম পাতায় চোখ আটকে আছে তার। 'এ-ধরনের অক্ষর আগে কোনোদিন দেখিনি।'

কয়েক মিনিট পর হাল ছেড়ে দিল শ্যারন। জার্নাল বন্ধ করে

বলল, 'সম্ভব নয়। এ-জিনিস ডিসাইফার করতে হলে পেশাদার ক্রিপ্টোলজিস্ট দরকার।'

'এনক্রিপশনের পিছনে একটাই কারণ থাকতে পারে,' ম্যাসন বলল। 'নিশ্চয়ই স্পর্শকাতর কোনও তথ্য আছে এর মধ্যে।'

'নাও থাকতে পারে,' বললেন ড. কনওয়ে। 'কোডটার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন আপনি, কিন্তু এটা কি জানেন, বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই তাদের গবেষণার সমস্ত নথি এভাবে সংরক্ষণ করেন? হোক সেটা গোপন, বা প্রকাশ্য বিষয়।'

'কিন্তু কেন?' ভ্রূকুটি করল ম্যাসন।

'এক ধরনের প্যারানয়া বলতে পারেন... নিজের আবিষ্কার চুরি হয়ে যাওয়ার ভয়। অনাদিকাল থেকেই চলছে এটা। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির গল্প শোনেননি? এমনভাবে নিজের জার্নাল লিখতেন উনি, যাতে আয়নার সামনে ধরে পড়তে হয়।'

অদ্ভুত বর্ণগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাসন, বোঝার চেষ্টা করল ওগুলোর ভিতরে কোনও ধরনের পরিচিত ছন্দ আছে কি না। কিন্তু তাতে লাভ হলো না। কী যেন মিস করে যাচ্ছে বার বার।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল সে। নতুন একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে আবছাভাবে। প্রথমে মনে হলো শোনার ভুল, কিন্তু আওয়াজের তীব্রতা বাড়তেই ভেঙে গেল ভুল ধারণা।

'ক্... কীসের আওয়াজ?' হতভম্ব গলায় বলল লিলি।

উঠে দাঁড়াল ম্যাসন, সঙ্গীদের মুখের দিকে পালা করে তাকাল। সবাইকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। পা বাড়াল সে। শব্দের উৎসের দিকে এগোল। দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে আসছে শব্দটা। ওখানে গিয়ে কান পাতল।

'কুকুরের ডাক না?' পিছন থেকে বলে উঠল স্যাম, বায়োলজি

টিমের তৃতীয় সদস্য।

'কুকুর-ই... কোনও সন্দেহ নেই,' সায় দিলেন ড. কনওয়ে।

'একটু ভুল করছেন আপনি, ডক্টর,' বলল ম্যাসন। 'শুধু কুকুর না, ওটা আসলে কুকুর আর নেকড়ের সংকর!' গতকাল থেকে এতবার শুনেছে ওই ডাক, ভুল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। 'ওর নাম লোবো!'

দুটো টানেলের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাবি, হাত মুঠো করে লোবোকে চুপ করতে ইশারা করল। ওর কয়েক গজ সামনে, একটা টানেলের দিকে মুখ করে চাপা স্বরে গরগর করছে কুকুরটা, শরীর কুঁজো করে নিয়েছে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে, হামলা শুরু হলে মনিবকে রক্ষা করবার জন্য তৈরি।

অ্যাবির ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে জিম পাটইয়াক, পাশে সিম্যান পাওয়েল। দেয়ালে আঁকা একটা সবুজ ত্রিভুজ দেখিয়ে জিম ফিসফিস করে বলল, 'এই যে... এ-দিক দিয়ে যেতে হবে।' গলা কাঁপছে তার।

লোবোকে এগোবার ইশারা করল অ্যাবি। ঘাড়ের লোম খাড়া করে হাঁটতে শুরু করল কুকুরটা, তার পিছু নিল ওরা। সতর্ক পদক্ষেপে। সমস্ত ইন্দ্রিয় খাড়া করে রেখেছে প্রত্যেকে।

ভূ-গর্ভস্থ এই টানেল নেটওয়ার্কে ওঁত পেতে থাকা বিপদ সম্পর্কে সচেতন ওরা। গত আধ ঘণ্টায় কয়েক দফা দেখা পেয়েছে অচেনা প্রাণীগুলোর। উপরে দেখা প্রাণীটার মতই চেহারা সবগুলোর, ওটার মতই হামলা চালাবার চেষ্টা করেছে ওদের উপর। প্রতিবারই ফ্লেয়ার ছুঁড়ে নিরস্ত করা হয়েছে ওগুলোকে। ইতিমধ্যে বুঝে গেছে ওরা—ফ্লেয়ারের উজ্জ্বল আলো আর তাপ সহ্য করতে পারে না প্রাণীগুলো। তবে এই কৌশলের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। আর মাত্র দুটো ফ্লেয়ার শেল আছে অ্যাবির

কাছে। ওগুলো শেষ হবার পর কী ঘটবে, তা ভাবতেও ভয় পাচ্ছে।

মিটমিট করে উঠল জিমের হাতের ফ্ল্যাশলাইট। ক্ষণিকের জন্য ওদেরকে ডুবিয়ে দিল অন্ধকারে। গাল দিয়ে উঠল ও, দেয়ালের গায়ে ঠুকল ফ্ল্যাশলাইটটা। আবার জ্বলে উঠল আলো... তবে আগের চেয়ে দুর্বল।

'শালার পোড়া কপাল,' গজগজ করে উঠল পাওয়েল। 'এবার দেখি আলোটাও বেঈমানী শুরু করেছে!'

ফ্ল্যাশলাইটটার কোনও দোষ নেই। টুইন অটারের ইমার্জেন্সি কিট থেকে ওটা সংগ্রহ করেছে অ্যাবি—পুরনো... বিমানের অরিজিন্যাল গিয়ারের অংশ। ব্যাটারিও বদলানো হয়নি বহুদিন। প্রয়োজন পড়েনি। মনে মনে নিজেকে শাপ-শাপান্ত করল অ্যাবি। ইশ্‌শ্‌... আরেকটু যদি সতর্ক হতো... যদি নিয়মিত ব্যাটারি বদলাত ফ্ল্যাশলাইটের... তা হলে এই সমস্যায় পড়তে হতো না।

আবারও মিটমিট করল আলোটা। অনুনয়ের ভঙ্গিতে জিম বলল, 'প্লিজ... নিভিস না! প্লিজ!!'

হাতের মধ্যে ফ্ল্যাশলাইটটাকে কয়েকবার ঝাঁকাল সে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য একটু উজ্জ্বল হলো আলো... শেষবারের মত প্রদীপ যে-ভাবে দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, অনেকটা সে-ভাবে... তারপরেই নিভে গেল পুরোপুরি। হাজার চেষ্টাতেও ওটাকে আর জ্বালতে পারল না জিম।

গাঢ় একটা পর্দার মত ওদেরকে ঘিরে ধরল আঁধার। চারদিক মিশমিশে কালো। কিচ্ছু দেখা যায় না।

'লোবো!' ফিসফিসিয়ে ডাকল অ্যাবি।

ওর পায়ে শরীর ঘষল কুকুরটা। ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে। ওটার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল অ্যাবি। একটু শান্ত হলো তাতে লোবো।

'এবার কী?' জিজ্ঞেস করল জিম।

'ফ্লেয়ার জ্বালুন,' অ্যাবিকে বলল পাওয়েল। 'আলো যতক্ষণ জ্বলে, তার মধ্যে একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে নেবার চেষ্টা করব।'

'মাত্র দুটো শেল আছে আমার কাছে,' জানাল অ্যাবি। 'এখুনি যদি খরচ করে ফেলি, পরে জানোয়ারগুলো হামলা চালালে কী করব?'

'অন্ধকারে বসে থেকেও তো লাভ হবে না। ওগুলোকে আসতে দেখব না। এখানে আমরা সম্পূর্ণ অরক্ষিত।'

যুক্তিটা অকাট্য। ফ্লেয়ার গান উঁচু করল অ্যাবি। ট্রিগার চাপতে যাবে, এমন সময় হিসিয়ে উঠল জিম।

'দাঁড়ান! ডানে তাকান! কী ওটা? আলো?'

মাথা ঘুরিয়ে চোখ পিটপিট করল অ্যাবি। সাদাটে একটা আভা দেখতে পেল—কিছু একটা জ্বলজ্বল করছে দূরে। বলল, 'আলোই তো মনে হচ্ছে। স্টেশনের কোনও বাতি?'

'মনে হয় না,' জিম বলল। 'এণ্ট্রান্স থেকে এখনও আমরা বেশ খানিকটা দূরে।'

'স্টেশন না হোক, আলো তো জ্বলছে!' বলল পাওয়েল। 'চলুন ওদিকে যাই। ফ্লেয়ার জ্বালুন।'

'না, তাতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে,' বলল অ্যাবি। 'আলোর উৎসটা আর আলাদা করতে পারব না।'

'তা হলে?'

'অন্ধকারেই পথ খুঁজে নিতে হবে।' ফ্লেয়ার গানটা কোমরে গুঁজে ফেলল অ্যাবি। 'আসুন, হাত ধরাধরি করে এগোই।'

মাঝখানে রইল ও, দু'পাশ থেকে ওর হাত ধরল পাওয়েল আর জিম। এরপর তিনজনে হাঁটতে শুরু করল। লোবো যথারীতি সামনে থাকছে। এগোবার গতি ধীর, আলোর অভাবে খুব

সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। খানাখন্দে পা ফেলে গোড়ালি মচকালে সর্বনাশ!

দাঁত সারাক্ষণ শিরশির করছে অ্যাবির, মাথাও ঘুরছে অল্প অল্প। স্নেক পিটে ঢোকার পর থেকে শুরু হয়েছে এই কাণ্ড। সঙ্গীদের মুখেও শুনেছে একই অসুবিধের কথা। হতে পারে ব্যাপারটা স্টেশনের জেনারেটর বা অন্য কোনও যন্ত্রের ভাইব্রেশনের প্রভাব—যদিও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছে না ব্যাখ্যাটায়। মূল স্টেশন থেকে এখনও বেশ দূরে ওরা, তা হলে ভাইব্রেশনের প্রভাব ক্ষণে ক্ষণে কমছে-বাড়ছে কেন?

আঁকা-বাঁকা টানেল ধরে পর পর কয়েকটা বাঁক পেরুল ওরা।

একটু পর পাওয়েল বলল, 'মেঝেটা ঢালু হয়ে এসেছে, খেয়াল করেছেন? মনে হচ্ছে দ্বীপের আরও গভীরে নেমে যাচ্ছি আমরা।'

'এমন তো হবার কথা না,' বলল জিম। 'নিশ্চয়ই ম্যাপিং করা ট্রেইল থেকে সরে এসেছি আমরা। পথ হারিয়েছি কি না কে জানে।'

'আলোটা কিন্তু উজ্জ্বল হয়েছে অনেক,' সামনের দিকে ইশারা করল অ্যাবি।

'ছোটবেলায় দাদুর মুখে *সেডনা*-র গল্প শুনেছিলাম,' জিম বলল। 'সেরকম কিছু না হলেই হয়।'

'সেডনা!' বিস্ময় প্রকাশ করল পাওয়েল। 'ওটা আবার কী জিনিস?'

'জিনিস না, ইনুইট উপকথার দুষ্ট এক ডাইনি,' বলল অ্যাবি। 'জ্বলজ্বলে শরীর তার, আলো ঠিকরে বেরোয়। আঁধার রাতে সেই আলোকে অনুসরণ করতে গিয়ে পথ হারায় নিঃসঙ্গ জেলেরা... সাগরে ডুবে মরে।'

'প্রথমে দানব... এখন আবার ভূতের কাহিনি!' সখেদে বলল

পাওয়েল। 'আর্কটিকের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে আমার।'

আর কোনও কথা বলল না কেউ। নীরবে হেঁটে চলল। মিনিটপাঁচেক পর, বড় একটা মোড় ঘুরতেই দেখা পেল আলোর উৎসের। বড় একটা গুহার মত জায়গায় পৌঁছেছে ওরা, একপাশের দেয়ালে ফাটল ধরেছে, সেই ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে এক চিলতে আলো, বরফের মেঝেতে প্রতিফলিত হয়ে আবছাভাবে আলোকিত করে তুলেছে গুহার অভ্যন্তর। হাত ছেড়ে দিয়ে ফাটলের দিকে এগোল তিনজনে। ঘেউ ঘেউ করে ডাক ছাড়ল লোবো—ও-ও অন্ধকারের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি।

চারদিকে নজর বোলাল পাওয়েল। 'কোথায় এলাম? সামনে যাওয়ার তো কোনও রাস্তা নেই দেখছি।'

'আলোটা কীসের, সেটা আগে জানা দরকার,' বলল অ্যাবি।

ওদের কথা সম্ভবত শোনা গেছে ফাটলের ওপাশ থেকে। একটা নারীকণ্ঠ ডেকে উঠল, 'হ্যালো? কে ওখানে?'

গরগর করে উঠল লোবো।

খপ্ করে অ্যাবির হাত চেপে ধরল পাওয়েল। 'কার গলা? সেডনা না তো!'

মুচকি হাসল অ্যাবি। 'ওই ডাইনি ইংরেজি বলতে পারে না।' হাত ছাড়িয়ে সামনে এগোল ও। ধমক দিয়ে চুপ করালো লোবোকে। তারপর পাল্টা ডাক দিল, 'হ্যালো?'

'কে কথা বলছেন?' নতুন একটা গলা ভেসে এল... পুরুষকণ্ঠ।

চমকে উঠল অ্যাবি। এই গলা ও চেনে। 'ক্... কে? মি. ম্যাসন?'

'মিস ম্যানিটক!' ম্যাসনও চিনল ওর গলা। 'আপনি?'

তাড়াতাড়ি ফাটলের পাশে চলে গেল অ্যাবি। বেশি বড় না ওটা, বড়জোর দু'ইঞ্চির মত হবে। ওখান দিয়ে আসছে আলো

আর সাংবাদিকের গলা। আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল—ম্যাসন বেঁচে আছে... তারমানে রানাও!

'কীভাবে... ওখানে কোত্থেকে এলেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

জবাব দেবার আগেই আবারও হাঁকডাক জুড়ে দিল লোবো। এবার আগের চেয়ে জোরে গর্জন করছে, ঘুরে গেছে গুহামুখের দিকে। ঝট্ করে ওদিকে ঘুরল অ্যাবি, থমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একজোড়া রক্তলাল চোখ জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল জিম।

হেলে-দুলে টানেলের অন্ধকার থেকে আলোকিত গুহায় ঢুকল একটা দানব। সশব্দে নাক টানছে, কুঁৎকুঁতে চোখে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। এটাই ওদের দেখা সবচেয়ে বড় দানব, আগেরগুলো এর চেয়ে ছোট ছিল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল অ্যাবির শরীরে। টান দিয়ে বের করে আনল কোমরে গোঁজা ফ্লেয়ার গানটা। টিপে দিল ট্রিগার। দানবের দিকে উড়ে গেল ফ্লেয়ার, গায়ে বাড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল পায়ের কাছে, তারপরেই চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে বিস্ফোরিত হলো।

চিৎকার করে উঠল দানবটা। ঝটপট পিছিয়ে গেল কয়েক পা, তারপরেই উল্টো ঘুরে ছুটে পালিয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল টানেলের অন্ধকারে।

'আলো নিভলে আবার ফিরে আসবে ওটা,' শঙ্কিত গলায় বলল পাওয়েল।

'আর মাত্র একটা শেল আছে,' বলল অ্যাবি। 'ওটা ফুরোলেই আমরা শেষ।' দেয়ালের ফাটলের দিকে ফিরল। 'ওই দানবের ব্যাপারে কিছু জানেন আপনি, ম্যাসন?'

'গ্রেণ্ডেল বলে ওগুলোকে,' ম্যাসন জানাল। 'দ্বীপের গভীরে বহু বছর ধরে শীতনিদ্রায় ছিল, সম্প্রতি জেগে উঠেছে। আধুনিক

তিমির স্থলচর পূর্বপুরুষ। খুবই হিংস্র। যত দ্রুত পারেন সরে যান ওগুলোর নাগাল থেকে।'

'যাওয়ার কোনও জায়গা নেই আমাদের,' অ্যাবি বলল। 'রানা কোথায়?'

কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিল ম্যাসন। তারপর বলল, 'বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি আমরা। মি. রানা স্টেশনের ভিতরেই কোথাও আছেন... কিন্তু ঠিক কোথায়, তা বলতে পারব না।'

লোকটার কথাগুলো ঠিক আন্তরিক মনে হলো না অ্যাবির কাছে। মনে হলো কিছু গোপন করে যাচ্ছে। কিন্তু এখন তা নিয়ে তর্ক করবার সুযোগ নেই। বলল, 'এখান থেকে কীভাবে বেরুতে পারি, জানেন আপনি? আমাদের ফ্ল্যাশলাইটের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে। অস্ত্র বলতে আছে একটা মাত্র ফ্লেয়ার।'

'আপনারা ভিতরে ঢুকলেন কীভাবে?'

'একটা ভেণ্টিলেশন শাফট ধরে। সারফেস থেকে স্নেক পিট পর্যন্ত নেমে এসেছে ওটা।'

'জায়গাটা একদম নিরাপদ নয়। একটু অপেক্ষা করুন। আমাদের এখানে একটা টুল শেলফ আছে... দেখি, ফাটলটা বড় করা যায় কি না। তা হলে এ-পাশে চলে আসতে পারবেন।'

আশাবাদী হতে পারল না অ্যাবি। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, বরফের দেয়ালটা প্রায় তিন ফুট পুরু। শাবল-গাঁইতি থাকলেও ফাটল বড় করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। ম্যাসনকে জানাল সেটা।

'এক কাজ করি না কেন?' ম্যাসনের পিছন থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ, প্রথমে যেটা শোনা গিয়েছিল। 'সি-গেইটের মোটরদুটোর বেশ ক'টা ফিউয়েল ড্রাম আছে এখানে। সলতে লাগিয়ে মলোটভ ককটেলের মত ফাটানো যায় না? দেয়ালটা হয়তো ধসিয়ে দেয়া যাবে।'

'উঁহুঁ, ওটা ঝুঁকিপূর্ণ। বিস্ফোরণে আমরাই আহত হতে পারি।' দ্বিমত পোষণ করল ম্যাসন। 'তবে ফিউয়েল ড্রামগুলো হয়তো অন্যভাবে কাজে লাগানো যাবে। অ্যাবি, একটু দাঁড়ান। ব্যবস্থা একটা নিচ্ছি।' ফাটলের পাশ থেকে সরে গেল ম্যাসন।

মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল ওদিকে। সাংবাদিক তার সঙ্গীদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে। একটু পরে অ্যাবিকে জানাল, 'একটা বুদ্ধি করেছি আমরা। আপনারা দেয়ালের পাশ থেকে সরে দাঁড়ান।'

ফাটলের মধ্যে কী যেন একটা গুঁজে দেয়া হলো। হোস-নজলের মত লাগল অ্যাবির কাছে। পেট্রলের উৎকট গন্ধ আসছে ওটা থেকে। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল ও। লোবোকে নিয়ে পাওয়েল আর জিম আগেই সরে গেছে।

ম্যাচ ঘষার মত ফস করে একটা আওয়াজ হলো, তারপরেই ফাটলের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে এল আগুনের বিশাল এক গোলা। তীব্র উত্তাপ অনুভব করল অ্যাবি, মনে হলো, ভুরু আর পাপড়ি পুড়ে গেছে। পিছাতে গিয়ে হোঁচট খেলো ও, পড়ে গেল চিৎ হয়ে। ছুটে এল পাওয়েল, ওকে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে আনল নিরাপদ দূরত্বে।

'কোথাও লাগেনি তো?' উদ্বেগমাখা গলায় জানতে চাইল পাওয়েল।

উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়ল অ্যাবি। 'নাহ্। এই ঠাণ্ডার মধ্যে গরমটা বরং ভালই লেগেছে।'

'আরেকটু হলে তো পুড়েই যেতেন!'

সেটা জানা আছে অ্যাবির। দেয়ালের দিকে চোখ ফেরাল। ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে তরল আগুন। ছিটকে পড়ছে গুহার মেঝেতে, নিভছে না। বরফের উপরে উদ্বাহু নৃত্য জুড়েছে আগুনের শিখা। অদ্ভুত দৃশ্য। ধীরে ধীরে বাড়ছে গুহার উত্তাপ।

'ভাল বুদ্ধি,' বলল অ্যাবি। 'বরফ গলিয়ে আমাদের জন্য পথ

বানানোর চেষ্টা করছেন ওঁরা।'

মেঝেতে ধীরে ধীরে বাড়ছে জ্বলন্ত ডিজেলের পরিমাণ, গড়াতে গড়াতে আসছে ওদের দিকে। পায়ে পায়ে পিছাতে থাকল তিনজনে।

'ভাল বুদ্ধি না ছাই!' বিরক্ত গলায় বলল পাওয়েল। 'ওই পথ তৈরি হবার আগে তেলে ভাজা কাবাব হয়ে যাব আমরা!'

হোস-নজল অপারেট করছে ম্যাসন, তাকে সাহায্য করছে নেভিল। একটা ম্যানুয়াল পাম্পের হাতল ঘুরিয়ে ফিউয়েল ড্রাম থেকে হোসে ডিজেল সরবরাহ করছে স্যাম। দরজার কাছে পাহারায় রয়েছে লিলি। পানির বন্যা বয়ে যাচ্ছে ফাটলের ভিতর থেকে—বাইরের দিকে যেমন পড়ছে, পড়ছে কণ্ট্রোল রুমের ভিতরেও। সেই পানিতে ভাসছে জ্বলন্ত ডিজেল। শেলফ থেকে পাওয়া দুটো ফায়ার-ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে যাচ্ছে ড. কনওয়ে আর শ্যারন।

'প্রেশার বাড়াও!' চেঁচিয়ে বলল ম্যাসন। তারপর নজলের লিভার ঘুরিয়ে ফাটলের আগুনে আরও বেশি করে ডিজেল ছিটাতে শুরু করল। সাবধানে কাজ করছে, সারাক্ষণ নজর রাখছে আউটওয়ার্ড প্রেশারের দিকে, নইলে ডিজেলের আগুন ওদেরকেই পুড়িয়ে মারবে।

ফাটলের কাছাকাছি এগিয়ে গেল শ্যারন, মুখের সামনে হাত তুলল বাষ্প থেকে বাঁচার জন্য। কয়েকবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে পিছিয়ে এল আবার। ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অর্ধেকটা হয়ে গেছে।'

'কতখানি চওড়া?' জানতে চাইল ম্যাসন।

'দেড় ফুটের মত। খুব বেশি বলা যাবে না, তবে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকতে পারবে আপনার বন্ধুরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার নজলের দিকে মনোযোগ দিল ম্যাসন। ফাটল বড় না হলেই ভাল, তা হলে গ্রেণ্ডেলগুলো ওখান দিয়ে ঢুকতে পারবে না কণ্ট্রোল রুমে।

লিলির চিৎকার শুনে আচমকা থতমত খেয়ে গেল সে।

'থামুন!'

তাড়াতাড়ি লিভার ঘুরিয়ে নজল বন্ধ করল ম্যাসন। ঘুরল মেয়েটার দিকে।

'রাশান সোলজার!' ফিসফিসিয়ে বলল লিলি। 'প্যাসেজের ওপাশের দরজাটা খুলে ফেলেছে ওরা।'

এগিয়ে গিয়ে দরজার কাঁচ দিয়ে বাইরে উঁকি দিল ম্যাসন।

'আমাদের খোঁজ পেল কীভাবে?' হতভম্ব গলায় বলল স্যাম।

সঙ্গীদের দিকে ফিরল ম্যাসন। 'বোধহয় আগুনের আভা দেখতে পেয়েছে।'

'এ-পর্যন্ত আসতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলেন ড. কনওয়ে। 'প্যাসেজটা তো বরফে ভরা।'

'পুরোপুরি নয়। কষ্টে-সৃষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে আসা সম্ভব। হয়তো একটু সময় লাগবে, কিন্তু ওরা আসবেই।'

'ঝামেলা হয়ে গেল তো!'

'তা তো বটেই।'

'কী করব আমরা এখন?' নার্ভাস গলায় জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'নতুন একটা প্ল্যান খাড়া করা দরকার। আগেরটা তো মাঠে মারা পড়েছে।'

'কী প্ল্যান?'

জবাব দিল না ম্যাসন। তার বদলে অদ্ভুত একটা কাজ করল। পারকা-র হুডে লাগানো ড্র-স্ট্রিং টানল সে, একটা প্রান্ত কানে গুঁজল। এরপর শার্টের কলার উঁচু করল, একটা কোনা চেপে ধরল

গলার চামড়ায়। মুহূর্তে তার সাদাসিধে চেহারা বদলে যেতে দেখল বাকিরা, সেখানে ভর করল আশ্চর্য এক রুক্ষতা।

মুখ খুলল ম্যাসন। নিচু গলায় ডাকল, 'ডেল্টা ওয়ান, দিস ইজ ডেল্টা কণ্ট্রোলার। রেসপণ্ড!'

পনেরো

হতভম্ব চোখে তাকিয়ে আছে সবাই, কিন্তু সেসবের পরোয়া করল না ছদ্মবেশী সাংবাদিক। আবারও ডাকল ডেল্টা ওয়ানকে। পারকা-র লাইনিঙের তলায় লুকানো আছে তার মিনিয়েচার ইউএইচএফ ট্রান্সমিটার, শার্টের কলারে থ্রোট মাইক—অত্যন্ত শক্তিশালী... দ্বীপের এত গভীর থেকেও বার্তা পাঠাতে সক্ষম। তবে সেই বার্তা রিসিভ করবার জন্য বিশেষ ধরনের একটা ডিশ অ্যান্টেনা প্রয়োজন, সেটা বসানো হয়েছে চল্লিশ মাইল দূরে, ডেল্টা টিমের অস্থায়ী ক্যাম্পে। দ্বীপে পৌঁছুনোর পর থেকেই সবার অগোচরে ওদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে সে। সমস্যা একটাই—সে নিজে ওই ডিশ অ্যান্টেনা ব্যবহার করতে পারছে না; পারকার সেলাইয়ের ভিতরে রেডিও-সিগনাল রিসিভিং একটা লেয়ার বসানো হয়েছে, তবে সেটা ডিশ অ্যান্টেনার মত কার্যকর নয়।

কয়েক দফা ডাকাডাকির পর ভেসে এল জবাব। রিসেপশন খুব দুর্বল, ভেঙে ভেঙে আসছে।

'ডেল্টা... রিসিভিং।'

'স্ট্যাটাস কী তোমাদের?' জানতে চাইল ম্যাসন।

'টার্গেট... ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। ওমেগা স্টেশনের দখল ফিরে পেয়েছি। পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি এখন।'

সন্তোষ অনুভব করল ম্যাসন। খেলার মাঠ থেকে সরিয়ে দেয়া গেছে ড্রাকনকে—ওটা একটা বড় ধরনের হুমকি ছিল তাদের জন্য। প্রতিপক্ষ দলের অবশিষ্ট লোকগুলোকে সামলানো সহজ হবে এবার।

'ডেল্টা ওয়ান, বিপদে পড়েছি আমি,' বলল সে। 'রাশানদের কারণে এক্সট্র্যাকশনও ঝুঁকিপূর্ণ। সরাসরি কোনও হামলা চালানো হলে ওরা স্টেশনটাকে ধ্বংস করে দেবে। তাতে নষ্ট হয়ে যাবে এখানকার ল্যাব, স্পেসিমেন আর সমস্ত ডেটা। কাজেই কিছু করতে যেয়ো না। আমি চেষ্টা করে দেখছি নিজেই এখান থেকে বেরুতে পারি কি না। নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছুতে পারলে এক্সট্র্যাকশনের জন্য খবর দেব তোমাদেরকে। আমার অর্ডার না পেলে মুভ কোরো না।'

'এদিকে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, কণ্ট্রোলার। দুটো হেলিকপ্টার হারিয়েছি আমরা—ড্রাকন থেকে টর্পেডো মেরে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। ব্যাকআপ হিসেবে একটা হেলিকপ্টার পিছনে রেখে এসেছিলাম, ওটাই শুধু আছে। পুরো ফোর্সকে একসঙ্গে মুভ করাতে পারব না। এয়ার-অ্যাটাকও সম্ভব নয়।'

'অসুবিধে নেই। আপাতত একটা ইভ্যাক টিম রেডি রাখো মুভ করাবার জন্য। সময়মত যোগাযোগ করব আমি।'

'রজার দ্যাট, কণ্ট্রোলার।'

'কণ্ট্রোলার আউট।'

কান থেকে ড্র-স্ট্রিং নামিয়ে ফেলল ম্যাসন। ঠিকঠাক করে নিল শার্টের কলার। সোজা হতেই দেখল, চোখ বড় বড় করে

সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'কে আপনি?' সন্দিহান গলায় জানতে চাইল শ্যারন।

'আসল নাম জানতে চান? ওটা ইম্পরট্যান্ট নয়। ম্যাসন বলে ডাকছিলেন... সেটাই চলতে থাকুক।'

'নাম না, আমরা আপনার সত্যিকার পরিচয় জানতে চাই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাসন। লুকোচুরি করে আর লাভ নেই। এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে চাইলে, মিশনটা সফলভাবে শেষ করতে চাইলে বিজ্ঞানীদের সাহায্য প্রয়োজন হবে তার। তাই গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'আমি সিআইএ-র লোক। এই দ্বীপে ডেল্টা ফোর্স একটা টিম মোতায়েন করা হয়েছে... আপাতত ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছি। শুনে খুশি হবেন, রাশানদের কবল থেকে ওরা ওমেগা স্টেশনকে মুক্ত করেছে।'

স্বস্তি ফুটল বিজ্ঞানীদের চেহারায়। ড. কনওয়ে জানতে চাইলেন, 'আর আমাদের কলিগ-রা?'

'আশা করি ভাল আছে সবাই,' বলল ম্যাসন। 'কিন্তু এই সুসংবাদে আমাদের কোনও উপকার হচ্ছে না। এখানে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না ডেল্টা ফোর্স। যত দ্রুত সম্ভব, গ্রেণ্ডেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার আমাদের... তা হলে একটা সুযোগ আছে।'

'কীভাবে বেরুব?' জিজ্ঞেস করল নেভিল।

দেয়ালের ফাটলের দিকে ইশারা করল ম্যাসন। 'যে-পথে ওরা ঢুকেছে, সেই পথে।'

'কিন্তু ওদিকে তো গিজগিজ করছে অ্যাম্বিউলোসিটাসগুলো!' প্রতিবাদের সুরে বলল লিলি।

কামরার ভিতরে নজর বোলাল ম্যাসন। 'এখানকার সাপ্লাই ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে ওগুলোকে ঠেকানো যাবে। কিন্তু সেজন্যে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আসুন।'

ভদকার খালি বোতলে ভরা ক্রেটটার দিকে এগোল সে।

কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়েছিল আগুনের প্রবাহ, ফাটলের মধ্যে আবার সেটাকে জ্বলে উঠতে দেখল অ্যাবি। স্বস্তি পেল। ওপাশে খারাপ কিছু ঘটে গেছে কি না বুঝতে পারছিল না। মেঝেতে জ্বলতে থাকা তেলের কারণে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসও করতে পারছিল না। তবে এখন আর ভয় নেই। ফোকর প্রায় তৈরি হয়ে গেছে, একটু পরেই ওটা গলে স্টেশনে ঢুকে পড়তে পারবে ওরা।

দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল অ্যাবি। গুহামুখের কাছাকাছি পাহারা দিচ্ছে ওরা। ওকে ঘাড় ফেরাতে দেখে জিম বলল, 'দানবটা যায়নি এখনও। ছায়ার মধ্যে নড়াচড়া লক্ষ করছি আমরা।'

'খাবারের লোভ ছাড়তে পারছে না হারামজাদা!' খ্যাপাটে গলায় বলল পাওয়েল।

'এদিকে যতক্ষণ আগুন জ্বলছে, ততক্ষণ এগোবে না আশা করি,' বলল অ্যাবি। 'আপনারা সাবধানে থাকুন।'

'আগে জানলে একটা ফ্লেমথ্রোয়ার চাইতাম আমার জন্মদিনে,' গজগজ করে উঠল পাওয়েল। 'গত সপ্তাহেই ছিল দিনটা!'

দুই নাবিককে পেরিয়ে অন্ধকার টানেলে চলে গেল অ্যাবির দৃষ্টি। কী লুকিয়ে আছে ওখানে? গ্রেণ্ডেল... নরডিক উপকথার দানব। ম্যাসনের ভাষায়, আধুনিক তিমির স্থলচর পূর্বপুরুষ। কথাটা কি সত্যি হতে পারে? আদিবাসী ইনুইটদের মধ্যে নানা রকম গল্পগাথা চালু আছে তিমিদের অশুভ আত্মার ব্যাপারে—ওগুলো নাকি সাগর ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে, খুন করে অসহায় যুবক-যুবতীকে। এতদিন অ্যাবি ভেবেছে ওসব কুসংস্কার, কিন্তু এখন আর নিশ্চিত নয়।

দ্বিতীয়বারের মত আগুনের প্রবাহ থেমে যেতে দেখে দেয়ালের দিকে ফিরল ও। না, এবার আর অপ্রত্যাশিত নয়

ব্যাপারটা। মানুষ ঢোকার মত একটা ফোকর হয়ে গেছে ফাটলের জায়গায়, সেজন্যেই থামানো হয়েছে আগুন। এখুনি অবশ্য ওটা পেরুনো সম্ভব না, মেঝেতে জ্বলে চলেছে ডিজেল। সেই আগুনের তেজ কমার জন্য অপেক্ষা করল ও।

মিনিটতিনেক পর ছোট হয়ে এল আগুনের শিখা। পা বাড়াতে গেল অ্যাবি, কিন্তু তার আগেই ফোকর গলে ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল একজন। গায়ে একটা ফায়ার ব্ল্যাঙ্কেট জড়িয়ে বেরিয়েছে। এপাশে এসেই সেটার সাহায্যে আশপাশের একটু জায়গায় চাপড় মারল, তারপর পিছনদিকে ইশারা দিল বাকিদের।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল অ্যাবি। বেরিয়ে আসা মানুষটা একজন নারী। লম্বা, ছিপছিপে দেহ। গায়ে নীল রঙের থারমাল স্কিনসুট—সাধারণত আইস সেইলিঙের সময় পরে লোকে। ফোকরে হাত ঢুকিয়ে একটা মাইনিং ল্যান্টার্ন বের করে আনল মেয়েটা, উঁচু করে ধরল।

'ড. বেকেট!' চিনতে পেরে বলে উঠল জিম।

নিশ্চয়ই ড. শ্যারন বেকেট—ওমেগা ড্রিফট স্টেশনের প্রধান... বুঝতে পারল অ্যাবি। নামটা শুনেছে ও আজ সকালে। কিন্তু ভদ্রমহিলা এত কমবয়েসী হবেন, আশা করেনি।

'করছেন কী আপনি?' এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল পাওয়েল। 'বেরিয়ে এলেন কেন? আমাদের বরং ওপাশে যাওয়ার কথা।'

'প্ল্যান বদলাতে হলো,' তিক্ত হাসি হেসে বলল শ্যারন। 'এদিকটা ওদিকের চেয়ে নিরাপদ।'

ওর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন শোনা গেল রাইফেলের গর্জন। কন্ট্রোল রুমের লোহার দরজায় ধাতব শব্দ তুলল বুলেটের ধারা।

'রাশানরা?' ভুরু নাচাল পাওয়েল।

'আর কে?' সখেদে বলল শ্যারন।

ফোকর গলে আরেক্জন বেরিয়ে এল। ম্যাসন। বাইরে এসে সাহায্য করল বাকিদেরকে বের হতে। তিনজন পুরুষ আর একটি মেয়ে। সবার চেহারায় চাপা আতঙ্ক।

দলের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি ঘুরল ম্যাসনের দিকে। 'ওরা দরজায় গুলি করছে কেন, মি. ম্যাসন? লোহার ওই দরজা তো গুলি করে ভাঙা যাবে না।'

'ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে আটকে রাখতে চাইছে ওই কামরায়,' বলল ম্যাসন। 'যাতে সার্ভিস টানেল ধরে আরেক গ্রুপ এসে হামলা চালাতে পারে।'

মুখ কালো করে পাওয়েল বলল, 'এদিকে যে-অবস্থা, তাতে ভিতরে ফিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করা ভাল।'

'দু'দিকেই মৃত্যু,' মাথা নেড়ে বলল ম্যাসন। 'অন্তত এখানে গ্রেণ্ডেলদের সঙ্গে লড়াই করবার মত ফায়ারপাওয়ার আছে আমাদের সঙ্গে।' পকেট থেকে একটা ভদকার বোতল বের করল সে। ভিতরটা ডিজেলে ভরা, কাপড় গুঁজে আটকানো হয়েছে মুখ, তার মাঝ থেকে বের হয়ে আছে সলতে। 'এ-রকম গোটা বিশেক বানিয়েছি। আপনাদের ফ্লেয়ার যদি দানবগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, তা হলে হোমমেইড এই মলোটভ ককটেলগুলোও পারবে।'

'লড়াই করে লাভ কী?' জিজ্ঞেস করল অ্যাবি। 'কী করতে চাইছেন আপনি?'

'এই নরক ছেড়ে বেরিয়ে যেতে,' বলল ম্যাসন। 'আপনাদের ওই ভেন্টিলেশন শাফট ধরে।'

'আর আমি কিনা এখানে সংসার পাতার কথা ভাবছিলাম!' ঠাট্টা করল পাওয়েল।

'উপরে গেলে জমে মারা পড়ব আমরা,' প্রতিবাদ করল অ্যাবি। 'বাইরে এখনও প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে।'

'খোলা জায়গায় থাকব না আমরা, ওমেগা স্টেশনে যাব,' বলল ম্যাসন।

'ওমেগা! কিন্তু ওখানে তো রাশানরা...'

'ডেল্টা ফোর্সের একটা টিম ওমেগাকে মুক্ত করেছে,' বাধা দিয়ে জানাল শ্যারন। 'এখান থেকে বেরিয়ে আমরা যদি ইভ্যাকুয়েশন পয়েন্টে পৌঁছুতে পারি, ওরাই এসে নিয়ে যাবে আমাদেরকে।'

কপাল চাপড়াল পাওয়েল। 'ডেল্টা ফোর্স? হায় যিশু, তা হলে কেন খামোকা ওখান থেকে পালাতে গেলাম? কেন এখানে দানবের ধাওয়া খেতে এলাম?'

'ডেল্টা ফোর্সের কথা আপনারা জেনেছেন কীভাবে?' ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করল অ্যাবি।

ম্যাসনের দিকে ইশারা করল শ্যারন। 'আপনার এই বন্ধুর মুখে। বোধহয় জানেন না, উনি সিআইএ-র লোক... ডেল্টা ফোর্সের ওই টিমটার কন্ট্রোলার।'

'কী!' চমকে উঠল অ্যাবি।

আবারও গুলির শব্দ ভেসে এল ফোকরের ওপাশ থেকে। ম্যাসন ত্রস্ত গলায় বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ধরা পড়ে যাব। মুভ, এভরিওয়ান!'

নড়ল না অ্যাবি, চমক সামলে উঠতে পারেনি। ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে হচ্ছেটা কী, মি. ম্যাসন?'

ওর বাহু চেপে ধরল ম্যাসন, টান দিয়ে বাধ্য করল হাঁটতে। বলল, 'দুঃখিত, ও-সব ব্যাখ্যা করার সময় নেই এখন। পরে নাহয় শুনবেন।'

গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। টানেলে পৌঁছে মলোটভের সলতেয় লাইটারের সাহায্যে আগুন ধরাল ম্যাসন, তারপর সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে দিল সামনে। মাটিতে পড়ে কয়েক গড়ান খেলো

বোতলটা, তারপরেই চোখ-ধাঁধানো আলো আর কান-ফাটানো শব্দে বিস্ফোরিত হলো। চকিতের জন্য গ্রেণ্ডেলের পলায়মান অবয়ব দেখতে পেল অ্যাবি। মোড় পেরিয়ে টানেলের অন্যপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল দানবটা।

স্যামের হাত থেকে আরেকটা বোতল নিল ম্যাসন। তারপর দলের দিকে ফিরে বলল, 'চলুন এগোনো যাক।'

ষোলো

সার্ভিস টানেলের গায়ে লাগানো লোহার একটা মই বেয়ে উপরে উঠছে রানা ও তার সঙ্গীরা। সবার শরীরে ঝুলছে ওয়েপন্স লকার থেকে সংগ্রহ করা অস্ত্র আর গোলাবারুদ। বাড়তি ওজন নিয়ে মই বাইতে গিয়ে হাঁসফাঁস করছে সবাই। কথা বলছে না কেউ। সমস্ত মনোযোগ এগিয়ে যাওয়ার দিকে।

প্ল্যানটা বেশ সরল—চলার মধ্যে থাকবে ওরা, কোথাও স্থির হবে না। এর মাঝে পথ খুঁজবে আইস স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়ার। একটা *স্লট* বয়া ভাসিয়ে রেখে গেছে পোলার সেন্টিনেল, ওটা ক্রমাগত সাহায্যের আবেদন পাঠিয়ে চলেছে... খুব শীঘ্রি সেই বার্তা পেয়ে আমেরিকান রি-এনফোর্সমেন্ট এসে যাবে। ততক্ষণ লুকিয়ে থাকবে ওরা সারফেসের কোনও পাহাড়-পর্বতের গুহায়।

ছোট্ট একটা পেনলাইট ঝুলছে রানার গলায়, গ্রিনের কাছ

থেকে ধার নিয়েছে, সেটার আলোয় ডানপাশের দেয়ালে একটা হরাইজণ্টাল শাফট দেখতে পেল। মই ছেড়ে ঢুকে পড়ল ওটায়। ওর পিছু পিছু শাফটে ঢুকল বাকিরাও। এগোবার আগে পেনলাইট ঘুরিয়ে সামনেটা দেখে নিল ও। না, সম্প্রতি এই শাফট ব্যবহার হয়েছে... এমন কোনও নিদর্শন নেই।

'সিভিলিয়ানদের কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল কমাণ্ডার ফিশার।

'না,' বলল রানা। 'এ-পথে যায়নি ওরা।'

'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বলল গ্রিন। 'গেল কোথায়? মনে হচ্ছে ওদেরকে ছাড়াই স্টেশন থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে।'

'আশা করি লুকানোর মত একটা ভাল জায়গা খুঁজে নিতে পারবে ওরা,' বলল রানা। 'আমরা যদি বেরুতে পারি, ওরা নিরাপদে থাকবে। আমাদের খোঁজে সারফেসে বেরিয়ে আসবে সার্চ পার্টি। ভিতরে আর খোঁজাখুঁজি করবে না।'

'তা-ই যেন হয়।'

নীরবতায় কেটে গেল পরের কয়েকটা মিনিট। তারপরেই শোনা গেল চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ। কেঁপে উঠল শাফটের দেয়াল আর মেঝে।

'ইয়েস!' উল্লাস প্রকাশ করল ফিশার।

মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। কমাণ্ডারের মুখে হাসি লক্ষ করে বলল, 'আপনি এত খুশি কেন?'

'বেরুনোর আগে ওয়েপন্স লকারের ভিতরে গ্রেনেড দিয়ে একটা বুবি-ট্র্যাপ বানিয়ে এসেছিলাম,' বলল ফিশার। 'মনে হচ্ছে ওটার স্বাদ পেয়েছে রাশানরা। ডেভ পার্লের মৃত্যুর প্রতিশোধ।'

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। মন খারাপ হয়ে গেছে। এত মৃত্যু... এত রক্তপাত... কোনও মানে হয় এর? দু'পক্ষেই প্রাণ দিচ্ছে হতভাগ্য সৈনিকেরা—হয়তো খারাপ মানুষ নয় ওরা, স্রেফ

আদেশ পালন করছে। অথচ যারা সেই আদেশ দিচ্ছে... যারা এখানকার সমস্ত ঝামেলার হোতা... তারা রয়ে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফুলের টোকাও লাগছে না তাদের গায়ে। অন্যায়!

দ্রুত এগিয়ে চলল ওরা। শাফট থেকে বেরিয়ে এল নতুন একটা প্রকোষ্ঠে। এক আর দুই নম্বর লেভেলের মাঝামাঝি ওটা। উপরদিকে আরেকটা শাফট উঠে গেছে, সেটাতে ঢোকার আগে বাড়তি সতর্কতা পালন করল। ওদের পলায়ন ঠেকাতে নিশ্চয়ই পাহারা বাড়ানো হয়েছে স্টেশনের উপরদিকটায়, সার্ভিস টানেল আর শাফটগুলোর ভিতরে ফাঁদ বসানো হতে পারে। থাকতে পারে ডিটেকশন ডিভাইস। খুব সাবধানে তাই আগে বাড়ল ওরা।

এতসব সতর্কতার অবশ্য প্রয়োজন পড়ল না, কিছুই পাওয়া গেল না পথের মাঝখানে। খাড়া শাফট থেকে হরাইজন্টাল আরেকটা শাফটে ঢুকল ওরা, একটু উঁচু হয়ে সেটা গিয়ে মিশেছে এক নম্বর লেভেলে। শেষ প্রান্তে রয়েছে গ্রিল লাগানো পাল্লা—স্ক্রু দিয়ে আটকানো। কাছাকাছি যেতেই শোনা গেল মানুষের গলা... রুশ ভাষায় কথা বলছে। সেইসঙ্গে পায়ের শব্দ।

পেনলাইট নিভিয়ে ফেলল রানা, গ্রিলের কাছে গিয়ে সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। ওপাশে আইস স্টেশনের পরিত্যক্ত কিচেন। একপাশে লাইন ধরে বসানো আছে ছোট-বড় নানা আকারের স্টোভ আর আভেন। মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু কাউন্টার—মাছ-মাংস আর সবজি কাটার জন্য। কামরার বাকি অংশ দখল করে রেখেছে বেশ কয়েকটা শেলফ আর পুরনো আমলের ফ্রিজ। দুই পাল্লার একটা দরজা আছে অন্যপ্রান্তে। অলস ভঙ্গিতে সেটার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে দু'জন রাশান সৈনিক।

রানার ইশারা পেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল ফিশার। ওর পাশে এসে উঁকি দিল বাইরে। একটু পরেই কার ডাক পেয়ে যেন চলে গেল দুই সৈনিক। কিচেন এখন খালি।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে চান?'

ঠোঁট কামড়াল ফিশার। তারপর বলল, 'আরেকবার রাশান সোলজারের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবেন? সাজ তো নেয়াই আছে!' এখনও নীচের সৈনিকের পোশাক আর পারকা পরে আছে রানা, ইঙ্গিত করল সেদিকে।

'পারব। কিন্তু কেন?'

'চমৎকার একটা সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে। খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই, এখনও এই লেভেলের আলো জ্বালতে পারেনি ওরা, শুধু ইমার্জেন্সি লাইট জ্বলছে। যথেষ্ট ছায়া পাবেন সবখানে। হুড তুলে রাখলে কেউ ঠিকমত দেখতে পাবে না আপনার চেহারা। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে পারবেন সবখানে।'

'চাইছেন রেকি করে আসি?'

মাথা ঝাঁকাল ফিশার। 'নীচের বিস্ফোরণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই। এই-ই আমাদের সুযোগ। কীভাবে কোন্‌দিক দিয়ে পালানো যায়, সেটা দেখে আসবেন আপনি।'

'ভাল প্রস্তাব। আমি রাজি।'

'পুরোটাই কিন্তু আপনার অভিনয়-দক্ষতার উপরে নির্ভর করছে!'

একটু হাসল রানা। 'সেক্ষেত্রে একটু মোটিভেশন পেলে মন্দ হয় না। চরিত্রটা ভালমত ফুটিয়ে তুলতে পারব।'

'প্রাণ বাঁচাবার জন্য অভিনয়ে নামছেন, মোটিভেশন হিসেবে এটুকুই কি যথেষ্ট নয়?'

'তা-ও অবশ্য ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রানা। গ্রিলের পাল্লার স্ক্রু খুলে ফেলল ও। ফিশারের সঙ্গে শেষ কয়েকটা কথা সেরে সাপের মত পিছলে বেরিয়ে গেল টানেল থেকে। মেঝেতে নেমেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল।

'সাবধানে থাকবেন, মি. রানা!' বলে উঠল ফিশার।

'তা আর বলতে!' হাসল রানা। দৃঢ় পায়ে এগোল দরজার দিকে।

লোবোকে পাশে নিয়ে ম্যাসনের পিছু পিছু হাঁটছে অ্যাবি। সবার সামনে রয়েছে পাওয়েল। সলতেয় আগুন ধরিয়ে আরেকটা বোতল ছুঁড়ে দিল সে সম্মুখপানে। বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ ঘটল। আগুনের আভায় আলোকিত হয়ে উঠল টানেল। না, গ্রেণ্ডেলদের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। বিশ মিনিট হয়ে গেল দানবগুলোর ছায়াও চোখে পড়েনি ওদের।

ড. কনওয়ে ইতিমধ্যে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এর। তাঁর মতে, প্রাণীগুলো যেহেতু বরফের গভীরে বাস করে, সেহেতু অন্ধকার এবং হিম তাপমাত্রায় অভ্যস্ত। সামান্য পরিমাণে তাপ কিংবা আলো ওদেরকে আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু বেশি পরিমাণে তাপ আর আলো ওদের ইন্দ্রিয়ের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যেই পালিয়ে যায় ওরা।

তাঁর ধারণা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। নিরাপদে মার্কিং করা ট্রেইলে পৌঁছুতে পেরেছে ওরা। এখন দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে ভেন্টিলেশন শাফটের দিকে। পিছু পিছু রাশানদেরও ধাওয়া করে আসবার কথা, কিন্তু কেন যেন আসেনি। হতে পারে গ্রেণ্ডেলদের ব্যাপারে সচেতন ওরা, স্নেক পিটে ঢুকে বিপদে পড়তে চায়নি। হয়তো ভাবছে ওদের হয়ে দানবগুলোই খতম করে দেবে পলাতক মানুষগুলোকে।

লম্বা কদম ফেলে ম্যাসনের পাশে চলে এল অ্যাবি। অভিযোগের সুরে বলল, 'আপনার কাছে কৈফিয়ত পাওনা হয়েছে আমার।'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। বলল, 'মিশনটা পূর্ব-পরিকল্পিত... রাশানরা এই বেইসের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে দেখে

আয়োজন করা হয়। অ্যাডভান্স ম্যান হিসেবে পাঠানো হয়েছিল আমাকে, ডেল্টা ফোর্স মোতায়েন হবার আগেই এখানকার গোপন ফাইলপত্র সরিয়ে নেবার জন্য। আমার কাভার কীভাবে রাশানদের কাছে ফাঁস হলো, সেটা একটা রহস্য। হতে পারে সিআইএ-র ভেতর ওদের চর আছে। তার কাছে আমার মিশন সম্পর্কে জানতে পেরে আলাস্কায় অ্যামবুশ করে ওরা, ক্র্যাশ করায় আমার বিমানকে। মি. রানা যদি সময়মত হাজির না হতেন, নির্ঘাত মারা পড়তাম।'

'এ-সব তখন আমাদেরকে খুলে বলেননি কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাসন। 'কড়া নির্দেশ ছিল আমার উপরে—গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য। এই নির্দেশ এসেছে সরকারের সবচেয়ে উঁচুমহল থেকে, মিস ম্যানিটক! প্রুডো বে-র হামলার পরে ব্যাপারটা আরও নাজুক আকার ধারণ করে। যে-কোনও মূল্যে এখানে পৌঁছুনো জরুরি হয়ে পড়ে আমার জন্য। সে-কাজে আপনাকে আর মি. রানাকে ব্যবহার না করে উপায় ছিল না। আমি দুঃখিত।'

'এতসব সামান্য এক ক্রায়োজেনিকস্ রিসার্চের জন্য ঘটছে?' বিরক্ত গলায় বলল অ্যাবি। ইতিমধ্যে শ্যারনের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ-পরিচয় সেরে নিয়েছে ও। তার মুখে শুনেছে আইস স্টেশনের গোপন ল্যাবরেটরির খবর।

'সামান্য বলছেন একে? মৃত্যুকে পরাস্ত করবার কৌশল... এর গুরুত্ব কতখানি, তা আন্দাজ করতে পারছেন না?'

'তাই বলে আমাকে... আমার বাবাকে, বা রানার মত একজন হৃদয়বান মানুষকে এই বিপদের মধ্যে টেনে আনার কোনও অধিকার নেই আপনার। এ আপনার একার যুদ্ধ... কেন আমাদেরকে জড়ালেন?'

'দোষ আপনাদেরও কম নয়,' চাঁছাছোলা গলায় বলল

ম্যাসন। 'স্বীকার করছি, এখানে আসার আইডিয়াটা আমিই ঢুকিয়েছি আপনাদের মাথায়; কিন্তু সিদ্ধান্ত তো নিয়েছেন নিজেরাই! যদি না আসতেন, তা হলে কি জোর খাটাতে পারতাম? কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল কে? রহস্য ভেদ করতে উতলা হয়ে উঠেছিল কে? আপনারাই তো!'

'আপনার কথা ভেবে! অভিনয় করেছেন আপনি... নিজেকে অসহায়, দুর্বল দেখিয়েছেন। এমন ভাব করেছেন, যেন আমরা না থাকলে বেঘোরে খুন হয়ে যাবেন!'

'আমার জায়গায় থাকলে বুঝতেন, অভিনয়টা কেন জরুরি ছিল। আপনার... বা আপনার বাবার জন্য নয়; মি. রানাকে রিক্রুট করবার জন্য। ওঁর সম্পর্কে কতখানি জানেন, বলতে পারি না; কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন—মাসুদ রানার মত উদ্যমী, কৌশলী এবং বেপরোয়া লোক দুনিয়ায় খুব কম আছে। দেখামাত্র তাঁকে চিনতে পারি আমি, বুঝতে পারি—এ-লোকের সাহায্য পেলে আমার কাজ কতখানি সহজ হয়ে যাবে। ওঁকে দলে ভিড়িয়ে ভুল যে করিনি, তার প্রমাণ তো হয়েই গেছে। নিজের পরিচয় আমি লুকিয়ে রাখতে পেরেছি এতটা সময়, মি. রানাই সামাল দিয়েছেন সমস্ত বিপদ। তা ছাড়া বলতে দ্বিধা নেই, উনি সঙ্গে না থাকলে আমাদের অনেকেই এতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকত না। হি সেইভড় আস অল!'

'আর ওর জন্যে কী করেছেন আপনি? ড. বেকেটের কাছে তো শুনলাম, রানাকে বিপদে পড়তে দেখে পালিয়ে এসেছেন!'

'আমাকে সে-রকম নির্দেশই দিয়েছিলেন মি. রানা।' বলে অ্যাবির কাঁধে হাত রাখল ম্যাসন। 'প্লিজ, মিস ম্যানিটক, আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন। দেশের স্বার্থে... মিশনের স্বার্থে এ-সব করেছি আমি। আর কিছু নয়। পরিস্থিতি এতটা ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে, তা আশা করিনি। সেজন্য শুধু দুঃখই প্রকাশ করতে

পারি...'

'এই কথাগুলো আপনার রানাকে বলা উচিত...' গলা ধরে এল অ্যাবির।

'কিচ্ছু ভাববেন না,' ওকে অভয় দিল ম্যাসন। 'মি. রানা কঠিন পাত্র। এত সহজে ওঁকে ঘায়েল করতে পারবে না রাশানরা। ওদেরকে অতীতে বহুবার ঘোল খাইয়েছেন উনি—এজেন্সিতে ওঁর ফাইল দেখেছি আমি। দেখবেন, খুব শীঘ্রি বহাল তবিয়তে ফিরে আসবেন ভদ্রলোক। আপাতত নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হবে আমাদেরকে। এই নরক থেকে যদি বেরুতে পারি, ডেল্টা ফোর্সকে পাঠাব মিলিটারি অপারেশনের জন্য। রাশানদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে ওরা। বলা যায় না, মি. রানাকেও হয়তো উদ্ধার করতে পারবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যাসনের পাশ থেকে সরে গেল অ্যাবি। বিশ্বাস করেনি ওর একটা কথাও। শুরু থেকে ওদেরকে ধোঁকা দিয়েছে এই লোক, বার বার ঠেলে দিয়েছে বিপদের মুখে। অথচ তার হাতের মুঠোয় ডেল্টা ফোর্সের একটা টিম ছিল... চাইলেই সাহায্য করতে পারত সবাইকে। কিন্তু করেনি। কেন? যাতে ল্যাব থেকে ফাইল হাতানোর কাজে বাধা না পড়ে। মানুষের জীবনের চাইতে যার কাছে সামান্য ক'টা কাগজের মূল্য বেশি, তাকে বিশ্বাস করবে কী করে?

রানার জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। নেভির তিনজন অফিসার-সহ ওয়েপন্স লকারে অস্ত্র আনতে গিয়েছিল বলে শুনেছে শ্যারনের কাছে, পথে নাকি বিপদে পড়েছিল... সেজন্যেই পালিয়ে এসেছিল ম্যাসন। কিন্তু তারপর? এখন কী অবস্থায় আছে মানুষটা? বেঁচে আছে, না মরে গেছে? বুক খাঁ খাঁ করতে লাগল অ্যাবির। বহুদিন পর... বহু বছর পর... একজন পুরুষের জন্য এমন উদ্বেগ অনুভব করছে ও। এটা কি কেবলই বন্ধুত্ব, না

ভালবাসা? জানে না। শুধু জানে, রানাকে আরেকবার দেখতে না পেলে মূল্যহীন হবে ওর বেঁচে থাকা।

'ভেন্টিলেশন শাফটটা দেখতে পাচ্ছি আমি!'

পাওয়েলের ডাকে সংবিৎ ফিরল অ্যাবির। সামনে তাকাল। ওই তো, মেঝেতে দেখা যাচ্ছে রক্তের দাগ। তার পাশে, দেয়ালে মুখ ব্যাদান করে রেখেছে বড় একটা কালো গর্ত—ভেন্টিলেশন শাফটের মুখ। ওখান দিয়েই কয়েক ঘণ্টা আগে ঢুকেছিল পাওয়েল, জিম আর ও।

চলার গতি বাড়িয়ে দিল সবাই। শাফটের মুখের সামনে গিয়ে জড়ো হলো। আলো ফেলে ভিতরটা দেখল ম্যাসন। বড্ড খাড়া। উপর থেকে পিছলে নামার জন্য ভাল, কিন্তু উঠতে গেলে কষ্ট আছে। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'আমাদের একজনকে আগে যেতে হবে। উপরে গিয়ে যদি একটা দড়ি ফেলতে পারে নীচে, সেটা বেয়ে উঠতে পারব বাকিরা।'

'দড়ি নেই আমাদের সঙ্গে,' জানাল নেভিল।

'আছে,' বলে উঠল জিম। 'বিমান থেকে একটা দড়ির গোছা নিয়ে এসেছিলাম আমরা। গ্রেণ্ডেলের ধাওয়া খেয়ে যখন শাফটে ঢুকি, ওটা ফেলে দিয়েছিলাম কাঁধ থেকে। এণ্ট্রান্সের কাছাকাছিই আছে ওটা।'

'কতটা লম্বা?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন। 'এ-পর্যন্ত পৌঁছুবে?'

'মেপে দেখিনি, তবে পৌঁছুবে বলে মনে হয়েছিল।'

'গুড। তা হলে কে যাবে, সেটা ঠিক করে ফেলা যাক।'

'আমিই যাই,' বলল শ্যারন। 'শাফটের দেয়াল একেবারে মসৃণ। আমার পায়ে ক্র্যাম্পন আছে...' জুতোর তলায় লাগানো কাঁটাঅলা ক্র্যাম্পনগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল, 'আপনাদের চেয়ে অনেক সহজে উঠে যেতে পারব। এ-জিনিস আপনাদের কারও পায়ে লাগবে না। আমার মাপে তৈরি।'

'আমার পায়ে লাগবে... একই সাইজের জুতো আমাদের,' বলে এগিয়ে এল অ্যাবি। 'কিছু মনে করবেন না, ড. বেকেট তবে আমি গেলে বেশি ভাল হয়। আপনার যে কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে, তা তো অস্বীকার করতে পারবেন না।'

ওর বধিরতার কথা বলছে অ্যাবি, বুঝতে পারল শ্যারন। উপরে একটা গ্রেণ্ডেল আছে, ওটা যদি শাফটে হামলা চালিয়ে বসে, আগে থেকে সতর্ক হতে পারবে না ও... শুনবে না ওটার এগিয়ে আসার শব্দ। যুক্তিটা অগ্রাহ্য করবার নয়।

'ক্লাইম্বিঙের অভিজ্ঞতা আছে আপনার?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অ্যাবি।

আপত্তি না করে ক্র্যাম্পন খুলে দিল শ্যারন। মেঝেতে বসে ওগুলো পরতে শুরু করল অ্যাবি।

সি-গেটের কন্ট্রোল রুম থেকে একটা আইস-অ্যাক্স নিয়ে এসেছে স্যাম, সেটা বাড়িয়ে ধরল। 'এটাও কাজে লাগবে আপনার।'

'থ্যাঙ্কস,' বলে কুঠারটা নিল অ্যাবি। উঠে দাঁড়াল। ওর হাতে দুটো মলোটভ ককটেল আর লাইটার তুলে দিল ম্যাসন। বলল, 'সাবধানে যাবেন। বেশি ঝুঁকি নেবার দরকার নেই, বিপদ দেখা দিলে ফিরে আসবেন এখানে। পরে নাহয় আবার চেষ্টা করা যাবে।'

লাইটার আর বোতলদুটো পারকার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল অ্যাবি। বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। আশা করি একবারেই সারতে পারব কাজ।' জিমের দিকে তাকাল। 'লোবোকে দেখে রেখো। গ্রেণ্ডেলগুলোর গন্ধে অস্থির হয়ে উঠেছে ও। খেপে গিয়ে ওগুলোকে ধাওয়া করতে পারে।'

'আমার উপর আস্থা রাখুন,' বলল জিম। 'ওকে কোথাও যেতে দেব না।'

'তা হলে চলি।'

পাওয়েল আর ম্যাসন অ্যাবিকে উঁচু করে ধরল. হাঁচড়ে-পাঁচড়ে শাফটের ভিতর ঢুকে গেল ও। ঢুকেই দেয়ালে গাঁথল ক্র্যাম্পন, যাতে পিছলে আবার বেরিয়ে না যায়। একটু অপেক্ষা করল ঠিকমত আটকেছে কি না বোঝার জন্য, এরপর সন্তুষ্ট হয়ে এগোতে শুরু করল।

যত উঠছে, ততই খাড়া হচ্ছে শাফট। নামার সময় বোঝা যায়নি। উঠতে গিয়ে খবর হয়ে গেল। শুধু ক্র্যাম্পন বিঁধিয়ে আর কাজ হচ্ছে না। আইস-অ্যাক্সটাও ব্যবহার করল অ্যাবি। কোপ মেরে দেয়ালে গাঁথছে ওটা, হাতল ধরে শরীর জাগাচ্ছে, তারপর ওঠাচ্ছে একটা করে পা।

অমানুষিক পরিশ্রম হচ্ছে, সময় লাগছে প্রচুর, অথচ ওঠার গতি খুবই মন্থর। পা আর হাতের পেশি টন টন করছে ব্যথায়। কিছুক্ষণ পর পর বিশ্রাম নিতে বাধ্য হচ্ছে অ্যাবি। কতটা সময় পেরুচ্ছে, কিচ্ছু বলতে পারবে না।

অর্ধেক দূরত্ব পেরুতেই ফুরিয়ে এল শক্তি। তবে হার মানল না অ্যাবি। সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে আর কোনও বিশ্রাম নেবে না। শাফটের দেয়াল যখন সমান্তরাল হতে দেখল, মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে। থামতে বাধ্য হলো ও, পেশিগুলো সাড়া দিচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর কুঠারের হাতল দু'হাতে ধরে একটু একটু করে উঠে এল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে শাফটের সমান্তরাল অংশে উঠে চিত হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ হাঁপালো ও, চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছে, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

ধাতস্থ হতে কয়েক মিনিট লাগল অ্যাবির। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো, তাকাল সামনে। আলো নেই ওর সঙ্গে, তবে সামনে আবছা একটা আভা চোখে পড়ছে। নিশ্চয়ই এন্ট্রান্স গলে আসছে আলো। হামাগুড়ি

দিয়ে এগোতে শুরু করল ও, তবে তাড়াহুড়ো করল না তাড়াহুড়োর ফল ভাল হয় না, বাবার কাছে এ-শিক্ষা পেয়েছে। কথাটা মনে পড়তেই পিতার কথাও মনে পড়ল। একটু স্বস্তি পেল। ওমেগা স্টেশন মুক্ত করেছে ডেল্টা ফোর্স, তারমানে রিচার্ড ম্যানিটকও মুক্ত... নিরাপদ। অন্তত একটা দুশ্চিন্তা তো কমল।

এখন আর কষ্ট হচ্ছে না চলতে। ধীর-স্থির ভঙ্গিতে সামনে এগোলো অ্যাবি। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল প্রথম মোড়টার কাছে। ওখানে থামল একটু। উঁকি দিল অন্যপাশে। না, গ্রেণ্ডেলটা নেই। এণ্ট্রান্স গলে ঢুকছে দিনের আলো। বাতাসের শনশনানি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই।

মোড় পেরুল অ্যাবি। এগিয়ে চলল এণ্ট্রান্সের দিকে। কাজ এখনও অনেকটাই বাকি। বাইরে গিয়ে দড়ির গোছাটা খুঁজে বের করতে হবে, ওটা আটকাতে হবে গ্রিলের পাল্লায়, নামিয়ে দিতে হবে শাফটের নীচে। কথা হলো, নিরাপদে কাজগুলো করতে পারবে কি না... বাইরে দানবটা ওর জন্য অপেক্ষা করছে কি না।

সময়ই এর জবাব দেবে।

সতেরো

গটমট করে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল রানা। ইতিমধ্যে মাথার উপর টেনে দিয়েছে পারকার হুড। বাড়তি অস্ত্র-শস্ত্র রেখে এসেছে পিছনে, কাঁধে ঝুলছে তিন নম্বর লেভেলের প্রহরীর কাছ থেকে

নেয়া একে-ফোরটি সেভেন রাইফেলটা।

ছায়ায় ছায়ায় এগোল ও, আলোয় গেল না। লক্ষ করল, কমন এরিয়ার মাঝখানে জমায়েত হয়ে আছে রাশান সৈনিকরা, সিঁড়ির আশপাশে। নীচ থেকে কালো ধোঁয়া উঠে আসছে ওখান দিয়ে—ওয়েপন্স লকারের বিস্ফোরণ এর জন্য দায়ী। একটু পর স্ট্রেচার-সহ দু'জনকে উঠে আসতে দেখল। পোড়া একটা দেহ তুলে এনেছে ওরা। আরও দুটো লাশ ওঠানো হয়েছে এর আগে—কমন এরিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় শুইয়ে রাখা হয়েছে ওগুলোকে। স্ট্রেচার নিয়ে সেদিকে চলল দুই বাহক। তাদের পিছু পিছু উঠে এল দু'জন অফিসার, থমথমে চেহারা। উত্তেজনার সৃষ্টি হলো জমায়েত সৈনিকদের মাঝে। শুরু হয়ে গেল শাপ-শাপান্ত। চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করছে পলাতকদের।

সৈনিকদেরকে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখল রানা। জ্বলে উঠল অনেকগুলো ফ্ল্যাশলাইট, টহলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। একটা আলোকরশ্মি ওর সামনে দিয়ে ঘুরে গেল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল রানা। দ্রুত এগোতে গিয়ে বাড়ি খেলো একটা চেয়ারের সঙ্গে—খটাস করে আওয়াজ হলো, মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে গেল চেয়ারটা। কেউ একজন উঁচু গলায় গাল দিল ওকে উদ্দেশ করে। না শোনার ভান করে এগিয়ে চলল ও।

স্টেশনে ঢোকার প্যাসেজের সামনে পৌঁছে থামল রানা। উঁকি দিল ওখান থেকে। এন্ট্রান্সের কাছে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে ওদের স্নো-ক্যাট, তবে ওটার ধ্বংসস্তূপ বুজিয়ে দিয়েছে অনেকখানি জায়গা। খানিকটা অংশ পরিষ্কার করে মানুষ চলাচলের জায়গা করা হয়েছে, ওখানে অস্ত্রহাতে পাহারা দিচ্ছে দু'জন সৈনিক। তবে এন্ট্রান্সের বাইরে আরও মানুষের নড়াচড়া দেখা গেল।

ভালমত সবকিছু দেখে নিচ্ছে রানা। এটাই ওর

দায়িত্ব—পুরো জায়গাটা রেকি করতে হবে, জানতে হবে কতজন শত্রু রয়েছে এখানে। ওদেরকে সামলানো যদি সম্ভব মনে হয়, তা হলে খবর দেবে বাকিদেরকে। তারপর ওয়েপন্স লকার থেকে পাওয়া গ্রেনেড ফাটিয়ে সৃষ্টি করবে ডাইভারশন, রাশানদের ব্যস্ত করে দিয়ে ছুট লাগাবে এণ্ট্রান্সের পথ ধরে।

ইতি-উতি তাকাচ্ছিল রানা, কানের কাছে হুঙ্কার শুনে চমকে উঠল। কখন যেন পিছনে চলে এসেছে লোকটা, তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল ও। পাহাড়ের মত বিশাল এক দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত রেখে। অন্তত সাত ফুট লম্বা, দু-এক ইঞ্চি বেশিও হতে পারে। স্বাস্থ্যও তেমনি। পশমি পারকা আর উলের প্যাণ্ট পরা অবস্থায় লোকটাকে ভালুকের মত দেখাচ্ছে। র‍্যাঙ্ক খুঁজল রানা তার পোশাকে, পেল না। হাবভাবে অফিসার বলে মনে হচ্ছে না, বরং শ্রমিকনেতা টাইপের আচরণ করছে। জেসিও হবার সম্ভাবনা বেশি।

খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। বিচ্ছিরি ভাষায় কৈফিয়ত দাবি করল, কাজে ফাঁকি দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন ও। রুশ ভাষা জানে রানা, কিন্তু লম্বা-চওড়া ফিরিস্তি দিতে গেলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। খাঁটি রাশানদের সঙ্গে মিলবে না ওর উচ্চারণ, সন্দিহান হয়ে উঠবে লোকটা। তাই দু'হাত তুলে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করল ও। রুশ ভাষায় বলল একটামাত্র শব্দ, 'দুঃখিত।'

'দুঃখিত মানে?' চেঁচিয়ে উঠল দৈত্য। 'তোমার কাছে দুঃখিত শুনতে এসেছি নাকি? চলো এখুনি!'

খপ্ করে রানার কাঁধ চেপে ধরল সে। টানতে শুরু করল। আর তাতেই ঘটল বিপত্তি। ঝাঁকি খেয়ে রানার পারকার পকেট থেকে বেরিয়ে এল একটা গ্রেনেড। ঠং করে আছড়ে পড়ল

মেঝেতে। প্রমাদ গুনল ও। গড়িয়ে দৈত্যের পায়ের কাছে গিয়ে থামল ওটা।

ভুরু কুঁচকে গ্রেনেডটা কুড়িয়ে নিল দৈত্য। মুখের সামনে তুলতেই বড় হয়ে গেল চোখ। এ-জিনিস তো স্ট্যাণ্ডার্ড সাপ্লাই নয়! অনেক পুরনো গ্রেনেড... যেমনটা এই বেইসের ওয়েপন্স লকারে থাকার কথা! চেঁচিয়ে ওঠার জন্য মুখ খুলল সে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে, এক ঝটকায় রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামাল ও। ব্যারেলটা হাতে ধরে মুগুরের মত বাটটা চালাল দৈত্যের মুখে। মড়মড় করে উঠল চোয়ালের হাড়, অস্ফুট আর্তনাদ করে মেঝেতে আছাড় খেলো লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে কমন এরিয়া থেকে ঘাড় ফেরাল সমস্ত রাশান সৈনিক।

তাড়াতাড়ি দৈত্যের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, ভাব দেখাল যেন সাহায্য করতে চাইছে লোকটাকে। কিন্তু ও বসার সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মারল দৈত্যের দু'হাত, খপ্ করে আঁকড়ে ধরল ওর গলা। দম আটকে এল রানার, চোখের সামনে নাচতে শুরু করল লাল-নীল তারা। শ্বাসনালী ভেঙেই যাবে বোধহয়। অন্ধের মত মেঝে হাতড়াল ও, পেয়ে গেল গ্রেনেডটা, ওটা মুখের কাছে এনে একটানে খুলে ফেলল পিন।

ওর গলা ছেড়ে দিল দৈত্য। গ্রেনেডের পিন খুলতে দেখে ভড়কে গেছে। পাগলের মত ক্রল করে সরে যাবার চেষ্টা করল রানার কাছ থেকে। কাশতে কাশতে বসে পড়ল রানা, ঘাড় ফেরাতেই লক্ষ করল, পাগলের মত ছোটাছুটি করছে কমন এরিয়ার সৈনিকরা। মনে পড়ে গেল, ওর হাতে পিন খোলা গ্রেনেড!

ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। সিঁড়ির দিকে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে ছুট লাগাল এণ্ট্রান্সের প্যাসেজের দিকে। ওখান পর্যন্ত পৌঁছুবে না শকওয়েভের ধাক্কা। কিন্তু দু'পা যেতেই পিছনে

ঘটল বিস্ফোরণ। যেন পিঠে হাতুড়ির বাড়ি পড়ল, উড়ে গিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ও।

কানে তালা লেগে গেছে, কোনোমতে উঠে বসল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল। কিচেনের দরজা খুলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসেছে কমাণ্ডার ফিশার ও তার দুই সহকারী, ছুট লাগিয়েছে এণ্ট্রান্সের দিকে। বিস্ফোরণটাকেই সঙ্কেত বলে ভেবেছে তারা। বোকা নাকি? ওদেরকে সঙ্কেত না দিয়ে তো গ্রেনেড ফাটাবার কথা ছিল না ওর!

চেঁচিয়ে ওদেরকে ফিরে যাবার জন্য বলল রানা, কিন্তু গলা ভেঙে গেল। তা ছাড়া হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে চারদিকে, এর মাঝে ওর গলা শুনতেও পাবে না ওরা। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ও, হাত নেড়ে সঙ্কেত দেবার চেষ্টা করল তিন সঙ্গীকে... কিন্তু থেমে গেল পিছনে পায়ের আওয়াজ হওয়ায়।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। এণ্ট্রান্সের দিক থেকে অস্ত্র বাগিয়ে ছুটে এসেছে দুই প্রহরী, অস্ত্রের ব্যারেল সোজা ওর বুক বরাবর তাক করা। পরিস্থিতি প্রতিকূল, ধীরে ধীরে দু'হাত তুলে আনল ও।

আত্মসমর্পণের এই ভঙ্গি দেখেও না দেখার ভান করল দুই প্রহরী। ট্রিগার চাপল ডানদিকের লোকটা!

ভেন্টিলেশন শাফটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শ্যারন। প্রায় বিশ মিনিট হলো ওটার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে অ্যাবি। শুধু ও-ই নয়, দলের সবাই জড়ো হয়েছে শাফটের মুখের কাছে, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওটার দিকে।

চারপাশে অনেক মানুষ, তারপরেও নিজেকে বড্ড একা লাগছে শ্যারনের। চাপা গলায় ফিসফিস করছে ওরা, আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে, সে-সবের কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ও।

ইচ্ছে করছে না লিপ-রিডিং করতে। একসঙ্গে থেকেও তাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল শ্যারনের বুক চিরে। শ্রবণশক্তি কোনোদিন ফিরে পাবে না ও, তারমানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওর এই দূরত্বও ঘুচবে না কখনও।

তিন সহকারীর সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলছেন ড. কনওয়ে। সেদিকে মনোযোগ দিল শ্যারন, দেখা যাক কী নিয়ে আলোচনা করছেন ভদ্রলোক। খানিক পরেই বুঝতে পারল, গ্রেণ্ডেলদের জীবনধারা নিয়ে একটা থিয়োরি খাড়া করেছেন তিনি। কনওয়ের মতে, প্রজাতিটা তাদের দীর্ঘ জীবদ্দশার একটা বড় অংশ কাটায় শীতনিদ্রার মাঝে। আর্কটিকের পরিবেশে খাবার-দাবারের সঙ্কট রয়েছে ওদের, হাইবারনেশনের সময় সে-সমস্যা নেই... কাজেই ব্যাপারটা তাদের টিকে থাকার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। কনওয়ে ধারণা করছেন, ঘুমন্ত সঙ্গীদের রক্ষা করবার জন্য পালাক্রমে একটা বা দুটো গ্রেণ্ডেল জেগে থাকে, পাহারা দেয় পুরো টানেল নেটওয়ার্কে। সিলমাছ বা অন্য কোনও সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে গ্রেণ্ডেল-প্রহরীরা। আইস রিঙ্কের কয়েক জায়গায় থাবা দিয়ে খোঁড়া গর্ত দেখেছেন কনওয়ে, নিশ্চয়ই সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে ঘুমন্ত গ্রেণ্ডেল, পাহারার পালাবদলের জন্য।

'সম্ভবত এভাবেই এত বছর ধরে লুকিয়ে থাকতে পেরেছে ওরা,' সবশেষে বললেন ভদ্রলোক। 'একটা বা দুটোর বেশি প্রাণী কখনও অ্যাকটিভ থাকেনি, কাজেই ওদের খোঁজ পায়নি কেউ। বলা কঠিন এরা কতকাল ধরে আছে পৃথিবীর বুকে। তবে আমার ধারণা, প্রাচীনকালে এদেরকে দেখেই সূচনা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের তুষারদানব বা রাক্ষসের কাহিনির...'

'...কিংবা বেউলফের গ্রেণ্ডেলের,' যোগ করল শ্যারন। 'কিন্তু ওদের সংখ্যা এত কম কেন? সার্ভাইভাল টেকনিক যদি এতই

নিখুঁত হবে, তা হলে তো পুরো দ্বীপ গ্রেণ্ডেলে গিজগিজ করবার কথা।'

'আমি বলব এর জন্য ওদের প্রজননক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দায়ী,' বললেন কনওয়ে। 'ইউ সি... অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ জীবন থাকায় বংশধরের প্রয়োজন পড়ে না এদের। প্রকৃতিও তাই হয়তো কমিয়ে দিয়েছে ওদের প্রজননক্ষমতা। হাইবারনেশনও হয়তো নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ওদের রিপ্রোডাকটিভ অর্গানে। এর ফলাফল সহজেই অনুমেয়। যত দীর্ঘ জীবনই থাকুক না এদের, এক সময় মরতে হচ্ছেই... কিন্তু সে-জায়গা নিচ্ছে না কোনও নতুন বংশধর। কমতে কমতে হয়তো আট-দশটায় এসে ঠেকেছে।'

গম্ভীর হয়ে গেল শ্যারন। সংখ্যায় কম হলেও দানবগুলো যথেষ্ট বিপজ্জনক। কোথায় ওগুলো এখন? মলোটভের ভয় দেখিয়ে অনন্তকাল ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয় ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোকে।

হঠাৎ সবার মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ করল ও। কী ব্যাপার? কয়েক সেকেণ্ড পরেই পরিষ্কার হয়ে গেল কারণটা। শাফটের মুখ দিয়ে নেমে আসছে একটা দড়ি। তারমানে আলাস্কার ওই শেরিফ ঠিকমতই পৌঁছুতে পেরেছে উপরে। খুশি হয়ে উঠল সবাই।

দলের উদ্দেশে ম্যাসন বলল, 'দড়ির উপর চাপ কমাবার জন্য একসঙ্গে যাব না সবাই। তিনজন করে উঠবে। প্রথমে যাবে মেয়েরা...' শ্যারন আর লিলির দিকে ইশারা করল, '...আর আমি। এরপরে ড. কনওয়ে, স্যাম আর নেভিল। সবশেষে কুকুরটাকে নিয়ে উঠবেন পাওয়েল আর পাটইয়াক। কারও কোনও আপত্তি আছে?'

দেখা গেল নেই। কাজেই হাতছানি দিয়ে লিলিকে ডাকল সে। তাকে সাহায্য করল দড়ি ধরে উঠতে। এরপর হাত বাড়াল শ্যারনের দিকে।

'দরকার নেই,' বলল শ্যারন। 'দড়ি বাওয়ার অভ্যাস আছে আমার। আপনি আগে উঠুন, আমি পিছনে থাকব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তরতর করে দড়ি বাইতে শুরু করল ম্যাসন। তাকে অনুসরণ করল শ্যারন।

কষ্টকর কাজ, তারপরেও মুক্তির সম্ভাবনা শক্তি জোগাল ওদেরকে। খাড়া অংশটা পেরিয়ে এল বেশ দ্রুতই, এরপর সমান্তরাল অংশে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল বরফ-দ্বীপের সারফেসে।

চারপাশে হাওয়ার গর্জন অনেকটা কমে গেছে। শ্যারন উঠে দাঁড়াতেই অ্যাবি বলল, 'ঝড় থেমে যাচ্ছে।'

গালের উন্মুক্ত চামড়া মুহূর্তেই অসাড় হয়ে গেছে শ্যারনের। হাড্ডিমজ্জায় আঘাত হানছে ঠাণ্ডা বাতাস। কমে যাওয়া অবস্থাতেই যদি এই দশা হয়, তা হলে খারাপ আবহাওয়াটা কেমন ছিল?

শাফটের ভিতরে ঝুঁকে দড়িতে ঝাঁকি দিচ্ছে ম্যাসন, সঙ্কেত পাঠাচ্ছে পরের গ্রুপের কাছে। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে আমাদের। ঝড় থেমে গেলে কাভার হারাব।'

অস্থির ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতে থাকল ওরা। মিনিট পাঁচেক পরে দেখা পেল ড. কনওয়ে ও তাঁর দুই সহকারীর। দড়ি ধরে আবারও সঙ্কেত পাঠাল ম্যাসন।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল শ্যারন। ঘাড়ের লোম সরসর করে দাঁড়িয়ে গেছে, বোঁ করে উঠেছে মাথা। দাঁতের গোড়ায় সেই পরিচিত শিরশিরানি!

আল্ট্রাসোনিকস্!

'থামুন!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'গ্রেণ্ডেল!'

চমকে উঠল সবাই। ম্যাসনকে পারকার পকেট থেকে একটা

মলোটভ বের করতে দেখল শ্যারন। ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'নীচ থেকে চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছি। ওরাও বিপদে পড়েছে!'

সলতেয় আগুন ধরাবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু বাতাসের তোড়ে বারবার নিভে যাচ্ছে লাইটারের শিখা।

ভয়ার্ত গলায় ড. কনওয়ে বললেন, 'সম্মিলিত আক্রমণ! সোনার ওয়েভের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে ওরা!'

ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকাল শ্যারন। অ্যামবুশের মধ্যে পড়েছে ওরা! তুষারের পর্দার পিছনে একটা কালচে অবয়ব ভেসে উঠতে দেখল, হেলেদুলে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

সলতেয় আগুন ধরাতে পেরেছে ম্যাসন, ছুঁড়ে মারল এগোতে থাকা দানবটার দিকে। ধপ্ করে তুষারের একটা স্তূপের উপরে পড়ল ওটা, নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ায় ঝট্ করে মাথা ঘোরাল শ্যারন, ডানদিক থেকে এগিয়ে আসছে আরেকটা দানব। বামদিক থেকেও। সামনেও দেখা গেল নতুন একটাকে।

সবদিক থেকে ওদেরকে ঘিরে ফেলছে হিংস্র প্রাণীগুলো।

ওর সামনে এসে দাঁড়াল অ্যাবি। হাতে একটা জ্বলন্ত মলোটভ।

'তাজা তুষারের উপর ফেলবেন না!' চেঁচিয়ে বলল শ্যারন। 'ওগুলো ভেজা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বোতলটা ছুঁড়ে মারল অ্যাবি। তুষার ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা বড় একটা পাথরের উপর পড়ল ওটা, বিস্ফোরিত হলো বিকট শব্দ আর আলো ছড়িয়ে। থমকে দাঁড়াল গ্রেণ্ডেলের দল, কিন্তু পালাল না।

আল্ট্রাসোনিকসের প্রবাহ বেড়ে গেল হঠাৎ, বমি বমি লাগল

শ্যারনের। খেপে গেছে দানবগুলো, আবারও এগোতে শুরু করেছে পায়ে পায়ে। খোলা ময়দানে মলোটভের বিস্ফোরণ ভয় দেখাতে পারেনি ওগুলোকে।

'ভেণ্টিলেশন শাফটে ফিরে যান সবাই!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাসন। 'এক্ষুণি!'

শাফটের দিকে ঘুরে গেল শ্যারন, আর তখুনি ওটার ভিতর থেকে ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে এল লোবো—তারস্বরে গর্জন করছে। বিপদের গন্ধ পেয়ে জেগে উঠেছে নেকড়ে-সুলভ হিংস্রতা। গ্রেণ্ডেলগুলোর দিকে ছুট লাগাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না অ্যাবি তার কলার ধরে ফেলায়।

'না, লোবো... না!'

চারপাশে চিৎকার-চেঁচামেচি চলছে, তার কিছুই শুনতে পাচ্ছে না শ্যারন। পাগলের মত ঠোঁট নড়ছে সবার, লিপ-রিডিং অসম্ভব। শাফটের দিকে কেউ যাচ্ছে না কেন, ভেবে অবাক হলো ও। একটু পরেই জবাব পাওয়া গেল তার।

পাগলের মত হামাগুড়ি দিয়ে শাফট থেকে বেরিয়ে এল পাওয়েল।

'সরে যান!' চেঁচিয়ে উঠল সে, ঠোঁট পড়তে পারল শ্যারন। 'শয়তানগুলো আমাদের পিছু পিছু আসছে!'

পাওয়েলের পিছনে বেরিয়ে এল জিম। পারকার বাম হাতা আগুনে ঝলসে গেছে, এখনও জ্বলছে ধিকিধিকি। শাফট থেকে বেরিয়ে গড়ান খেলো, ভেজা তুষারে ঘষে নেভাল হাতার আগুন। শাফটের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

'হোয়াট দ্য...' বিস্মিত গলায় বলে উঠল ম্যাসন।

'একসঙ্গে দুটো মলোটভ ফাটিয়ে ধসিয়ে দিয়েছি শাফট,' বলল জিম। 'দানবগুলো যেন আসতে না পারে...' কথাটা বলতে বলতে দেখতে পেল বাইরের গ্রেণ্ডেলগুলোকে। আঁতকে উঠল

সঙ্গে সঙ্গে। 'হা যিশু!'

পালা করে শাফট আর এগোতে থাকা দানবদের দিকে তাকাল শ্যারন। কোথাও যাবার উপায় নেই। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা। ব্যাপারটা বাকিরাও বুঝতে পেরেছে। স্থির হয়ে গেল সবাই। পিছাতে শুরু করল পায়ে পায়ে। শাফটের মুখের কাছে এসে থামতে বাধ্য হলো, পিঠে পিঠ ঠেকে গেছে সবার।

ধীরে ধীরে আরও এগিয়ে এল গ্রেণ্ডেলের দল। মৃত্যু এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

আঠারো

তাড়াহুড়োয় নিশানা মিস করেছে প্রহরী, তাই বলে পুরোপুরি ব্যর্থ হলো না। কাঁধে বুলেটের ভারী আঘাত পেয়ে আধপাক ঘুরে গেল রানা, মুখ থুবড়ে পড়ল প্যাসেজের মেঝেতে। ব্যথায় চোখেমুখে অন্ধকার দেখল, তারপরেও মুখ তুলল একটু। দুই প্রহরী তখন থেমে গিয়ে রাইফেল তাক করেছে ওর কপাল বরাবর।

শরীর শক্ত করে ফেলল রানা, এখুনি সব শেষ হয়ে যাবে। গুলির আওয়াজ শুনল, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার... মাজল ফ্ল্যাশ দেখল না প্রহরীদের রাইফেলের ডগায়। তার বদলে মাথা বিস্ফোরিত হলো একজনের; গলা আর বুকে রক্ত নিয়ে পিছনদিকে ছিটকে পড়ল আরেকজন।

ঝট্ করে পিছনে তাকাল রানা। প্যাসেজের মুখে এসে

পড়েছে কমাণ্ডার ফিশার ও তার দুই সঙ্গী, ধোঁয়া উড়ছে তাদের হাতের রাইফেল থেকে। ওরাই জীবন বাঁচিয়েছে ওর।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। ধপ করে আবার পড়ে গেল মেঝেতে। পিছনে রুশ ভাষায় হাঁকডাক শোনা গেল, ওদেরকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে আরও রাশান সৈনিক। লিসা আর গ্রিন গুলি ছুঁড়ে নিরস্ত করল তাদেরকে। ছুঁড়ে দিল দুটো গ্রেনেড। বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল রানার।

ওর কাছে ছুটে এল ফিশার, সাহায্য করল উঠে দাঁড়াতে। জিজ্ঞেস করল, 'দৌড়াতে পারবেন? নাকি কাঁধে তুলে নেব?'

'পারব।'

'তা হলে দৌড়ান!'

ছুটতে শুরু করল দু'জনে। কমন এরিয়ার দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে লিসা আর গ্রিনও অনুসরণ করল ওদেরকে।

নতুন করে হাঁকডাক শুরু হলো। প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে সংগঠিত হয়ে উঠছে রাশান সৈন্যরা। ছুটে এল এক পশলা গুলি। মেঝেতে ডাইভ দিয়ে সেগুলোকে এড়াল রানা ও তার সঙ্গীরা। হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা কণ্ট্রোল বক্সের পিছনে। ওখান থেকে চালাল পাল্টা গুলি।

সামনে থেকেও গুলি ছুটে এল। বোঝা গেল, প্রহরী শুধু এন্ট্রান্সের ভিতরে না, বাইরেও মোতায়েন করা হয়েছে। গোলমালের আভাস পেয়ে ওখান থেকে গুলি করছে তারা।

'ফাঁদে পড়ে গেছি আমরা!' চেঁচিয়ে উঠল লিসা।

'জানি,' বলল ফিশার। 'মি. রানা, কোনও আইডিয়া থাকলে বলতে পারেন। মি. রানা!'

রানা যেন অন্য জগতে হারিয়ে গেছে। কণ্ট্রোল বক্সের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল ও, ধোঁয়ার মাঝে সাদা চুলঅলা একজন

ব্যক্তিত্ববান বৃদ্ধকে উদয় হতে দেখল... নিশ্চয়ই সিঁড়ি ভেঙে নীচ থেকে উঠে এসেছে। পরনে গ্রেটকোট, চেহারায় রুক্ষতা... দু'হাতের ভাঁজে ছোট্ট একটা ছেলেকে ধরে রেখেছে লোকটা। গোলাগুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে গেছে ছেলেটা, দু'হাতে কান চেপে ধরে কাঁদছে। চমকে উঠল রানা, এখানে এই বয়সের বাচ্চা এল কোত্থেকে? পরক্ষণে চমক বাড়ল আরও—ছেলেটাকে চেনা চেনা লাগছে! তা কী করে হয়?

'মি. রানা!!' আবারও ডেকে উঠল ফিশার। সংবিৎ ফিরে পেল ও।

'বলুন।'

'দু'পাশ থেকে চেপে ধরেছে ওরা আমাদেরকে। কী করা যায়?'

'গ্রেনেড ব্যবহার করুন। ওরা যখন বেসামাল হয়ে পড়বে, তখন ঝেড়ে দৌড় দিতে হবে... আর কোনও রাস্তা নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গ্রিন আর লিসাকে ইশারা করল ফিশার। এক গড়ান দিয়ে প্যাসেজের মাঝখানে চলে গেল ওরা, গ্রেনেড ছুঁড়ল—একটা এণ্ট্রান্সের বাইরে, অন্যটা কমন এরিয়ার দিকে। তারপর আবার গড়ান দিয়ে ফিরে এল কণ্ট্রোল বক্সের পিছনে।

কান ফাটানো আওয়াজে ফাটল গ্রেনেডদুটো। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল গুলিবর্ষণ।

'মুভ!' চেঁচিয়ে উঠল ফিশার।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এণ্ট্রান্সের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল চারজনে। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এমন সময় গর্জে উঠল একটা রাইফেল। সবার পিছনে ছিল গ্রিন, হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল সে। থমকে দাঁড়াল রানা। ঘাড় ফেরাতেই লেফটেন্যান্টের পিঠে রক্ত দেখতে পেল।

একটু উঁচু হলো গ্রিন। চেঁচিয়ে বলল, 'থামবেন না। পালান!'

'কিন্তু আপনি...' বলতে গেল রানা।

'ভুলে যান আমার কথা! পালান! আমি এদিকটা কাভার দিচ্ছি।'

কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল সে। উল্টো দিকে ফিরে বসল। হাতে তুলে নিল রাইফেল। মনটা কষ্টে ছটফট করে উঠল রানার। মৃত্যুর আগেও হাল ছাড়ছে না দুঃসাহসী মানুষটা। জীবনের শেষ ক'টা মুহূর্ত ব্যয় করতে চাইছে সঙ্গীদের বাঁচাবার জন্য। ওর জন্য কিছু করবার ইচ্ছে হলো রানার, কিন্তু সে-উপায় নেই।

'পালান, মি. রানা, পালান!!' আবার চেঁচাল গ্রিন। টিপতে শুরু করল রাইফেলের ট্রিগার।

কিচ্ছু করার নেই, উল্টো ঘুরে আবার দৌড়াতে শুরু করল রানা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পেরিয়ে এল এণ্ট্রান্সের ভাঙাচোরা দরজা। ওপাশে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে দুটো মানবদেহ—রাশান প্রহরী, গ্রেনেড একেবারে ওদের মুখের উপর ফেটেছে।

এক লাফে লাশদুটো টপকাল রানা, যোগ দিল ফিশার আর লিসার সঙ্গে। এণ্ট্রান্সের চওড়া টানেল পেরিয়ে একটা বরফস্তূপের পিছনে থেমেছে দু'জনে।

'মাইকেল?' গ্রিনের কথা জিজ্ঞেস করল লিসা।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। চোখ ছলছল করে উঠল লিসার। ফিশার নির্বিকার রইল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কাঁধের কী অবস্থা?'

ক্ষত পরীক্ষা করল রানা। কাঁধের মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। কপাল ভাল, কোনও ধমনীতে আঘাত হানেনি। ভারী পোশাক ব্যাণ্ডেজের মত কাজ করছে, বাইরে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডায় রক্তও জমে গেছে। আড়ষ্ট হয়ে আছে জায়গাটা।

'ফ্লেশ উণ্ড,' বলল ও। 'সিরিয়াস কিছু নয়।'

'থ্যাঙ্ক গড!' বলল ফিশার। 'এখানে বসে থাকা চলবে না।

আসুন আমার সঙ্গে। পার্কিং এরিয়াটা ওদিকে।' ডানদিকে আঙুল তুলল সে, তবে তুষারপাতের কারণে দেখা গেল না কিছু।

বরফ স্তূপের পিছন থেকে বেরিয়ে আবার দৌড় শুরু করল ওরা। পার্কিং এরিয়া থেকে একটা বাহন চুরি করে পালাবার ইচ্ছে। কিন্তু ওখান পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে আগে।

বিশ গজ যেতেই পায়ের কাছে ছিটকে উঠল বরফ। শোনা গেল গুলির আওয়াজ। ডাইভ দিল তিনজনে, আরেকটা বরফস্তূপের পিছনে চলে গেল হামাগুড়ি দিয়ে।

'স্নাইপার!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লিসা। 'স্নাইপার বসানো হয়েছে বাইরে।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো ফিশার। 'কিন্তু কোথায়?'

যে-দিক থেকে গুলি এসেছে, সে-দিকটা চঞ্চল চোখে জরিপ করল রানা। দেখতে পেল উঁচু এক প্রেশার রিজ—আইস স্টেশনের এন্ট্রান্সকে যেটা দূর থেকে অদৃশ্য করে রেখেছে। রিজের মাঝখানে ছোট একটা গিরিখাতের মত আছে, ওখানে মাথা তুলে রেখেছে একটা কমলা রঙের বড়-সড় তাঁবু। বিরূপ আবহাওয়ায় পজিশন নেবার জন্য উপযুক্ত জায়গা।

'ওই যে,' আঙুল তুলে দেখাল রানা। 'ওখানে।'

'ওই তাঁবুতে আইস স্টেশন থেকে তুলে আনা সমস্ত লাশ রেখেছি আমরা,' জানাল লিসা। 'ঘুরপথে পিছন দিয়ে ঢোকা যায় ওটাতে; পথটা আমি চিনি। যাব?'

'একা যাবেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'সবাই রওনা দিলে টের পেয়ে যাবে ওরা। আপনারা এদিক থেকে ব্যস্ত রাখুন ওদেরকে। যেন ভাবে, আমরা এখানেই পজিশন নিয়েছি।'

রানা বা ফিশারকে আর কিছু বলবার সুযোগ দিল না লিসা। ক্রল করে চলে গেল একদিকে। তাঁবুর দিকে রাইফেল তাক করল

রানা আর ফিশার। বিরতি নিয়ে ছুঁড়তে শুরু করল একের পর এক গুলি। জানে না, আজ কিছুই ওদের প্ল্যানমত ঘটবে না।

ব্যর্থ হতে চলেছে লিসা।

ভেণ্টিলেশন শাফটের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, অপেক্ষা করছে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য। কিন্তু এত সহজে হার মানতে রাজি নয় পাওয়েল। জিমকে নিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। দুটো মলোটভ আছে তার কাছে—একটা জিমকে দিল, অন্যটা নিল নিজে। সলতের কাছে লাইটার তুলে অপেক্ষা করতে লাগল, দানবগুলোকে আসতে দিচ্ছে কাছে।

পাঁচটা গ্রেণ্ডেল দাঁড়িয়ে আছে ওদের মুখোমুখি। ক্ষণিকের জন্য থেমে গেছে প্রাণীগুলো। খুব কাছেই কোথায় যেন একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে, শকওয়েভের ধাক্কায় কাঁপছে পায়ের নীচে বরফ। এই কাঁপুনিই থামিয়েছে দানবগুলোকে।

'স্টেশন থেকে আসছে আওয়াজ,' বলল জিম। 'লড়াই চলছে ওখানে।'

মাথা ঝাঁকাল পাওয়েল। 'খুব সম্ভব গ্রেনেড ফাটছে।'

গ্রেনেডগুলোর সাময়িক এই বিভ্রান্তিই সুযোগ করে দিয়েছে নতুন একটা কৌশল আঁটবার। জটিল কোনও কৌশল নয়—বেশ সরল, কিন্তু নির্মম।

সলতেয় আগুন ধরিয়ে কয়েক পা এগোল পাওয়েল, মলোটভটা মাথার উপর নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, খবিসের দল! এইদিকে তাকা!'

বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে পিছনদিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল গ্রেণ্ডেলগুলো, এবার সোজা হলো। শীতল চোখে জরিপ করল পাওয়েলকে। চারটা গ্রেণ্ডেল দাঁড়িয়ে রইল আগের মত, কিন্তু পঞ্চমটা এগোল দু'পা... যেন চ্যালেঞ্জ কবুল করছে।

'ওটাই, মি. পাওয়েল!' চেঁচিয়ে উঠলেন ড. কনওয়ে। 'ওটাই এদের লিডার!'

'গুড!' হাসল পাওয়েল। চোখ রাখল গ্রেণ্ডেল-নেতার চোখে। 'তোমাকেই তো চাইছিলাম।' এটাই তার প্ল্যান—নেতাকে ঘায়েল করবে। তা দেখিয়ে যদি ভড়কানো যায় বাকিগুলোকে!

পুঁচকে শিকারটার ঔদ্ধত্য বোধহয় সহ্য হলো না দানবটার, মুখ খিঁচিয়ে চেহারা হিংস্র করে তুলল, তারপর হাঁ করে ছুটে এল ভয়ানক গতিতে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে নিশানা স্থির করল পাওয়েল—নিয়মিত রাগবি খেলে সে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে রাগবির বল ছুঁড়ে দেয়ায় অভ্যস্ত। আলতো হাতে মলোটভটা থ্রো করল।

দানবের হাঁ করা মুখ বরাবর ছুটে গেল ওটা। ইন্সটিঙ্কটের বশে চোয়াল বন্ধ করল গ্রেণ্ডেল, দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আটকে ফেলল বোতলটাকে, ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল একপাশে... আর তখুনি বিস্ফোরিত হলো ওটা।

চিৎকার করে উঠল গ্রেণ্ডেলদের লিডার। চোয়ালের অনেকখানি উড়ে গেছে ওটার, পুড়ে গেছে মুখ, জ্বলন্ত তেল ঢুকে পড়েছে পাকস্থলীতে। কুঁজো হয়ে কাশতে শুরু করল, দমকে দমকে ক্ষত-বিক্ষত মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুন—যেন পুরাকালের ড্রাগন ওটা। মাংসপোড়া গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দড়াম করে বরফের উপর আছড়ে পড়ল দেহটা। কাঁপল একটু, তারপর স্থির হয়ে গেল।

নড়ে উঠল বাকি গ্রেণ্ডেলরা। লিডারকে মরতে দেখে সাহস হারিয়েছে। উল্টো ঘুরে ছুট লাগাল। লাইটার ছুঁড়ে দিয়ে জিমের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল পাওয়েল, 'এবার, জিম! এবার!'

সলতেয় দ্রুত আগুন ধরাল জিম। তারপর কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে সর্বশক্তিতে ছুঁড়ল বোতলটা। ধাবমান গ্রেণ্ডেলদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল ওটা, কয়েক হাত সামনে পড়ে বিস্ফোরিত

হলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল দানবের দল। যে যেদিকে পারে, ছুটে পালাল।

বরফের উপর পড়ে থাকা গ্রেণ্ডেলটার দিকে এক নজর তাকাল পাওয়েল, এখনও নাকের ফুটো আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। চেহারা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল তার। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'চলুন যাওয়া যাক। ওরা আবার ফিরে আসতে পারে।'

প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল পাঁচজন মানুষ। সবার সামনে জিম আর লোবো, পথ দেখাচ্ছে ওরা, পাহাড়ি চূড়া থেকে নীচে নিয়ে যাচ্ছে সবাইকে। ওদের পিছনে পাওয়েল; তারপর ম্যাসন, শ্যারন আর অ্যাবি। সবশেষে ড. কনওয়েকে নিয়ে ছুটছে লিলি, নেভিল আর স্যাম।

শেষ মলোটভটা সামনে ছুঁড়ল পাওয়েল। ওটা বিস্ফোরিত হতেই ভয়ার্ত গর্জন শোনা গেল। দু'পাশ থেকে আবারও এগিয়ে আসছিল গ্রেণ্ডেলের দল, আগুন দেখে পিছিয়ে গেল। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল পলাতকেরা।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নেভিল। বরফের গায়ে একটা গর্তের ভিতর ঢুকে গেছে তার পা, হুমড়ি খেয়ে পড়ল। টানাটানি করে তাকে ওঠাচ্ছে স্যাম আর লিলি।

'তাড়াতাড়ি করুন!' সামনে থেকে চেঁচাল পাওয়েল।

'হয়ে গেছে,' সমতলে পা তুলে নার্ভাস হাসি হাসল নেভিল। 'আরও সাবধানে এগোতে হবে এরপর থেকে...'

কথা শেষ হলো না তার, আচমকা মড়মড় শব্দ তুলে ফেটে গেল তলার বরফ, সৃষ্টি হলো বিশাল এক ফোকরের। চমকে উঠে পিছনদিকে ছিটকে পড়ল স্যাম আর লিলি। নেভিল সে-সুযোগ পেল না। বিরাট এক হাঁ করে সেখান দিয়ে লাফিয়ে উঠল একটা গ্রেণ্ডেল, নাগালে পৌঁছেই কামড়ে ধরল নেভিলের পা, ওকে দিয়ে

নেমে গেল নীচে।

একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল হতভাগ্য রিসার্চ অ্যাসিসটেন্টের গলা চিরে। তাকে সাহায্য করবার কোনও সুযোগ পেল না সঙ্গীরা, চোখের পলকে গর্তের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল বেচারা।

'নেভিল!' চেঁচিয়ে উঠল লিলি। পরক্ষণে ফুঁপিয়ে উঠল।

হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তোতলাতে তোতলাতে শ্যারন বলল, 'ক্... কীভাবে...'

'আমাদেরকে ট্র্যাক করছে ওরা,' বললেন ড. কনওয়ে। 'পায়ের শব্দ পাচ্ছে নীচের টানেল থেকে। সেটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছে। কোথাও কোনও গর্ত বা ফাটল পেলেই আবার আক্রমণ করবে।'

'তাই বলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না!' প্রতিবাদের সুরে বলল ম্যাসন।

'আমি সাবধানে এগোবার পরামর্শ দেব,' বললেন কনওয়ে।

'যাতে উপরের দানবগুলো হামলা চালাতে পারে?' গজগজ করে উঠল পাওয়েল। 'আর একটাও মলোটভ নেই আমাদের কাছে।'

'সারফেসের কাছাকাছি নেমে এসেছি আমরা,' কনওয়েকে সমর্থন দিল জিম। 'বেশিক্ষণ লাগবে না পৌঁছুতে। সাবধানে এগোনোই ভাল।'

ঠোঁট কামড়াল পাওয়েল। উভয়সঙ্কটে পড়ে গেছে ওরা; কিন্তু এ-কথাও ঠিক, তাড়াহুড়ো করলে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকাল। জিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, সাবধানেই যতটা দ্রুত পারা যায় এগোও।' বাকিদের দিকে ফিরল। 'একসারিতে হাঁটবেন সবাই। আগেরজন যেখানে পা

ফেলেছে, সেখানে পা ফেলবেন... অন্য কোথাও নয়।'

আবার শুরু হলো পথচলা। বুক ঢিব ঢিব করছে সবার। বিস্তীর্ণ বরফঢালের কোথায় না কোথায় চোরাগর্ত লুকিয়ে আছে কে জানে। খানিক পর কাছেই এক জায়গার বরফ ফুলে উঠতে দেখা গেল, যেন কিছু ধাক্কা দিচ্ছে নীচ থেকে। বুঝে ফেলল ওরা, সাবধানে এগোবার পরও লুকানো যাচ্ছে না পায়ের আওয়াজ। গ্রেণ্ডেলরা এখনও টানেল ধরে অনুসরণ করে চলেছে ওদেরকে।

তবে নতুন কোনও বিপত্তি ছাড়াই ঢাল থেকে নেমে আসতে পারল ওরা। সামনের একটা রিজ দেখিয়ে জিম উঁচু গলায় বলল, 'ওটা পেরুলেই আইস স্টেশনের পার্কিং এরিয়ায় পৌঁছে যাব আমরা।'

ভূমির চড়াই-উৎরাই কমে এসেছে সামনে। হাঁটার গতি বাড়ানো হলো। রিজের পাশ ঘুরে গিরিখাতের মত একটা জায়গার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল দলটা। ওটা থেকে বেরুলেই পৌঁছে যাবে খোলা প্রান্তরে। খাতের মুখের কাছে পৌঁছেছে ওরা, এমন সময় শোনা গেল গোলাগুলির আওয়াজ।

হাতের ইশারায় সবাইকে থামাল পাওয়েল, তারপর এগিয়ে গেল সামনে। বরফ-প্রাচীরের পিছনে লুকিয়ে উঁকি দিল ওপাশে।

'রাশানদের সঙ্গে লড়াই করছে কেউ,' ফিসফিসিয়ে বলল জিম।

'ডেল্টা টিম?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ম্যাসনের দিকে তাকাল অ্যাবি।

মাথা নাড়ল সিআইএ এজেন্ট। 'না, ওদেরকে হামলা চালাবার অনুমতি দিইনি আমি।'

'তা হলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন।

হাতছানি দিয়ে সবাইকে কাছে ডাকল পাওয়েল। ইশারায় দেখাল, গিরিখাত থেকে বেরুলেই পার্কিং এরিয়া। মুখের বিশ

গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্নো-ক্যাট, বাকিগুলোও রয়েছে কাছাকাছি।

'গোলমাল থামলেই রওনা দেব আমরা,' জানাল সে।

প্রাচীরের কোনা থেকে ওপাশে উঁকি দিল অ্যাবি। দাঁড়িয়ে থাকা বাহনগুলোর মাঝ দিয়ে দৃষ্টি পড়ল পাহাড়ের গোড়ায়। একটা বরফস্তূপের আড়ালে উপুড় হয়ে আছে দু'জন মানুষ, গুলি ছুঁড়ছে বামদিকের আরেকটা গিরিখাতের দিকে। জবাবে ওদিক থেকেও চালানো হচ্ছে গুলি। তবে ভাল পজিশন নিয়েছে মানুষদু'জন, বরফস্তূপে মাথা কুটছে বিপক্ষের বুলেট, ওদের গায়ে লাগছে না। এত দূর থেকে দুই পক্ষের পরিচয় আন্দাজ করা মুশকিল। উড়তে থাকা তুষারের কারণে চেহারা বা পোশাক, কোনোটাই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ ডাক ছাড়ল লোবো। দলছুট হয়ে পাগলের মত দৌড়াতে শুরু করল—পার্কিং এরিয়া পেরিয়ে খোলা প্রান্তরের দিকে চলে যাচ্ছে। ওকে থামাবার জন্য ছুটতে যাচ্ছিল অ্যাবি, থেমে গেল পাওয়েল খপ্ করে হাত ধরে ফেলায়।

'যেতে দিন ওকে!' হিসিয়ে উঠল সে। 'ওই দেখুন।'

চোখ ফেরাতেই আইস স্টেশনের এন্ট্রান্সে নড়াচড়া লক্ষ করল অ্যাবি। বেরিয়ে আসছে একের পর এক ছায়ামূর্তি, হাতে উদ্যত অস্ত্র। লড়াই আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে।

'লোবো!' হাহাকারের মত ডেকে উঠল ও। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না কুকুরটার। রণক্ষেত্রের মাঝে হারিয়ে গেছে প্রাণীটা।

একটু পরেই বেড়ে গেল গোলাগুলির আওয়াজ। গিরিখাত ছেড়ে বেরুবার কোনও উপায় নেই।

'কী করব আমরা এখন?' হতভম্ব গলায় বলে উঠলেন কনওয়ে।

কেউ জবাব দিল না তার।

উনিশ

একটা চিৎকার শুনে ঘাড় ফেরাল রানা, চমকে উঠে দেখল, লিসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুটো ছায়ামূর্তি। স্নো-ক্যামোফ্লাজ পরে আছে লোকদুটো, এণ্ট্রান্সের কাছাকাছি একটা ফাটলের ভিতর লুকিয়ে ছিল; লেফটেন্যাণ্ট লিসাকে দেখতে পেয়েই হামলা চালিয়েছে।

হাত-পা ছুঁড়ল লিসা, কিল-ঘুসি মারল, কিন্তু সরাতে পারল না দুই হামলাকারীকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাকে বরফের উপর ঠেসে ধরল লোকদুটো। ওকে সাহায্য করার উপায়ও রইল না... এণ্ট্রান্স থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে একের পর এক রাশান সৈনিক, সবার হাতে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র। কয়েক জায়গায় পজিশন নিল শার্পশুটার।

নিচু গলায় ভাগ্যকে গাল দিল রানা। লিসার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ওদেরকেও ঘিরে ফেলছে শত্রুরা। বেইসের এণ্ট্রান্সের দিকে গুলি চালিয়ে গেল ও; যাতে ওদেরকে সরাসরি গুলি করা যায়, এমন পজিশনে পৌঁছুতে না পারে কেউ। তাঁবুর দিকেও একইভাবে গুলি চালিয়ে গেল ফিশার। তবে এভাবে বেশিক্ষণ টেকা যাবে না, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে ওদের অ্যামিউনিশন।

'আমি ওদেরকে ব্যস্ত রাখব,' বলল ফিশার। 'আপনি পার্কিং এরিয়ায় চলে যান। পারলে একটা স্নো-ক্যাট বা স্কি-ডু নিয়ে

পালান!'

'আর আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ফিশার। 'দেরি করবেন না, যান! আমি যতক্ষণ পারি ঠেকিয়ে রাখব ওদেরকে।'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'আপনাকে ফেলে যাচ্ছি না আমি।'

'পাগলামি করবেন না!' ধমকে উঠল ফিশার। 'বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করুন! দু'জনেই একসঙ্গে মারা পড়লে কার কী লাভ? আপনি কেন খামোকা প্রাণ দেবেন? এ তো আপনার যুদ্ধ নয়, ঘটনাক্রমে জড়িয়ে গেছেন!'

'যুদ্ধটা আপনারও নয়,' জোর গলায় বলল রানা। 'দুঃখিত, কমাণ্ডার, যাচ্ছি না আমি। বাঁচলে দু'জনেই বাঁচব, নইলে কেউই না।'

'আপনার মত গোঁয়ার লোক জীবনে দেখিনি আমি!' বিরক্ত গলায় বলল ফিশার। 'দু'জনের পক্ষেই কীভাবে বাঁচা সম্ভব, বলতে পারেন?'

'কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। গ্রেনেড আছে আপনার কাছে?'

পকেট হাতড়ে তিনটে গ্রেনেড বের করল ফিশার। দুটো জং-ধরা, অন্যটা চকচক করছে।

'এটায় চলবে না,' চকচকেটা দেখে বলল রানা। 'এ তো ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড, সার্ভিস টানেলে যে-রকম ছোঁড়া হয়েছিল... আপনি কোথায় পেলেন?'

'এন্ট্রান্সের কাছে যে-দুটো রাশান মরেছে, তাদের একজনের কাছ থেকে,' বলল ফিশার। 'কাজে লাগতে পারে ভেবে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছি।'

'অন্তত এখন কাজে লাগছে না,' গ্রেনেডটা পকেটে ভরে ফেলল রানা। অন্যদুটোর মধ্যে একটা রাখল নিজে, আরেকটা দিল ফিশারকে। 'আমার কাউন্টের সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়বেন তাঁবুর

দিকে। আমারটা ছুঁড়ব এণ্ট্রান্সের দিকে। বিস্ফোরণের ফলে তুষারের ঘূর্ণি উড়বে, কাভারটা কাজে লাগাব আমরা পার্কিং এরিয়া পর্যন্ত পৌঁছুনোর জন্য।'

মাথা ঝাঁকাল ফিশার। 'খোদা, যেন কাজ হয়!'

বড় করে একটা শ্বাস নিল রানা। তারপর গুনল, 'থ্রি... টু... ওয়ান... এবার!'

পিন খুলে একসঙ্গে গ্রেনেড ছুঁড়ল দু'জনে। এণ্ট্রান্সের সামনে থেকে হুড়োহুড়ি করে সৈনিকদেরকে সরে যেতে দেখল রানা। তাঁবুর ওখানে কী ঘটছে বোঝা মুশকিল, কিন্তু ওরাও কাভার নিচ্ছে নিঃসন্দেহে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বিকট শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। পাক খেয়ে উপরে উঠল তুষার, দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল আইস স্টেশনের এণ্ট্রান্স আর লাশ রাখার তাঁবু।

'মুভ!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

এক লাফে তুষারের স্তূপ টপকাল দু'জনে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল পার্কিং এরিয়ার দিকে। দশ গজ এগোতেই গর্জে উঠল শত্রুপক্ষের রাইফেল, ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। টার্গেট দেখতে না পেলেও ওদের মতলব টের পেয়ে গেছে শত্রুরা, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে ঠেকাতে চাইছে পলায়ন।

প্রথম কিছুক্ষণ লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো তারা, আশপাশ দিয়ে ছুটে গেল বুলেট, কিংবা মাথা কুটল পিছনের বরফে। তারপর হঠাৎ ককিয়ে উঠল ফিশার। একটা গুলি হাঁটুর পিছনটা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। হোঁচট খেলো সে। পরের বুলেটটা লাগল সরাসরি, শিরদাঁড়ার পাশে কোমরে।

এখন আর ফিশার ছুটতে পারছে না, রক্তক্ষরণে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছে। পারছে না, তবু চেষ্টা করছে দৌড়াতে, ফলে হোঁচট খাচ্ছে বারবার। রানা কয়েক কদম এগিয়ে গেছে, কমাণ্ডারের অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়াল।

'দাঁড়াবেন না!' চেঁচাল ফিশার। 'দৌড়ান!'

দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল রানা। তখুনি আবার শোনা গেল গুলির আওয়াজ। ছুটে গিয়ে ওকে ধাক্কা দিল কমাণ্ডার, ফেলে দিল মাটিতে, ওর বদলে নিজেই পিঠে নিল বুলেট। পারকার পিছনদিক হয়ে উঠল টকটকে লাল। পরের বুলেটটা আধপাক ঘুরিয়ে দিল তাকে। কাঁধে লেগেছে। পা দুটো ভাঁজ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল ফিশার। উপুড় হয়ে পড়েছে। জানে, এবার আর উঠতে পারবে না।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কোনোমতে একটু মাথা তুলল কমাণ্ডার। ফিসফিস করে বলল, 'চলে যান, মি. রানা! প্লিজ... চলে যান!' কথাটা বলেই মুখ থুবড়ে পড়ল।

পরক্ষণে একটা পরিচিত আওয়াজ কানে এল রানার—শিসের মত আওয়াজ তুলে বাতাস কাটছে কী যেন। রকেট! দু'হাতে কান চেপে বরফে উপুড় হয়ে পড়ল ও। ওদের দশ গজ দূরে এসে আছড়ে পড়ল রকেট।

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল রানার, গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল তীব্র তাপপ্রবাহ। কয়েক সেকেণ্ড পর কাশতে কাশতে উঠে বসল ও। রকেট বিস্ফোরণে বিশাল এক গর্ত সৃষ্টি হয়েছে বরফের বুকে, ওখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাগরের পানি। বাতাসে ভাসছে জলকণা আর বরফকুচি। ওর চোখের সামনে ফিশারের দেহটা গড়িয়ে পড়ে গেল গর্তের ভিতরে।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। এক লাফে উঠে দাঁড়াল ও। পানি আর বরফের মেঘ ভেদ করে ছুটতে শুরু করল পার্কিং এরিয়ার দিকে।

প্রান্তরের মাঝ দিয়ে ছুটতে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছে

অ্যাবি। এতদূর থেকে চেহারা চেনা যাচ্ছে না। দু'জন বেরিয়ে এসেছিল আড়াল থেকে, একজন গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল, তারপর ঘটল বিস্ফোরণ। এখন ওই একজনই ছুটে আসছে পার্কিং এরিয়ার দিকে।

'এখুনি মুভ করা দরকার আমাদের,' ওর পাশ থেকে বলে উঠল ম্যাসন। 'রাশানরা লড়াই নিয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে একটা স্নো-ক্যাট নিয়ে কেটে পড়তে পারি আমরা।'

'ভাল প্রস্তাব,' বলল পাওয়েল। 'কেউ স্নো-ক্যাট চালাতে জানেন?'

'আমি পারি,' হাত তুললেন ড. কনওয়ে।

মাথা ঝাঁকাল পাওয়েল। 'আমি আর জিম দুটো স্কি-ডু নিয়ে ডিকয় সাজব। বাকিদের তা হলে জায়গা হয়ে যাবে ওটায়।' হাত তুলে কাছের একটা স্নো-ক্যাট দেখাল সে। 'চলুন রওনা হয়ে যাই। আমি আর জিম চেষ্টা করব রাশানদের মনোযোগ ফিরিয়ে রাখতে।'

'চলুন,' বলল ম্যাসন।

স্নো-ক্যাটের দিকে ছুট লাগাল সিভিলিয়ানরা। পাওয়েল আর জিম দু'ভাগ হয়ে ছুটে গেল দুটো স্কি-ডুর দিকে।

ঝটপট যার যার বাহনে উঠতে শুরু করল সবাই। সবার আগে উঠলেন কনওয়ে, তাঁর পিছু পিছু সামনের সিটে উঠে পড়ল লিলি আর স্যাম। গাড়ির সঙ্গেই রাখা হয় এখানকার সমস্ত চাবি, সেটা খুঁজে নিয়ে ইগনিশনে ঢোকালেন কনওয়ে, মোচড় দিলেন সজোরে। খকখক করে আর্তনাদ ছাড়ল ইঞ্জিন। শঙ্কিত হয়ে উঠল যাত্রীরা, এই আওয়াজে মড়ারও ঘুম ভাঙবে! আশার বাণী একটাই—ব্যস্ত রাশানরা হয়তো খেয়াল করবে না এ-শব্দ। রকেট বিস্ফোরণে ওদের কানে তালা লেগে যাবার কথা।

পিছনের দরজা খুলতে যাচ্ছিল অ্যাবি, ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে

আছে ম্যাসন আর শ্যারন—ওরা সবাই পিছনের সিটে উঠবে; কিন্তু ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াল। চঞ্চল চোখে আইস স্টেশনের এণ্ট্রান্সের দিকে তাকাল অ্যাবি, রাশানরা ছুটে আসে কি না দেখতে চায়, কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। রকেট বিস্ফোরণের মেঘ ঢেকে রেখেছে সবকিছু। আরও দুটো ইঞ্জিন চালু হবার শব্দ শোনা গেল। স্কি-ডুতে উঠে পড়েছে পাওয়েল আর জিম।

'তাড়াতাড়ি করুন!' পিছন থেকে তাড়া দিল ম্যাসন।

কিন্তু নড়ল না অ্যাবি। ওর চোখ আটকে গেছে ছুটতে থাকা নিঃসঙ্গ মানুষটার দিকে। অনেক কাছে এসে পড়েছে সে। চেহারা এখনও অস্পষ্ট, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার গায়ের পোশাক। সাদা পারকা... রাশান ইউনিফর্ম!

ম্যাসনও লক্ষ করল এবার। গাল দিয়ে উঠল সে। 'ও আমাদেরকে ঠেকাতে আসছে!'

কেন যেন কথাটা বিশ্বাস হলো না অ্যাবির। ও যদি রাশান সৈনিকই হবে, তা হলে দলের লোকের হামলার শিকার হয়েছে কেন? কেন তাকে লক্ষ্য করে গুলি আর রকেট ছুঁড়েছে ওরা।

ভাবনাটা শেষ হবার আগেই নতুন একটা নড়াচড়া দেখতে পেল। তুষারের মেঘ থেকে বেরিয়ে এল চতুষ্পদ একটা প্রাণী, ছুটে যাচ্ছে লোকটার দিকে।

'লোবো!' চমকে উঠল অ্যাবি।

'নিশ্চয়ই ব্যাটাকে ঠেকাতে যাচ্ছে,' খুশি খুশি গলায় বলল ম্যাসন। 'ভালই হলো, আমাদেরকে আর ঝুঁকি নিতে হলো না। যথেষ্ট হয়েছে... এবার গাড়িতে উঠুন, মিস ম্যানিটক।'

কথাটা যেন কানে গেল না অ্যাবির। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ও। হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে মানুষটা, লোবোকে জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য... দু'পা এগিয়ে গেল ও।

বলল, 'না! ওটা... ওটা রানা!'

•

তুষারের মাঝ দিয়ে কুকুরটাকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা। চিনতে পেরেই চমকে উঠল। লোবো! এখানে কোত্থেকে এল? ওকে তো ওমেগা স্টেশনে রেখে এসেছিল ওরা। যেভাবেই আসুক, কুকুরটাকে দেখে অদ্ভুত এক আনন্দ সৃষ্টি হলো মনে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। লোবোকে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। মাথায়-ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'কেমন আছিস, লোবো? কোত্থেকে এলি?'

ওর গাল চেটে দিল লোবো। তারপরেই পারকার হাতা কামড়ে ধরে টানতে শুরু করল। ওকে নিয়ে যেতে চাইছে কোথায় যেন। একটা চিৎকার শুনল রানা। চোখ তুলতেই পার্কিং এরিয়ায় হাত নাড়তে থাকা একটা ছায়ামূর্তি নজরে পড়ল।

অ্যাবি।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল রানা। লোবোর পিছু পিছু দৌড়াতে শুরু করল ওদিকে। কিন্তু কয়েক পা যেতেই আবার শোনা গেল সেই পরিচিত শব্দ—বাতাস চিরে ছুটে আসছে একটা রকেট!

কী ঘটল, কিছুই বোঝা গেল না। আচমকা সামনে আগুনের বিশাল একটা গোলা দেখতে পেল ও। বুকে এসে লাগল শকওয়েভের প্রচণ্ড ধাক্কা... পিছনদিকে ছিটকে পড়ল রানা। পতনের ধাক্কায় বুক থেকে বেরিয়ে গেল সব বাতাস। আহত কাঁধে ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল, চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল তারা।

নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল রানা, নড়বার শক্তি নেই। অনেকক্ষণ পর যখন হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল, তখন কমে এসেছে ধোঁয়া। আগুনে জ্বলছে পার্কিং এরিয়ার বেশ ক'টা গাড়ি। মাঝখানে হাঁ করে আছে বিশাল এক গর্ত, সেখানে আলোড়িত হচ্ছে আর্কটিক

সাগরের হিমশীতল পানি। অ্যাবিকে দেখা গেল না কোথাও।

'আরে, অ্যাবি! অ্যাবি কোথায় গেল!' ফিসফিসাল রানা। বসে রইল হাঁটু গেড়ে। অসম্ভব যন্ত্রণা!

বিশ

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, বেঁচে আছে অ্যাবি। কিন্তু কীভাবে, তা বলতে পারবে না। পার্কিং এরিয়ার প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে ছিল ও, হাত নাড়ছিল রানার উদ্দেশে, তারপরেই সব অন্ধকার। বোধহয় ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, চোখ মেলে দেখল আগের অবস্থানের বিশ ফুট দূরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে—সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, চোখের সামনে দুনিয়া দুলছে, চারপাশে জ্বলছে পার্কিং এরিয়ার স্নো-ক্যাট আর স্কি-ডুগুলো।

কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল ও। প্রথমেই মনে পড়ল সঙ্গীদের কথা। ঝট করে মাথা ঘোরাল ওদিকে। মিরাকল-ই বলা চলে, ছিন্নভিন্ন হয়নি ওদের স্নো-ক্যাট, আগুনও ধরেনি; তবে একপাশে কাত হয়ে উল্টে রয়েছে ওটা, ভচকে গেছে চেসিস। আরেকটু হলে সদ্য সৃষ্টি হওয়া গর্তের ভিতর পড়ে যেত। চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল। শ্যারন আর ম্যাসনকে উঠে দাঁড়াতে দেখল ও, দু'জনেরই কপালে রক্ত।

রানার খোঁজে প্রান্তরের উপর চোখ বোলাল অ্যাবি, কিন্তু ধোঁয়া আর তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে সব। ওকে দেখা গেল না।

দেখা গেল না লোবোকেও। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে ইচ্ছে করল ওর। শ্যারনের ডাক শুনে উঠে দাঁড়াল। বধির বিজ্ঞানী স্নো-ক্যাটের দরজা ধরে টানাটানি করছে—ভিতরে আটকা পড়া সহকর্মীদের বের করে আনতে চায়। ভিতরে ড. কনওয়ে ও তাঁর দুই সহকারীকে দুর্বলভাবে নড়তে দেখা যাচ্ছে।

ম্যাসন এগিয়ে গেল শ্যারনকে সাহায্য করতে, অ্যাবিও এগোল। হাঁটতে হাঁটতে চোখ বোলাল আশপাশে। উল্টে থাকা একটা স্কি-ডুর তলায় চাপা পড়ে আছে জিম, শরীরের নীচে বরফ লাল হয়ে গেছে রক্তে। নড়ছে না মানুষটা। চোখ ভরে জল এল অ্যাবির। পাওয়েলকে খোঁজার চেষ্টা করল। তার স্কি-ডু কাত হয়ে পড়ে আছে রিজের গোড়ায়, ইঞ্জিন এখনও চালু, কিন্তু পাওয়েলকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'প্লিজ, সাহায্য করুন!' চেঁচিয়ে উঠল শ্যারন। 'দরজাটা আটকে গেছে।' আতঙ্কে সাদা হয়ে আছে চেহারা। ভয়াবহ একটা অভিজ্ঞতা এটা তার জন্যে। অন্যেরা শব্দ শুনেছে, কিছুটা হলেও আভাস পেয়েছে বিপদের... কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বেচারির চোখের সামনে।

দরজার হাতল ধরে কয়েক দফা টানল ম্যাসন। তারপর পিছিয়ে এসে বলল, 'সম্ভব না। জ্যাম হয়ে গেছে একেবারে।'

'সবাই মিলে টানলে কাজ হতে পারে। আসুন।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবি।

ওর কনুই টেনে ধরল ম্যাসন। 'সময় নেই। ওই দেখুন।' আঙুল তুলল সে।

ধোঁয়া আর তুষারের আড়াল থেকে প্রকট হয়ে উঠছে একদল ছায়ামূর্তি। গায়ে সাদা পোশাক, হাতে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র।

'রাশানদের ক্লিনআপ টিম ওটা,' বলল ম্যাসন। 'এখানে আসছে কেউ বেঁচে থাকলে তাকে নিকেশ করবার জন্য।

আমাদেরকে স্পট করার আগেই সরে যেতে হবে।'

'কোথায়?' প্রেশার রিজের দিকে তাকাল। 'আবার ওই গ্রেণ্ডেলদের রাজ্যে?'

'ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই। বিশ মিনিটের মধ্যে এখানে পৌঁছুতে পারবে আমার ডেল্টা ফোর্সের টিম। যেমন করে হোক, ততক্ষণ শুধু টিকে থাকতে হবে আমাদের।'

'আরেকটা উপায় আছে,' বলে উঠল শ্যারন। 'আসুন আমার সঙ্গে।' তাড়াহুড়ো করে পার্কিং লটের আরেকদিকে ছুট লাগাল সে। ম্যাসন পিছু নিল তার।

শেষবারের মত আটকা পড়া বিজ্ঞানীদের দিকে তাকাল অ্যাবি। মনের সায় পাচ্ছে না ওদেরকে এভাবে ফেলে যেতে। কিন্তু কিছু করারও তো নেই। কোমরে বাঁধা ফাঁকা হোলস্টারে হাত বোলাল—ইশশ, পিস্তলটা থাকলেও একটা চেষ্টা করে দেখা যেত।

ওর দোনোমনো ভাব বোধহয় বুঝতে পারলেন ড. কনওয়ে। মুখে কিছু বললেন না, হাতের ইশারা করলেন চলে যেতে। বিপদের মুখে তাঁর নিঃস্বার্থ চরিত্র প্রকাশ পেল তাতে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল অ্যাবি, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যদি পারে তো ফিরে আসবে ওদেরকে উদ্ধার করতে। পাশ ফিরে ছুটল শ্যারন আর ম্যাসনের পিছু পিছু।

পাহাড়ি এক খোঁড়লের সামনে এসে থেমেছে বধির বিজ্ঞানী, মুখ প্রায় বুজে গেছে ওটার। ত্রস্ত হাতে বরফ সরাতেই শ্যারনের আইসবোটের বো দেখা গেল। স্নো-অ্যাঙ্করের বাঁধন খুলে ফেলল ও, সঙ্গীদের ডাকল, 'হাত লাগান।'

টানাটানি করে খোঁড়ল থেকে বোটটা বের করে আনল ওরা। একদম অক্ষত আছে। দ্রুত মাস্তুল খাড়া করল শ্যারন, পাল খাটিয়ে ফেলল। ততক্ষণে দূর থেকে ভেসে আসতে শুরু করেছে

ইঞ্জিনের আওয়াজ। ঘাড় ফিরিয়ে ঘন কুয়াশার ভিতর কয়েকটা হেডলাইট দেখতে পেল ম্যাসন।

'হোভারক্র্যাফট!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদেরকে!'

'হয়ে গেছে!' এক লাফে বোট থেকে নেমে এল শ্যারন। 'ধাক্কা দিন সবাই। খোলা জায়গায় না গেলে বাতাস লাগবে না পালে।'

ঠেলা দিয়ে বোটকে এগিয়ে নিয়ে চলল তিনজনে। রিজের কিনার পেরুতেই ফুলতে শুরু করল পাল। ধীরে ধীরে আপনগতিতে চলছে এবার বাহনটা।

'উঠে পড়ুন!' চেঁচাল শ্যারন। 'সামনের দিকে বসবেন... দু'জন দু'পাশে, যাতে ব্যালান্স ঠিক থাকে।'

কথাটা মুখ দিয়ে বেরুতে যা দেরি, লাফ দিয়ে বোটে উঠে পড়ল ম্যাসন আর অ্যাবি। শেষ একটা ধাক্কা দিয়ে শ্যারনও চড়ল। স্টার্নে বসল ও। বসেই দক্ষ হাতে টান লাগাল জিব-লাইনে। সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাসে বেলুনের মত ফুলে উঠল পাল, এক লাফে আগে বাড়ল বাহনটা।

হোভারক্র্যাফটগুলোর দিকে তাকাল অ্যাবি। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওগুলোর কাঠামো। দু'জন করে আরোহী রয়েছে প্রতিটাতে। পার্কিং এরিয়ার দিকে যাচ্ছিল, ওদেরকে দেখতে পেয়েই মুখ ঘোরাল, ছুটে এল বোটকে লক্ষ্য করে।

'ওরা দেখে ফেলেছে আমাদেরকে!' চেঁচাল ম্যাসন।

গুলির আওয়াজ হলো। হোভারক্র্যাফটের সওয়ারীরা ফায়ার ওপেন করেছে। বোটের আশপাশ দিয়ে ছুটে গেল অনেকগুলো বুলেট, একটা বেরিয়ে গেল পাল ফুটো করে—তবে ওটা বড় কোনও ক্ষতি নয়।

'শুয়ে পড়ুন!' চিৎকার করল শ্যারন।

খোলের ভিতরে শরীর মিশিয়ে দিল ম্যাসন আর অ্যাবি। শ্যারনও গুটিয়ে নিল নিজেকে। ওই অবস্থায় ফুট প্যাডাল চাপল, একদিকে কাত হয়ে গেল বোট। রানারের উপর ভর দিয়ে ঘোরাতে শুরু করল নাক। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বাহনকে আবার সিধে করে নিল ও। বাতাস এবার সরাসরি পিছন থেকে লাগছে। টান টান হয়ে উঠল সবক'টা দড়ি। পাগলা ঘোড়ার মত দৌড় লাগাল আইসবোট। চারপাশে শুরু হলো হাওয়ার মাতম।

ঝুঁকি নিয়ে একটু পরে পিছনে উঁকি দিল অ্যাবি। পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে হোভারক্র্যাফটগুলো। এই বাতাসে আইস বোটের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ওদের জেতার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আশাবাদী হয়ে উঠল অ্যাবি... তবে সেটার স্থায়িত্ব হলো মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।

সামনের হোভারক্র্যাফটের দু'পাশ থেকে আলোর ঝলকানি দেখতে পেল ও। রকেট ছুঁড়েছে ওরা!

একের পর এক গুলি ছুটে আসছে রানাকে লক্ষ্য করে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে, গড়ান দিয়ে, কিংবা হামাগুড়ি দিয়ে সেগুলোকে ফাঁকি দিয়ে চলেছে ও। চেষ্টা করছে পার্কিং এরিয়ার ভাঙাচোরা গাড়িগুলোর আড়ালে কাভার নিতে। খুব একটা লাভ হচ্ছে না। ওকে ঘায়েল করবে বলে যেন পণ করেছে ধাওয়াকারী রাশান সৈনিকেরা, ক্ষণে ক্ষণে পজিশন বদলে ঠিকই খুঁজে নিচ্ছে ওকে। লোবোরও কোনও খোঁজ নেই। রকেট বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে কোথায় যেন পালিয়ে গেছে কুকুরটা।

থমকে দাঁড়াল রানা। রকেটের আঘাতে সৃষ্ট গর্তটা পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে সামনে। পাশ ঘুরে এগোনো ছাড়া উপায় নেই, তাতে সময় বেশি লাগবে। তবে পানির উপর ভাসছে মিহি কুয়াশা, সেটার আড়াল নেয়া যেতে পারে।

যে-দিক থেকে বাতাস বইছে, তার উল্টোদিকের কিনার ধরে এগোতে শুরু করল ও, চেষ্টা করল কুয়াশার ভিতরে মিশে যেতে। কিন্তু এরপর কোথায় যাবে? কুয়াশার কাভার নিয়ে অনন্তকাল লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। পিছন থেকে খসাতে হবে শত্রুদের... কীভাবে?

আইসফিল্ডে নড়াচড়া লক্ষ করে ঘাড় ফেরাল রানা। একটা আইসবোট ছুটে চলেছে পিছনে তুষার উড়িয়ে, ওটাকে ধাওয়া করছে দুটো হোভারক্র্যাফট। আইসবোটের পিছনে জোড়া বিস্ফোরণ ঘটতে দেখল ও, শেষ মুহূর্তে দিক পাল্টে বেঁচে গেল ওটা। কিন্তু ফুলঝুরির মত তুষারের বর্ষণ নেমে এল ওটার উপরে। গতি একটু কমল। স্পিড বাড়িয়ে শিকারের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনল হোভারক্র্যাফটদুটো।

পায়ের কাছের বরফে একটা বুলেট আঘাত হানতেই সচেতন হয়ে উঠল রানা। আইসবোটের আরোহীদের নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। তীক্ষ্ণ আওয়াজে আরও কয়েকটা বুলেট আশপাশ দিয়ে ছুটে যেতেই অসহায় বোধ করল, দু'দিক থেকে এগিয়ে আসছে রাশানরা, ফাঁদে পড়ার অবস্থা ওর। লুকানোর কোনও জায়গা দেখতে পাচ্ছে না। নজর আটকে গেল পানি ভরা গর্তের দিকে।

ওখান দিয়ে কি...

মনে মনে দূরত্বটা হিসেব করে নিল রানা। গর্ত দিয়ে নেমে ডুবসাঁতার কাটতে হবে, রাশান সৈনিকদের সারিকে দ্বীপের তলা দিয়ে পেরিয়ে ভেসে উঠতে হবে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরের পলিনিয়ায়। ওটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে শত্রুরা, আশপাশে আর কেউ নেই। পলিনিয়া থেকে উঠে পাশের পাহাড়-সারির ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে সহজে। একটা গুহা খুঁজে নিয়ে গা ঢাকা দেয়া যাবে। এমনিতে ডুবসাঁতার দিয়ে এই

দূরত্ব পাড়ি দেওয়া ওর জন্য কঠিন কিছু নয়, কিন্তু হিমশীতল পানিতে কাজটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। হাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। আশার কথা একটাই—একটা লাইটার আছে ওর কাছে পাহাড়ি গুহায় যদি আশ্রয় নিতে পারে, আগুন জ্বেলে শরীর গরম করে নিতে পারবে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত টিকবে কি না, সেটাই ভয়।

বুঝতে পারছে রানা, প্ল্যানটা তেমন একটা সুবিধের নয় কিন্তু আর কোনও বিকল্পও তো নেই। অন্তত গুলি খেয়ে মরার চেয়ে ডুবে মরা ভাল। যা থাকে কপালে, ভেবে ছুট লাগাল ও. গর্তের কিনারে পৌঁছে ডাইভ দিল আর্কটিকের পানিতে।

অসম্ভব ঠাণ্ডা পানি মুহূর্তেই রানার ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস টেনে বের করে নিয়ে গেল। এই তাপমাত্রা বর্ণনা করবার মত কোনও ভাষা নেই। ককিয়ে উঠল শরীরের প্রতিটা জয়েন্ট। কাঁধের ক্ষতটা মুহূর্তেই অসাড় হয়ে গেল। জামাকাপড়ের ওজন বেড়ে গেছে, তলিয়ে যাচ্ছে ও। হাত-পা পাগলের মত ছুঁড়তে শুরু করল রানা, ডুবে যাবার পরিবর্তে সামনে এগোতে চায়। প্রথম কয়েক সেকেণ্ড যেন স্থির হয়ে রইল, তারপর খেয়াল করল—মাথার উপরে বদলাতে শুরু করেছে বরফের ছাত... এগোচ্ছে ওর দেহ।

দিক ঠিক করে নিল রানা। পলিনিয়ার উন্মুক্ত সারফেস ভেদ করে পানির নীচে ফুটে আছে আলোর স্তম্ভ... দ্রুত অগ্রসর হলো ওদিকে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই টের পেল কত বড় বোকামি করেছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে শক্তি, বুকের ভিতরে তড়পাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, চোখের সামনে দপদপ করছে কী যেন। সাড়া পাচ্ছে না হাত-পায়ে। অথচ অর্ধেক দূরত্বও পেরুতে পারেনি।

আতঙ্ক চেপে বসতে চাইল পুরো অস্তিত্ব জুড়ে. কিন্তু

নিজেকে স্থির রাখল রানা। ভয় পেয়ে লাভ হবে না। এটা এখন বেঁচে থাকার মরণপণ সংগ্রাম।

পাথরের মত ভারী হাত-পায়ের সাহায্যে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোতে থাকল রানা। পুরোপুরি মেশিন বনে গেছে যেন ও, অগ্রাহ্য করল ব্যথা-বেদনা। দুই হাত যন্ত্রচালিতের মত সামনে ছুঁড়ছে, খামচি দেয়ার ভঙ্গিতে টানছে পানি, সেই সঙ্গে পায়ের ঠেলায় কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে দিচ্ছে দেহটাকে। কষ্টকর কাজ, একেক সময় হতাশ হয়ে থেমে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। অনেক তো হলো, আর কত! এত তড়পানি কীসের, যাক না চুকেবুকে জীবনের সমস্ত হিসেব, কী আসবে-যাবে?

চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, সামনের আলোটা আবছা হয়ে যেতে দেখল রানা। বুঝতে পারল, আয়ু ফুরিয়ে আসছে ওর। হঠাৎ দিব্যচোখে খুব পরিচিত একটা চেহারা দেখতে পেল ও। কাঁচাপাকা ভ্রু-র নীচের অন্তর্ভেদী চোখজোড়া বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে, যেন বলতে চাইছে—এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে, মাই বয়? মনে মনে গাল দিল রানা, শালার মরার সময়ও বুড়োর জ্বালাতন থামবে না দেখছি! কিন্তু না, শুধু বিসিআই চিফকেই নয়, আরও অনেককেই দেখতে পাচ্ছে ও। প্রিয় বন্ধু সোহেল, জাহেদ, সলীল... সোহানা, রূপা... সবাই যেন পরম উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ফিসফিস করে বলছে—আর একটু, রানা... আর একটু! হাল ছাড়িস না!

যেন এক অদৃশ্য শক্তির ইন্ধন পেয়ে সচকিত হলো রানা। দাঁতে দাঁত পিষে পাগলের মত পা নাড়ল ও, সামনে ছুঁড়ল দু'হাত—একবার... দু'বার... বার বার। কতক্ষণ বা কত যুগ পর বলতে পারবে না, আচমকা নিজেকে আলোকিত পানির মাঝে আবিষ্কার করল। পৌঁছে গেছে... পলিনিয়ার তলায় পৌঁছে

গেছে ও! হাত-পা ছুড়ে এবার ভেসে উঠতে শুরু করল। আর পারা যায় না, বাতাসের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস।

ভাগ্যদেবীর নিষ্ঠুর পরিহাসের তখনও কিছু বাকি ছিল। সারফেসের কাছাকাছি পৌঁছুতেই বরফে ঠুকে গেল রানার মাথা। বিস্মিত হয়ে উপরে তাকাল ও, পরক্ষণে আঁতকে উঠল। ভয়াবহ তুষারঝড় জমিয়ে দিয়েছে পলিনিয়ার উপরটা! হাত মুঠো করে একটা ঘুসি বসাল ও জমাট বরফের গায়ে, কিচ্ছু হলো না। অন্তত চার ইঞ্চি পুরু হয়ে জমেছে বরফের আস্তর, খালি হাতে এ-জিনিস ভাঙা সম্ভব না।

হতাশায় ছেয়ে গেল রানার অন্তর। ফিরে যাবার কোনও উপায় নেই। নেই ভেসে ওঠারও উপায়। এত কষ্ট সব বিফলে গেল... শেষ পর্যন্ত আর্কটিকের পানিতে ডুবেই মরতে হচ্ছে ওকে।

এমনি সময়ে অনেক নীচে কী যেন একটা নড়ে উঠল। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাল রানা। সাদাটে একটা আকৃতি... একটা ডুবো-গুহা থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এসেছে। সাঁতার কাটছে ওর ত্রিশ মিটার নীচে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রথমটার পিছু পিছু আরও দুটো বেরুল। এবার বৃত্তাকার একটা ফরমেশনে সাঁতার কেটে ধীরে ধীরে উঠে আসছে উপরদিকে—ওকে লক্ষ্য করে। ঠিক হাঙরের মত।

কিন্তু হাঙর নয় ওগুলো। দূরত্ব খানিক কমতেই প্রাণীগুলোকে চিনতে পারল রানা।

গ্রেণ্ডেল!

ভয় পেল না রানা, চমকেও উঠল না, অদ্ভুত এক নির্বিকারত্ব ভর করেছে ওর মধ্যে। কোনও কিছুর পরোয়া করছে না আর। শান্ত ভঙ্গিতে মেনে নিয়েছে ভাগ্যকে।

ডুবে মরাও কপালে নেই ওর!

অ্যাবির চিৎকার শুনে শেষ মুহূর্তে বোটের নাক ঘুরিয়েছে শ্যারন, ফলে রকেটদুটো বোটের বদলে আছড়ে পড়েছে বরফের উপর। তীব্র বিস্ফোরণে নতুন দুটো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, সেখান থেকে উঠে আসা ছোট-বড় বরফখণ্ড বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে ওদের মাথার উপর।

সামনে বড়-সড় একটা বোল্ডার দেখতে পেল শ্যারন, নিপুণ হাতে সেটাকে পাশ কাটাল ও। তারপর তাকাল পিছনদিকে। গর্তের পাশ ঘুরে এগিয়ে আসছে হোভার-ক্র্যাফটদুটো। ফুট প্যাডাল, কীল বার আর জিব-লাইন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও—আঁকাবাঁকা একটা পথে ছোটাচ্ছে বাহনকে। এগোবার গতি খানিকটা কমে গেল বটে, কিন্তু রকেটের ঝুঁকি কমল। ওদেরকে সরলরেখায় না পেলে রকেট ছোঁড়া মুশকিল হয়ে যাবে ধাওয়াকারীদের জন্য।

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাবি বলল, 'দারুণ দেখালেন।'

শুকনো একটা হাসি ফুটল শ্যারনের ঠোঁটে। 'ধন্যবাদ। তবে বিপদ এখনও কাটেনি।'

ম্যাসনকে পারকার ড্র-স্ট্রিং টানতে দেখল ও। সেটা কানে গুঁজে শার্টের কলার চেপে ধরল গলায়। এরপর নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল। মাথা নামিয়ে রেখেছে, ঠোঁট দেখা যাচ্ছে না ঠিকমত, কাজেই বুঝতে পারল না কী বলছে। তবে ধরে নিল, সাহায্য চাইছে সে ডেল্টা ফোর্সের কাছে।

'ড. বেকেট!' ডেকে উঠল অ্যাবি। ইশারায় দেখাল পিছনটা।

ঘাড় ফেরাতেই হোভারক্র্যাফটদুটোকে পজিশন বদলাতে দেখল শ্যারন। একসঙ্গে না এগিয়ে দু'দিকে চলে যাচ্ছে, দু'পাশ থেকে চেপে ধরতে চাইছে আইসবোটকে, যাতে রকেট ফায়ার করলে মিস না হয়। বাহনদুটোর এগজস্ট দিয়ে পাক খেয়ে

বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া—ইঞ্জিনকে খাটিয়ে মারছে দুই চালক, নিংড়ে বের করে আনছে পুরো শক্তি। শ্যারন বুঝতে পারল, ওকেও তা-ই করতে হবে।

বোটের স্পিডোমিটার চেক করল ও। ষাটের ঘর স্পর্শ করেছে কাঁটা—ওর ব্যক্তিগত রেকর্ড। কিন্তু এই রেকর্ড ভাঙা চাই এখন।

বিপদের ভয় দূর করে দিয়ে সেইলিঙের দিকে অখণ্ড মনোযোগ দিল ও। এক হাতে টানতে শুরু করল পাল, অন্যহাতে মৃদু নাড়ল কীল বার, পা-দুটো চাপ বাড়াচ্ছে-কমাচ্ছে ফুট প্যাডালে। বোটের সঙ্গে একাত্ম করে দিল নিজেকে। অনুভব করতে লাগল বাতাসের আক্রোশ, রানারের ঝনঝনানি, জমিনের চড়াই-উৎরাই। ব্রেকের উপর থেকে কমাতে শুরু করল চাপ, স্বাধীনভাবে ছুটতে দিল আইসবোটকে।

বাড়তে শুরু করল স্পিড—*ষাট... বাষট্টি... পঁয়ষট্টি...*

'ফায়ার করছে ওরা!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি, কিন্তু সে-চিৎকার কানে গেল না শ্যারনের। ওর দৃষ্টি আটকে আছে স্পিডোমিটারের উপর।

সত্তর... পঁচাত্তর...

আইসবোটের ডানদিকে এসে আছড়ে পড়ল রকেট। চোখ ধাঁধানো আলো ছড়াল, আবারও সৃষ্টি করল বরফের বৃষ্টি। কিন্তু সাঁই করে জায়গাটা পেরিয়ে গেল আইসবোট। এরই মধ্যে আশিতে উঠে গেছে স্পিড। সামনে র‍্যাম্পের মত উঁচু একটা জায়গা পড়ল, সেখানে উঠে শূন্যে ঝাঁপ দিল বাহনটা। দক্ষ উইণ্ড-সার্ফারের মত পাল ঘুরিয়ে বাতাসের সর্বোচ্চ তোড় আটকাল শ্যারন, মাটিতে নামতে না দিয়ে বোটকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল বেশ কিছুদূর।

ভাসমান বোটের নীচে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো শত্রুদের পরবর্তী

রকেট। আগুন আর উড়ন্ত বরফের প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে এল বাহনটা। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রবল বেগে নেমে এল জমিনে। স্পিডোমিটারের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক উল্লাস অনুভব করল শ্যারন। অকল্পনীয় বেগে ছুটছে ওরা এখন। দেখতে দেখতে নব্বুই ছাড়িয়ে পঁচানব্বুইয়ের ঘরে চলে গেল কাঁটা।

দুরন্ত ঝঞ্ঝার মত এগিয়ে চলেছে ছোট্ট আইসবোট— বাতাসের কল্যাণে... দক্ষ চালকের কল্যাণে। শেষবারের মত একটা রকেট ছোঁড়া হলো হোভারক্র্যাফট থেকে, কিন্তু বোটের ধারেকাছেও পৌঁছুল না ওটা। নিষ্ফলভাবে আগুন আর বরফ ছিটাল কেবল।

হাত তুলে পিছনে ইশারা করল ম্যাসন, উল্টোদিকে ঘুরে যাচ্ছে হোভারক্র্যাফটদুটো। 'থ্যাঙ্ক গড... ওরা ফিরে যাচ্ছে! হাল ছেড়ে দিয়েছে! কনগ্রাচুলেশন্স, ড. বেকেট!'

ঘাড় ফেরাবার প্রয়োজন বোধ করল না শ্যারন, এমনিতেই বুঝতে পারছে—জয় হয়েছে ওদের। আইসবোটের তুমুল গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না আর কোনও যানবাহন। সতর্কতা হিসেবে আরও কিছুক্ষণ নিজের মত ছুটতে দিল আইসবোটকে, ধাওয়াকারীদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে চায়। যখন সন্তুষ্ট হলো, তখন চেপে ধরল ব্রেক; গতি কমিয়ে নিরাপদ সীমায় নামিয়ে আনবে। আর তখুনি টের পেল নতুন বিপদ।

কমছে না গতি... কাজ করছে না আইস-ব্রেক। সম্ভবত বরফে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেছে মেকানিজম। ত্রস্ত হাতে বিকল্প কৌশল কাজে লাগাতে চাইল, নামিয়ে আনতে চাইল পাল—কিন্তু সে-ও হবার নয়। বাতাসের তোড়ে টানটান হয়ে গেছে সবক'টা দড়ি, একেকটা যেন লোহার দণ্ড... কিছুতেই ঢিল দেয়া গেল না।

বাতাসও বেড়ে গেছে হঠাৎ। আতঙ্কিত চোখে স্পিডোমিটারের কাঁটা একশোর ঘর স্পর্শ করতে দেখল ও—ওটাই শেষ সীমা,

এরচেয়ে বেশি গতি মাপতে পারবে না ওটা। প্রমাদ গুনল। এই স্পিডে চলবার মত করে বানানো হয়নি এ বোট। ভেঙেচুরে যে-কোনও মুহূর্তে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

রকেটের মত বরফ-প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে আইসবোট। থামাবার উপায় নেই, ঝোড়ো বাতাসের মর্জির হাতে যেন সঁপে দিয়েছে নিজেকে। বুঝতে পারল শ্যারন, এখুনি ওটাকে থামাতে না পারলে নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু থামাবে কীভাবে?

একুশ

জ্ঞান হারিয়ে ফেলার দশা রানার, ওই অবস্থাতেই তাকিয়ে রইল পাক খেয়ে উঠতে থাকা তিন গ্রেণ্ডেলের দিকে। কোনও তাড়া লক্ষ করা যাচ্ছে না ওদের মধ্যে, যেন বুঝতে পেরেছে—কায়দামত পাওয়া গেছে শিকারটাকে, কোথাও পালাবার উপায় নেই তার।

শেষবারের মত বিদ্রোহ করে উঠল রানার মন—অসহায় আত্মাহুতি সমর্থন করছে না। কিন্তু ভয়ঙ্কর দানবগুলোকে ঠেকাবে কী করে? স্নেক পিটের কথা মনে পড়ল—ওখানে মাইনিং হেলমেটের বাতি আর এয়ার-ওয়ার্মিং হিটার ব্যবহার করে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল একটা গ্রেণ্ডেলকে।

আলো আর তাপ। এ-দুটোই চাই ওর। কিন্তু সে-জিনিস পানির তলায় পাবে কীভাবে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সচকিত হলো রানা।

তাড়াতাড়ি হাত ঢোকাল পারকার পকেটে। ধাতব একটা জিনিসের স্পর্শ পেল আঙুলে, বের করে আনল ওটা। ডিমের মত একটা বস্তু—ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড... কমাণ্ডার ফিশার যেটা দিয়েছিল!

অক্সিজেনের অভাবে কার্যক্ষমতা হারাতে বসেছে মস্তিষ্ক, ক্ষীণ হয়ে এসেছে দৃষ্টি। কাঁপা কাঁপা হাতে ট্রিগার গার্ড খুঁজে বের করল ও, ফ্লিপার তুলে টিপে দিল তলার বোতামটা। নীচের দিকে তাকাল, খুঁজে বের করল সবচেয়ে কাছের গ্রেণ্ডেলটাকে, তারপর ওটার মাথার উপর ছেড়ে দিল গ্রেনেড।

দ্রুত নামতে শুরু করল ওটা। শরীর কুঁকড়ে ফেলল রানা, দু'হাতে চেপে ধরল কান। মুখ দিয়ে বের করে দিল শেষ বাতাসটুকু, তাকিয়ে রইল শিকারি দানবগুলোর দিকে।

গ্রেণ্ডেলের নাকের উপর ড্রপ করল গ্রেনেড, খোঁচা দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিল প্রাণীটা, তারপর আবার উঠতে শুরু করল উপরে। চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা।

পরক্ষণে চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, পানির তলায় সৃষ্টি করল বিশাল এক আগুনের গোলার। শরীরে শকওয়েভের প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করল রানা, জমে যাওয়া দেহটার উপর দিয়ে বয়ে গেল তীব্র উত্তাপের প্রবাহ। টের পেল উপর দিকে ছিটকে যাচ্ছে ও। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে বেরিয়ে এল পানি থেকে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় চৌচির হয়ে গেছে পলিনিয়ার জমাট সারফেসের একটা অংশ, ফুলঝুরির মত ছিটকে উঠেছে পানি আর বরফ। সেগুলোর সঙ্গে রানাও ভাসল শূন্যে—তবে মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই আবার ঝপাস করে আছড়ে পড়ল পানিতে।

বেশ কিছুদূর ডুবে গেল ও। তবে ইতিমধ্যে শ্বাস টেনে নিতে পেরেছে, বেড়েছে আয়ু। একটু অপেক্ষা করল ও ধাতস্থ হবার

জন্য, সেই সুযোগে দেখে নিল নীচটা। রক্ত মিশে গোলাপি হয়ে গেছে সাগরের সুনীল পানি, তার মাঝে নিস্পন্দ পাক খাচ্ছে তিন দানবের দেহ। ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে অতলে। মারা গেছে ওরা।

মাথা দপদপ করছে, বিদ্রোহ জানাতে শুরু করেছে শরীরের প্রতিটা কোষ। আর সম্ভব নয়। হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল রানা, একটু পরেই ভুশ করে ভেসে উঠল পলিনিয়ার সারফেসে। ভাসতে থাকা বড় একটা বরফের খণ্ড ধরে ফেলল, লাইফবয়ের মত কাজে লাগাল ওটাকে। ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে। সেই সঙ্গে শীতে কাঁপছে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত।

আস্তে আস্তে উপরে তাকাল রানা। মিহি জলকণা ভাসছে বাতাসে, পলিনিয়ার মাঝ থেকে আকাশে উড়ছে বাষ্প। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। গোপনে পালাবে ভেবেছিল, তা আর হলো না। পলিনিয়ার বিস্ফোরণ নিঃসন্দেহে দেখতে পেয়েছে শত্রুরা। আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে পাড়ের দিকে এগোল, পানি থেকে ওঠার একটা জায়গা খুঁজে নেবে।

পায়ের শব্দ শোনা গেল একটু পরেই। একে একে গর্তের কিনারে উদয় হলো রাশান সৈনিকেরা। হাতের অস্ত্র তাক করল ওর দিকে।

আর কিছু করবার নেই। পরাজয় মেনে নিল রানা।

বিপদের প্রকৃতি দুই সঙ্গীর কাছে ব্যাখ্যা করেছে শ্যারন। একটাই উপায় আছে রক্ষা পাবার, সেজন্যে সাহায্য প্রয়োজন। বোটের চালকের আসনে থাকতে হবে ওকে, ঝুঁকির কাজটা করতে হবে অন্য কাউকে। অ্যাবি রাজি হয়ে গেল নির্দ্বিধায়।

পাটাতনের নীচ থেকে একটা আইস অ্যাক্স বের করে দিল শ্যারন। সেটা হাতে নিয়ে অ্যাবি জানতে চাইল, 'কী করতে হবে আমাকে?'

'পালের দড়ি কাটতে হবে কয়েকটা,' বুমের দিকে ইশারা করে বলল শ্যারন। 'ওগুলো সব জ্যাম হয়ে গেছে। না কাটলে স্পিড কমাতে পারব না।'

বেলুনের মত ফুলে থাকা পালের দিকে তাকাল অ্যাবি। তারপর আবার ফিরল শ্যারনের দিকে। 'কোন্‌টা কোন্‌টা কাটতে হবে, দেখিয়ে দিন।'

একে একে কয়েকটা দড়ি দেখাল তরুণী বিজ্ঞানী। বলল, 'ওগুলো হলেই চলবে। দেখবেন, বাড়তি দড়ি যেন না কাটে। তা হলে নেতিয়ে পড়বে পাল। পুরোপুরি থেমে যাব আমরা।'

'আর শুধু ও-ক'টা কাটলে?'

'ঢিলে হয়ে যাবে পালটা। বাকি দড়িগুলো অপারেট করতে পারব আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মাস্তুলের দিকে এগোল অ্যাবি। এতক্ষণ মাথা নামিয়ে রেখেছিল, এবার একটু উঁচু হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তীব্র বাতাস, উড়িয়ে নিতে চাইল ওকে। চারপাশে শাঁই শাঁই করে পিছিয়ে যাচ্ছে দু'পাশের জমাট বরফ, ঝাপসা দেখাচ্ছে সবকিছু। ঝোড়ো বাতাস উদ্দাম বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ওদেরকে... দুই কানে শোঁ শোঁ হাওয়ার গর্জন। বোটের তলা থেকে ভেসে আসা রানারের শব্দ তো নয়, মনে হচ্ছে খোলের নীচে ফোঁস ফোঁস করছে একদল সাপ।

কুঠারটা একহাতে নিয়ে অন্যহাতে হ্যাণ্ডরেইল ধরল অ্যাবি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মাস্তুলের দিকে। বাতাসের ঝাপটায় ব্যালান্স রাখা মুশকিল। কাছে গিয়ে জাপটে ধরল মাস্তুল।

ওর প্রথম লক্ষ্য বুমের সঙ্গে পালের বাঁধন। সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করল ও, তারপর আস্তে আস্তে কোপ দিতে শুরু করল গিঁঠের উপরে। ঠাশ্‌শ্‌ করে একটা শব্দ হলো হঠাৎ—পাশ থেকে ছুটে এল একটা বাঁধনছেঁড়া দড়ি, নড়বার আগেই চাবুকের মত

আঘাত হানল ওর গালে।

তীব্র ব্যথায় মাস্তুল ছেড়ে দিল অ্যাবি, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ধাক্কায় চলে গেল বোটের কিনারে, রেইল টপকে পড়ে যেতে শুরু করল। সাপের মত ছোবল দিল ম্যাসনের হাত, ধরে ফেলল ওর বেল্ট, টান দিয়ে ফিরিয়ে আনল ভিতরে।

'থ্যা... থ্যাঙ্কস!' কাঁপতে কাঁপতে বলল অ্যাবি।

'আরও সাবধানে কাজ করুন,' শান্ত গলায় বলল ম্যাসন।

মাস্তুল ধরে আবার উঁচু হলো অ্যাবি, কোপাতে শুরু করল বুমের গিঁঠ। আচমকা ছিঁড়ে গেল ওটা। পতাকার মত পত পত করে উঠল পালের মুক্ত কোনা, বুমটা মুগুরের মত ছুটে এল ওর দিকে। এবারও সরবার সময় পেল না অ্যাবি, অন্ধের মত হাত ছুঁড়ল, নাগালে পেতেই ধরে ফেলল বুমটা। ওকে নিয়েই ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরল ওটা। পায়ের নীচের অবলম্বন হারাল ও।

'অ্যাবি!' চেঁচিয়ে উঠল শ্যারন।

পুরোপুরি ঘুরে গেছে বুম, একটা প্রান্ত বেরিয়ে গেছে বোটের বাইরে। সেখানেই ঝুলছে অ্যাবি। পায়ের তলায় কিছু নেই, শুধু ছুটন্ত বরফ, পড়লে হাড়গোড় একটাও আস্ত থাকবে না। আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল অ্যাবি, পিছলাতে শুরু করেছে ওর দেহ। পড়ে যাচ্ছে বুম থেকে। যুদ্ধ শুরু করল টিকে থাকবার জন্য।

বোটের ভিতরে নড়ে উঠল ম্যাসন, বুমের গোড়া ধরে টানতে শুরু করল, অ্যাবিকে ভিতরে নিয়ে আসতে চায়। কিন্তু বাতাসের অত্যাচার আর বাড়তি ওজনের কারণে সহজ হলো না কাজটা। টানাহ্যাঁচড়া করে মাত্র কয়েক ইঞ্চি নড়িয়েছে, এমন সময় ভাঙাচোরা প্রান্তরে ঝাঁকি খেলো আইসবোট। চিৎকার করে বুম থেকে খসে পড়ল অ্যাবি। তবে ঝাঁকির সাথে আপনাআপনি ঘুরে গেছে বুম, বোটের ভিতরে আছড়ে পড়ল ও, মাথার পিছনটা ঠুকে গেল হ্যাণ্ডরেইলের সঙ্গে।

হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে এল ম্যাসন। 'ঠিক আছেন আপনি? কোথাও লাগেনি তো?'

হাত দিয়ে মাথার পিছনটা ঘষল অ্যাবি। 'না। কোনও সমস্যা নেই।' হাত বাড়াল পাটাতনে পড়ে থাকা কুঠারের দিকে।

ওর হাত ধরে ফেলল ম্যাসন। 'থাক। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। বাকিটা আমিই সামলাচ্ছি।'

মাস্তুলের কাছে চলে গেল সে, উঠে দাঁড়াল। দ্রুত কেটে চলল একের পর এক বাঁধন। বিপদে যে পড়ছে না, তা নয়; কিন্তু চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্রতায় এড়িয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে। সবমিলিয়ে তিন-চারটে দড়ির বাড়ি খেলো, সেগুলো সিরিয়াস কিছু নয়। কাজ শেষ করে ফিরে এল অ্যাবির কাছে।

'আপনি তো দেখছি এক্সপার্ট লোক!' অভিযোগের সুরে বলল অ্যাবি। 'আমাকে বিপদের মুখে ঠেললেন কেন?'

'আমি কোথায় ঠেললাম?' হাসল ম্যাসন। 'আপনিই তো হাত তুলে আমার আগে ভলান্টিয়ার হয়ে গেলেন!'

'নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছি আমি,' চেঁচিয়ে জানাল শ্যারন। 'স্পিড কমাচ্ছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রমাণ পাওয়া গেল কথাটার। কমে এল হাওয়ার শনশনানি, কমল বোটের কাঁপন, দু'পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও দেখা গেল পরিষ্কারভাবে। গতির কারণে এতক্ষণ সবকিছু ঘোলাটে দেখাচ্ছিল।

একটু পরেই শোনা গেল রোটরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ, পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে... গুমগুম শব্দে ভরিয়ে তুলছে চারপাশ। আকাশের দিকে একসঙ্গে মুখ তুলল বোটের তিন আরোহী। একটু পরেই দেখতে পেল হেলিকপ্টারটাকে—সিকোরস্কি সি-হক... পাহাড়ের পিছন থেকে বেরিয়ে এসেছে। এগোচ্ছে আইসবোটকে লক্ষ্য করে।

ফিউজেলাজের গায়ে জ্বলজ্বল করছে আমেরিকান পতাকা।

'ডেল্টা ফোর্সের হেলিকপ্টার,' সঙ্গীদের জানাল ম্যাসন। 'আমাদেরকে পিকআপ করতে আসছে।'

চোখ ছলছল করে উঠল অ্যাবির। মুক্তির আনন্দে নয়, আনন্দটা ভাগাভাগি করবার জন্য রানা পাশে নেই বলে। বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

কলারে লুকানো মাইক্রোফোন গলায় ঠেকাল ম্যাসন। 'ডেল্টা ওয়ান, দিস ইজ ডেল্টা কণ্ট্রোলার। আমরা নিরাপদ। খুব শীঘ্রি ওমেগায় ফিরে আসছি। কাউকে বলো আমাদের জন্য গরম কফির ব্যবস্থা করতে।'

বাইশ

মেইন ল্যাবের প্রিজন এরিয়ার ছোট্ট একটা সেলে বসে আছে রানা, কাঁপছে হি হি করে। এক সেট শুকনো পোশাক দেয়া হয়েছে ওকে—উলের প্যান্ট, সবুজ রঙের একটা হুডঅলা সোয়েট-শার্ট, আর একজোড়া বুট। ভেজা কাপড়গুলো পড়ে আছে সেলের এককোণে। কিন্তু শুকনো কাপড় পরেও ঠাণ্ডা কিছুতেই কাটছে না—আর্কটিকের পানিতে সাঁতার কেটে হাড্ডিমজ্জা জমিয়ে ফেলেছে ও।

বন্দি করার সময় নিপুণ হাতে শরীরতল্লাশি করা হয়েছে ওর। কেড়ে নেয়া হয়েছে টুকিটাকি সমস্ত জিনিস আর ওয়ালেট।

তারপর শুকনো কাপড়-সহ প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে তালা। চলে গেছে প্রহরীরা। কোথায়, কে জানে।

এতক্ষণ বলতে গেলে হুঁশ ছিল না রানার, ঘোরের মধ্যে নড়াচড়া করেছে, কাপড় বদলেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে ফিরে আসছে বোধশক্তি। মাথা ঘুরিয়ে সেলের ভিতরটা দেখল। তিনদিকে লোহার গরাদ, পিছনদিকটায় ইঁটের দেয়াল। প্রাইভেসি বলে কিছু নেই, টয়লেটও নেই। প্রকৃতির ডাক সামলানোর জন্য জং-ধরা একটা বালতি কেবল রেখে দেয়া হয়েছে এককোণে। ফার্নিচার বলতে স্রেফ একটা স্টিলের চারপায়া, তার উপর কোনও তোষক-বালিশ নেই।

'কী অবস্থা আপনার?'

প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। পাশের সেলের গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম—বায়োলজি টিমের রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট।

'আছি কোনোরকম,' দাঁত কপাটি ঠেকিয়ে জড়ানো গলায় বলল রানা। সেলের ভিতরে ড. কনওয়ে আর লিলিকেও দেখতে পাচ্ছে। আরেকটা ছেলে ছিল না? নেভিল না কী যেন নাম... সে কোথায়? ঠিকমত ভাবতে পারছে না রানা।

'মি. রানা?'

লিসার ডাক শুনে মুখ ঘোরাল রানা। মুখোমুখি আরেকটা সেলে বসে আছে মেয়েটা। সারা মুখে কালসিটে, একটা চোখ বুজে এসেছে, ফেটে গেছে ঠোঁট।

'কমাণ্ডার ফিশার কোথায়, মি. রানা?'

জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল রানা। মগজ যেন বাড়ি খেলো খুলির দু'পাশে, চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল ফুটকি।

ফুঁপিয়ে উঠল লিসা। একে একে সব সহকর্মীকে হারিয়েছে—ফিশার, গ্রিন, ডেভ পার্ল, টম, পাওয়েল... বেঁচে আছে ও একা!

স্যামের পাশে এসে দাঁড়ালেন ড. কনওয়ে। বললেন, 'মি. রানা, একটা ব্যাপার জানা থাকা দরকার আপনার। আপনার বান্ধবী... মানে মিস ম্যানিটক...'

ঝট্ করে তার দিকে তাকাল রানা, মাথা ব্যথার পরোয়া করল না। 'কী হয়েছে ওর?'

'না, না, খারাপ কিছু না। আমাদের সঙ্গেই ছিলেন উনি। পরে ড. বেকেট আর সিআইএ-র ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা আইসবোটে চড়ে পালাতে দেখেছি ওঁদের।'

স্বস্তি বোধ করল রানা—দৃশ্যটা ও নিজেও দেখেছে, কিন্তু বোটে যে অ্যাবি ছিল, তা জানত না। বোটটা শেষ পর্যন্ত পালাতে পেরেছে কি না, তাও অজানা। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না। 'কীসের সিআইএ?' জানতে চাইল ও।

'ওফ্-ফো, আপনি বোধহয় জানেন না, গ্যারি ম্যাসন আসলে সিআইএ এজেন্ট। এখানে এসেছিল ল্যাব থেকে গবেষণার কাগজপত্র উদ্ধার করতে।'

সন্দেহটা আগেই হয়েছিল রানার, কনওয়ের কথা শুনে পরিষ্কার হয়ে গেল সব। 'হ্যাঁ, ওর কাছে তিনটে জার্নাল দেখেছি আমি,' বলল ও। 'ল্যাব থেকে চুরি করেছে। বোধহয় ওগুলোর কারণেই আমাদেরকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। কী ঘটেছিল, বলুন তো।'

সংক্ষেপে সার্ভিস টানেল থেকে পালানোর ঘটনা বর্ণনা করলেন কনওয়ে। শেষে যোগ করলেন, 'অল্প-স্বল্প রুশ ভাষা জানি আমি। গার্ডদেরকে বলতে শুনেছি, মি. ম্যাসনের চুরি করা জার্নালগুলো নাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওগুলোর জন্য পাগল হয়ে গেছে তাদের বস। আমরাও সম্ভবত সেই কারণেই বেঁচে আছি। জার্নালগুলোর হদিস জানতে চাওয়া হবে আমাদের কাছে।'

'হদিস চেয়ে তো লাভ নেই,' হতাশ গলায় বলল রানা। 'মরে

গেলেও ম্যাসন ওগুলো ফেরত দেবে ভেবেছেন? ও আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে একটা আঙুল নাড়বে বলেও মনে হয় না।'

'কী করব তা হলে আমরা?' হাহাকারের সুরে বলে উঠল স্যাম।

'জানি না,' বলল রানা। ধীরে ধীরে একটা ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ওর ভিতরে। ওদের সঙ্গে ছলচাতুরি করেছে ম্যাসন, নিয়ে এসেছে চরম বিপদের মাঝখানে—শুধুই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কাজশেষে আবার ফেলে গেছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। ডেল্টা ফোর্সের মত একটা অত্যাধুনিক বাহিনী ছিল তার সঙ্গে, চাইলে যখন-তখন সাহায্য করতে পারত সবাইকে। অথচ করেনি। এতবড় শয়তানকে ছেড়ে দেয়া যায় না। প্রতিজ্ঞা করল ও, সময়-সুযোগ পেলে এর প্রায়শ্চিত্ত করাবে ওকে দিয়ে।

মেঝেতে বুটের আওয়াজ হলো, অস্ত্রহাতে উদয় হলো দু'জন রাশান গার্ড। রানার সেলের দরজা খুলে হুকুম দিল, 'এসো আমাদের সঙ্গে।'

'কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'গেলেই দেখতে পাবে।'

কেন, কোথায় নেয়া হচ্ছে ওকে, বুঝতে পারছে রানা। ইন্টারোগেশন। জানতে চাওয়া হবে হারানো জার্নালগুলোর খবর। বলা বাহুল্য, ওদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না ও। তারপর? একটা ব্যাপারে রানা নিশ্চিত—এই বরফ-দ্বীপ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেয়া হবে না কাউকে। রাখা হবে না এখানে ঘটে যাওয়া ঘটনার কোনও সাক্ষী। তারমানে আর কখনও দেখা হবে না বন্দি সঙ্গীদের সঙ্গে। শেষবারের মত ওদের দিকে তাকাল ও, মনে মনে বিদায় নিল। তারপর পা বাড়াল গার্ডদের সঙ্গে।

প্রিজন এরিয়া থেকে বের করে চার নম্বর লেভেলের গভীরতর একটা অংশে ওকে নিয়ে চলল লোকদুটো। প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কের

করিডোর পেরিয়ে ছোট্ট একটা ইনার হলে পৌঁছুল। সেখান থেকে সংকীর্ণ একটা প্যাসেজ ধরে আলাদা একটা কামরায়। দরজা খুলে ওকে ভিতরে ঢুকতে ইশারা করল দুই গার্ড।

চৌকাঠ পেরিয়ে চমৎকারভাবে সাজানো একটা অফিসকক্ষ দেখতে পেল রানা। বিশাল ডেস্ক, বইয়ের শেলফ, কেবিনেট, ইত্যাদি দামি মেহগনি কাঠের তৈরি। দেয়ালে কারুকাজ করা কাঠের প্যানেল। মেঝেতে একটা ভালুকের চামড়ার কার্পেট, মাথাটা অক্ষত। কার্পেটের উপর বসে থাকা একটা বাচ্চা ছেলের উপর দৃষ্টি আটকে গেল ওর—আনমনে ভালুকের মাথায় হাত বোলাচ্ছে সে, ফিসফিস করে কী যেন বলছে অনর্গল।

দোরগোড়ায় মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা, সঙ্গে সঙ্গে একটা হার্টবিট মিস করে গেল রানার হৃৎপিণ্ড। এই চেহারা ও চেনে... এই ছেলেকেও ও চেনে! প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কের সেই বাচ্চাটা। বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে থমকে দাঁড়াল ও।

নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল এই সময়—শীতল, কর্তৃত্বভরা। ঘাড় ফেরাল রানা। রুমের কোণে সোফায় বসে বই পড়ছেন একজন বৃদ্ধ। গার্ডদের চলে যেতে বললেন তিনি, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। রানার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

হেঁটে রানার দিকে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ। বেশ লম্বা... ছ'ফুটের উপরে। টানটান দেহ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি। পরনে রাশান নৌবাহিনীর কালো ইউনিফর্ম। কলারে শোভা পাচ্ছে র‍্যাঙ্ক—রিয়ার অ্যাডমিরাল। মাথাভর্তি সাদা চুল তাঁর, দু'চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এ-মুহূর্তে রানাকে জরিপ করছে চোখদুটো। এক দেখাতেই বুঝে ফেলল রানা—রাশান বাহিনীর লিডারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও।

'বসো, প্লিজ,' ডেস্কের সামনের চেয়ার দেখিয়ে নিখুঁত

ইংরেজিতে বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

বসল রানা। ওর মুখোমুখি, ডেস্কের ওপাশের চামড়ায় মোড়া পিঠ-উঁচু চেয়ার দখল করলেন বৃদ্ধ। শান্ত গলায় বললেন, 'আমি রিয়ার অ্যাডমিরাল ভ্যালেরি নিকোলায়েভ। কমাণ্ডার অভ রাশান নর্দার্ন ফ্লিট। তুমি?'

'মাসুদ রানা,' শুধু নাম বলে ক্ষান্ত রইল রানা।

ডেস্কের উপর পড়ে আছে ওর ওয়ালেট, সেটা থেকে ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করলেন নিকোলায়েভ। নজর বুলিয়ে বললেন, 'তুমি তো আমেরিকান নও। এখানে কী করছ?'

'যদি বলি *সৌভাগ্যক্রমে* হাজির হয়েছি, বিশ্বাস করবেন?' বাঁকা সুরে বলল রানা।

চোখজোড়া জ্বলে উঠল রিয়ার অ্যাডমিরালের। কেউ তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে, এটা সহ্য করতে পারেন না একেবারেই। থমথমে গলায় বললেন, 'শোনো মিস্টার, ভদ্রভাবে যদি জবাব দিতে না চাও, তা হলে বিকল্প ব্যবস্থাও...'

'আপনাদের ভদ্রতার ধরন জানা আছে আমার,' চাঁছাছোলা গলায় বলল রানা। 'কী চান তা সরাসরি বলে ফেলুন। আমি এখানে খোশগল্প করতে আসিনি।'

দাঁতে দাঁত পিষলেন নিকোলায়েভ, মনে হলো এখুনি রাগে ফেটে পড়বেন। খোঁচাটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। মুখ খুলতে গেলেন তিনি, কিন্তু বাধা পড়ল মেঝে থেকে বাচ্চাটা উঠে পড়ায়। কাছে এসে রিয়ার অ্যাডমিরালের হাত ধরল সে। ওর দিকে তাকিয়েই যেন সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেল তাঁর।

'ও প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কের ওই বাচ্চাটা না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' পরম স্নেহে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন নিকোলায়েভ। 'আমার বাবার গবেষণার মিরাকল!'

'আপনার বাবা?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'ইগোর নিকোলায়েভ... দ্য গ্রেট ম্যান। রাশার সর্বকালের সর্বসেরা আর্কটিক সায়েন্টিস্ট এই রিসার্চ বেইসের প্রধান হিসেবে সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশন এবং ক্রায়োজেনিক ফ্রিজিং নিয়ে গবেষণা করছিলেন তিনি।'

'তাই বলে বলপ্রয়োগ করে ধরে আনা মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা!' পরিষ্কার অভিযোগ ফুটল রানার গলায়।

বড় করে শ্বাস ফেললেন নিকোলায়েভ। 'এখনকার যুগে ব্যাপারটা অন্যায় মনে হতে পারে, কিন্তু তখনকার সময়টা ছিল ভিন্ন। যাকে এখন আমরা নিষ্ঠুরতা বা নীতি-বিবর্জিত বলে আখ্যা দিচ্ছি, সেই আমলে ওটাই ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বীকৃত পন্থা।' কণ্ঠস্বর একটু কোমল হলো তাঁর—কিছুটা লজ্জিত, কিছুটা আবার গর্বিত। 'আমার বাবার আমলে... মানে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টার কথা বলছি... পৃথিবীর পরিস্থিতি ছিল খুবই অশান্ত। নিত্য-নতুন আবিষ্কারের নেশায় মত্ত হয়ে ছিল প্রতিটি দেশ, চেষ্টা করছিল কীভাবে একে অন্যকে টেক্কা দিতে পারে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তাই যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের প্রাণহানি কমানোটা হয়ে ওঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু। ক্রায়োজেনিকস্ এবং সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশনের ধারণাটা তখনই আসে বিজ্ঞানীদের মাথায়। ইউ সি... এ-দুটো পদ্ধতির সাহায্যে গুরুতর আহত সৈন্যদের জমিয়ে ফেলা যায়, সময় নিয়ে চিকিৎসা করা যায় তাদের। কেউ যদি তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার অযোগ্য হয়, তা হলে অনির্দিষ্ট কালের জন্যও তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব... যতদিন না তাকে সুস্থ করবার মত টেকনোলজি আবিষ্কার হচ্ছে। ক্রায়োজেনিকসের সাহায্যে বছরের পর বছর ধরে সংরক্ষণ করা যায় হিউম্যান অর্গান। সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশন পরাজিত করতে পারে জরা আর মৃত্যুকে... একজন মানুষকে বাঁচিয়ে

রাখতে পারে অনন্তকাল! বুঝতেই পারছ... সামরিক দিক থেকেই হোক, বা পিওর মেডিক্যাল সেন্সে... এ-দুটো আবিষ্কার বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে দুনিয়াকে।'

'এতই যদি মহান হবে কাজটা, তা হলে আপনার সরকার নিজেদেরই কিছু লোককে গিনিপিগ বানিয়ে পাঠাল না কেন?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'কেন এখানকার আদিবাসীদের উপর চালানো হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা?'

চোখদুটো একটু ছোট হয়ে এল রিয়ার অ্যাডমিরালের। প্রচ্ছন্ন এক টুকরো হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। বললেন, 'এখানে কী চলছে, সে-ব্যাপারে কিছুই জানো না তুমি, তাই না?'

'না। সত্যিই জানি না।' স্বীকার করল রানা।

'তা হলে কি এটাও জানো না, আমার বাবার হারানো জার্নালগুলো কোথায়?'

একবার ভাবল মিথ্যে বলবে, পরক্ষণে চিন্তাটা বাতিল করে দিল রানা। ম্যাসনের মত দু'মুখো সাপের জন্য মিথ্যে বলবার আগ্রহ পাচ্ছে না। 'শুধু এটুকুই বলতে পারি, ওগুলো এখন আর এই বেইসের ত্রিসীমানায় নেই।'

'পাচার হয়ে গেছে বলতে চাইছ?' ভুরু কোঁচকালেন নিকোলায়েভ। 'আইসবোটে করে? ওই গ্রুপটা ছাড়া আর তো কেউ পালাতে পারেনি।'

'ওরা পালাতে পেরেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, বুকের মধ্যে জেগে উঠেছে আশা। তবে কি অ্যাবি নিরাপদ?

মাথা ঝাঁকালেন নিকোলায়েভ। 'আমার লোকেরা ধরতে পারেনি ওদের। ড্যাম ফাইন সেইলিং! ওমেগায় চলে গেছে ওরা।'

'থ্যাঙ্ক গড!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'ওটায় আমার এক প্রিয় বান্ধবী ছিল।'

'তা হলে সে তোমার চেয়ে বড় বিপদে আছে,' থমথমে গলায়

বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'মানে?' কথাটা ধাঁধার মত লাগল রানার কাছে। অ্যাবি এখনও বিপদে থাকে কী করে?

'ভেবো না সব শেষ হয়ে গেছে,' বললেন নিকোলায়েভ। 'এত সহজে রেহাই পাচ্ছি না আমাদের কেউই। কারণ কী, জানো?' রানার চোখে চোখ রাখলেন তিনি। 'এই আইস স্টেশন... এটা রাশান বেইস নয়... আমেরিকান।'

ওমেগা স্টেশনের পাশে এসে থামল আইসবোট। এক লাফে ওটা থেকে নেমে এল অ্যাবি। ওর দৃষ্টি চলে গেল নিকটবর্তী পলিনিয়ার দিকে। এক নজরেই বোঝা যাচ্ছে, ওখানে ভয়ানক কিছু একটা ঘটে গেছে। পুড়ে কালো হয়ে গেছে পলিনিয়ার কিনার, পানিতে ভাসছে তেলের আস্তর। কাছেই পড়ে আছে একটা হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ, এখনও আগুন জ্বলছে। বাতাসে ধোঁয়া আর পোড়া তেলের গন্ধ।

মাথার উপরে কান ফাটানো আওয়াজে ঘুরছে সচল সি-হকের রোটর, শেষ কয়েক মাইল আইসবোটকে এসকর্ট করে নিয়ে এসেছে। একটা চক্কর দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে নামতে শুরু করল। পাল নামানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল শ্যারন, রানারের নীচে গুঁজে দিল কাঠের গোঁজ। এরপর আইস অ্যাঙ্করের সঙ্গে বাঁধল বোটকে। রোটর-ওঅশে তুষার উড়তে শুরু করেছে, মুখের সামনে একটা হাত ভাঁজ করে হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে গেল ম্যাসন।

স্টেশনের ভিতর থেকে কয়েকজন সৈনিক বেরিয়ে এসেছে, পরনে সাদা রঙের স্নো-গিয়ার, হাতে অস্ত্র। অ্যাবি আর শ্যারনের কাছে এসে একজন বলল, 'ম্যাম, আসুন আমাদের সঙ্গে। বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।'

ওদের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল অ্যাবি আর শ্যারন।

তুষারপাত থেমে গেছে, কিন্তু বাতাস এখনও প্রবল আক্রোশে বয়ে যাচ্ছে জেমসওয়ে হাটগুলোর উপর দিয়ে। একবার পা হড়কাল অ্যাবির, তবে পড়ে যাওয়ার আগেই পাশ থেকে ওকে ধরে ফেলল এক সৈনিক। সর্বক্ষণ খেয়াল রাখছে লোকগুলো ওদের দিকে। নিচু গলায় ধন্যবাদ জানাল অ্যাবি, এরপর থেকে সাবধানে ফেলল পা। একটু পরেই বুঝে গেল কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদেরকে। ও আর পাওয়েল যে-ব্যারাক থেকে পালিয়েছিল, সেটাতেই। তবে কি এখনও মুক্তি দেয়া হয়নি ড্রিফট স্টেশনের লোকজনকে?

কয়েক মিনিট পর ওর ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। ব্যারাকের সামনে পৌঁছুতেই পাথর-মুখো সশস্ত্র গার্ড দেখতে পেল অ্যাবি... ঠিক যেমন লোক রাশানরা মোতায়েন করেছিল। ব্যারাকের ভিতরে এখনও রয়ে গেছে ওর সঙ্গীরা। এর কোনও মানে খুঁজে পেল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল এসকর্টের দিকে।

'আপনাদের নিরাপত্তার জন্য এ-ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে,' বলল এসকর্ট। 'যতক্ষণ না সব ঝামেলা চুকে-বুকে যাচ্ছে, সবাইকে এক জায়গায় রাখার চেষ্টা করছি আমরা। সবাইকে তো আর আলাদাভাবে প্রোটেকশন দেয়া সম্ভব নয়।'

একেবারে অযৌক্তিক নয় কথাটা, তারপরেও কেন যেন বিশ্বাস হলো না অ্যাবির। তবে মুখ ফুটে কিছু বলল না। একদিক থেকে ব্যাপারটা মন্দও নয়। বিপদ দেখা দিলে একজোট হয়ে কাজ করতে পারবে ওরা।

ব্যারাকে ঢুকতেই মুখোমুখি হলো লেঃ কমাণ্ডার রাইটের সঙ্গে। একটা হাত স্লিঙে ঝুলছে তার, মাথায় ব্যাণ্ডেজ... তার তলায় ঢাকা পড়েছে একটা চোখ।

অ্যাবিকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাইটের ভাল চোখটার তারা। বলল, 'আমাদেরকে ফেলে থাকতে পারলেন না বুঝি?'

'এ কী অবস্থা আপনার!' বিস্মিত গলায় বলল অ্যাবি।

'এখানকার সবাইকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব,' মলিন হাসি ফুটল রাইটের ঠোঁটে। 'দায়িত্ব একটু সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছিলাম।'

আর কিছু ব্যাখ্যা করল না সে। জিজ্ঞেস করবার সুযোগও পেল না অ্যাবি। ভিড়ের মাঝে পিতাকে দেখতে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবেগ উথলে উঠল বুকের ভিতর।

'বাবা!' বলে ছুটে গেল ও। ঝাঁপিয়ে পড়ল পিতার বুকে।

মেয়েকে দু'হাতের আলিঙ্গনে টেনে নিলেন বৃদ্ধ ইনুইট। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আশ্বাস দিলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, মা... সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ কাটল ওভাবে। এরপর সবাই ঘিরে ধরল অ্যাবি আর শ্যারনকে। আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে খুলে বলল ওরা।

'আর আমার ছেলে... রানা?' ওদের কথা শেষ হলে উদ্বেগের সুরে জানতে চাইলেন রিচার্ড।

'আ... আমি জানি না,' কাঁপা গলায় বলল অ্যাবি। 'পার্কিং এরিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখুনি রকেট ফাটল। এরপরে ওকে বা লোবোকে দেখতে পাইনি আর। ওরা সম্ভবত...'

কথাটা শেষ করতে পারল না ও, মুখ নিচু করে ফেলল। গম্ভীর হয়ে গেলেন রিচার্ড।

দরজা খুলে যাবার শব্দ হলো এ-সময়। গটমট করে ব্যারাকে ঢুকল গ্যারি ম্যাসন, সঙ্গে আরেকজন। নবাগতের পরনে স্টর্ম সুট, বগলের তলায় একটা হেলমেট ধরে রেখেছে। বয়স ত্রিশের কোঠায়, রুক্ষ মুখ, গালের একপাশে একটা কাটা দাগ হিংস্র করে তুলেছে চেহারাকে।

'...আমি এর বিপক্ষে,' তাকে বলতে শুনল অ্যাবি। 'দেরি

করবার পিছনে কোনও যুক্তি দেখতে পাচ্ছি না। রাশানরা ওদের ডিফেন্স আরও শক্ত করবার আগেই হামলা করা দরকার।'

শ্যারনের সঙ্গে তাদের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবি।

'হাই!' ওদেরকে দেখে হাত নাড়ল ম্যাসন। 'কেমন আছেন আপনারা? কোনও সমস্যা বোধ করছেন না তো?'

মাথা নাড়ল অ্যাবি আর শ্যারন। সঙ্গীর সঙ্গে ওদেরকে পরিচয় করিয়ে দিল সিআইএ এজেন্ট। 'মেজর অ্যারন উইলসন—ডেল্টা ফোর্সের টিম লিডার।'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল মেয়ে দু'জন। শ্যারন জিজ্ঞেস করল, 'কী নিয়ে আলোচনা করছিলেন আপনারা?'

'বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে।' জ্যাকেটের ভিতর থেকে গ্রেণ্ডেল বেইসের জার্নালগুলো বের করল ম্যাসন। নামিয়ে রাখল ব্যারাকের একটা টেবিলের উপর। 'এগুলোর জন্য এসেছি আমি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও মাথামুণ্ডু বুঝে পাচ্ছি না লেখাগুলোর।' প্রথম জার্নালের পাতা উল্টাল। 'কোডিং-টা খুবই জটিল। আমাদের দেখা আর কোনও কোডের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। এখানে আপনারা তো সবাই বিজ্ঞানী... জিনিয়াস লোকজন... ভাবলাম হয়তো সাহায্য করতে পারবেন আমাদেরকে।'

'খামোকা সময় নষ্ট করছেন,' বিরক্ত গলায় বলল উইলসন। 'আগে আমাকে অপারেশন চালাতে দিন। আমার লোকেরা দু'ঘণ্টার মধ্যে আইস স্টেশনের দখল নিতে পারবে। তারপর যত খুশি ডিসাইফার এক্সপার্ট আনিয়ে জার্নালের কোড ভাঙতে পারবেন।'

'আর তখন যদি দেখি এই তিনটে খাতায় কিছুই নেই?' ভুরু কোঁচকাল ম্যাসন। 'আসল জিনিস রয়ে গেছে আইস স্টেশনের ভিতর?'

'সমস্যা কোথায়? বেইসটা তো আমাদের দখলেই থাকবে।

কেবল তিনটা কেন, ল্যাব থেকে সমস্ত জার্নাল এনে দিতে পারব আপনাকে।'

'রাশান ওই রিয়ার অ্যাডমিরালকে এত সহজ পাত্র ভাবলে ভুল করবে,' থমথমে গলায় বলল ম্যাসন। 'পরিস্থিতি বেগতিক দেখলে ল্যাব-ট্যাব সব ধ্বংস করে দিতে পারে। না... অন্ধের মত আক্রমণ চালাব না আমি। আগে শিয়োর হয়ে নিতে চাই।'

তার সঙ্গে মনে মনে একমত হলো অ্যাবি। কোনও কিছু না জেনে হামলা চালানো উচিত হবে না। খোলা জার্নালের উপর চোখ চলে গেল ওর। হরফগুলো চেনা চেনা লাগছে। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। একটু ঝুঁকল জার্নালের উপরে।

'কী দেখছেন?' জানতে চাইল ম্যাসন।

কয়েকটা সঙ্কেতের উপর আঙুল রাখল অ্যাবি। 'এখানে *গ্রেণ্ডেল* লেখা আছে।'

ঝট্ করে সবার মুখ ঘুরে গেল ওর দিকে। হতভম্ব গলায় ম্যাসন বলল, 'আপনি পড়তে পারছেন এই কোড?'

মাথা নাড়ল অ্যাবি। 'না। কোনও অর্থ হয় না এসবের।' জার্নালটা ঘুরিয়ে ধরল রিচার্ডের দিকে। 'বাবা, তুমি পড়তে পারো?'

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রিচার্ডও মাথা নাড়লেন। 'নাহ্। পারছি না।'

'কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল ম্যাসন। 'পড়তেই যদি না পারেন, তা হলে ওখানে গ্রেণ্ডেল লেখা বুঝলেন কীভাবে?'

কয়েকটা পাতা উল্টে-পাল্টে দেখল অ্যাবি। বলল, 'হরফগুলো *ইনাক্‌টিটুট*—মানে ইনুইট আর এস্কিমোদের বর্ণমালা। কিন্তু লেখাটা নয়। শব্দগুলোর কোনও অর্থই হয় না। গ্রেণ্ডেল শব্দটাই শুধু উচ্চারণ অনুসারে ঠিকমত লেখা হয়েছে, সেজন্যে

ওটা পড়তে পেরেছি।'

'উচ্চারণ অনুসারে?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাবি।

দু'চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল ম্যাসনের। 'আবোল-তাবোল যা-ই হোক, প্রথম লাইনটা উচ্চারণ করে পড়ে শোনাতে পারবেন?'

'চেষ্টা করতে পারি।' গলা খাঁকারি দিল অ্যাবি। তারপর থেমে থেমে পড়ল, '*ই... স্টর... ইয়া... লেদ... ইয়ান... নয়... স্টান... যি... গ্রেণ্ডেল।*'

পিঠ খাড়া হয়ে গেল ম্যাসনের। উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'ও... ওটা রাশান! আপনি রুশ ভাষা বলছেন, মিস ম্যানিটক।' ঠিকমত পুনরাবৃত্তি করল কথাটার, '*ইস্তোরিয়া লেদিয়ানয় স্তানযি গ্রেণ্ডেল*... এর মানে হচ্ছে, আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলের ইতিহাস!'

বোকা বোকা চোখে তার দিকে মুখ তুলে তাকাল অ্যাবি।

কপাল চাপড়াল ম্যাসন। 'আগেই বোঝা উচিত ছিল, স্টেশনের লিডার লোকটা ইনুইট জানবে। ওরাই তো ছিল ওর টেস্ট সাবজেক্ট। ভাষা না জানলে ওদের সঙ্গে কথা বলবে কীভাবে? কোডও বানিয়েছে ওই জ্ঞান থেকেই। সাধারণ রুশ বাক্য... লিখেছে ইনুইট অক্ষর দিয়ে!' অ্যাবির দিকে ফিরল। 'অনুবাদের কাজে আপনাকে সাহায্য করতে হবে, মিস ম্যানিটক।'

'সবগুলো জার্নাল?' চোখ কপালে তুলল অ্যাবি।

'না, শুধু বাছাই করা কিছু অংশ। আমার জানা প্রয়োজন, সঠিক রেকর্ডগুলো আনতে পেরেছি কি না।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল শ্যারন। এবার শীতল স্বরে বলল, 'আপনি ওদের রিসার্চ নোটগুলো চাইছেন, তাই না?'

জবাব দিল না ম্যাসন, টেবিল থেকে তুলে নিল জার্নালটা। উল্টাতে শুরু করল একটার পর একটা পাতা। শ্যারনের দিকে

ফিরে ঠোঁট নাড়ল অ্যাবি, জিজ্ঞেস করল—ওকে বিশ্বাস করেন আপনি?

সাবধানে মাথা এদিক-ওদিক নাড়ল শ্যারন। অ্যাবির ধারণা বদ্ধমূল হলো সঙ্গে সঙ্গে। এই ডেল্টা ফোর্স, বা গ্যারি ম্যাসন... কারও উপরই আস্থা রাখা চলবে না ওদের।

তেইশ

রানাকে চমকে দিতে পেরে খুশি হয়ে উঠেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। মিটিমিটি হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটে।

'আপনি মিথ্যে বলছেন,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এটা আমেরিকান বেইস হতেই পারে না। স্টেশনের আনাচে-কানাচে ঢুঁ মেরেছি আমি। সমস্ত চিহ্ন, সঙ্কেত, সাইনবোর্ড... এমনকী প্রতিটা যন্ত্রপাতি রাশান!'

'কারণ, মি. রানা, আর্কটিকের এই ডিসকভারিটা আমাদের। রাশান সরকার চায় না আমাদের আবিষ্কার আমেরিকানরা চুরি করুক, এটার ফায়দা লুটুক।' চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। 'তবে হ্যাঁ... প্রজেক্টের ফাণ্ডিং এবং তত্ত্বাবধানের কাজ দেয়া হয়েছিল ওদেরকে।'

'তারমানে জয়েন্ট প্রজেক্ট?'

মাথা ঝাঁকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'হ্যাঁ।'

'ওরা টাকা জুগিয়েছে, আর আপনারা সেটা খরচ করেছেন?'

ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল নিকোলায়েভের। 'শুধু টাকা নয়, ওরা আরও অনেককিছুই জুগিয়েছে।' বাচ্চাটাকে টেনে কোলের উপর বসালেন তিনি, সে-ও পরম নির্ভরতায় মাথা ঠেকাল তাঁর বুকে। 'তোমাকে বলতে আপত্তি নেই, এই বেইস আসলে আমেরিকানরা বানিয়ে দিয়েছে, সমস্ত ফিউয়েল আর খাবার-দাবার সাপ্লাই করেছে। আর সাপ্লাই করেছে টেস্ট সাবজেক্ট!'

'কী ভাবে?'

'উনিশশো সাঁইত্রিশ সালের কোনও এক সময়ে আমেরিকান আর্মির একটা ক্র্যাক টিমকে ড্রপ করা হয় লেক অ্যাঞ্জিকুনি-র পারে। ওখানকার একটা নির্জন এস্কিমো গ্রামে হামলা করে ওরা, কিডন্যাপ করে গ্রামের সমস্ত নারী-পুরুষ এবং শিশুকে। এস্কিমোদের গোরস্থান থেকে সমস্ত লাশও তুলে আনে ওরা—বরফের গভীরে লাশ অবিকৃত থাকে, এ-কথা তো জানো? জ্যান্ত মানুষের পাশাপাশি লাশগুলো ব্যবহার করা হতো কম্প্যারেটিভ রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল হিসেবে।'

'পুরো একটা গ্রাম গায়েব হয়ে গেল, কেউ এ-নিয়ে হৈচৈ করেনি?'

'পুরনো খবরের কাগজ ঘাঁটলে দু-একটা নিউজ পেতে পারো। কিন্তু তারপরেও... অসভ্য, অশিক্ষিত কিছু এস্কিমোকে নিয়ে কে অত মাথা ঘামায়?'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল রানার। 'আমার ধারণা ছিল, আমেরিকানরা আর যা-ই করুক, হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশন সাপোর্ট করে না।'

'তা হলে তোমাকে ইতিহাসের পাতা থেকে কিছুটা শিক্ষা দিতে হয়।' হেসে একটা চুরুট ধরালেন নিকোলায়েভ। 'আমেরিকানদের লম্বা হিস্ট্রি আছে মানুষকে গিনিপিগ বানাবার... বিশেষ করে যাদেরকে ওরা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে

না, তাদেরকে। টাসকেজি সিফিলিস স্টাডি-র নাম শুনেছ? দুইশ' নিগ্রোকে ইচ্ছাকৃতভাবে সিফিলিসে আক্রান্ত করা হয়েছিল সে-গবেষণায়। ওদেরকে বলা হয়নি কী রোগ হয়েছে, চিকিৎসাও দেয়া হয়নি। বরং বিজ্ঞানীরা খাতা-কলম নিয়ে বসে বসে টুকেছে ওরা কীভাবে, কতটা কষ্ট পেয়ে মারা যায়... মরবার আগে সিফিলিস রোগীর কী কী উপসর্গ দেখা দেয়।'

'ওটা তো সম্ভবত ত্রিশের দশকের ঘটনা।'

'আরও সাম্প্রতিক উদাহরণ চাও? উনিশশো চল্লিশ সালে শিকাগোর এক কারাগারে চারশো কয়েদিকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত করা হয়, যাতে নতুন একটা এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা যায়। মানবতা-বিরোধী ট্রাইবুনালে এই পরীক্ষার উদাহরণ টেনে নাৎসিরা তাদের বর্বর পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল।'

'নাৎসিদের কথা এখানে না তোলাই ভাল, ওরা যা করেছে তার কোনও তুলনাই হয় না,' মন্তব্য করল রানা। 'আমেরিকার প্রতি আমার বিশেষ কোনও দুর্বলতা নেই, বরং চরিত্রহীন বৈদেশিক নীতির জন্য একরাশ ঘৃণা আছে; কিন্তু তারপরেও নাৎসিদের কাজকর্মের সঙ্গে আমেরিকানদের তুলনা চলে না।'

'হাহ্!' তাচ্ছিল্যের একটা আওয়াজ করলেন নিকোলায়েভ। 'অপারেশন পেপারক্লিপকে কী বলবে? যুদ্ধজয়ের পর নাৎসি বিজ্ঞানীদের রিক্রুট করেছিল আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স, ওদের নাম-ধাম বদলে সুযোগ করে দিয়েছিল টপ-সিক্রেট বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করবার। একই কাজ করা হয়েছিল জাপানি যুদ্ধবন্দি বিজ্ঞানীদের বেলায়। আমেরিকান সৈন্যদের উপরেই এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে ওরা। পঁচানব্বুই সালে আমেরিকান সরকার স্বীকার করে নিয়েছে এই অভিযোগের সত্যতা।'

'মেনে নিলাম আপনার সব কথা,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনার

সব উদাহরণ তো অন্তত ষাট বছর আগেকার।'

'দ্যাটস্ আ গুড পয়েন্ট,' চুরুটে বড় একটা টান দিলেন নিকোলায়েভ। 'এই বেইস তো সেই আমলেই তৈরি।'

'তা-ও অবশ্য ঠিক।'

কথায় পেয়ে বসেছে রিয়ার অ্যাডমিরালকে। বললেন, 'শুধু ষাট বছর আগে নয়, এরপরেও সিআইএ আর আমেরিকান ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্স গোপনে সাধারণ জনগণের ওপর প্রচুর গবেষণা চালিয়েছে। পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে বড় বড় বহু শহরে বায়োলজিকাল আর কেমিকাল এজেন্ট ছড়িয়ে তার প্রতিক্রিয়া স্টাডি করা হয়েছে। এখনও চলছে এসব। ওয়েল ডকুমেন্টেড কেসের অভাব নেই—এলএসডি এক্সপেরিমেন্ট, রেডিয়েশন এক্সপোজার টেস্ট, নার্ভ-গ্যাস ডেভেলপমেন্ট, বায়োলজিকাল রিসার্চ... বলতে শুরু করলে এ-তালিকা শেষ হবার নয়। এরপরেও কি তুমি অবাক হবে এখানকার গবেষণার সঙ্গে আমেরিকানদের যোগাযোগের কথা শুনলে?'

'আমি আমেরিকানদের কথা শুনে অবাক হইনি,' বলল রানা। 'অবাক হয়েছি আপনাদের সম্পৃক্ততা দেখে। আমেরিকার নির্লজ্জ নীতিহীনতার কথা কমবেশি সবাই জানে। রাশার ব্যাপারে কিন্তু কখনও তেমন কিছু শোনা যায়নি। এখন দেখছি আমার সে-ধারণা পাল্টাতে হবে!'

'সবকিছু না জেনে এ-ধরনের মন্তব্য করা উচিত হচ্ছে না তোমার,' উত্তেজনা ফুটল নিকোলায়েভের গলায়। 'মন্দ মানুষ দুনিয়ার সব জায়গাতেই আছে। আমার বাবাকে এখানে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল, ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল অস্ত্রের মুখে—তা জানো? বাধ্য করা হয়েছিল এই বিষয়ে গবেষণা করতে...'

'তাই বলে নিরীহ একদল মানুষের উপর এক্সপেরিমেন্ট চালাবেন উনি? দুঃখিত, রিয়ার অ্যাডমিরাল, রক্তের ভিতর

পৈশাচিক ট্রেণ্ড না থাকলে এ-ধরনের কাজে বাধ্য করা যায় না কাউকে।'

দাঁত কিড়মিড় করলেন নিকোলায়েভ, উদ্গত ক্রোধকে সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। আচমকা অনুভব করলেন, ভুল কিছু বলছে না সামনে বসা এই দুঃসাহসী যুবকটি। সত্যিই তো... কীভাবে এই নিষ্ঠুরতায় অংশ নিতে পারলেন তাঁর পিতা? এখন যা করছেন তিনি, সেটাই বা কী? রক্তেই পৈশাচিকতা আছে তাঁদের, কোনও সন্দেহ নেই। পিতা-পুত্র মিলে চরম অন্যায় করেছেন তাঁরা... করে চলেছেন অমার্জনীয় অপরাধ। কোলে বসা শিশুটির দিকে তাকালেন... ওর নিষ্পাপ চেহারার দিকে তাকিয়ে মাথা হেঁট হয়ে যেতে চাইল।

কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন নিকোলায়েভ, তারপর গলা চড়িয়ে ডাকলেন গার্ডদের।

'নিয়ে যাও ওকে,' রানার দিকে আঙুলের ইশারা করে বললেন তিনি। 'ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে!' গলার স্বরেই বোঝা গেল, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন তিনি রানার।

কী বুঝল কে জানে, পিঠ খাড়া করে বসল বাচ্চাটা। রিয়ার অ্যাডমিরালের মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'পাপা!'

কেন তাঁকে বাবা বলে ডাকছে ও, অনুমান করতে পারছেন নিকোলায়েভ। পিতার ছবি দেখেছেন তিনি, দু'জনের চেহারায় আশ্চর্য মিল রয়েছে। একই রকম ঝাঁকড়া সাদা চুল, ধূসর চোখে একই ধরনের বরফশীতল দৃষ্টি। নিশ্চয়ই ইগোর নিকোলায়েভকে বাবা বলে ডাকত বাচ্চাটা, দীর্ঘ ঘুমে কত বছর কেটে গেছে জানে না, জেগে উঠে তাই একই চেহারার আরেকজন মানুষকে দেখে সেই বাবা-ই মনে করছে।

পরম মমতায় ছেলেটির গাল স্পর্শ করলেন নিকোলায়েভ। ওই চোখদুটো তাঁর পিতাকে দেখেছে। ওর হাতদুটো তাঁর

পিতাকে ছুঁয়েছে। অদ্ভুত এক বন্ধন অনুভব করলেন তিনি শিশুটির সঙ্গে। নিশ্চয়ই একে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন ইগোর, নইলে ও তাঁকে বাবা বলে ডাকত কেন? তিনিই বা সেই স্নেহ না দিয়ে পারবেন কী করে? বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রিয়ার অ্যাডমিরালের। নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে এই প্রথম তিনি কারও প্রতি টান অনুভব করছেন। এই প্রথম কেউ তাঁর হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। বুঝি তাঁর অনুভূতি বুঝতে পারল ছেলেটি। একটু হেসে কী যেন বলল। রাশান নয়, অচেনা ভাষা।

'কী বলছ তুমি?' জানতে চাইলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

দরজার কাছে চলে গিয়েছিল রানা, ওখানে থেমে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ও ইনুইট ভাষায় কথা বলছে।'

'তুমি এ-ভাষা জানো?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ।

কয়েক বছর আগেই নুমার সহকর্মী এবং এস্কিমো বন্ধু ডট জুনোর কাছে ভাষাটা শিখে নিয়েছে রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কাজ চালাবার মত জানি।'

'ক্... কী বলছে ও?' সাগ্রহে জানতে চাইলেন নিকোলায়েভ।

টেবিলের কাছে ফিরে এল রানা। বাচ্চাটার দিকে ঝুঁকে বলল, 'কিনাউভিট?'

চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছেলেটির। হাসিমুখে বলল, 'সাকিনক... সাকি!'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। সোজা হয়ে রানা বলল, 'ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম। ও জানাল, সাকিনক... সংক্ষেপে সাকি।'

ছেলেটির কপালের উপর পড়ে থাকা চুলের গোছা সরিয়ে দিলেন নিকোলায়েভ। বিড়বিড় করে বললেন, 'সাকি!' নামটা পছন্দ হয়েছে তাঁর। মানিয়েছে খুব।

হাত তুলে একই ভঙ্গিতে তাঁর গোছা চুল সরাল ছেলেটা।

'নানুক!' বলে হেসে উঠল খিলখিল করে।

'শ্বেত ভালুক,' অনুবাদ করল রানা। 'চুলের কারণে আপনাকে শ্বেত ভালুক বলছে ও।'

একটু হাসলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'আমার বাবার চুলও এমনই ছিল।'

'ও কি ভাবছে আপনি আর উনি একই লোক?' ভ্রূকুটি করে জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন নিকোলায়েভ। 'ওর কোনও আইডিয়া নেই মাঝখানে কত সময় পেরিয়ে গেছে।'

হড়বড় করে কী যেন বলতে শুরু করল সাকি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'এখন আবার কী বলছে?'

'ও বলছে, আপনার নাকি এখনও ঘুমিয়ে থাকার কথা।'

'ঘুম?'

চমকে উঠলেন নিকোলায়েভ, চট্ করে রানার চোখের দিকে চেয়েই সরিয়ে নিলেন দৃষ্টি। দু'জনের মনে একই চিন্তা খেলছে। যা ভাবছেন তাঁরা, সেই কথাই কি বলছে সাকি? মানসচোখে ভেসে উঠল করিডোরের প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কগুলোর দৃশ্য।

'ন্... না,' কেঁপে উঠল রিয়ার অ্যাডমিরালের কণ্ঠ। 'এ কীভাবে সম্ভব? মি. রানা, ওকে জিজ্ঞেস করো, কোথায় ঘুমানোর কথা আমার?'

আবারও বাচ্চাটার দিকে ঝুঁকল রানা। 'সাকি? ন তাইমা?'

দ্রুত আরও কিছু কথা বলল সাকি, তারপর নেমে গেল নিকোলায়েভের কোল থেকে।

'কুজানামিক,' বলল রানা, ইংরেজিতে আবার পুনরাবৃত্তি করল কথাটার। 'ধন্যবাদ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নিকোলায়েভ। 'ও কি জানে,

আমার বাবা কোথায়?'

দরজার কাছে চলে গেছে সাকি। প্রশ্নটার জবাবেই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল, 'মালিঙ্গা!'

অনুবাদ করল রানা, 'ওর সঙ্গে যেতে বলছে আমাদেরকে। ও দেখিয়ে দিতে পারবে।'

টেবিল ঘিরে বসে আছে শ্যারন, অ্যাবি, ম্যাসন আর মেজর উইলসন। জার্নাল পড়ে চলেছে অ্যাবি, উচ্চারণ শুনে সেটাকে রাশানে রূপান্তরিত করছে ম্যাসন। ইতিমধ্যে প্রথম খাতাটা পড়া শেষ হয়েছে। ওটা থেকে জানা গেছে আইস স্টেশন গ্রেগেলের গোড়াপত্তন এবং এর পূর্ব-কথা। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৮৭৯ সালের *জিনেট-দুর্ঘটনার* করুণ ইতিহাস।

ইউ.এস.এস জিনেট ছিল আমেরিকান একটা স্টিমার। আর্কটিক মহাসাগরের মাঝ দিয়ে আমেরিকা থেকে রাশা যাওয়ার নতুন রুট খোঁজার মিশন নিয়ে বেরিয়েছিল জাহাজটা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পোলার আইসক্যাপের বরফের মাঝে আটকা পড়ে যায় ওটা, পুরো দু'দুটো শীতকাল কাটায় বন্দি অবস্থায়। পরে ১৮৮১ সালে বরফের চাপে বিধ্বস্ত হয়ে যায় স্টিমার। তিনটে লাইফবোট নিয়ে সার্ভাইভাররা সাগরে ভেসে পড়ে, ভয়াবহ দুঃখকষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত সাইবেরিয়ায় পৌঁছায় দুটি বোট।

তৃতীয় বোটটার ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা আজ পর্যন্ত রহস্য। কিন্তু ইগোর নিকোলায়েভের জার্নাল পড়ে জানা গেল, রহস্যটা ভেদ করতে পেরেছিল রাশানরা। একটা ডায়েরি উদ্ধার করে তারা, সেই ডায়েরির কিছু এণ্ট্রি হুবহু তুলে রাখা হয়েছে জার্নালে। একটা অংশ অনুবাদ করেছে অ্যাবি আর ম্যাসন, সেটা এ-রকম:

শনিবার, পহেলা অক্টোবর, ১৮৮১।

ঈশ্বর মুখ তুলে তাকিয়েছেন, জবাব দিয়েছেন আমাদের প্রার্থনার। রাতভর ঝড়-ঝঞ্ঝা মোকাবেলা করে, খোলের ভিতরের পানি সেঁচে, আর তারপুলিনের তলায় শীতে কেঁপে শেষ পর্যন্ত টিকে গেছি আমরা। ভোরের সূর্যের সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে এসেছে আকাশ। একটা দ্বীপের দেখা পেয়েছি আমরা... তবে মাটির দ্বীপ নয়। বরফের দ্বীপ। শরীর ভর্তি ফাটল আর ছোট-বড় নানা আকারের গুহা। ওই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছি আমরা, বরফের ভিতরে খুঁজে পেয়েছি অচেনা কিছু জানোয়ারের অবিকৃত লাশ। খিদের তাড়নায় ওগুলোর মাংসই খেতে শুরু করেছি। মাংসটা বেশ সুস্বাদু ও মিষ্টি। ঈশ্বর দয়াময়।

এটুকু পড়া হতেই কামরার ভিতরে নজর বুলিয়েছে শ্যারন। এখানকার সবাই জানে কোন্ জানোয়ারের কথা বলা হয়েছে ডায়েরিতে। গ্রেণ্ডেল। মাংসটা মিষ্টি কেন, তাও বোঝা যাচ্ছে। ড. কনওয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এর। শীতনিদ্রার সময়ে বাড়তি গ্লুকোজ জমা হয় দানবগুলোর কোষে কোষে। ওগুলোই ক্রায়োপ্রোটেক্টেন্ট হিসেবে রক্ষা করে দেহগুলোকে। গ্লুকোজ মানে চিনি... আর চিনি মানেই মিষ্টি।

অ্যাবি আর ম্যাসন ততক্ষণে পরের এণ্ট্রি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দোসরা অক্টোবর।

মাত্র তিনজন বেঁচে আছি আমরা। জানি না কী অপরাধের শাস্তি পেতে হলো আমাদেরকে... কীসের প্রতিশোধ নিলেন ঈশ্বর। গতরাতে মৃত্যুর ওপার থেকে

ফিরে এসেছিল অচেনা জানোয়ারগুলো, জীবন ফিরে পেয়েছিল ওদের প্রাণহীন লাশ। তারপর হিংস্র দানবের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের ঘুমন্ত সাথীদের উপরে। সকালে যাদের মাংস খেয়েছিলাম আমরা, এবার তারাই খেলো আমাদের। বহু কষ্টে আমরা তিনজন লাইফবোট পর্যন্ত পৌঁছাই, আবার ভেসে পড়ি সাগরে। তারপরেও রক্ষা নেই, একটা দানব পিছু ধাওয়া করতে থাকে আমাদের। কপাল ভাল, একটা হার্পুন ছিল বোটে, সেটা গেঁথে দানবটাকে হত্যা করি আমরা। লাশটা পিছু পিছু টেনেছি অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না নিশ্চিত হতে পেরেছি ওটা মারা গেছে। শেষ পর্যন্ত লাশটা বোটে তুলে মাথাটা কেটে নিই আমরা, যাতে সভ্যজগতে ফিরে দেখাতে পারি ঈশ্বরের প্রতিহিংসার নমুনা...

আরেকটু এগোবার পর বোঝা গেল, শেষ কাজটা সুফল বয়ে আনেনি ওদের জন্য। টানা তিনদিন সাগরে কাটাবার পর তিন অভিযাত্রী সাইবেরিয়ার উপকূলে এক নির্জন গ্রামে পৌঁছায়। গ্রামবাসীরা ছিল অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দানবের মাথা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তারা, ওটার টানে বাকি দানবগুলো গ্রামের উপর হামলা চালাবে বলে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ইগোর নিকোলায়েভের বর্ণনা থেকে জানা গেল—তিন অভিযাত্রীকে খুন করে ওরা, দানবের মাথাটা মন্ত্রপূত পানিতে ধুয়ে ওদের উপাসনালয়ের তলায় পুঁতে ফেলে।

এই কাহিনি পরবর্তী তিন দশক ধরে নানা রকম গল্পগাথার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলী এক রাশান ইতিহাসবিদ কাহিনিটার উৎস খুঁজে বের করেন... মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেন দানবটার খুলি, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে

জোগাড় করেন নাবিকের ডায়েরিটা, তারপর ফিরে আসেন সেইণ্ট পিটার্সবার্গে। মেরু এলাকার উপরে দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি হিসেবে পরিচিত রাশার আর্কটিক অ্যাণ্ড অ্যান্টার্কটিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটে খুলি-সহ ডায়েরিটা জমা দেন তিনি, অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিজ্ঞানীরা উৎসাহী হয়ে ওঠেন অচেনা ওই প্রাণীর ব্যাপারে।

শুরু হয় তল্লাশি। কিন্তু নিহত নাবিকের বর্ণনা থেকে ওই বরফ-দ্বীপ খুঁজে বের করা সহজ ছিল না। টানা দুই দশক খোঁজাখুঁজির পর ওটার সন্ধান পায় রাশানরা। সেই সঙ্গে খুঁজে পায় ঘুমন্ত গ্রেণ্ডেলদের।

জার্নালের এই অংশে এসে অস্থিরতা প্রকাশ করল ম্যাসন। অধৈর্য হয়ে উঠেছে, আইস স্টেশনের ইতিহাস নিয়ে মাথাব্যথা নেই তার। অ্যাবিকে শেষ দুটো জার্নাল পড়তে বলল। আসলে ফাঁস হতে দিল না আইস স্টেশনের সঙ্গে আমেরিকানদের সম্পৃক্ততার তথ্য। জার্নালে নিশ্চয়ই উল্লেখ আছে তার।

শুরু হলো দ্বিতীয় জার্নাল অনুবাদের কাজ। খানিক পরে ডেল্টা ফোর্সের দু'জন সৈনিক উদয় হলো, কী যেন বলল মেজর উইলসনের কানে কানে। মাথা ঝাঁকিয়ে কণ্ট্রোলারের দিকে ফিরল মেজর। বলল, 'আমরা রেডি, স্যর। আপনি অর্ডার দিলেই রওনা হতে পারি আইস স্টেশনের উদ্দেশে।'

'এখনও না,' বলল ম্যাসন। 'আমাকে আগে শিয়োর হতে হবে, যা খুঁজছি তা এই জার্নালগুলোর ভিতরে আছে কি না।'

দ্রুত এগোল সে আর অ্যাবি। চেষ্টা করল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো উদ্ধার করতে। কিন্তু অল্পক্ষণেই টের পেল, কোডেড এণ্ট্রিগুলোর ভিতরেও হেঁয়ালি করে গেছে ইগোর নিকোলায়েভ, আবিষ্কারের খুঁটিনাটি বিবরণ দেয়নি। এটুকু জানা গেল, গ্রেণ্ডেলগুলোর চামড়ার তলার গ্ল্যাণ্ড থেকে হরমোন সংগ্রহ করে

তার বিজ্ঞানীরা—ওই হরমোনই ক্রায়ো-প্রিজার্ভেশনের চাবিকাঠি। কিন্তু টেস্ট সাবজেক্টদের উপরে এই হরমোন প্রয়োগ করে কোনও সুফল পাওয়া যায়নি। জমানো গেছে তাদের শরীর, কিন্তু বরফ গলানোর পরে প্রাণ ফিরে পায়নি কেউই।

একটা অংশ অনুবাদ করল ম্যাসন। 'এরপরে একটা আবছা ধারণার উপরে কাজ শুরু করলাম আমি। হরমোনের পাশাপাশি নতুন একটা কেমিক্যাল প্রয়োগ করলাম সাবজেক্টদের উপরে...' কেমিক্যালটার নাম উল্লেখ করা হয়নি। 'ওটাই প্রথমবারের মত সফল রিসাসিটেশন দেখাল আমাদেরকে।'

ওটার সাবজেক্ট ছিল ষোলো বছর বয়েসী এক এস্কিমো মেয়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ বাঁচেনি সে। ঘুম থেকে জেগে ওঠার কয়েক মিনিট পরেই খিঁচুনি উঠে মারা যায়। তারপরেও, ব্যাপারটা ছিল ড. নিকোলায়েভের জন্য বিশাল এক অগ্রগতি।

বিবরণটা পড়তে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়ল অ্যাবি। কারণটা আঁচ করতে পেরেছে শ্যারন। আধা-ইনুইট ও, এস্কিমোরা ওরই স্বজাতি। তাদের উপর নিষ্ঠুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা পড়ে নিজেকে স্থির রাখা মুশকিল।

জার্নালের তারিখগুলো থেকে জানা গেল, পরের তিন বছর ওই সাফল্যের উপরেই কাজ করতে থাকে ড. নিকোলায়েভ। একের পর এক সাবজেক্টের উপর পরীক্ষা চালিয়ে পদ্ধতিটা করে তোলে পরিশীলিত। ওই অংশগুলো বাদ দিয়ে গেল ম্যাসন, এক্সপেরিমেন্টের বিবরণ শোনায় আগ্রহী নয় সে। খোলা হলো শেষ জার্নাল। এখানে পাওয়া গেল কাঙ্ক্ষিত তথ্য।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের মাঝামাঝি সময়ে গ্রেণ্ডেলের হরমোন এবং রহস্যময় সেই কেমিক্যালের সঠিক মিশ্রণ তৈরি করতে সক্ষম হয় ড. নিকোলায়েভ। তার ভাষায়, ব্যাপারটা স্রেফ ভাগ্য, বিজ্ঞানের খুব একটা ভূমিকা ছিল না ওতে। কারণ তার

পক্ষে ওই মিশ্রণ দ্বিতীয়বার তৈরি করা সম্ভব নয়—কোন্ অনুপাতে, বা কীভাবে দুটোকে মেলাতে হবে, সেটাই নাকি সে নিশ্চিত নয়। কাজেই নির্দিষ্ট কোনও ফর্মুলাও লিখে যাওয়া সম্ভব নয়। যেভাবেই ঘটে থাকুক ব্যাপারটা, তড়িঘড়ি করে এক ব্যাচ সেরাম বানিয়ে ফেলে সে। সেই সেরামের সাহায্যে প্রথমবারের মত সফলভাবে জাগিয়ে তোলে এক সাবজেক্টকে।

অপ্রত্যাশিতভাবে এখানেই শেষ জার্নালের এণ্ট্রি। সেরামের স্যাম্পলগুলোর কী হলো, বা কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেল আইস স্টেশন... এ-সংক্রান্ত কিচ্ছু লেখা নেই।

জার্নালটা বন্ধ করে অ্যাবি বলল, 'ব্যস, এ-ই।'

'আরও কিছু থাকতে বাধ্য!' বলল ম্যাসন—বিশ্বাস থেকে নয়, আশা থেকে। জার্নালটা টেনে নিয়ে শেষের সাদা পাতাগুলো উল্টাতে থাকল দ্রুত।

বিজ্ঞানীদের মানসিকতার ব্যাপারে শ্যারন ওয়াকিবহাল। বলল, 'খামোকাই সময় নষ্ট করছেন, ওতে কিছু পাবেন না। যদ্দূর বুঝেছি, সাফল্যের মাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্যারানয়েড হয়ে উঠেছিলেন ড. নিকোলায়েভ। এজন্যেই এত হেঁয়ালি করেছেন জার্নালে। ফর্মুলা লেখা নেই ওতে। আমার তো মনে হয়, ওই স্যাম্পলগুলোই তার আবিষ্কারের একমাত্র নিদর্শন।'

সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরে তিক্ততা জমল ম্যাসনের চেহারায়। সশব্দে জার্নাল বন্ধ করল সে।

'কী করবেন তা হলে, স্যর?' জানতে চাইল মেজর উইলসন।

'ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে,' বলল ম্যাসন। 'ওই স্যাম্পলগুলোই আসল... ওগুলো রয়ে গেছে আইস স্টেশনের ভিতরে। রাশানরা ওগুলো ধ্বংস করে দেবার আগেই হানা দিতে হবে আমাদেরকে।'

'আমরা তৈরি আছি। কখন মুভ করতে চান?'

'এখুনি। কোনও সময় দেয়া যাবে না ওদেরকে।'

উঠে দাঁড়াল মেজর উইলসন।

'আপনি যান, আমি আসছি,' বলে তাকে বিদায় দিল ম্যাসন। তারপর একত্র করল সবক'টা জার্নাল। গুঁজল বগলের তলায়।

অ্যাবি আরেকটু পড়ে দেখতে চাইছিল। জিজ্ঞেস করল, 'নিয়ে যাবেন ওগুলো?'

'দুঃখিত, এগুলো হাতছাড়া করা চলবে না আমার। তবে আরেকটু রিভিউ করা দরকার সবগুলো এণ্ট্রি। বলা যায় না, বাদ দেয়া অংশগুলোর ভিতরে হয়তো ইম্পরট্যাণ্ট কিছু রয়ে গেছে।'

ভ্রূকুটি করল অ্যাবি। 'কী চাইছেন ঠিক করে বলুন তো?'

পালা করে পিতা-কন্যার দিকে তাকাল ম্যাসন। 'আপনাদের একজন আমাদের সঙ্গে গেলে খুব ভাল হয়।'

'কী বললেন?' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল অ্যাবি। 'আবারও বিপদের মাঝে ফেলতে চাইছেন আমাদের? যথেষ্ট ঝুঁকি কি নিইনি আপনার জন্য?'

'অস্বীকার করছি না,' মিনমিন করে বলল ম্যাসন। 'কিন্তু এখনও ওখানে ড. কনওয়ে আর তাঁর দুই অ্যাসিসটেণ্ট আটকা পড়ে আছে। মি. রানার ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না, হয়তো উনিও আছেন। আপনাদের সাহায্য হয়তো কাজে লাগবে ওদের।'

সন্দেহ ঘনাল অ্যাবির চোখে। ম্যাসনের ভালমানুষি অভিনয় পছন্দ হচ্ছে না। রিচার্ড বললেন, 'যেতেই যদি হয়, তা হলে এবার নাহয় আমি...'

'না, বাবা,' বাধা দিল অ্যাবি। 'তোমাকে যেতে দেব না আমি কিছুতেই।'

'আমি আসলে আপনাকেই প্রেফার করছি,' ওকে বলল ম্যাসন। 'স্টেশনটার ব্যাপারে মোটামুটি অভিজ্ঞতা হয়েছে

আপনার। অনুবাদের সময় সেটা কাজে লাগতে পারে।'

ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল অ্যাবি। ম্যাসনকে সাহায্য করবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর, কিন্তু রানার কথা বলে ওকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ তুলে বলল, 'ঠিক আছে, মি. ম্যাসন। এক শর্তে যেতে পারি আমি।' কোমরের খালি হোলস্টারের দিকে ইশারা করল। 'আমার পিস্তলটা ফেরত চাই।'

'নিশ্চয়ই,' হাসল ম্যাসন। 'এবার আর রিস্ক নেব না আমরা। সবাই সশস্ত্র থাকবে। তৈরি হয়ে নিন। একটু পরেই বেরুব আমরা।'

ব্যারাক থেকে বেরিয়ে গেল সে, সঙ্গে ডেকে নিয়ে গেল লেঃ কমাণ্ডার রাইটকে। পিতার কাছ থেকে বিদায় নেয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল অ্যাবি। ব্যারাকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল শ্যারন, তাকাল বাইরে। রাইটের সঙ্গে কথা বলছে ম্যাসন, ঠোঁট পড়া গেল সহজে—ডেল্টা ফোর্সের সদস্যরা চলে যাবে, রাইটকে ওমেগা স্টেশনের নিরাপত্তার দায়িত্ব বুঝে নিতে বলল। এরপর চলে গেল হেলিকপ্টারের কাছে, মেজর উইলসন যেখানে দাঁড়িয়ে।

টেবিলের উপর একটা বিনকিউলার ফেলে গেছে উইলসন, সেটা তুলে নিল তরুণী বিজ্ঞানী। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল হেলিকপ্টার বরাবর। ম্যাসন আর উইলসনের ঠোঁট এবার দেখা যাচ্ছে পরিষ্কারভাবে।

'রিপোর্ট!' বলল ম্যাসন।

'এভরিথিং ইজ সেট। আমাদের ইনভলভমেণ্ট জানতে পারবে না কেউ। দোষ চাপবে রাশানদের ঘাড়ে।'

এরপর ঘুরে গেল দু'জনে। ঠোঁট দেখা গেল না আর।

অ্যাবি বেরিয়ে গেছে, শ্যারনের পাশে এসে দাঁড়ালেন রিচার্ড। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দেখছেন অত মনোযোগ দিয়ে?'

নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করতে যাচ্ছিল শ্যারন, কিন্তু

ঘাড় ফেরাতে গিয়ে থমকে গেল। বোঁ করে উঠেছে মাথা, খাড়া হয়ে গেছে লোম, দাঁতের গোড়ায় ফিরে এসেছে সেই পরিচিত শিরশিরানি। আল্ট্রাসোনিক ওয়েভ!

এ কী করে হয়? আইস স্টেশন থেকে ত্রিশ মাইল দূরে আছে ওরা... এ-পর্যন্ত গ্রেণ্ডেলগুলো আসে কী করে? কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যাও তো নেই!

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন রিচার্ড।

'বিপদ!' ফিসফিস করে বলল শ্যারন।

চব্বিশ

হাত ধরে রানাকে টেনে নিয়ে চলেছে সাকি। প্রিজন এরিয়া পেরিয়ে এল ওরা, এরপর এগোল প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কের বৃত্তাকার করিডোর ধরে। প্রিজন এরিয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ড. কনওয়েের সঙ্গে চোখাচোখি হলো রানার। দৃষ্টি বিস্ফারিত হতে দেখল জীববিজ্ঞানীর, সাকিকে চিনতে পেরেছেন। তাঁর উদ্দেশে শুধু কাঁধ ঝাঁকাল রানা, কথা বলার সুযোগ পেল না।

'মালিঙ্গা!' আবার বলল ছেলেটা, বাড়িয়ে দিল হাঁটার গতি।

দুই গার্ডকে নিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করছেন নিকোলায়েভ। তিনজনেই সশস্ত্র—গার্ডদের হাতে রাইফেল, রিয়ার অ্যাডমিরালের হাতে শোভা পাচ্ছে একটা অটোমেটিক পিস্তল। সবগুলো অস্ত্রের ব্যারেল তাক করে রাখা হয়েছে ওদের দিকে। কোনও ধরনের

কৌশল খাটানোর ইচ্ছে বহু আগেই ত্যাগ করেছে রানা। অস্ত্রের ভয়ে নয়; গোলাগুলি শুরু হলে নিষ্পাপ বাচ্চাটার ক্ষতি হতে পারে, এই ভেবে।

'কোথায় যেতে হবে, তা কি ও জানে?' একটু পর অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ। প্রশ্নটা ইনাক্‌টিটুট ভাষায় পুনারাবৃত্তি করল রানা।

'ইই!' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল সাকি। হ্যাঁ।

আগেরবার পুরো করিডোর ঘোরা হয়নি, এবার সাকির কল্যাণে প্যাসেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হলো রানার। যেখানে ওটা শেষ হয়েছে, সেখানে ধবধবে সাদা দেয়াল। দরজা-জানালা নেই। প্রথম দর্শনে নিরেট বলে মনে হলো। একটু বিভ্রান্তি নিয়ে সাকির দিকে তাকাল রানা।

মুচকি হাসল সাকি। তারপর এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে হাত রাখল, চাপ দিল বিশেষ একটা জায়গায়। পরক্ষণে ঘড়ঘড় শব্দে সরে গেল নিরেট দেয়াল—ঠিক যেন আলিবাবার গুহা! রানা বুঝল, দেয়ালে একটা প্রেশার সুইচ লুকানো আছে। দেয়ালের ওপাশে দেখা গেল ভারী একটা স্টিল ডোর, মাঝখানটায় প্রকাণ্ড এক পিতলের হুইল—অনেকটা ব্যাঙ্ক-ভল্টের দরজার মত।

হড়বড় করে রানাকে কিছু বলল সাকি। নিকোলায়েভের দিকে ফিরে ও জানাল, 'এই দরজার ওপাশেই নাকি আপনার গোপন কামরা।'

দরজার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলেন নিকোলায়েভ, তারপর রানাকে নির্দেশ দিলেন, 'খোলো ওটা।'

হুইল ধরে খানিকক্ষণ মোচড়ামুচড়ি করল রানা, নড়াতে পারল না একবিন্দু। সম্ভবত বরফ জমে জ্যাম হয়ে গেছে। হাত ব্যথা হয়ে গেল। শেষে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'এভাবে সম্ভব না। একটা শাবল দেয়া যাবে?'

ওর ব্যর্থ চেষ্টা দেখে খিলখিল করে হাসল সাকি। এগিয়ে গিয়ে হুইলের গোড়ায় আঙুল ঢোকাল। খুট করে একটা শব্দ শুনে বোঝা গেল, খিলি জাতীয় কিছু একটা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রানার হাতের মুঠোয় মসৃণভাবে ঘুরতে শুরু করল হুইল, যেন গতকালই তেল দেয়া হয়েছে।

হুইল দু'পাক ঘুরে যেতেই কোকের ক্যানের সিল ভাঙার মত মৃদু একটা শব্দ হলো, সামান্য ফাঁক হয়ে গেল দরজার পাল্লা। শীতল হাওয়ার প্রবাহ বেরিয়ে এল ওখান দিয়ে, যেন ফ্রিজের দরজা খোলা হয়েছে। ধাক্কা দিয়ে দরজা পুরোপুরি খুলে ফেলল রানা।

মিটমিট করে কয়েক দফা কেঁপে জ্বলে উঠল বাতি, আলোকিত হয়ে উঠল ওপাশ। মাঝারি আকারের একটা কামরা দেখতে পেল ওরা—মূল স্টেশনের অংশ নয়, সার্ভিস টানেলের মত বরফ খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে। ভিতরটা ল্যাবের মত সজ্জিত। তিনদিকের দেয়াল কুঁদে বানানো হয়েছে শেলফ, ওগুলোই কাজ করছে ওঅর্কটেবিল হিসেবে। শেলফের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে স্টেইনলেস স্টিলের নানান ইকুইপমেন্ট। পেছনের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাঁচের কেবিনেট, ওটার তাকের খাঁজে এক সারিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো সিরিঞ্জ—সংখ্যায় পঞ্চাশটার কম না। প্রত্যেকটার ভিতরে নীলচে দ্রবণ।

কামরার ভিতরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল সাকি। দৃষ্টিতে ফুটল বিভ্রান্তি। সামনে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে।

তার এই বিভ্রান্তির কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। মেঝের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। শরীরের উপর বরফের আস্তর পড়ে গেলেও মুখের অবয়ব এবং

মাথার দুধ-সাদা ঝাঁকড়া চুল দেখে অনুমান করা গেল মানুষটার পরিচয়। ইগোর নিকোলায়েভ। রিয়ার অ্যাডমিরালের সঙ্গে বিস্ময়কর মিল আছে তার।

অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল নিকোলায়েভের গলা দিয়ে। হন্তদন্ত হয়ে সামনে এগোলেন তিনি। বসে পড়লেন পিতার দেহের পাশে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন দেহটা।

চামড়া নীল হয়ে গেছে ইগোর নিকোলায়েভের। বরফে জমে কার্ডবোর্ডের মত ভঙ্গুর দশা কাপড়চোপড়ের। শার্টের বাম হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো, চামড়ার উপরে একটা ছোট্ট ফুটো, রক্ত জমে আছে। পাশেই মেঝের উপরে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে একটা সিরিঞ্জ।

কাঁচের কেবিনেটের দরজা খুলল রানা, ভিতর থেকে তুলে নিল একটা সিরিঞ্জ, বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল—সাব-যিরো টেম্পারেচারে জমে যায়নি ভিতরের দ্রবণটা। এখনও তরল অবস্থায় আছে। এটাই নিশ্চয়ই সেই ক্রায়োজেনিক সেরাম।

রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে ফিরল ও। বলল, 'মনে হচ্ছে ইঞ্জেকশন নিয়েছিলেন উনি।'

কিছু বললেন না নিকোলায়েভ, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পিতার মুখের দিকে। কী ভাবছেন বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। এখনও কি বেঁচে আছেন ইগোর নিকোলায়েভ? ছোট্ট ছেলেটির মত?

ওঅর্কটেবিলের উপর পড়ে থাকা একটা জার্নালের উপর চোখ পড়ল রানার। আধখোলা। শেষ মুহূর্তে কিছু লিখছিলেন হয়তো বিজ্ঞানী। কাছে গিয়ে ওটা তুলে নিল ও। পাতা উল্টাল। মেইন ল্যাবের জার্নালগুলোর সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই, ভিতরে ইনাক্টিটুট হরফে পাতার পর পাতা লেখা। ডট জুনোর কাছে পড়তেও শিখেছে রানা, যদিও খুব ভাল পারে না। তারপরেও চেষ্টা করল লেখাগুলো পড়তে। কয়েকটা শব্দ পড়ে থামল। অর্থ

বোঝা যাচ্ছে না। জোরে জোরে পুনরাবৃত্তি করল শব্দগুলোর।

ঝট্ করে ওর দিকে মুখ তুলে তাকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'রাশান বলছ কেন?'

'রাশান?' ভুরু কোঁচকাল রানা। পরক্ষণে চমকে উঠল। তাই তো! ইগোর নিকোলায়েভ কোন্ কোডে লিখেছেন জার্নাল, বুঝে ফেলল মুহূর্তে।

রানার হাতে ধরা খাতাটার উপর নজর পড়ল রিয়ার অ্যাডমিরালের। 'ওটা কি আমার বাবার জার্নাল?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এটাই সম্ভবত শেষ ভলিউম।'

'তুমি পড়তে পারছ?'

'কোডটা কঠিন কিছু নয়। রাশান-ই লিখেছেন উনি, তবে ইনুইট অক্ষরে।'

উঠে দাঁড়ালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। সাকি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ওকে জড়িয়ে ধরলেন এক হাতে। বললেন, 'পড়ো... প্লিজ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করল ইগোর নিকোলায়েভের জার্নাল। পরিষ্কার হতে শুরু করল বেইসকে ঘিরে গড়ে ওঠা দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

জার্নালটা এক অর্থে ইগোর নিকোলায়েভের শেষ স্বীকারোক্তি। পড়তে গিয়ে বোঝা গেল, গবেষণা-জীবনের শেষদিকে এসে বিবেক ও মানবতা জেগে ওঠে তাঁর ভিতরে। এর পিছনে সাকির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই স্টেশনেই জন্ম নেয় বাচ্চাটা, ব্যর্থ এক্সপেরিমেণ্টে বাবা-মা মারা গেলে অনাথ হয়ে পড়ে। রাশায় নিজের ছেলেকে ওর মত বয়সেই ফেলে এসেছিলেন ইগোর, পিতৃস্নেহ জেগে ওঠে তাঁর হৃদয়ে। করে বসেন মস্ত বড় এক ভুল... একজন গবেষকের জন্য যেটা করা সম্পূর্ণ বারণ—টেস্ট সাবজেক্টকে নাম দেয়া, সাবজেক্টকে

ভালবাসা! কিন্তু এই ভুলটুকুই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় তাঁর। পেশা আর বিবেকের মধ্যকার তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাঁর ভিতর।

ব্যাপারটা যখন ঘটে, তখন গবেষণায় সফল হয়েছেন তিনি। গ্রেণ্ডেলদের হরমোন কাজে লাগাবার সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। শুরুতে মৃত গ্রেণ্ডেলের হরমোন সংগ্রহ করছিলেন তাঁরা—ওটাই ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। ইগোর আবিষ্কার করেন, মৃত নয়... আসলে জীবিত গ্রেণ্ডেলের শরীর থেকে হরমোনটা নিতে হবে তাঁদেরকে, নইলে ওটার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। এরপরে বিশেষ একটা কেমিক্যালের সাহায্যে ওটাকে করে তুলতে হবে মানবদেহের জন্য সহনশীল। বলা বাহুল্য, কেমিক্যালের নাম উল্লেখ করেননি তিনি। এরপরেও বেশ কিছুদিন সাফল্য অধরা ছিল তাঁর কাছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেন, একটা অনুঘটক কাজে লাগাননি তাঁরা—তাপমাত্রা। দ্বীপের গভীরের তাপমাত্রা! গ্রেণ্ডেলদের আবাসের তাপমাত্রা!

ল্যাবের ভিতরে নজর ঘুরিয়ে আনল রানা। এবার বোঝা যাচ্ছে, কেন বরফ খুঁড়ে বানানো হয়েছে এটা। দ্বীপের গভীরের ন্যাচারাল তাপমাত্রা পাবার জন্যে।

যা হোক, ধাঁধার এই অংশটা পরিষ্কার হয়ে যেতে বাকি কাজ অতি সহজে সমাধা করেন ইগোর। গ্রেণ্ডেলের নির্যাস এবং দ্বীপের পরিবেশ... এই দুই মিলিয়ে প্রথমবারের মত সফল পুনর্জীবন দেন এক টেস্ট সাবজেক্টকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম ব্যাচের সেরাম ছাড়া আর কোনও ব্যাচ দিয়ে তিনি এই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে পারেননি। তাই প্রথম ব্যাচের সব সেরাম তিনি সিরিঞ্জে ভরে রেখে দেন নিজের এই একান্ত গবেষণাগারে। ভেবেছিলেন সময়-সুযোগ নিয়ে ওগুলোর অ্যানালিসিস করবেন, বের করবেন কীভাবে এই সেরাম বিপুল পরিমাণে তৈরি করা যায়।

কিন্তু তা আর হলো না। এক রাতে সাকির দিকে তাকিয়ে

হাহাকার বেরিয়ে আসে তাঁর বুক চিরে। সাফল্যের জন্য কী মূল্য দিয়েছেন, তা অনুধাবন করেন। মনে পড়ে যায় তাঁর হাতে মারা পড়া অসহায় মানুষগুলোর মুখ। নিজের প্রতি ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে তাঁর অন্তর। সেই সঙ্গে ঘৃণা অনুভব করেন সুদূর রাশায় বসে থাকা কুচক্রী রাজনীতিকদের উপর, যারা তাঁকে এমন জঘন্য কাজ করতে বাধ্য করেছে। তাঁর এই বিতৃষ্ণা আরও বেড়ে যায় জার্মানদের ইহুদি হত্যার কাহিনি শুনতে পেয়ে।

'স্বাভাবিক,' বললেন নিকোলায়েভ। 'আমরা রাশান ইহুদি।'

ইগোর নিকোলায়েভের আত্মোপলব্ধি আসার কারণ বুঝতে পারল রানা। স্বজাতির উপর অবিচার হবার কাহিনি শুনে স্পষ্ট বুঝেছিলেন তিনি, নিজেও এস্কিমো আদিবাসীদের উপর সেই অবিচারই চালাচ্ছেন। তবে আর দশটা মানুষের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন ইগোর, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রায়শ্চিত্ত করবার। ঠিক করেছিলেন, অন্যায়পথে তিনি যে-সাফল্য পেয়েছেন, তার সুফল কিছুতেই রাশায় বসে থাকা কুচক্রীদেরকে ভোগ করতে দেবেন না। একই ধরনের মনোভাব পোষণ করে, এমন কিছু সঙ্গী পেয়ে গেলেন তিনি সহকর্মীদের মাঝে। চরম একটা সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা এরপর। নিজেরাই স্যাবোটাজ করেন নিজেদের বেইসের। নষ্ট করে দেন রেডিও, খোল ফুটো করে দেন বেইসের ট্রান্সপোর্ট সাবমেরিনটার। বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল, আর্কটিক মহাসাগরের স্রোতে দ্বীপের সঙ্গে ভেসে চলে অজানার উদ্দেশে। কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না তাঁদের, ছিল না পালাবার কোনও উপায়। বরং হিংস্র গ্রেণ্ডেলরা সংঘবদ্ধভাবে চালাচ্ছিল একের পর এক আক্রমণ। ধীরে ধীরে উন্মাদ হয়ে ওঠেন আটকা পড়া বিজ্ঞানীরা। সবাইকে ক্রায়োজেনিক প্রক্রিয়ায় জমিয়ে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইগোর, কিন্তু রাজি করাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত নিরীহ টেস্ট

সাবজেক্টদেরকে শীতনিদ্রায় পাঠিয়ে দেন তিনি, ভয়াল পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। নিজেও তা-ই করবার সিদ্ধান্ত নেন।

এখানেই শেষ জার্নাল। মাটিতে পড়ে থাকা ভাঙা সিরিঞ্জ. আর ইগোর নিকোলায়েভের হাতের উপর ঘুরে এল রানার দৃষ্টি বোঝা যাচ্ছে সেরামটা নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাতে কি কাজ হয়েছে?

স্থবির হয়ে গেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। বিড়বিড় করে বললেন, 'তা হলে... তা হলে আমার বাবাই ধ্বংস করেছেন এই স্টেশন? কারও ষড়যন্ত্রের শিকার হননি?'

'যদ্দূর বুঝতে পারছি, এ-ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না তাঁর হাতে,' জার্নালটা নামিয়ে রাখল রানা। 'ওই সেরাম যদি রাশান সরকারের হাতে পড়ত, এখানকার অন্যায়-অবিচার আর মানুষ খুনের ঘটনা বৈধতা পেয়ে যেত। ওটাই হয়ে উঠত স্বাভাবিক রীতি, আরও অনেকেই নিঃসংকোচে উৎসাহী হয়ে উঠত হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশনের মাধ্যমে নিজেদের গবেষণা চালানোয়। গবেষণার নামে মানবহত্যার এই রীতির প্রচলন ঘটাতে চাননি তিনি।'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের। নিচু করে ফেললেন মাথা। 'এ কী করেছি আমি!' ফিসফিসিয়ে বললেন তিনি। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলেন কবজিতে বাঁধা পোলারিস মনিটর। 'আমার বাবার আত্মত্যাগ... আমার বাবার শেষ ইচ্ছে... সেটাকেই ব্যর্থ করে দেবার জন্য লড়াই করছি! চেষ্টা করছি তাঁর আবিষ্কারকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে!'

কেউ কোনও কথা বলল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল, তারপরেই করিডোরে শোনা গেল নতুন পদশব্দ। ত্রস্ত পায়ে একজন রাশান সৈনিক উদয় হলো। স্যালিউট ঠুকে বলল.

'মাফ করবেন, স্যর, কিন্তু এইমাত্র ইউ.কিউ.সি.-র হাইড্রোফোনে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনেছি আমরা। ওমেগা বেইস থেকে টেকঅফ করেছে ওটা। সম্ভবত এদিকেই আসছে।'

'নিশ্চয়ই ডেল্টা ফোর্স,' অনুমান করল রানা। 'ওরা হামলা চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রিয়ার অ্যাডমিরাল। কী করবেন আপনি?'

মুহূর্তে বদলে গেল নিকোলায়েভের পরাজিত চেহারা। পিঠ সোজা করে দাঁড়ালেন তিনি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সুরে বললেন, 'এখানকার আবিষ্কার লুকিয়ে রাখবার জন্য প্রাণ দিয়েছেন আমার বাবা। আমি কিছুতেই তার অন্যথা হতে দিতে পারি না।' পোলারিস মনিটরের দিকে তাকালেন। 'এখনও চাল বাকি আছে আমার। চলো।'

হেলিকপ্টারের পিছনে উঠেছে অ্যাবি, তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। রোটরওঅশে তুষারের ঘূর্ণি উঠেছে, ছোট একটা মেঘের মত ঢেকে ফেলেছে কপ্টারকে, আচ্ছন্ন করে রেখেছে দৃষ্টিসীমা। উচ্চতা বেড়ে যেতে নীচে পড়ে গেল সেই তুষার, পরিষ্কার হয়ে এল চারদিক। বাতাসের ধাক্কায় কয়েক সেকেণ্ড টালমাটাল করল আকাশযানটা, তবে পাইলট দক্ষ হাতে সামলে নিল সেটা। সামনে এগোলো।

অ্যাবির হেডফোন খড়খড় করে উঠল। শোনা গেল ম্যাসনের কণ্ঠ। হেলিকপ্টারের সামনে, পাইলটের পাশের সিটে বসেছে সে; তাকে দেখতে পাচ্ছে না অ্যাবি। ইণ্টারনাল রেডিওতে কথা বলছে লোকটা।

'মিস ম্যানিটক, শেষ জার্নালটা পড়তে শুরু করুন। আমি সাহায্য করব অনুবাদে। দেখা যাক, নতুন কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না।'

হেলিকপ্টারে ওঠার পর অ্যাবিকে জার্নালগুলো দিয়েছে ম্যাসন। শেষ জার্নালটা কোলে তুলে নিল ও, মলাট ওল্টানোর আগে নজর বোলাল সহযাত্রীদের উপর। ডেল্টা ফোর্স টিমের বারো জন সদস্য রয়েছে ওদের সঙ্গে। জাম্পসিটে স্ট্র্যাপ বেঁধে বসেছে তারা, হাতে অস্ত্র। মুহূর্তের নোটিশে যুদ্ধে নামার জন্য তৈরি। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা। দলনেতা মেজর উইলসনকে একটু বেশিই উত্তেজিত দেখাচ্ছে। থমথমে চেহারা নিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে।

অ্যাবিও তাকাল। জানালার ওপারে দিগন্ত-বিস্তৃত আইসফিল্ড। দূরত্বের কারণে ওমেগা স্টেশনের লাল বিল্ডিংগুলো ঘোলাটে হয়ে এসেছে। সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু অবস্থা, ডুবতে গিয়েও ডুবছে না অনেকক্ষণ থেকে। উত্তর মেরুর মাঝ-গ্রীষ্মে কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয় এই গোধূলি। অন্ধকার পছন্দ করে না অ্যাবি, তারপরেও মনে হচ্ছে রাত নামলে মন্দ হতো না। অবসান ঘটত ভয়াবহ এই দিনটার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জার্নালের মলাট উল্টাল ও। পড়তে শুরু করবে, এমন সময় চোখের কোণে কী যেন ধরা পড়ল। ঝট করে ঘাড় ফেরাল ও। দিগন্তের কাছে ছিটকে উঠেছে লাল-কমলা রঙ—বিশাল এক আগুনের গোলা। তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে ওমেগা স্টেশন। হেডফোন ভেদ করে বিস্ফোরণের আবছা আওয়াজ পৌঁছল কানে। এরপরেই এল শকওয়েভের ধাক্কা, কেঁপে উঠল গোটা হেলিকপ্টার।

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল অ্যাবির, নিষ্ফল আঁচড় কাটল জানালার কাঁচে। ঈশ্বর! না!! ওর বাবা রয়ে গেছে ওখানে!!!

ডেল্টা ফোর্সের সদস্যরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সিট ছেড়ে সবাই ছুটে এল হেলিকপ্টারের একপাশে, কী ঘটেছে দেখতে চায়। ফ্যাল ফ্যাল করে ওরা তাকিয়ে রইল আগুনের লেলিহান শিখার

দিকে। কয়েক মিনিট জ্বলল সেই আগুন, তারপর ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। মিথ্যে আশা নিয়ে বরফ-প্রান্তরের দিকে তাকাল অ্যাবি। দেখল, ওমেগা স্টেশনের আর চিহ্ন নেই কোথাও। তার বদলে মুখ ব্যাদান করে আছে বিশাল এক গর্ত, ভিতরে ছলকাচ্ছে আর্কটিকের পানি।

'গড্যাম ইট!' রেডিওতে গাল দিয়ে উঠল ম্যাসন। 'হোয়াট দ্য হেল ইজ দ্যাট, সার্জেন্ট গ্ল্যাডস্টোন? তুমি তো রিপোর্ট দিয়েছিলে, রাশানদের সবক'টা ইনসেণ্ডিয়ারি ডিভাইস ডি-অ্যাকটিভেট করা হয়েছে!'

'সত্যিই করা হয়েছিল, স্যর!' হতভম্ব গলায় জানাল সার্জেন্ট। 'আ... আমি জানি না কীভাবে এটা ঘটল। হতে পারে একটা মিস করে গেছি আমরা।'

অ্যাবির চোখ ভরে গেছে নীরব অশ্রুতে। মনে পড়ে যাচ্ছে পিতার হাসিমাখা স্নেহময় মুখ... আর কোনোদিন সে-মুখ দেখবে না ও। ছলছল চোখে তাকাল সহযাত্রীদের দিকে। সবার চেহারায় নিখাদ বিস্ময়... সেই সঙ্গে সহানুভূতির ছাপ ফুটেছে। শুধু একজনের ফোটেনি।

মেজর উইলসন, ডেল্টা ওয়ান। নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে আছে সে আরেকদিকে।

তীব্র আতঙ্ক চেপে বসল অ্যাবির বুকে। বুঝে ফেলেছে সত্যটা। কান পাতল ম্যাসনের গালাগাল শোনার জন্য, তাতেও মিশে আছে কপটতা। কোনও সন্দেহ নেই, পুরোটাই অভিনয়, একটা নীচ ষড়যন্ত্র। দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়নি ওমেগা স্টেশন, ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। শুধু রাশানরা নয়, আমেরিকান এই সৈন্যরাও নির্দেশ পেয়েছে সবকিছু ধামাচাপা দেবার। কোনও সাক্ষী রাখছে না এরা, রাখছে না ওদের অপকর্মের কোনও আলামত।

তারমানে ওর জন্যও মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত হয়ে আছে। কোলের

উপর খোলা জার্নালের দিকে তাকাল অ্যাবি। ওটাই এখনও ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে—জার্নালের ইনাক্টিটুট হরফগুলো! প্রয়োজন ফুরানোর সঙ্গে সঙ্গে ওকেও পিতার ভাগ্য বরণ করতে হবে।

রেডিওতে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে ম্যাসন, কিন্তু কোনও কিছুই আর কানে ঢুকছে না অ্যাবির। অশ্রুসজল চোখে জার্নালের পাতা উল্টাল ও। আনমনে হাত দিল কোমরের শূন্য হোলস্টারে।

আরেকটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। ওকে পিস্তল দেয়নি ম্যাসন। দেবেও না।

পঁচিশ

প্রিজন সেলে আবার ফিরে এসেছে রানা। ওর সঙ্গে সাকিকেও রাখা হয়েছে। ছেলেটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলে সেটা জানতে চান রিয়ার অ্যাডমিরাল। রানাকে নির্দেশ দিয়েছেন ওর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে। কিন্তু ছেলেটাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তাই কথা না বলে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে রানা। নিজের পারকা খুলে চাদরের মত ঢেকে দিয়েছে শরীর। মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। সাকি কোনও আপত্তি করেনি।

মেঝেতে বসে ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। চেহারাটা আশ্চর্য নিষ্পাপ... দেখলেই মায়া হয়। ইগোর নিকোলায়েভ কেন দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। ছোট্ট এই দেবশিশু পাথরের মনও গলিয়ে দিতে পারে। দুর্ভাগ্য,

এই অল্প বয়সেই পৃথিবীর চরম নিষ্ঠুরতা দেখতে হয়েছে শিশুটিকে।

'অবিশ্বাস্য!' রানার পিছন থেকে ফিসফিস করে উঠলেন ড. কনওয়ে। গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ঘুমন্ত সাকির দিকে। ইগোর নিকোলায়েভের জার্নাল পড়ে যা যা জানতে পেরেছে, সেগুলো ইতিমধ্যে তাঁকে জানিয়েছে রানা। 'ওকে একটু স্টাডি করতে পারলে জীবন সার্থক হতো! আর কিছু না হোক, ওর এক ফোঁটা রক্তও যদি মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে দেখতে পারতাম!'

হতাশায় মাথা নাড়ল রানা। এ-ই না হলে বিজ্ঞানী? যেখানে এখন জীবন-মরণের প্রশ্ন, সেখানে ইনি ভাবছেন সাকিকে স্টাডি করবার কথা। চাইবার কথা মুক্তি, তার বদলে চাইছেন বাচ্চাটার এক ফোঁটা রক্ত!

'ব্যাপারটা আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি, মি. রানা,' বললেন কনওয়ে। 'গ্রেণ্ডেলের হরমোন যেভাবে কাজে লাগাতে চেয়েছেন ড. নিকোলায়েভ, সেটা সত্যিই লজিকাল। আর হ্যাঁ, জ্যান্ত গ্রেণ্ডেল থেকেই সংগ্রহ করতে হবে ওই হরমোন; কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন শুরু হয় জীবদেহে। জিন সিকোয়েন্স ভেঙে পড়ে। কাজেই গ্ল্যাণ্ডগুলোই স্বাভাবিক হরমোন তৈরিতে অক্ষম হবার কথা। ইউ সি... এই হরমোনই কিন্তু সবকিছুর চাবিকাঠি। গ্রেণ্ডেলের চামড়া জমতে শুরু করলেই গ্ল্যাণ্ড থেকে এই হরমোনের নিঃসরণ শুরু হয়। হরমোনটা প্রতিটি কোষে গ্লুকোজের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। ফলে চরম শীতল তাপমাত্রাতেও নষ্ট হয় না কোষ, সজীব থাকে। প্রয়োজনীয় তাপ পেলে ফিরে আসে স্বাভাবিক অবস্থায়। যতটুকু বুঝতে পারছি, গ্রেণ্ডেলের হরমোন মানবদেহে কাজ না করার কোনও কারণ নেই। আমরা দু'দলই স্তন্যপায়ী প্রাণী। অ্যানাটমিকালি প্রচুর মিল

আছে আমাদের। মানুষের ডায়াবেটিস চিকিৎসায় গরু-ছাগলের ইনসুলিন ব্যবহার হয়, জানেন তো? এটাও অনেকটা সে-রকমই একটা ব্যাপার। যে-কাজ করেছেন ড. নিকোলায়েভ, তার তুলনা হয় না। রীতিমত ব্রিলিয়ান্ট!'

আর সহ্য হলো না রানার, ঝট্ করে ফিরল জীববিজ্ঞানীর দিকে। রাগী গলায় বলল, 'ব্রিলিয়ান্ট? আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ড. কনওয়ে। এখানে ব্রিলিয়ান্ট কিছু ঘটেনি। যা ঘটেছে তা স্রেফ পৈশাচিকতা। ধারণা করতে পারেন কী করা হয়েছে এখানে মানুষের উপর? কতজন প্রাণ দিয়েছে এই ল্যাবে?' ঘুমন্ত সাকির দিকে ইশারা করল। 'ওই বাচ্চাটাকে দেখুন। ওকে কি ল্যাবরেটরির ইঁদুর বলে মনে হচ্ছে আপনার?'

সভয়ে দু'কদম পিছিয়ে গেলেন কনওয়ে। বললেন, 'মাফ করবেন, মি. রানা। আমি আসলে...'

রানা বুঝতে পারছে, নিরীহ এই বিজ্ঞানীর সঙ্গে রাগ করা উচিত হচ্ছে না; কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারছে না ও। হিসিয়ে উঠে বলল, 'কাউকে না কাউকে এর দায় নিতে হবে... শাস্তি পেতে হবে! সবকিছুরই একটা সীমা আছে। সভ্যতার উন্নতি আর অগ্রগতির দোহাই দিয়ে বিজ্ঞানীরা যা-খুশি-তাই করতে পারে না!'

'আ... আমি দুঃখিত, মি. রানা,' তোতলাতে তোতলাতে বললেন কনওয়ে। 'ও... ওভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি।'

'বাদ দিন, মি. রানা,' বলে উঠল লিসা। 'খামোকা ড. কনওয়ের সঙ্গে রাগ করে লাভ নেই। উনি এখানকার অনাচারের জন্য দায়ী নন।'

'আমি জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু ব্যাপারটা ভাবলেই মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের নামে মানুষ খুন... কী করে পারে লোকে?'

'ওঁরা থামলেই কি মানুষ খুন বন্ধ হবে?' বলল লিসা। 'আমাদের কথাই ধরুন। মরতে বসেছি... কিন্তু তার জন্য কোন বিজ্ঞানী দায়ী নয়। দায়ী এক পাগলাটে রিয়ার অ্যাডমিরাল।'

'ডেল্টা ফোর্স আসবে না?' কাতর গলায় জানতে চাইল লিলি। 'ওরা আমাদেরকে উদ্ধার করবে না?'

জবাব দেবার আগে রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভের কথা ভাবল রানা। একরোখা মানুষ, কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবেন না। উন্মাদনা লক্ষ করেছে ও লোকটার চোখের তারায়—সেটা আমেরিকানদের অস্ত্র বা হিংস্র গ্রেণ্ডেলের চেয়ে অনেক গুণ ভয়ঙ্কর। প্রাণ দেবার জন্য মুখিয়ে আছেন তিনি। একা মরবেন না, সঙ্গে যে-ক'জনকে পারেন নিয়ে যাবেন। সন্দেহ নেই, সেই কাতারে বন্দিরা থাকবে। কীভাবে ফেরানো যায় তাঁকে?

ঘুমন্ত বাচ্চাটার দিকে তাকাল রানা। শুধু ওর দিকে তাকাবার সময় নরম হয় রিয়ার অ্যাডমিরালের দৃষ্টি। যদ্দূর বুঝেছে, এই বাচ্চাটার মধ্যে ক্ষমতা আছে নিকোলায়েভকে বদলে দেবার... তাঁকে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার। ঠিক যেভাবে রিয়ার অ্যাডমিরালের পিতাকে বদলে দিয়েছিল। কিন্তু এ-ধরনের চারিত্রিক পরিবর্তনে সময় লাগে... সেই সময় তো নেই ওদের হাতে। নিকোলায়েভ এখন এক আহত সিংহ, নিজের গুহায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। এরচেয়ে ভয়াবহ অথবা বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না।

'কী ভাবছেন, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল লিসা।

ওর দিকে ফিরল রানা। 'রাশানদের সংখ্যা বেশি নয়, সব মিলিয়ে বারো-চোদ্দজন হতে পারে। কিন্তু চমৎকার একটা ডিফেন্সিভ পজিশনে আছে ওরা, বড় মাপের যে-কোনও বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে অনায়াসে। ফুল ফ্রন্টাল অ্যাসল্ট ছাড়া উপায় নেই ডেল্টা ফোর্সের, কিন্তু ওটাও হবে ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী

লড়াই। প্রচুর প্রাণহানি হবে ওদের।'

'তারপরেও ওরা আসবে,' আশাবাদীর মত বলল স্যাম। 'আসবে না?'

প্রিজন সেলের সবার দিকে পালা করে তাকাল রানা। পাঁচজন মানুষ... সাকিকে ধরলে ছয়। কিন্তু ওদের জন্য খামোকা ঝুঁকি নিতে যাবে না গ্যারি ম্যাসনের মত হিসেবি শয়তান। সে যদি আসে, আসবে ইগোর নিকোলায়েভের সেরামগুলোর জন্য। ওগুলো হাতে পাওয়ার উপর নির্ভর করছে তার মিশনের সাফল্য। দরকার হলে বন্দিদেরকে উৎসর্গও করে দেবে সেই সাফল্য পাবার বিনিময়ে।

ব্যাপারটা লিসাও অনুধাবন করতে পারছে। দমে যাওয়া গলায় বলল, 'ওরা আমাদের জন্য আসবে না, তাই না, মি. রানা? আমরা ওদের জন্য প্রায়োরিটি নই।'

চুপ করে রইল রানা। নীরবতা নেমে এল প্রিজন এরিয়ায়।

কয়েক মিনিট পরে সশব্দে খুলে গেল সদর দরজা। উদয় হলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ, সঙ্গে দুই গার্ড। রানার সেলের সামনে এসে বললেন, 'তোমাদেরকে জানাতে এসেছি, ওমেগা ড্রিফট স্টেশন ধ্বংস করে দিয়েছে ডেল্টা ফোর্স।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিসা। 'মিথ্যে কথা!'

রানা কিছু বলল না, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল নিকোলায়েভের দিকে। ওমেগা স্টেশন যদি সত্যিই ধ্বংস হয়ে থাকে, তার মানে মারা গেছে অ্যাবি, শ্যারন আর রিচার্ডও। নিষ্ঠুর এই সত্য মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

'মিথ্যে বলছি না,' লিসার দিকে ফিরলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। গলা আশ্চর্য রকম শান্ত। 'ওদের হেলিকপ্টার টেকঅফ করবার কয়েক মিনিট পরেই হাইড্রোফোনে শোনা গেছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। ওমেগা স্টেশন যেখানে থাকবার কথা, সেখানে এখন

পানির কুলকুল আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।'

'কেন ওরা এ-কাজ করবে?' ফুঁসে উঠে জিজ্ঞেস করল লিসা।

মৃদু হেসে রানার দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। 'সেটা কি বলে দিতে হবে?'

'কোনও সাক্ষী রাখতে চাইছে না ওরা,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'রাইট?'

'এগজ্যাক্টলি,' মাথা ঝাঁকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'আমরা যা চেয়েছি, আমেরিকানরাও ঠিক তা-ই চাইছে। গোপনে সরিয়ে নিতে চাইছে এখানকার রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল, তারপর ধ্বংস করে দিতে চাইছে সব।'

'না-আ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লিসা—অবিশ্বাসে নয়, বরং কথাটা সত্য হওয়া সম্ভব, সেটা ভেবে।

ওর দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না রিয়ার অ্যাডমিরাল, ইশারা করলেন একজন গার্ডকে। এগিয়ে এসে রানার সেলের দরজা খুলে দিল সে, তারপর পিছিয়ে গিয়ে রাইফেল তাক করল ওর উপর। নির্দেশ দিল, 'বেরিয়ে আসুন।'

'এখন আবার কী চান?' রাগী গলায় জানতে চাইল রানা।

'আমি চাই, ওদেরকে থামাবার কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে, মি. রানা,' বললেন নিকোলায়েভ। 'যে-জিনিসকে লুকাবার জন্য আমার বাবা প্রাণ দিয়েছেন, তা আমি কিছুতেই রাশান বা আমেরিকান সরকারের হাতে পড়তে দিতে পারি না।'

কয়েক মুহূর্ত নড়ল না রানা, রিয়ার অ্যাডমিরালকে সাহায্য করবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। ধ্বংস হয়ে যাক লোকটা, খুন হয়ে যাক... ওর কী? কিন্তু গ্যারি ম্যাসনের কথা ভাবতেই আগুন জ্বলে উঠল মাথায়। অ্যাবি আর রিচার্ডকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে পিশাচটা, সেইসঙ্গে খুন করেছে রিসার্চ স্টেশনের সবাইকে। নিজ হাতে ম্যাসনকে শাস্তি দিতে না পারলে মরেও শান্তি পাবে না।

আর তাকে বাগে পাবার একটাই উপায় আছে এখন—হাত মেলাতে হবে রিয়ার অ্যাডমিরালের সঙ্গে।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বেশ, তবে তা-ই হোক। এক শয়তানকে নিকেশ করবার জন্য আপাতত আরেক শয়তানের সঙ্গে জোট বাঁধবে ও।

'আপনার প্ল্যানটা আগে জানতে চাই,' বলল ও অবশেষে। 'কী করাতে চাইছেন আমাকে দিয়ে?'

'সাদা পতাকা নিয়ে যাবে তুমি,' বললেন নিকোলায়েভ। 'ডেল্টা ফোর্সের লিডার... মানে যে-লোকটা এখান থেকে জার্নাল চুরি করেছে... তার সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার। ওর সঙ্গে কথা বলবে তুমি; বুঝিয়ে দেবে, গায়ের জোরে এখানে ঢুকতে চাইলে কী ঘটতে পারে। সোজা কথায়, ওকে নিরস্ত করবে তুমি।'

'লোকটা কথা বলার মুডে থাকবে বলে মনে হয় না। আমাকে দেখামাত্র গুলি করে বসতে পারে। কীভাবে ওকে নিরস্ত করব, বলতে পারেন?'

'ও যাতে গুলি না ছোঁড়ে, সে-ব্যবস্থাও থাকবে।'

'কী ব্যবস্থা?'

'এমন কিছু নেবে তুমি, যেটার দিকে গুলি ছোঁড়ার সাহস হবে না ওর।'

'মানে?'

ওদের কথাবার্তা শুনে জেগে গেছে সাকি। উঠে বসেছে বিছানায়। চোখ কচলাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে নিকোলায়েভ বললেন, 'সাকি যাবে তোমার সঙ্গে।'

চোখের পানি কিছুতেই থামাতে পারছে না অ্যাবি, তারপরেও জড়ানো গলায় পড়ে চলেছে ইগোর নিকোলায়েভের জার্নাল। কী বলছে কিছুই জানে না, শুধু উচ্চারণ করে চলেছে ইনাক্‌টিটুট

হরফে লেখা শব্দগুলো। শুধু জানে, এ-কাজে নিজেকে ব্যস্ত না রাখলে পাগলামি করে বসবে... করে বসবে প্রাণ হারাবার মত কোনও ভুল। এখুনি মরতে চায় না অ্যাবি, অন্তত পিতৃহত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত নয়।

ওর মুখোমুখি এসে বসেছে মেজর উইলসন, শীতল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে শুধু বিরতি নিচ্ছে বাইরে নজর বোলাবার জন্য। দিগন্তে মিলিয়ে গেছে ড্রিফট স্টেশনের আগুন আর ধোঁয়া। চলে আসার আগে একবার ওটার উপর দিয়ে চক্কর দিয়ে এসেছে ওরা, কিন্তু কাউকে জীবন্ত দেখতে পায়নি।

হেডফোনে পাইলটের গলা শুনতে পেয়ে থামল অ্যাবি। 'আইস স্টেশন ডেড অ্যাহেড!' রিপোর্ট দেবার ভঙ্গিতে বলল লোকটা।

'মিসাইল অ্যাটাকের জন্য তৈরি হও,' নির্দেশ দিল ম্যাসন। 'অন মাই কমাণ্ড।'

মিসাইল অ্যাটাক? পিঠ খাড়া হয়ে গেল অ্যাবির।

'কো-অর্ডিনেটস্ লকড্।'

'ফায়ার!'

তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল অ্যাবি। হুউশ্‌শ্‌শ্ জাতীয় একটা আওয়াজ তুলে ছুটেছে মিসাইল... আইস স্টেশনের এণ্ট্রান্স থেকে একটু দূরে, গিরিখাতের ভিতরে গিয়ে আঘাত হানল। লাফ দিয়ে উঠে এল আগুনের গোলা; বরফ, পাথর আর কমলা রঙের তাঁবুর খণ্ড-বিখণ্ড অংশ ছিটকে গেল চারদিকে। জায়গাটা চিনতে পারল অ্যাবি, ওখান থেকেই রকেট হামলা চালাচ্ছিল রাশানরা... একটা তাঁবুর ভিতর থেকে। মিসাইল ছুঁড়ে ঘাতকদের নিকেশ করল ম্যাসন, যাতে কপ্টার নিরাপদে ল্যাণ্ড করতে পারে।

ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল সি-হক। রোটরওঅশে তুষারের

ঘূর্ণি উঠল নীচের আইসফিল্ড থেকে।

'টিম ওয়ান, মুভ!' চেঁচিয়ে উঠল মেজর উইলসন ওরফে ডেল্টা ওয়ান।

ঝটপট খুলে গেল কপ্টারের একপাশের দরজা। পাগলা হাওয়া ঢুকে পড়ল কেবিনের ভিতরে। যেন কামড় বসাল অ্যাবির উন্মুক্ত চামড়ায়। ইতিমধ্যে কয়েকটা দড়ি ফেলা হয়েছে নীচে, সেগুলোর সাহায্যে র‍্যাপলিং করে নেমে গেল ছ'জন সৈনিক।

'টিম টু!' আবার চেঁচাল ডেল্টা ওয়ান।

এবার অ্যাবির পাশের দরজা খুলে গেল, ক্রসউইণ্ড হামলে পড়ল ওর গায়ে। আরেকটু হলে উড়ে চলে যাচ্ছিল জার্নালটা, তাড়াতাড়ি বুকের সঙ্গে ওটাকে জাপটে ধরল ও। অ্যাবিকে ঠেলাধাক্কা দিয়ে এপাশ দিয়েও নামতে শুরু করল সৈনিকরা। শেষে রয়ে গেল মাত্র তিনজন—ডেল্টা ওয়ান এবং দু'জন গানার।

'সাইড গান অপারেট করো!' চেঁচিয়ে দুই গানারকে নির্দেশ দিল মেজর উইলসন।

ঝটপট পজিশন নিল লোকদুটো। ফিউজেলাজের দু'পাশে, বাইরের দিকে মুখ করে বসানো হয়েছে দুটো বড়সড় হাই ক্যালিবারের কামান, পা ঝুলিয়ে ওগুলোর পিছনে বসল তারা।

একটু সামনে ঝুঁকে বাইরে উঁকি দিল অ্যাবি। রকেট বিস্ফোরণের ধোঁয়া সরে যেতে শুরু করেছে, পরিষ্কার হয়ে উঠল আইসফিল্ড। নেমে যাওয়া সৈনিকদের দেখতে পেল ও, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে একজোট হয়েছে, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে বরফের উপর।

'ফায়ার!' চিৎকার করল ডেল্টা ওয়ান।

একসঙ্গে গর্জে উঠল সবক'টা আগ্নেয়াস্ত্র, ওগুলোর টার্গেটের দিকে চোখ ঘোরাল অ্যাবি। নিঃসঙ্গ এক রাশান সৈনিক, আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুট লাগিয়েছিল এণ্ট্রান্সের দিকে, কিন্তু বুলেটের

অঝোর ধারা ছিন্নভিন্ন করে ফেলল তাকে।

'আরেকটু নীচে নামো,' রেডিওতে পাইলটকে নির্দেশ দিল মেজর উইলসন।

সরাসরি নয়, একটু পিছিয়ে গিয়ে নামতে শুরু করল সি-হক, যাতে এণ্ট্রান্স আর হেলিকপ্টারের মাঝামাঝি থাকে ডেল্টা ফোর্সের সদস্যরা। বিপদ দেখা দিলে ওরা হেলিকপ্টারকে রক্ষা করবে। ইতিমধ্যে তারা এগোতে শুরু করেছে এণ্ট্রান্সের দিকে।

'রিপোর্ট পাঠাচ্ছে আমার লোকেরা,' খানিক পরে রেডিওতে বলল উইলসন। 'সারফেস আমাদের দখলে, তবে এণ্ট্রান্সে কড়া প্রতিরোধ গড়েছে রাশানরা।'

'ল্যাণ্ড করা কি নিরাপদ?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'আশা করি। স্টেশন পুরোপুরি দখল না হওয়া পর্যন্ত ভেসে থাকতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু আমাদের ফিউয়েলের স্টক সীমিত। বেশিক্ষণ ফ্লাই করলে পরে আলাস্কায় ফিরতে পারব না। ল্যাণ্ড করাই ভাল।'

'তা হলে ল্যাণ্ড করো।'

'এক মিনিট, স্যর।' বলে ইয়ারফোন কানে চেপে ধরল উইলসন। থ্রোট মাইকে নিচু গলায় কথা বলল অপরপক্ষের সঙ্গে। তারপর জানাল, 'নতুন রিপোর্ট, স্যর। এণ্ট্রান্সে মুভমেণ্ট লক্ষ করেছে গ্রাউণ্ড টিম। সাদা পতাকা তুলে বেরিয়ে আসছে একটা লোক।'

'কী!' বিস্ময় প্রকাশ করল ম্যাসন। 'এত তাড়াতাড়ি?'

মুখ ঘুরিয়ে নেয়া হলো হেলিকপ্টারের। খোলা দরজা এখন স্টেশনের এণ্ট্রান্সের মুখোমুখি। ওদিকে তাকাতেই নিঃসঙ্গ একজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল অ্যাবি, সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল হৃৎপিণ্ড। পরনের পারকাটা চিনতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটাও।

'ওই তো, রানা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও।

'আপনি শিয়োর?' সন্দিহান গলায় জানতে চাইল ম্যাসন।

'হ্যাঁ। কোনও সন্দেহ নেই।'

'স্যর!' বলল উইলসন। 'একটা বাচ্চা ছেলেও আছে লোকটার সঙ্গে।'

ভুরু কুঁচকে ভাল করে তাকাল অ্যাবি। হ্যাঁ, তা-ই তো! ছোট্ট একটা বাচ্চা লুকিয়ে আছে রানার পিছনে। মাঝে মাঝে ভয়ার্ত ভঙ্গিতে উঁকি দিচ্ছে মাথা বের করে। আগে ওকে খেয়াল করেনি অ্যাবি। অবাক হলো—এই যুদ্ধের ময়দানে ওই বাচ্চা এল কোত্থেকে?

'ল্যাণ্ড করো!' পাইলটকে নির্দেশ দিল ম্যাসন।

একটু দুলে উঠে নামতে শুরু করল হেলিকপ্টার।

সতর্ক করে দেবার সুরে উইলসন বলল, 'ব্যাপারটা বুঝে নেবার আগ পর্যন্ত এয়ারবোর্ন থাকলে বোধহয় ভাল হয়, স্যর।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই,' ম্যাসন বলল। 'দূত হিসেবে মি. রানাকে পাঠিয়েছে রিয়ার অ্যাডমিরাল। দেখা যাক কী বলার আছে তার। হয়তো ওকে আমাদের কাজেও লাগানো যাবে।'

চরম দুঃখকষ্টের মাঝেও ছোট্ট একটুখানি আশা জ্বলে উঠল অ্যাবির মনের গহীনে। অবশেষে দেখা হতে চলেছে ওর সত্যিকারের বন্ধুর সঙ্গে! ওকে দেখলেই অদ্ভুত একটা সাহস অনুভব করে ও।

আইসফিল্ড স্পর্শ করল কপ্টারের স্কিড। চারদিকে তুষার উড়তে শুরু করেছে, রোটরের গতি কমাল পাইলট। তার উদ্দেশে উইলসন বলল, 'ইঞ্জিন বন্ধ কোরো না। ঝামেলা দেখা দিলে মুহূর্তের নোটিশে টেকঅফ করতে হবে আমাদেরকে।'

'ঠিক আছে, মেজর।'

ককপিট থেকে মেইন কেবিনে চলে এল ম্যাসন। উইলসনকে

বলল, 'তুমি এখানেই থাকো। জানালগুলোও এখানে থাকছে। প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করবে ওগুলোকে।'

'আর আপনি?' জিজ্ঞেস করল উইলসন।

'আমি রানার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। যথেষ্ট তেলেসমাতি দেখিয়েছেন ভদ্রলোক গতকাল থেকে। আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন কয়েকবার। দেখা যাক, এখন আর কী করতে পারেন উনি।' অ্যাবির দিকে ফিরল ম্যাসন। 'আপনিও এখানে থাকলে ভাল হয়।'

'অসম্ভব!' জোর গলায় প্রতিবাদ জানাল অ্যাবি। 'রানা ওখানে আর আমি এখানে? কিছুতেই তা হবার নয়।' সিটের হারনেস খুলে ফেলল ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। তারপর নেমে গেল হেলিকপ্টার থেকে। ওর পিছু পিছু নামল অ্যাবি। একটু কুঁজো হয়ে রোটরের সীমানা পেরুল ওরা, তারপরেই ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল ডেল্টা ফোর্সের তিন সৈনিক। এসকর্ট করে নিয়ে চলল সামনে।

আশপাশে নজর বোলাল অ্যাবি। এণ্ট্রান্স থেকে ত্রিশ গজ দূরে অস্ত্রহাতে পজিশন নিয়েছে ডেল্টা ফোর্সের গ্রাউণ্ড টিম। তাদের অস্ত্রের মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, হাতে একটা ছোট্ট সাদা পতাকা। ছুটে গিয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল অ্যাবি।

পিছনে দাঁড়ানো বাচ্চাটা নড়ে উঠল। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, কী যেন বলল নিচু স্বরে। বাচ্চাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে। বড়দের একটা পারকা পরানো হয়েছে তাকে—গ্রেটকোটের মত ঝুল গিয়ে মিশেছে বরফে। লম্বা হাতাদুটো গুটিয়ে দেয়া হয়েছে কবজি পর্যন্ত। অদ্ভুত দেখাচ্ছে খুব

কাছে যেতেই বাচ্চাটার চেহারা দেখতে পেল অ্যাবি। সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে উঠল বুক। ওর মৃত ছেলের সঙ্গে মিল আছে চেহারায়। বয়সও এমনই ছিল মারা যাওয়ার সময়। মাতৃস্নেহ উথলে উঠল ওর বুকের ভিতর। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। চেহারায় আতঙ্ক। নিশ্চয়ই গোলাগুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে গেছে।

'মি. রানা!' কাছে গিয়ে বলে উঠল ম্যাসন। 'হোয়াট আ প্লেয্যাণ্ট সারপ্রাইয!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। বিস্ময় আর স্বস্তি ফুটল অ্যাবিকে জীবিত দেখতে পেয়ে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। এবার শীতল চোখে মাপল সিআইএ এজেণ্ট আর দু'পাশে দাঁড়ানো এসকর্টদেরকে। বাঁকা গলায় বলল, 'হ্যালো, গ্যারি! এ-ই তা হলে তোমার সত্যিকার চেহারা?'

হাসল ম্যাসন। 'আপনি কি এখনও রেগে আছেন আমার ওপর? কাম অন... অন্তত আপনি তো কাভারের গুরুত্ব বোঝেন!'

তার কথায় কান দিল না রানা, তাকাল অ্যাবির দিকে। 'তুমি ঠিক আছ, অ্যাবি?'

নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না অ্যাবি। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রানাকে। চোখ ভরে এল পানিতে। জড়ানো গলায় বলল, 'রানা... আমার বাবা...'

পাল্টা আলিঙ্গন করল রানা। ফিসফিস করে বলল, 'শান্ত হও। আমি সব জানি। কী ঘটেছে... আর কে এর জন্য দায়ী... স-অ-ব! নিশ্চিত থাকো, ওদেরকে এর মূল্য চুকাতে হবে।'

'আপনাদের পুনর্মিলনে বাধা দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত,' বেরসিকের মত বলল ম্যাসন। 'কিন্তু আপনার হাতে সাদা পতাকা কেন, মি. রানা, জানতে পারি?'

অ্যাবিকে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'রিয়ার

অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ পাঠিয়েছেন আমাকে। একটা মেসেজ দিয়ে।'

'কী মেসেজ?'

'রক্তপাত এড়াতে চান তিনি। সন্ধি করতে চান। ওঁর ভাষায়, দু'পক্ষই আধা-মিরাকল নিয়ে বসে আছে। আপনার কাছে আছে টেকনিক্যাল নোট, আর তাঁর কাছে আছে স্যাম্পলগুলো। একটা ছাড়া অন্যটা অসম্পূর্ণ।'

'কী করে বুঝব লোকটা ধাপ্পা দিচ্ছে না?'

'প্রমাণ নিয়ে এসেছি আমি।' একটু সরে গিয়ে সাকিকে দেখতে দিল রানা।

'কে ও?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল অ্যাবি।

'ওর নাম সাকি,' বলল রানা। 'বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, ওর বয়স আমার বা আপনার চেয়ে বেশি।'

'ঠিক বুঝলাম না,' ভ্রূকুটি করে বলল ম্যাসন।

'ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, একে চেনেন আপনি—প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কে দেখেছেন—যেটা চালু ছিল। সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশনে ছিল ও, আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে।'

'মাই গড!' বিস্ময় ফুটল ম্যাসনের চোখের তারায়। 'এটা ওই ছেলেটা? তারমানে সেরামটা সত্যিই কাজ করে?'

'সেটা তো নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, সেরামের স্যাম্পলগুলো এখন রিয়ার অ্যাডমিরালের হাতে। নীচের একটা গোপন ভল্টে রাখা আছে সব। আপনারা যদি জোর করে আইস স্টেশনে ঢুকবার চেষ্টা করেন, স্যাম্পলগুলো নষ্ট করে দেবেন উনি।'

হুমকি শুনে একটু ক্রুদ্ধ হলো ম্যাসন। 'কী চায় লোকটা?'

'বলেছি তো, সন্ধি।'

'কীভাবে? কী ধরনের সন্ধি?'

'সেটা আপনারা নিজেরাই আলাপ করে ঠিক করবেন। যদি রাজি থাকেন, নিজের লোকজনকে এক নম্বর লেভেল থেকে সরিয়ে নেবেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, ওখানেই হবে আলোচনা। পাঁচজন লোক নিয়ে ওখানে যেতে পারবেন আপনি। অস্ত্রও নিতে পারবেন। কিন্তু যদি আলোচনার নামে ওঁকে ফাঁদে ফেলার বা খুন করার চেষ্টা করেন, নীচের লোকজনকে নির্দেশ দেয়া থাকবে, স্যাম্পলগুলো গ্রেনেড ফাটিয়ে ধ্বংস করে দেবে তারা।'

ঠোঁট কামড়াল ম্যাসন। ভাল চাল দিয়েছে রাশান সমরনায়ক, কোনও সন্দেহ নেই।

'আমার মনে হয় রাজি হয়ে যাওয়াই ভাল,' যোগ করল রানা। 'তেমন কোনও বিকল্প তো দেখতে পাচ্ছি না। হয় শয়তানের সঙ্গে হাত মেলান, নয়তো খালি হাতে ফিরে যান এখান থেকে।'

নিচু গলায় গাল দিয়ে উঠল ম্যাসন। কোনও জবাব না দিয়ে একটু দূরে সরে গেল। পারকার কলারে লুকানো রেডিও-র সাহায্যে কথা বলতে শুরু করল ডেল্টা ওয়ানের সঙ্গে।

'ডেল্টা ফোর্সের টিম লিডারের সঙ্গে পরামর্শ করছে,' বলল অ্যাবি। 'চোরাই জার্নাল-সহ হেলিকপ্টারে বসে আছে লোকটা। কিন্তু এই সন্ধির ব্যাপারটা কী? ওদের মধ্যে কাউকে কি বিশ্বাস করা যায়?'

'তোমাকে ছাড়া এ-মুহূর্তে আর কাউকেই বিশ্বাস করি না আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

ওর হাত মুঠো করে ধরল অ্যাবি। 'তারমানে বাঁচার কোনও সুযোগ নেই আমাদের?'

একটু হাসল রানা। 'কে বলেছে নেই? ভয় পেয়ো না, আমরা এখনও বেঁচে আছি।' আশ্বাসটা নিজের কানেই কেমন যেন ফাঁপা শোনাল। সন্দেহ নেই, ঘোরতর বিপদের মধ্যে রয়েছে ওরা।

সবাই ওদের শত্রু। উদ্ধার পাবার কোনও সুযোগও দেখা যাচ্ছে না কোনোদিকে।

একটু পর ফিরে এল ম্যাসন। বলল, 'আপনার কথাই ঠিক, মি. রানা। রাশান বাস্টার্ডটার প্রস্তাবে সাড়া দেয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই আমাদের সামনে।'

তিনজন এসকর্ট সঙ্গেই আছে, আরও দু'জনকে হাতছানি দিয়ে ডাকল সে।

'একজন বেশি হয়ে যাচ্ছে আপনার,' বলল রানা।

'কোথায়?' অবাক হলো ম্যাসন। 'পাঁচজনই তো নিচ্ছি।'

'অ্যাবি যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে,' শান্ত গলায় জানিয়ে দিল রানা। 'ওকে এখানে রেখে নড়ছি না আমি। একটা অস্ত্রও চাই ওর।'

'দেখুন, মি. রানা...' প্রতিবাদ করতে গেল ম্যাসন।

'হয় ও যাবে, নয়তো আমিও যাব না,' কড়া গলায় বলল রানা। 'আর আমি যদি না ফিরি, ভল্ট ধ্বংস করে দেবেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। তেমনটাই বলে দিয়েছেন।'

থম মেরে গেল ম্যাসন। 'বেশ, জোরাজুরি করব না। কিন্তু মিস ম্যানিটক বাইরে থাকলেই বেশি নিরাপদ থাকতেন।'

'সেটা আমাকে বুঝতে দিন। পিস্তল, প্লিজ।'

ম্যাসনের ইশারা পেয়ে অ্যাবির হাতে একটা নাইন মিলিমিটারের অটোমেটিক তুলে দিল এক সৈনিক। অস্ত্রটা হাতে পেয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল অ্যাবি। ম্যাসনকে গুলি করবে কি না ভাবছে। বাহুতে চাপ দিয়ে ওকে নিরস্ত করল রানা।

'চলুন, এগোনো যাক,' বলল ম্যাসন।

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল রানা। সাকিকে কোলে তুলে নিল, তারপর এগোতে শুরু করল এণ্ট্রান্সের দিকে। ওদেরকে রওনা

হতে দেখে সরে গেল রাশান সৈনিকেরা, নিরাপদেই টানেলে ঢুকতে পারল ছোট্ট দলটা। লম্বা কদম ফেলে পৌঁছে গেল এক নম্বর লেভেলের প্রবেশপথে। স্টেশনের গরম বাতাস যেন অভ্যর্থনা জানাল নবাগতদের।

নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটলেও মনে মনে শঙ্কিত রানা। রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ কী প্ল্যান এঁটেছেন, তা জানা নেই ওর। ওকে শুধু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ম্যাসনকে এক নম্বর লেভেলে নিয়ে আসার, বাকিটা তিনি নিজেই সামলাবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। কৌশলটা যে রক্তপাতহীন হবে না, সে তো বোঝাই যায়। একা থাকলে দুশ্চিন্তা করত না রানা, কিন্তু এখন অ্যাবি আছে ওর সঙ্গে। ছোট্ট সাকির কথাও ভাবতে হচ্ছে।

প্রবেশপথ পেরিয়ে এক নম্বর লেভেলের সেণ্ট্রাল এরিয়ায় পা রাখল দলটা। ইতিমধ্যে মেরামত করে নেয়া হয়েছে নষ্ট ফিউজ, সবগুলো বাতি জ্বলছে উজ্জ্বলভাবে। আশপাশে সৈনিকদের কাউকে দেখা গেল না, শুধু গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহতদের লাশ স্তূপ করে রাখা হয়েছে একপাশে। রাশান পক্ষের একজনই শুধু হাজির—রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। স্টেয়ারকেসের পাশে, এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এলিভেটরের দরজা খোলা, নিকোলায়েভের একটা পা ওটার ভিতরে; চাইলেই চট করে ঢুকে যেতে পারবেন। আরেকটা জিনিস দেখা গেল ওখানে—টাইটেনিয়ামের একটা গোলক... অক্ষের জায়গাটায় মিটমিট করছে এক সারি নীল বাতি। চেহারাই বলে দিচ্ছে—ওটা একটা বোমা। পাঁচ নম্বর লেভেল থেকে এলিভেটরে করে ওটা উপরে নিয়ে এসেছেন তিনি।

শঙ্কা বেড়ে গেল রানার। যা ভেবেছিল, তার চেয়েও খারাপ আকার ধারণ করছে পরিস্থিতি। কী করতে চাইছেন নিকোলায়েভ?

'স্বাগতম!' গমগম করে উঠল রিয়ার অ্যাডমিরালের গলা।

দাঁড়িয়ে পড়ল দলটা। সামনে এগিয়ে ম্যাসন বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ? নাইস টু সি ইউ।'

'আর তুমি নিশ্চয়ই ডেল্টা ফোর্সের কমাণ্ডার? নাম জানি না বলে অভ্যর্থনা জানাতে পারছি না।'

'গ্যারি ম্যাসন... অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।' একটু বাউ করে বলল সিআইএ এজেন্ট।

পরমুহূর্তে শোনা গেল ভারী পদশব্দ। এন্ট্রান্সের দিক থেকে দৌড়ে ভিতরে প্রবেশ করল আরও পাঁচজন ডেল্টা ফোর্সের সৈনিক। সবার অস্ত্র তাক হয়ে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে। সোজা হয়ে ক্রূর হাসি হাসল ম্যাসন। বোঝা গেল, নিকোলায়েভের হুমকিটাকে মোটেই পাত্তা দেয়নি সে।

'মিশনের বারোটা বাজাতে চলেছ তুমি,' শীতল গলায় বললেন নিকোলায়েভ। 'আমার কিছু হয়ে গেলে স্যাম্পলগুলো নষ্ট করে দেবে আমার লোকেরা।'

'গোল্লায় যাক স্যাম্পল!' খ্যাপাটে গলায় বলল ম্যাসন। ইতিমধ্যে সাকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছে রানা, এক টানে বাচ্চাটাকে নিয়ে এল নিজের কাছে। 'একেই শুধু চাই আমার—এই রিসার্চ সাবজেক্টকে। আসার পথে আপনার বাবার জার্নাল অনুবাদ করেছি আমরা। ওখানে বলা আছে, রিভাইভড্ স্পেসিমেনের শরীরে এক সপ্তাহ পর্যন্ত অ্যাকটিভ থাকে হরমোনটা। বুঝতেই পারছেন, এই ছেলের শরীর থেকে সহজেই সেটা ডিস্টিল করে নিতে পারব আমরা। যা নিয়ে দর কষাকষি করতে এসেছেন, তা মূল্যহীন। তারপরেও একটা সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে। স্যাম্পলগুলোর বিনিময়ে আপনার প্রাণ। তবে এই অফারের আয়ু মাত্র এক মিনিট। এর মধ্যেই সিদ্ধান্ত জানাতে হবে আপনাকে।'

'তোমার উদারতার জন্য ধন্যবাদ,' নীরস গলায় বললেন

নিকোলায়েভ। 'তবে ওই এক মিনিটের প্রয়োজন নেই আমার।'

পরক্ষণে শোনা গেল বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ। কেঁপে উঠল পায়ের তলার মেঝে। ধোঁয়ায় ভরে গেল চারপাশ। ছাত থেকে নেমে এল ভাঙা কংক্রিটের ঢল। অ্যাবিকে জাপটে ধরে ঝাঁপ দিল রানা, মেঝেতে পড়েই কয়েক গড়ান দিয়ে সরে এল দূরে। ঢলের বুক কাঁপানো আওয়াজ কমে এলে মাথা তুলে তাকাল চারপাশে।

আইস স্টেশনের প্রবেশপথ অদৃশ্য হয়ে গেছে, টানেল ধসে বুজে গেছে জায়গাটা। শুধু তা-ই নয়, ছাতেরও অনেকখানি জায়গা ভেঙেচুরে নেমে এসেছে নীচে। নিশ্চয়ই হাই পাওয়ারের এক্সপ্লোসিভ বসিয়েছিল রাশানরা। বেইসের ভিতরে আটকে ফেলেছে সবাইকে।

ককাতে ককাতে উঠতে শুরু করল ডেল্টা ফোর্সের সদস্যরা। কমবেশি আহত হয়েছে সবাই। দু'জন সৈনিক অক্কা পেয়েছে কংক্রিটের তলায় চাপা পড়ে। ম্যাসনের কপাল কেটে গেছে। উঠে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে চারপাশে তাকাচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে কিচ্ছু হয়নি সাকির। তবে ঘাবড়ে গেছে বাচ্চাটা, হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল রানা আর অ্যাবির কাছে।

রিয়ার অ্যাডমিরালের খোঁজে চোখ বোলাল রানা, কিন্তু দেখতে পেল না তাঁকে। বুবি ট্র্যাপের বোমাগুলো ফাটিয়েই নীচে নেমে গেছেন সিঁড়ি ধরে। এলিভেটরটা এখনও থমকে আছে আগের জায়গায়। মিটমিট করছে টাইটেনিয়ামের গোলকের নীল আলো।

'শুয়োরের বাচ্চা!' গাল দিয়ে উঠল ম্যাসন। 'ওকে আমি ছাড়ব না।' সৈনিকদের দিকে তাকাল সে। 'অ্যাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? হামলা শুরু করো!'

খ্যাপা সিআইএ এজেন্টের দিকে তাকাল রানা, তারপর

তাকাল সিঁড়ির দিকে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে। দু'দুটো উন্মাদের কবলে পড়েছে ওরা, কেউ কারও চেয়ে কম নয়।

এর পরিণতি কিছুতেই ভাল হতে পারে না।

ছাব্বিশ

পোলার সেন্টিনেলের নোজ সেকশনে, ক্যাপ্টেন গরডনের পাশে বসে আছে শ্যারন—দু'জনেই গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে ডিপআই সোনারের মনিটরের দিকে। বেশ কিছু বিজ্ঞানী আর নাবিক ভিড় জমিয়েছে ওদের পিছনে, উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখতে চাইছে সোনারের ইমেজ। ব্যর্থ হলে স্বচ্ছ দেয়াল ভেদ করে তাকাচ্ছে বাইরে, যেন তাতেই কৌতূহল নিবৃত্ত হবে।

একহাতে শ্যারনকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন গরডন, যেন ছাড়লেই আবার হারিয়ে যাবে ও। শ্যারন আপত্তি করেনি। ক্যাপ্টেনের ইস্পাতকঠিন বাহুবন্ধনে নিজেকে অনেক বেশি নিরাপদ মনে হচ্ছে ওর।

আধঘণ্টা আগে, ওমেগা স্টেশনে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় ছিল ও। ডেল্টা ফোর্সের মতলব নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল আল্ট্রাসোনিকস্ শব্দতরঙ্গ... গ্রেণ্ডেলদের হামলার পূর্ব-সঙ্কেত। ভয়ে মাথা খারাপ হবার দশা হয়েছিল ওর। কিন্তু আসলে ওটা গ্রেণ্ডেলদের সঙ্কেত ছিল না, ছিল ডিপআই

সোনারের। ওই শব্দতরঙ্গের সাহায্যে ড্রিফট স্টেশনের ভিতরের পরিস্থিতি মনিটর করছিল পোলার সেণ্টিনেল।

ওই সঙ্কেত পাবার কয়েক মিনিট পরেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে ব্যারাকে হাজির হন ক্যাপ্টেন গরডন, দলবল নিয়ে। সাবমেরিন নিয়ে ফিরে এসেছিলেন তিনি, ড্রিফট স্টেশনের সবাইকে উদ্ধার করবার জন্য। পলিনিয়ায় সারফেস করেননি সাবমেরিনকে, করেছেন স্টেশনের ওশনোগ্রাফি সেণ্টারে। গবেষণার সুবিধার্থে ওখানে বরফ খুঁড়ে ছোট আরেকটা জলাশয় বানিয়ে রেখেছিল বিজ্ঞানীরা, সেটাই ব্যবহার করেন তিনি। নিঃশব্দে ভেসে ওঠেন জেমসওয়ে হাটের ভিতরে। শব্দ শোনেনি কেউ, কোনিং টাওয়ারও দৃষ্টির আড়ালে থাকায় তাঁদের উপস্থিতি ফাঁস হয়নি। ডেল্টা ফোর্সকে কেন যেন বিশ্বাস করতে পারেননি ক্যাপ্টেন, সেজন্যেই এই সতর্কতা।

সেই সতর্কতার ফল মিলেছে। ডেল্টা ফোর্সের হেলিকপ্টার টেকঅফ করার পর পরই সবাইকে সেণ্টিনেলে নিয়ে আসেন গরডন। ডাইভ দেন। আর তার একটু পরেই বিস্ফোরিত হয় রাশানদের ইনসেণ্ডিয়ারি ডিভাইসগুলো। এরপর আর ডেল্টা ফোর্সের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। ওরা এখানে এসেছে সবাইকে খতম করবার জন্য!

এখন আবার চলছে নিঃশব্দ নজরদারির কাজ। সুযোগ খুঁজছেন ক্যাপ্টেন গরডন আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল থেকে বাকি বন্দিদের উদ্ধার করে আনবার। চালু করা হয়েছে ডিপআই সোনার, এক্স-রে ইমেজের আদলে বরফ-ঘাঁটির ভিতরের দৃশ্য ফুটে উঠছে পর্দায়। ওখানে বিশাল এক বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করেছে ওরা কিছুক্ষণ আগে।

শ্যারনের বাহুতে চাপ দিলেন গরডন। ও মুখ ঘোরালে বললেন, 'পরিস্থিতি খুব গুরুতর মনে হচ্ছে। কীভাবে সাহায্য করা

সম্ভব বুঝতে পারছি না। মনে তো হচ্ছে পুরো এন্ট্রান্সটাই ধসে পড়েছে। ভিতরে আটকা পড়ে গেছে ওরা।'

'না! এভাবে হাল ছাড়বেন না আপনারা!' শ্যারন মুখ খোলার আগেই পিছন থেকে বলে উঠলেন রিচার্ড ম্যানিটক। এগিয়ে এসে মনিটরের একটা অবয়বের উপর আঙুল রাখলেন। 'ওটা অ্যাবি... আমার মেয়ে। এখনও বেঁচে আছে ও!'

'কীভাবে চিনলেন?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল শ্যারন।

'বিশ বছর বয়সে পা ভেঙে গিয়েছিল ওর, ডাক্তাররা অ্যালুমিনিয়ামের পাত লাগিয়ে জোড়া দিয়েছেন। ওই তো, দেখা যাচ্ছে পাতটা।' আঙুল দিয়ে দেখালেন রিচার্ড।

ভাল করে দেখল শ্যারন। বোধহয় ঠিকই বলছেন বৃদ্ধ ইনুইট। শরীরের মাংস বা হাড়ের চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের ঘনত্ব অনেক বেশি, বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওটা। অ্যাবি ছাড়া আর কে? রানার কথা ভাবল। দুঃসাহসী ওই বাঙালি যুবকও কি আছে অ্যাবির সঙ্গে? শ্যারনের প্রাণ বাঁচিয়েছে রানা, কৃতজ্ঞ হয়ে আছে সে ওই দুঃসাহসী যুবকের প্রতি। কোনওভাবে সাহায্য করতে পারলে কৃতার্থ হবে। কিন্তু জানে না কীভাবে কী করবে।

ভাবনাটা শেষ হবার আগেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্ক্রিন। স্টেশনের মিড-লেভেলে বিশাল একটা আলোর ঝলকানি ফুটে উঠেছে। সম্ভবত সিঁড়ি দিয়ে গ্রেনেড ফেলা হয়েছে নীচে। উপরে ছোট ছোট আরও কিছু হলদে দাগ ফুটল। অগ্নিবর্ষণ করছে সৈনিকদের হাতের অস্ত্র।

একটু পরেই সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল ডেল্টা ফোর্স। গুলি ছুঁড়ছে ক্রমাগত—সাপ্রেসিভ ফায়ার, যাতে কেউ কাছে ঘেঁষতে না পারে ওদের।

যুদ্ধ বেধে গেছে পুরোদমে।

আবারও একটা গ্রেনেড ফাটল, অ্যাবির পায়ের তলায় কেঁপে উঠল মেঝে। সাকিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে ও, চেষ্টা করছে নিজের শরীরকে বর্ম বানিয়ে শিশুটিকে রক্ষা করতে। ভয় পেয়ে চিৎকার করছে সাকি, কাঁদছে। সেই কান্না শুনে অ্যাবির ভিতরে জেগে উঠেছে মাতৃ-প্রবৃত্তি, মনে হচ্ছে যেন বাচ্চাটা ওরই সেই হারানো সন্তান।

ওদের ঠিক পাশেই আছে রানা। মেঝে থেকে একটা রাইফেল কুড়িয়ে নিয়েছে ও, সেটা হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, তৈরি। কেউ হামলা চালাবার চেষ্টা করলেই গুলি ছুঁড়বে—তা সে আমেরিকান বা রাশান, যে-ই হোক না কেন।

সিঁড়ির ফোকর দিয়ে ভেসে আসছে চেঁচামেচি আর হুঙ্কার। সেই সঙ্গে আসছে ঘন কালো ধোঁয়া। নিশ্চয়ই কোথাও আগুন ধরে গেছে। বেইসটা স্টিল আর কংক্রিটের তৈরি হলেও ইনসুলেশনের জন্য তুলো, খড়, ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে। ধোঁয়ার চেহারা দেখে বুঝতে কষ্ট হলো না, আগুন ধরেছে সেই ইনসুলেশনেই।

পুড়তে শুরু করেছে আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।

ম্যাসন যে পাগলামি করছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বেইসের দখল নিয়েই বা কী লাভ হবে তার? এখানে তো কবর হয়ে গেছে ওদের। তার উপর আছে টাইটেনিয়ামের অদ্ভুত গোলক... মানে ওই বোমাটা। দলের একজনকে ওটা ডি-অ্যাকটিভেট করবার জন্য পাঠিয়েছে ম্যাসন, কিন্তু লোকটার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে—সুবিধা করতে পারছে না সে। হামলা না চালিয়ে এখান থেকে বেরুবার একটা রাস্তা খুঁজলেই ভাল করত ম্যাসন। কিন্তু ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেছে লোকটা। দলের সৈনিকদের পাঠিয়ে দিয়েছে নীচে।

সিঁড়ির পাশে উবু হয়ে বসে আছে ম্যাসন, থ্রোট মাইকে

যোগাযোগ রাখছে অ্যাটাক পার্টির সঙ্গে। তার পাশে চলে গেল রানা। নিজের ভাবনার কথা খুলে বলল।

'ওসব আমার জানা আছে, মি. রানা,' বিরক্ত গলায় বলল ম্যাসন। 'কিন্তু কীভাবে এখান থেকে বেরুব, বলতে পারেন? বাইরে রি-এনফোর্সমেন্ট নেই বললেই চলে, প্রায় সবাইকেই নিয়ে এসেছি এখানে। যারা বাইরে আছে, তাদের পক্ষে বরফ খুঁড়ে রাস্তা তৈরি করা সম্ভব নয়।'

'এক্সপ্লোসিভ?' পরামর্শ দিল রানা।

'গ্রেনেড ফাটিয়ে কাজ হবে না,' বলল ম্যাসন। 'হেলিকপ্টারে মিসাইল আছে, কিন্তু ওই জিনিস ছুঁড়লে ভিতরের সবাই মারা পড়ব।'

'ওরা তা হলে কী করবে?'

'কিছুই না। অলরেডি বলে দিয়েছি হেলিকপ্টারকে, সবাইকে নিয়ে যেন ত্রিশ মাইল দূরে চলে যায়। জার্নালগুলো নষ্ট হবার ঝুঁকি নিতে পারি না আমি।'

'ত্রিশ মাইল!' বিস্ময় ফুটল রানার গলায়। 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?'

এলিভেটরে বসে থাকা গোলকের দিকে ইশারা করল ম্যাসন। 'ওটা নিউক্লিয়ার। অন্তত আমার ওই বম্ব-এক্সপার্ট তা-ই বলছে।'

'সর্বনাশ!' চমকে উঠল রানা। 'তা হলে তো ওটাই আগে ডি-অ্যাকটিভেট করা দরকার!'

'চেষ্টা চলছে,' চাঁছাছোলা গলায় বলল ম্যাসন। 'এর মধ্যে বেইসের দখল নিতে চাই। বোঝাপড়া করতে চাই ওই বেজন্মাটার সঙ্গে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা। খ্যাপা সিআইএ এজেন্টকে বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। নিকোলায়েভকে শায়েস্তা করা ছাড়া আর কিছু ভাবছে না সে। চিন্তিত ভঙ্গিতে

টাইটেনিয়ামের গোলকটার দিকে তাকাল, কিন্তু আশার আলো দেখল না। এ-ধরনের নিউক্লিয়ার বোমার সঙ্গে মোটেই পরিচিত নয় ও। নইলে একবার চেষ্টা করে দেখা যেত ওটাকে ডি-অ্যাকটিভেট করা যায় কি না।

গোলাগুলির আওয়াজ কমে এল খানিক পরে। সিঁড়িতে শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। বন্দি এক রাশান সৈনিককে নিয়ে উঠে এল দু'জন মার্কিন সৈন্য। বন্দির বয়স বেশি নয়, টেনে-টুনে বিশ-বাইশ হতে পারে। আতঙ্কে সাদা হয়ে আছে চেহারা। ম্যাসনের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলা হলো তাকে।

'রিপোর্ট!' খেঁকিয়ে উঠল ম্যাসন।

'ওরা আত্মসমর্পণ করছে, স্যর,' স্যালিউট ঠুকে বলল একজন, কাঁধে সার্জেন্টের র‍্যাঙ্ক। 'তিন নম্বর লেভেলে আরও দু'জনকে আটকানো হয়েছে।'

'আর বাকিরা?'

'খতম,' সংক্ষেপে বলল সার্জেন্ট। 'সবক'টা লেভেল ক্লিয়ার করেছি আমরা... চার নম্বর বাদে। ওখানে এখনও তল্লাশি চলছে।'

'রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ?'

'এখনও পাওয়া যায়নি।' পড়ে থাকা রাশানের দিকে ইশারা করল সার্জেন্ট। 'ও বলল, অ্যাডমিরাল নাকি চার নম্বর লেভেলে গেছে। কিন্তু কোথায় ঘাপটি মেরেছে, তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাটাকে আরেকটু প্যাঁদানি দিলে হয়তো বা জানা যেতে পারে।'

'হুম,' বলল ম্যাসন। রাশান সৈনিকের উদ্দেশে কিছু বলবে ভেবে মুখ খুলতে গেল, কিন্তু বাধা পেল এলিভেটর থেকে তার বম্ব-এক্সপার্ট ফিরে আসায়।

'এক্সকিউজ মি, স্যর।'

লোকটার দিকে ফিরল ম্যাসন। 'সুসংবাদ, না দুঃসংবাদ?'

'দুঃসংবাদই বলা চলে। এ-ধরনের ডিভাইস আগে কখনও দেখিনি আমি... আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, ওটা একটা লো-ইয়িল্ড নিউক্লিয়ার ডিভাইস—লো-রেডিয়েশন রিস্ক। স্ট্যাণ্ডার্ড কোনও বোমা নয়। মনে হচ্ছে কোনও ধরনের ডিজরাপ্টার। অনেকটা আমাদের ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পালস্ ওয়েপনের মত। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণটা ছোট এবং গৌণ, ওটা শুধু পালস্ সৃষ্টি করবার কাজে ব্যবহার হবে।'

'ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পালস্?'

'না, স্যর। এটা অন্য কোনও পালস্ তৈরি করবে। কী সেটা, আমি বলতে পারছি না।'

'বেশ, তা হলে এক্সপ্লোশনের উপর জোর দেয়া যাক। ছোট হবে বললে। কত ছোট?'

কাঁধ ঝাঁকাল বম্ব-এক্সপার্ট। 'নিউক্লিয়ার বোমার হিসেবে খুবই ছোট, তাই বলে অগ্রাহ্য করবার মত নয়। শকওয়েভটা এই দ্বীপকে ডিমের খোসার মত চুরমার করে দেবে। ওই বিস্ফোরণে বাঁচব না আমরা কেউই।'

'ডি-অ্যাকটিভেট করা যায় না?'

'না, স্যর,' মাথা নাড়ল বম্ব-এক্সপার্ট। 'ট্রিগারটা সাবসোনিক। এক্সটারনাল একটা ডিটোনেটরের সঙ্গে কানেক্টেড। অ্যাবোর্ট কোড না পেলে কিচ্ছু করার নেই। ওটার গায়ে টাইমার দেখেছি আমি... আর পঞ্চান্ন মিনিট পরেই ঘটবে বিস্ফোরণ।'

দুশ্চিন্তা ঘনাল ম্যাসনের চেহারায়। 'নিশ্চয়ই নিকোলায়েভের কাছে আছে ওই কোড। ওকে খুঁজে পেতে হবে।' পায়ের কাছে পড়ে থাকা রাশান সৈনিকের বুকে লাথি দিল একটা। 'অ্যাই ব্যাটা, তোর বস্ কোথায়? কথা বল্, নইলে এখুনি নাক-কান কাটতে শুরু করব।'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল রানা। বলল, 'ওর উপর টর্চার চালাবার প্রয়োজন নেই। রিয়ার অ্যাডমিরাল কোথায়, তা আমি জানি।'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল ম্যাসন। 'কোথায়?'

'চার নম্বর লেভেলে। স্যাম্পলের সেই ভল্টে। চলো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কয়েক মুহূর্ত শীতল চোখে রানাকে যাচাই করল ম্যাসন। বোঝার চেষ্টা করল, ও ধাপ্পা দিচ্ছে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে তাকাল রাশান সৈনিকটির দিকে। 'একে তো তা হলে আর দরকার নেই।' কথাটা বলেই একমুহূর্ত দেরি না করে গুলি করল সৈনিকের কপাল বরাবর।

কানে তালা লাগার মত আওয়াজ হলো, মেঝেতে ছিটকে গেল খুলির ভাঙা টুকরো, রক্ত আর মগজ। বীভৎস এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল অ্যাবি। ম্যাসনের পিস্তলটা ঘুরে গেল রানার দিকে।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা, অসহায় সৈনিকটিকে বাঁচাতে চেয়েছিল... সেজন্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল ম্যাসনের দিকে। কিন্তু তার মর্যাদা রাখল না পিশাচটা।

'কেন খুন করলে ওকে?' ম্যাসনকে জিজ্ঞেস করল ও। গলার স্বরে ফুটল চাপা ক্রোধ।

'কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই আমি,' উদ্ধত কণ্ঠে বলল ম্যাসন। 'পথ দেখান, নইলে আপনারও ওই একই দশা হবে।'

অ্যাবি আর সাকির দিকে তাকাল রানা। এখনও ফোঁপাচ্ছে বাচ্চাটা, শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে রেখেছে অ্যাবি। দেখা গেল, ম্যাসনের গার্ড দুজন প্রস্তুত। রানা একটু নড়ে উঠলেই গুলি করবে। অ্যাবির দিকে ইঙ্গিত করল ও, 'আর ওরা?'

'ওরা এখানেই থাকবে,' বলল ম্যাসন। 'এবার আর আপনার

জোরাজুরি কাজে আসবে না, মি. রানা। রাইফেল ফেলে দিন। মিস ম্যানিটক, আপনার পিস্তলও ফেরত চাই আমি।'

বাধা দিয়ে লাভ হবে না। অগত্যা কাঁধ থেকে রাইফেলটা ফেলে দিল রানা। ওর ইশারায় অ্যাবিও তার পিস্তল ছুঁড়ে দিল মেঝেতে।

'গুড ডিসিশান,' মাথা ঝাঁকাল ম্যাসন। একজন সৈনিক সরিয়ে নিল অস্ত্রদুটো। 'এবার রওনা হতে হয়, মি. রানা।'

একটু ঝুঁকে অ্যাবি আর সাকির কাছ থেকে বিদায় নিল রানা। 'শীঘ্রি ফিরে আসছি আমি। কিচ্ছু ভেবো না তোমরা।'

বম্ব-এক্সপার্টের দিকে ফিরল ম্যাসন। 'তোমার কাজ চালিয়ে যাও। ওদের দিকেও নজর রেখো।' অ্যাবি আর সাকিকে দেখিয়ে জুড়ল শেষ বাক্যটা।

'সাবধানে থেকো,' রানাকে বলল অ্যাবি।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হলো রানা। সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছে ম্যাসন, এগিয়ে গেল সেদিকে। একটু পরেই দুই গার্ডসহ ওদেরকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল অ্যাবি।

বম্ব-এক্সপার্ট ফিরে গেছে গোল ডিভাইসটার কাছে। সাকিকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল অ্যাবি। কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়। তারপর হঠাৎ নতুন একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ও। ফিসফিস করে কথা বলছে... ডাকছে ওর নাম ধরে।

'অ্যাবি, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

বিস্মিত হয়ে পিছনে তাকাল অ্যাবি। কই, কেউ নেই তো! তখুনি আবার শোনা গেল কণ্ঠটা।

'অ্যাবি, দিস ইজ ক্যাপ্টেন ম্যাথিউ গরডন ফ্রম পোলার সেন্টিনেলে। আমার কথা শুনতে পেলে একটু নড়ুন।'

ভুরু কোঁচকাল অ্যাবি। কণ্ঠটা আসছে উল্টে পড়ে থাকা একটা কমিউনিকেশন সেট থেকে। ইউ.কিউ.সি. লাইন ওটা...

এখনও অক্ষত। বম্ব-এক্সপার্টের দিকে তাকাল ও। কিছুই টের পায়নি সে, টাইটেনিয়ামের গোলকটার পাশে বসে আপনমনে কাজ করে চলেছে।

সাকিকে নিয়ে একটু একটু করে ইউ.কিউ.সি. লাইনের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবি।

পোলার সেণ্টিনেলের ব্রিজে, কমিউনিকেশন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন, কানে ঠেকিয়ে রেখেছেন ইউ.কিউ.সি. টেলিফোনের রিসিভার। ইণ্টারকম খড়খড় করে ওঠায় ঘাড় ফেরালেন।

'নড়ছে ও, ক্যাপ্টেন!' উত্তেজিত গলায় জানাল শ্যারন। সাইক্লপস্ চেম্বারে বসে ডিপআই সোনারে অ্যাবিকে মনিটর করছে ও। 'এগোচ্ছে সেটের দিকে।'

স্বস্তি বোধ করলেন ক্যাপ্টেন, অবশেষে যোগাযোগ করা গেছে মেয়েটির সঙ্গে। কপালই বলতে হবে, আইস স্টেশনের এণ্ট্রান্স ধসে পড়লেও ইউ.কিউ.সি.-র লাইনের কোনও ক্ষতি হয়নি। স্রেফ সৌভাগ্য, আর কিছু না। তারচেয়েও বড় সৌভাগ্য মেয়েটিকে একা পেয়ে যাওয়া। ডেল্টা ফোর্স আশপাশে থাকলে যোগাযোগ করা যেত না ওর সঙ্গে।

'অ্যাবি, আপনাকে আমরা সোনারে দেখতে পাচ্ছি,' বললেন গরডন। 'আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন? আপনার সেটটায় একটা রিসিভার থাকার কথা—পুরনো আমলের টেলিফোনের মত। ওটায় কথা বললেই শুনতে পাব আমরা।'

অপেক্ষা করতে থাকলেন ক্যাপ্টেন, সেইসঙ্গে নীরব প্রার্থনা। কী ধরনের সাহায্য করতে পারবেন, তা অস্পষ্ট; কিন্তু প্ল্যান খাড়া করবার জন্য ভিতরের সত্যিকার পরিস্থিতি জানতে হবে তাঁকে।

কাম অন... বিড়বিড় করলেন তিনি... কথা বলো মেয়ে!

ভাগ্যের আরেকটু সহায়তা দরকার তার। আর একটু!

ধ্বংসস্তূপ হাতড়ে ইউ.কিউ.সি.-র রিসিভার বের করল অ্যাবি, কিন্তু পরক্ষণে দমে গেল। তার ছিঁড়ে গেছে ওটার, কথা বলা সম্ভব নয়। চরম হতাশায় কান্না পেল ওর।

কয়েক মিনিট কেটে গেলে আবার শোনা গেল ক্যাপ্টেন গরডনের কণ্ঠ।

'মনে হচ্ছে আপনার ওখানে কোনও সমস্যা আছে, তাই যোগাযোগ করতে পারছেন না। দয়া করে হতাশ হবেন না। কান খাড়া রেখেছি আমরা, মনিটর করছি স্টেশনের সমস্ত কমিউনিকেশন। আপনাকে স্রেফ একটা রেডিও সেট জোগাড় করতে হবে... ওয়াকি-টকিতেও কাজ চলবে। চেষ্টা করে দেখুন কিছু পান কি না। সাবধানে থাকবেন। ডেল্টা ফোর্স টের পেলে শুধু আপনি না, আমরাও বিপদে পড়ব।'

আশাবাদী হতে পারল না অ্যাবি। কোথায় পাবে ও রেডিও? পেলেই বা কী উপকার হবে? পাতালপুরির এই কারাগার থেকে কীভাবে ওদেরকে উদ্ধার করবে সেণ্টিনেলের ক্রু-রা?

টাইটেনিয়াম ডিভাইসের নীল আলোর দিকে তাকিয়ে চরম হতাশায় ডুবে গেল অ্যাবি। আর কতক্ষণ? বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও, লড়াই করবার শক্তি নেই। প্রায় দু'দিন হলো ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি... মোকাবেলা করতে হয়েছে একের পর এক প্রাণসংহারী বিপদের। সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে ওর। সাকির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওর জন্যে কিছু করতে পারলে ভাল হতো। ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে বাচ্চাটা। পরম মমতায় তাকে আরও একটু জড়িয়ে ধরল ও।

এবার নতুন একটা কণ্ঠ ভেসে এল স্পিকারে।

'অ্যাবি, কিচ্ছু ভাববেন না। আমরা আছি আপনার পাশে।

যতক্ষণ না আপনাদেরকে উদ্ধার করতে পারছি, এখান থেকে কোথাও যাচ্ছি না আমরা।'

চমকে উঠল অ্যাবি। এ কী করে হয়? শ্যারনের গলা ওটা! ওর তো ওমেগা স্টেশনের সঙ্গে হাওয়ায় মিশে যাওয়ার কথা! তবে কি...

সন্দেহটা সত্যি হলো সঙ্গে সঙ্গে। স্পিকারে ভেসে এল রিচার্ড ম্যানিটকের গলা।

'অ্যাবি... মা আমার... ভয় পাস নে। ক্যাপ্টেন গরডনের কথা শোন্। চেষ্টা কর্ একটা রেডিও জোগাড় করতে। আমরা অপেক্ষায় আছি তোর।'

চোখ জলে ভরে এল অ্যাবির। দুঃখে নয়, অদ্ভুত এক আনন্দে। ওর বাবা বেঁচে আছে! মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল সমস্ত হতাশা। না, পড়ে পড়ে নীরবে মৃত্যুকে বরণ করবে না ও। যেভাবেই হোক, বাবার কাছে ফিরতে হবে ওকে।

দ্রুত আশপাশে নজর বোলাল অ্যাবি। ওই তো, মৃত রাশান সৈনিকের বুক পকেট থেকে বেরিয়ে আছে একটা ছোট্ট ওয়াকি-টকির অ্যাণ্টেনা! সাকিকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ঘুমপাড়ানি গান গাইতে এগোল লাশের দিকে।

কাজ থামিয়ে বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল বম্ব-এক্সপার্ট, ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে ইশারা করল চুপ থাকতে। গানের আওয়াজে অসুবিধে হচ্ছে তার। ততক্ষণে লাশের পাশে পৌঁছে গেছে অ্যাবি। বিব্রত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ও, লোকটা মুখ ঘোরাতেই বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, চটপট তুলে নিল ওয়াকি-টকিটা, ওটা গুঁজে রাখল ওর আর সাকির শরীরের মাঝখানে। উঠে দাঁড়িয়ে আগের জায়গাতে আবার ফিরে গেল ও।

পেয়ে গেছে ওয়াকি-টকি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অ্যাবি। কিন্তু এবার? নিউক্লিয়ার বোমাটার দিকে আবারও শঙ্কিত চোখে তাকাল

ও। ওটাকে থামানো না গেলে কেউ কোনও সাহায্য করতে পারবে না ওদেরকে।

এখন একমাত্র রানাই ভরসা।

সাতাশ

দু'পাশে সারি সারি প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্ক, মাঝখান দিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটছে রানা। দুই গার্ডকে নিয়ে ওকে অনুসরণ করছে ম্যাসন। ডেল্টা ফোর্সের বাকি সদস্যদেরকে মোতায়েন করা হয়েছে লেভেলের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পয়েণ্টে। রাশান সৈনিক কেউ আর বেঁচে নেই, খুন করা হয়েছে সবাইকে। রিয়ার অ্যাডমিরালকে হাতে পেলেই স্টেশনটা নিজের দখলে রয়েছে বলে দাবি করতে পারবে সিআইএ এজেণ্ট।

দীর্ঘ করিডোরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে থামল রানা। প্রেশার সুইচে চাপ দেবার আগে দ্বিধায় ভুগল একটু। নিকোলায়েভের প্রতি সহানুভূতি আছে ওর, লোকটাকে বাঘের মুখে ছুঁড়ে দেয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছে না। অথচ কোনও উপায়ও নেই। নিজে একা মরলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু নিকোলায়েভের নিউক্লিয়ার ডিভাইস খুন করবে সাকি আর অ্যাবি-সহ বন্দি নিরপরাধ বিজ্ঞানীদের সবাইকে। সেটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনকে শক্ত করল ও।

'কোথায় নিয়ে এলেন?' পিছন থেকে বলল ম্যাসন। 'এখানে

তো কিছুই নেই।'

'ধৈর্য ধরো,' বলে লুকানো প্রেশার সুইচে চাপ দিল রানা। ঘড়ঘড় শব্দ তুলে সরে গেল দেয়াল। বেরিয়ে এল স্টিলের দরজা। হুইলের গোড়ার ল্যাচও খুলল ও। তারপর ঘোরাতে শুরু করল হুইলটা।

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল ম্যাসন। 'আপনি আগে ঢুকবেন, মি. রানা। রিয়ার অ্যাডমিরাল যদি গোলাগুলি শুরু করেন, আমি তার শিকার হতে চাই না।'

'জানতাম এ-কথাই বলবে তুমি,' রুক্ষ গলায় বলল রানা।

হুইল ঘুরে গেছে পুরোপুরি। ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল ও। ঢুকল না ভিতরে। তার বদলে ডাকল, 'রিয়ার অ্যাডমিরাল, আমি মাসুদ রানা। ভিতরে আসতে পারি?'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা বিরাজ করল। তারপর শোনা গেল নিকোলায়েভের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'এসো।'

সাবধানে ল্যাবের ভিতরে পা রাখল রানা। ভেবেছিল পিস্তল তাক করে থাকতে দেখবে নিকোলায়েভকে, কিন্তু বাস্তবে দেখল ভিন্ন দৃশ্য। হাঁটু গেড়ে পিতার দেহের পাশে বসে আছেন তিনি, নিরস্ত্র। চেহারায় গভীর বিষাদ। স্যাম্পলের কেবিনেটের দিকে তাকাল রানা, সবগুলো সিরিঞ্জ অক্ষত। নষ্ট করেননি রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'ক্লিয়ার!' চেঁচিয়ে সঙ্গীদেরকে বলল রানা। 'ভিতরে ঢুকতে পারো তোমরা, ম্যাসন।'

তারপরেও ঝুঁকি নিল না তিন মার্কিনী। উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে নিল ভিতরটা। তারপর অস্ত্র উঁচিয়ে ঢুকল ম্যাসন আর এক সৈনিক। সার্জেন্ট রয়ে গেল বাইরে।

'হ্যালো, রিয়ার অ্যাডমিরাল। আবার দেখা হয়ে গেল আমাদের!' কপট অভিবাদন জানাল ম্যাসন। 'একটা প্রস্তাব

দিয়েছিলাম আপনাকে। এখনও সময় আছে ওটা বিবেচনা করবার।'

কিছুই বললেন না নিকোলায়েভ। মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইলেন পিতার মুখের দিকে।

'কে ওটা?' রানাকে জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না?' বলল রানা। 'ইগোর নিকোলায়েভ... রিয়ার অ্যাডমিরালের বাবা। স্যাবোটাজ করে এই স্টেশনকে উনিই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারপর সেরাম ইনজেক্ট করেছেন নিজের দেহে। কাজ হয়েছে কি হয়নি, আমার জানা নেই।'

'যেমন বাপ, তেমন ছেলে!' মন্তব্য করল ম্যাসন। 'রিয়ার অ্যাডমিরাল, এভাবে সবকিছু শেষ করে দেবার কোনও মানে হয় না। এখনও সুযোগ আছে। বোমার অ্যাবোর্ট কোড দিন আমাকে, তা হলে বেঁচে যাবেন।'

ঝট্ করে মাথা তুললেন নিকোলায়েভ। 'বেঁচে যাব?' ক্রুদ্ধ গলায় বললেন তিনি। 'যেভাবে আমার লোকজনকে বাঁচিয়ে দিয়েছ তুমি? যেভাবে ওমেগা স্টেশনে নিজেদের লোকজনকে বাঁচিয়েছ? দুঃখিত, তোমার কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা নেই আমার।' এক হাত তুলে পোলারিস মনিটর উন্মুক্ত করলেন। 'উপরের ওই সোনিক চার্জটা বেয়াল্লিশ মিনিট পরে ফাটবে। আমাকে তুমি ঠেকাতে পারবে না।'

'এই বেয়াল্লিশ মিনিটে নরকদর্শন করাতে পারি আপনাকে,' হুমকি দিল ম্যাসন।

'হাহ্!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসলেন নিকোলায়েভ। 'আমাকে টর্চারের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, বাছা। মরবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছি আমি, কোনও কিছুকেই আর ভয় পাই না।'

রেগে-মেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল ম্যাসন, তাকে বাধা দিল

রানা। বলল, 'এক মিনিট, অ্যাডমিরাল। সোনিক চার্জ বলতে কী বোঝাচ্ছেন? ওটা কি নিউক্লিয়ার বোমা নয়?'

'ট্রিগারটা নিউক্লিয়ার,' ব্যাখ্যা করলেন নিকোলায়েভ। 'সোনিক চার্জ তৈরি করবে ওটা। আর সেই চার্জ এই দ্বীপকে টুকরো টুকরো করে দেবে।'

'তার আগে আপনাকেই আমি টুকরো টুকরো করে দেব!' সরোষে বলল ম্যাসন। হ্যামার টানল পিস্তলের।

পোলারিস মনিটরে টোকা দিলেন নিকোলায়েভ। 'সেক্ষেত্রে জেনে খুশি হবে, ট্রিগারটা আমার হার্টবিটের সঙ্গে কানেক্টেড। হার্টবিট থামলেই কাউন্টডাউন রিসেট হয়ে এক মিনিটে নেমে আসবে। এক ধরনের ফেইল-সেফটি বলতে পারো একে। আমাকে খুন করা মানে নিজেকে খুন করা।'

বাকশক্তি হারাল ম্যাসন। রিয়ার অ্যাডমিরাল ধাপ্পা দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। কী করবে ভেবে পেল না। দাঁত কিড়মিড় করল কেবল।

দু'পা এগোল রানা। 'আপনি পাগলামি করছেন, রিয়ার অ্যাডমিরাল,' বলল ও। 'কাকে খুন করতে চাইছেন আপনি? আমাদেরকে? সেইসঙ্গে আপনার বাবাও কি মারা যাবেন না?' ইশারা করল ইগোর নিকোলায়েভের দেহের দিকে। 'সেরাম কেন নিয়েছিলেন উনি? নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা থেকে! ছেলে হয়ে বাবাকে খুন করবেন আপনি?'

থমকে গেলেন নিকোলায়েভ। দ্বিধাদ্বন্দ্বের মেঘ জমল তাঁর চেহারায়।

'সাকির কথাও নিশ্চয়ই ভুলে যাননি?' যোগ করল রানা। 'আপনাকে নিজের পিতা বলে ভাবে ও, ভালবাসে। ছোট্ট ওই বাচ্চাও তো মারা যাবে সোনিক চার্জের বিস্ফোরণে! আপনি একজন যোদ্ধা, রিয়ার অ্যাডমিরাল... আর সত্যিকার কোনও

যোদ্ধা শিশুহত্যা করে না। প্লিজ, ভাল করে ভেবে দেখুন কী করতে চলেছেন আপনি!'

কথাগুলো অন্তরে বিঁধল যেন নিকোলায়েভের। মাথা নিচু করে ফেললেন। ওভাবেই রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অ্যাবোর্ট কোডটা দশ ডিজিটের। প্রথমে সোজা, তারপরে উল্টোদিক থেকে টাইপ করতে হবে।'

'তাড়াতাড়ি বলুন ডিজিটগুলো!' তাড়া লাগাল ম্যাসন।

মাথা তুললেন নিকোলায়েভ। 'কোডটা দেবার আগে তোমার কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি চাই আমি, মিস্টার।'

'কী?'

'আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো, কিন্তু কথা দাও—ছোট্ট ছেলেটার কিছু হতে দেবে না তুমি।'

'তা তো বটেই! ও তো একটা অমূল্য অ্যাসেট!'

'না!' গমগম করে উঠল নিকোলায়েভের গলা। 'কোনও ল্যাবে নেয়া চলবে না ওকে। গিনিপিগ বানানো চলবে না। সেরাম চাই? প্রয়োজনের চেয়েও বেশি স্যাম্পল পাচ্ছ।' ইশারায় পিছনের কেবিনেট দেখালেন তিনি। 'দয়া করে ছেলেটাকে আর কষ্ট দিয়ো না। কথা দাও, ওকে তুমি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেবে।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাসন। 'বেশ, কথা দিলাম।'

'খুব ভাল। এবার তা হলে কোডটা লিখে নাও। কাগজ-কলম আছে?'

'তার দরকার নেই।' পকেট থেকে একটা ছোট্ট ভয়েস রেকর্ডার বের করল ম্যাসন। 'আপনি বলুন।'

থেমে থেমে দশটা সংখ্যা বললেন নিকোলায়েভ। সেগুলো রেকর্ড করে নিল ম্যাসন। নিশ্চিত হবার জন্য বাজিয়েও শোনাল তাঁকে।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বললেন নিকোলায়েভ।

'গুড,' বলেই পিস্তল তুলে ট্রিগার চাপল ম্যাসন।

ইগোর নিকোলায়েভের মাথায় লাগল বুলেট, বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলে চৌচির হয়ে গেল বরফে জমাট বাঁধা মাথাটা—যেন মাটিতে আছড়ে ফেলে ভাঙা হয়েছে একটা কাঁচের গ্লাস। এদিক-ওদিক ছিটকে গেল জমাট মগজ, রক্ত আর খুলির টুকরো

চমকে উঠল রানা লোকটার এই পৈশাচিকতা দেখে।

এবার আর প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হলো না। ম্যাসন নিজ থেকে বলল, 'গুলি করবার জন্য হাত নিশপিশ করছিল। এক নিকোলায়েভের উপর যখন চালানো গেল না, অন্যজনের উপর চালালাম আর কী।'

পাথর হয়ে গেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন পিতার দেহাবশেষের দিকে। মাথা নেই, এখন ওটা স্রেফ একটা ধড়। বাবাকে একটিবার জীবিত দেখবার যে-আশাটুকু ছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে নিমেষে। তীব্র ব্যথা অনুভব করছেন তিনি বুকের ভিতর।

গার্ডের দিকে ফিরল ম্যাসন। 'নিয়ে যাও ওদেরকে। উপরে যাচ্ছি আমি। মিস ম্যানিটক আর ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সবাইকে আটকে রাখবে প্রিজন সেলে।'

সাকির কথা উঠতেই টকটকে লাল চোখে তার দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। 'তুমি কথা রাখবে না?'

'না,' নির্দ্বিধায় জানাল ম্যাসন। তারপর গটমট করে বেরিয়ে গেল ল্যাব থেকে।

'উঠুন!' ধমকের সুরে নিকোলায়েভকে বলল গার্ড।

নড়লেন না রিয়ার অ্যাডমিরাল। মূর্তির মত বসে রইলেন কয়েক মিনিট। কয়েকবার ডাকাডাকি করল গার্ড। কিন্তু ভাবান্তর হলো না তাঁর মধ্যে।

শেষে ধৈর্য হারাল সৈনিক। গাল দিয়ে উঠল, 'অ্যাই শালা,

কথা কানে যায় না? ভালয় ভালয় উঠবি, নাকি পেঁদিয়ে ওঠাতে হবে তোকে?'

এবার প্রতিক্রিয়া দেখালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। অহঙ্কারী মানুষ... সামান্য এক সৈনিক তাঁকে গাল দিচ্ছে, সেটা সহ্য হলো না। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। রাগে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে চেহারা। মনে হলো এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন বেয়াদব সৈনিকটির উপরে।

একটু যেন ভয় পেয়ে গেল গার্ড। বাইরে থেকে ডেকে আনল সার্জেন্টকে। দু'জনেই অস্ত্র তাক করল রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে। তাঁকেই বেশি বিপজ্জনক মনে হচ্ছে ওদের কাছে।

ভুল করল ওরা। লোকদুটোর মনোযোগ ওর উপর থেকে সরে গেছে দেখে দ্রুত আগে বাড়ল রানা। ছোবল দিল ওর হাত। খপ্ করে সার্জেন্টের রাইফেল চেপে ধরল ও, সৈনিকের তলপেটে মারল লাথি। লাথি খেয়ে লোকটা বেসামাল হয়ে যেতেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিকোলায়েভ। সৈনিককে মেঝেতে ফেলে দিয়ে চড়ে বসলেন বুকের উপরে, চেপে ধরলেন টুঁটি। খাবি খেতে শুরু করল লোকটা। শরীর মোচড়াল। কিন্তু একচুল আলগা হলো না নিকোলায়েভের বজ্রমুষ্ঠি। রাইফেলটাও আটকা পড়ে গেছে দু'জনের শরীরের মাঝখানে, ওটা ব্যবহার করতে পারল না সে। হাতের উপর শরীরের সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিলেন নিকোলায়েভ। ভেঙে গেল সৈনিকের শ্বাসনালী। কয়েক দফা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

রানা তখনও ধস্তাধস্তি করছে সার্জেন্টের সঙ্গে। ঝটকা দিয়ে রাইফেল ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে লোকটা। কিন্তু আঠার মত লেগে রয়েছে রানা। রাইফেল তো ছাড়ছেই না, বরং পা দিয়ে মাঝে মধ্যেই লাথি মারছে লোকটার হাঁটুতে—চেষ্টা করছে তার ব্যালান্স নষ্ট করে দেবার। সার্জেন্ট অভিজ্ঞ যোদ্ধা... বুঝতে পারল,

রাইফেল ছাড়াবার চেষ্টা করে লাভ নেই; পারবে না। তাই বিকল্প কৌশল খাটাল। আচমকা নিজেই ছেড়ে দিল অস্ত্রটা, সেই সঙ্গে এক লাফে পিছিয়ে গেল, হাত দিল কোমরের হোলস্টারে—পিস্তল বের করে আনবে।

ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেছে রানার। কোনোমতে একটু সিধে হতেই আঁতকে উঠল। পিস্তল উঠে এসেছে প্রতিপক্ষের হাতে। তাক হতে চলেছে ওর বুক বরাবর। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। মুগুরের মত রাইফেলটা ছুঁড়ে দিল সার্জেন্টের দিকে। ঠক্ করে ভারী বাটটা আঘাত হানল লোকটার কপালে। কাতরে উঠল সে, একই সঙ্গে চাপ দিল ট্রিগারে। তবে নিশানা ঠিক থাকেনি তার, লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট গিয়ে বিঁধল ল্যাবের ছাতে।

দ্বিতীয়বার গুলি করবার আর সৌভাগ্য হলো না সার্জেন্টের। পাশ থেকে একটা গুলি এসে মাথার খুলি ফুটো করে দিল তার। ঘাড় ফিরিয়ে নিকোলায়েভের দিকে তাকাল রানা, তাঁর হাতে শোভা পাচ্ছে একটা ধূমায়িত পিস্তল—নিহত সৈনিকের কোমর থেকে জোগাড় করেছেন।

'ধন্যবাদ, রিয়ার অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। 'আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন নিকোলায়েভ। 'না, রানা। আমি তোমার জীবন বাঁচাইনি। স্রেফ আয়ু বাড়িয়েছি কয়েক মিনিট। আমাদের সবার মৃত্যু অনিবার্য।'

'এ-সব ফিলোসফিকাল কথা বলবার অনেক সময় পাওয়া যাবে,' সার্জেন্টের হাতের মুঠো থেকে পিস্তলটা মুক্ত করে বলল রানা। 'আগে এখান থেকে কেটে পড়া দরকার। গুলির আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে এদের সঙ্গীসাথীরা।'

ওর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন শোনা গেল উত্তেজিত চেঁচামেচি। প্রিজন সেলের সামনে পাহারায় ছিল দু'জন গার্ড।

তারা ছুটে আসছে গুলির আওয়াজ পেয়ে।

'টেক কাভার, রিয়ার অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। তারপর একটা রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল ল্যাবের দরজা বরাবর। নিশানা তাক করল মোড়ের কাছে। গার্ডরা উদয় হতেই ট্রিগার চাপল নির্দ্বিধায়।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকদুটো। মাটিতে আছাড় খাওয়ার আগেই বেরিয়ে গেছে প্রাণবায়ু।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। নিকোলায়েভকে ডাকল, 'আসুন।'

'কী করতে চাইছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'ম্যাসনকে সফল হতে দেব না,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'বোমাটা হয়তো থামাতে পারবে ও। কিন্তু আপনার বাবার তৈরি করা সেরাম কোনোদিনই হাতে পাবে না শয়তানটা। সাকিকেও ওর হাতে পড়তে দেব না আমি।'

'আমার পক্ষ নিচ্ছ তুমি?' বিস্মিত গলায় বললেন নিকোলায়েভ। 'কেন?'

'কারণ অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম হয়নি মানুষের। ওটা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। সবচেয়ে বড় কথা, যে-পদ্ধতিতে ওই দীর্ঘজীবনের মহৌষধ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা ক্ষমার অযোগ্য! আপনার বাবার কথাই ঠিক, স্যর। সেরামটাকে দুনিয়ার বুকে পৌঁছুতে দিলে বৈধতা পাবে এখানকার গণহত্যা। উৎসাহ পাবে বিজ্ঞানীরা! আমি তা হতে দিতে পারি না।' সার্জেন্টের ইউনিফর্ম থেকে একটা গ্রেনেড খুলে নিল রানা। 'প্লিজ, রিয়ার অ্যাডমিরাল। চলে আসুন। গ্রেনেড ফাটিয়ে সব ধ্বংস করে দেব আমি।'

দৃষ্টি বদলে গেল নিকোলায়েভের। দুঃসাহসী যুবকটিকে চিনতে ভুল হয়েছিল তাঁর, এখন সে-ভুল ভেঙে গেছে। আন্তরিক

কণ্ঠে বললেন, 'গড ব্লেস ইউ, রানা।'

'বেরোন!' তাঁকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই ল্যাব থেকে বের করল রানা। এরপর পিন খুলে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল কাঁচের কেবিনেটের গোড়ায়, বেরিয়ে এসে বন্ধ করে দিল ভল্টের দরজা।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই চাপা গুমগুম শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ, কেঁপে উঠল মেঝে। দরজা বন্ধ থাকায় বাইরে পৌঁছায়নি শকওয়েভ। ভিতরের অবস্থা দেখবার কোনও প্রয়োজন বোধ করল না। নিকোলায়েভের দিকে ফিরে বলল, 'চলুন।'

'এবার কী?'

'অ্যাবি আর সাকিকে নীচে পাঠাচ্ছে ম্যাসন। গার্ডদেরকে অ্যামবুশে ফেলব।'

ছুটল দু'জনে। প্রিজন এরিয়া পেরুবার সময় দেখা হলো লিসা, ড. কনওয়ে আর দুই রিসার্চ অ্যাসিসটেন্টের সঙ্গে। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা। ইশারায় ওদেরকে চুপ করে থাকতে বলে এগিয়ে চলল রানা। দ্রুতপায়ে পৌঁছে গেল চার নম্বর লেভেলের কমন এরিয়ায়। ওখানে পৌঁছুতেই শোনা গেল পায়ের আওয়াজ—সিঁড়ি ধরে উপর থেকে নেমে আসছে কয়েকজন মানুষ। নিশ্চয়ই অ্যাবি আর সাকিকে নিয়ে আসছে ম্যাসনের দোসররা।

সিঁড়ির পিছনে অবস্থান নিল রানা আর নিকোলায়েভ। একটু পরেই দেখা পেল অ্যাবির। সাকিকে কোলে নিয়ে হাঁটছে ও। পিছনে অস্ত্র তাক করে রেখেছে দুই সৈনিক। মেইন ল্যাবের এন্ট্রান্সের দিকে এগোল দলটা।

নিঃশব্দে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা আর নিকোলায়েভ। ঝটিকা হামলা চালাল পিছন থেকে। এক সেকেণ্ড পরেই দেখা গেল দুই গার্ড ঘাড় মটকে পড়ে আছে মেঝেতে।

ঝট্ করে উল্টো ঘুরল অ্যাবি। রানাকে দেখতে পেয়ে

বিস্ফারিত হলো দু'চোখ। 'রানা!'

সাকিও নড়ে উঠল। নিকোলায়েভকে দেখতে পেয়ে ডেকে উঠল, 'পাপা!' নেমে গেল অ্যাবির কোল থেকে। ছুটে গেল তাঁর দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে তাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'তোমরা ঠিক আছ?' এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অ্যাবি। 'কিন্তু ম্যাসনকে দেখলাম বোমা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অ্যাবোর্ট কোড পেয়েছে ও?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু তাতে বিপদ কাটছে না। ডিটোনেশন থামিয়েই নীচে ফিরে আসবে ও—আমাদেরকে খুন করতে।'

শব্দ করে হেসে উঠলেন নিকোলায়েভ। 'আমরা একাই খুন হব না, রানা। আমেরিকান ওই কুকুরটাও খুন হবে। সেই সঙ্গে খুন হবে দুনিয়ার সব মানুষ! বললাম না, আমাদের মৃত্যু অনিবার্য?'

'মানে?' বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরল রানা।

'মিথ্যে বলেছি আমি। পোলারিসের কোনও অ্যাবোর্ট কোড নেই,' শীতল গলায় বললেন নিকোলায়েভ। তাকালেন কবজিতে বাঁধা মনিটরের দিকে। 'আর উনত্রিশ মিনিট পরেই কেয়ামত নেমে আসবে পৃথিবীতে!'

আটাশ

এলিভেটর থেকে বের করে আনা হয়েছে পোলারিসের গোলক। প্যানেল খুলে উন্মুক্ত করা হয়েছে কি-বোর্ড। সেটার উপরে ঝুঁকে আছে ম্যাসন। ডেল্টা ফোর্সের বেশ কয়েকজন সৈনিক ঘিরে রেখেছে তাকে।

তাড়া অনুভব করছে সিআইএ এজেন্ট। বোমাটা বের করতে, এবং প্যানেল খুলতে গিয়ে পেরিয়ে গেছে মূল্যবান দশটা মিনিট। তারপরেও নিজেকে শান্ত রাখল সে। মনোযোগ দিয়ে শুনল ভয়েস রেকর্ডারে ধারণ করা সংখ্যাগুলো, সেই অনুসারে একে একে টিপল সবক'টা বাটন। এরপর চাপ দিল *এন্টার* বাটনে।

কিচ্ছু ঘটল না।

অস্থির হলো না ম্যাসন। দ্বিতীয়বারের মত টাইপ করল ডিজিটগুলো, আবার চাপল *এন্টার* বাটনে। এবারও প্রতিক্রিয়াহীন রইল পোলারিস ডিভাইস।

বিরক্ত চোখে বম্ব-এক্সপার্টের দিকে চাইল ম্যাসন, হাতে একটা ইলেকট্রনিক মনিটর ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'কানেকশন ঠিক আছে তো?'

'জী, স্যর। আমার ইকুইপমেণ্ট বলছে, কোডটা অ্যাকসেপ্ট করছে এই ডিভাইস... কিন্তু রেসপণ্ড করছে না কেন, সেটা বুঝতে পারছি না।'

'হয়তো টাইপিঙে ভুল হয়েছে,' বিড়বিড় করল ম্যাসন। সময় নিয়ে তৃতীয়বারের মত কোড টিপল ডিভাইসে। বলা বাহুল্য, ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই জুটল না তার ভাগ্যে।

'অদ্ভুত তো!' বলল বম্ব-এক্সপার্ট।

রাগী ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ম্যাসন। 'অদ্ভুত নয় মোটেই। রাশান শুয়োরটা আমাকে ভুল কোড দিয়েছে। চলো আমার সঙ্গে। ওর মুখ কীভাবে খোলাতে হবে, তা জানা আছে আমার। কাটতে শুরু করব ওর কলজের টুকরো পিচ্চিটাকে! দেখি কথা না বলে কতক্ষণ থাকে হারামজাদা!'

সংক্ষেপে পোলারিস ডিভাইসের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। চরম অবিশ্বাস নিয়ে সেই বর্ণনা শুনল রানা। উপরের গোলকটাই একমাত্র বোমা নয় শুনে চমকে উঠল। আরও পাঁচটা ডিভাইস বসানো হয়েছে পোলার আইস-ক্যাপের বিভিন্ন জায়গায়—অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে কাজ করবে ওগুলো, হারমোনিক ওয়েভকে বহুগুণ বাড়িয়ে ছড়িয়ে দেবে চারদিকে। ধ্বংস করে দেবে পৃথিবীর মাথার বরফ-মুকুট। আইডিয়াটা কল্পনাতীত—পৃথিবীকে আবার বরফ-যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে লোকটা... আর সে-কাজে সফলও হতে চলেছে।

'আপনি উন্মাদ!' নিকোলায়েভের কথা শেষ হলে বলল রানা। 'পাগলাগারদে পাঠানো দরকার আপনাকে!' কণ্ঠে ক্ষোভ চাপা রইল না।

নির্বিকার চোখে ওর দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। 'এখনও বলছ এ-কথা? নিজের চোখে সব দেখবার পরেও বাঁচাতে চাও এই নোংরা পৃথিবীকে?'

'অবশ্যই!' জোর গলায় বলল রানা। 'কারণ আমি এই পৃথিবীর অংশ। যা কিছু ভালবাসি... যা কিছুর জন্য বেঁচে থাকার

প্রেরণা পাই, তার সবই রয়েছে এই পৃথিবীতেই। অস্বীকার করব না, অন্যায়-অত্যাচার আর নোংরামি আছে এখানে... হয়তো বা মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণেই... কিন্তু তার মানে এই নয় যে দুনিয়া রসাতলে গেছে। চেষ্টা করলে এখনও অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। এবং, সে-চেষ্টা করেও চলেছে অনেকে।'

'এ-সব কথা এখন আর বলে কোনও লাভ নেই,' উদাস হয়ে গেলেন নিকোলায়েভ। 'চাইলেও পোলারিসকে আর থামাতে পারব না আমি। বিশ মিনিটের মধ্যে ডিটোনেশন হবে। আমরা যদি অলৌকিক কোনও উপায়ে বেঁচেও যাই প্রথম ডিভাইসের ধ্বংসলীলা থেকে, লাভ হবে না। বাকি পাঁচটা অ্যামপ্লিফায়ার বসানো হয়েছে এখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বের বিভিন্ন পয়েন্টে। অন্তত দুটো অ্যামপ্লিফায়ার নষ্ট না করলে হারমোনিক ওয়েভের মুভমেণ্ট থামবে না। কাজটা স্রেফ অসম্ভব।'

দমে গেল রানা। কথাটা ভুল বলেননি রিয়ার অ্যাডমিরাল। তাঁর মত বদলানোর চেষ্টা করে লাভ কী? পৃথিবীর ধ্বংস তো আর তাতে ঠেকানো যাবে না!

'এক মিনিট,' উত্তেজিত গলায় বলে উঠল অ্যাবি। 'কাজটা সম্ভব হতেও পারে! পোলার সেণ্টিনেল... সাবমেরিনটা হয়তো নষ্ট করে দিতে পারবে অ্যামপ্লিফায়ার!'

'পোলার সেণ্টিনেল?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কোথায় পাচ্ছ ওদেরকে? এই অল্প সময়ের ভিতর যোগাযোগই বা করবে কীভাবে?'

'আছে একটা উপায়।' বলে সাকির দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবি। বাচ্চাটার গায়ের বিশাল পারকাটার চেইন খুলে ফেলল ও। ভিতরের পকেট হাতড়ে বের করে আনল রাশান সৈনিকের সেই ওয়াকি-টকি। বাচ্চাটাকে সার্চ করা হবে না, জানত ও। তাই ওর পারকাতেই লুকিয়ে রেখেছিল যন্ত্রটা।

'দারুণ একটা কাজ করেছ, অ্যাবি!' প্রশংসা করল রানা। 'কিন্তু সেন্টিনেল কি এই ওয়াকি-টকির ট্রান্সমিশন শুনতে পাবে?'

'ওরা অনেকক্ষণ থেকেই মনিটর করছে আমাদেরকে। ওমেগা স্টেশনে বিস্ফোরণের আগ থেকে! বাবা, শ্যারন, আর ওখানকার সবাইকে ইভ্যাকুয়েট করেছে ওরা, রানা! সবাই ভাল আছে!'

কীভাবে এতকিছু জানল অ্যাবি, সেটা জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করল না রানা। পরে নাহয় সে-সব জানা যাবে। ও শুধু বলল, 'ডাকো ওদেরকে। দেখো পাও কি না।'

এরপর নিকোলায়েভের দিকে ফিরল ও। 'এই প্ল্যান সফল করতে হলে অ্যামপ্লিফায়ারগুলোর এগজ্যাক্ট কো-অর্ডিনেটস্ জানা দরকার আমাদের, রিয়ার অ্যাডমিরাল।'

মাথা নাড়লেন নিকোলায়েভ। অবস্থান জানাবেন না অ্যামপ্লিফায়ারগুলোর।

লোকটার কলার চেপে ধরবার ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করল রানা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বাছাই করল শব্দ, বলল, 'প্লিজ, স্যর! আমরা সবাই মারা যাব... এই স্টেশন ধ্বংস হয়ে যাবে! জানি, ওটাকে বিজয় ভাবছেন আপনি। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখুন, আসলে কী ঘটতে চলেছে? কীসের প্রতিশোধ নিতে চাইছেন আপনি? কার বিরুদ্ধে? এই স্টেশনে ঘটে যাওয়া অনাচারের জন্য আপনার বাবাই দায়ী ছিলেন!' সাকির দিকে ইশারা করল। 'ওই যে... ওই ছোট্ট ছেলেটা চোখ খুলে দিয়েছিল তাঁর। আপনার বাবা প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন ওকে বাঁচিয়ে রেখে—ক্রায়োজেনিক পদ্ধতিতে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন ওকে। কারণ তিনি জানতেন, ওর মত শিশুরাই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ... ওরাই একদিন বদলে দেবে এই নোংরা পৃথিবীকে। আপনার কোনও অধিকার নেই ওদেরকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবার!'

একদৃষ্টে সাকির দিকে তাকিয়ে রইলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

হাহাকার অনুভব করলেন বুকের মাঝে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানার দিকে চোখ ফেরালেন তিনি। 'বেশ, কো-অর্ডিনেটগুলো দেব আমি। কিন্তু কোনও লাভ হবে না ওতে। হাতে সময় নেই অ্যামপ্লিফায়ার নিষ্ক্রিয় করবার।'

মুখের কাছ থেকে ওয়াকি-টকি নামাল অ্যাবি। 'উনি ঠিকই বলছেন। ক্যাপ্টেন গরডনের সঙ্গে কথা বললাম... বিশ মিনিটে পঞ্চাশ কিলোমিটার কাভার করা অসম্ভব। তাতেও মাত্র একটা অ্যামপ্লিফায়ারের কাছে পৌঁছুনো যাবে। দুটো কাভার করতে চাইলে পাড়ি দিতে হবে একশো কিলোমিটার! কোনও আশা নেই, রানা।'

এত সহজে হাল ছাড়বার বান্দা নয় রানা। ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল ও। স্মরণ করল হারমোনিক ওয়েভ সম্পর্কে কী কী জানে। হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়।

অ্যাবির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'ওয়াকি-টকি দাও।' যন্ত্রটা হাতে নিয়ে ডাকল অপরপ্রান্তকে। 'ক্যাপ্টেন গরডন, দিস ইজ মাসুদ রানা।'

'ইয়েস, মি. রানা। উই আর হিয়ার।'

'বিকল্প একটা বুদ্ধি পেয়েছি আমি। অ্যামপ্লিফায়ার না, হারমোনিক ওয়েভের প্রথম প্রবাহটাই নষ্ট করতে হবে আপনাকে।'

'কীভাবে?'

'ওটা বেসিক্যালি একটা সাউণ্ডওয়েভ, রাইট? হারমোনি বা ছন্দের কারণে ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা পায়। আমরা যদি কাছাকাছি ফ্রিকোয়েন্সির আরেকটা সাউণ্ডওয়েভ দিয়ে আঘাত হানতে পারি, ছন্দটা নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা হারাবে ওটা।'

'আরেকটা সাউণ্ডওয়েভ কোথায় পাব?'

'নিজেই বানাবেন ওটা—আপনাদের ডিপআই সোনারের

সাহায্যে। ওটা দিয়ে যে-কোনও ফ্রিকোয়েন্সির শব্দতরঙ্গ তৈরি করা যায়।'

'তাই তো! ঠিকই বলেছেন আপনি!' উত্তেজনা ফুটল ক্যাপ্টেন গরডনের গলায়। 'কিন্তু ডিপআই-এর খবর আপনি জানলেন কী করে? ওটা তো একবারে নতুন এবং পরীক্ষামূলক একটা সোনার!'

'জিনিসটা নুমা তৈরি করেছে, এবং আমি ওখানকার একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর। ইন ফ্যাক্ট, টেকনোলজিটা বাংলাদেশি একজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার... আমার মাধ্যমেই ওটা পৌঁছেছে নুমার হাতে। সেন্টিনেলে যে বসানো হয়েছে যন্ত্রটা, তাও জানি আমি।'

'মাই গড!' হতভম্ব গলায় বললেন গরডন। 'আপনার ব্যাপারে দেখি অনেক কিছুই জানা বাকি আমার!'

'কী করতে হবে শুনুন,' ক্যাপ্টেনের বিস্ময়কে পাত্তা না দিয়ে বলল রানা। 'সেন্টিনেলকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যান আপনি। এখানে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখলেই অন্ করবেন সোনার।'

'আর আপনারা?'

'আমাদের কথা ভুলে যান,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আপনাকে হারমোনিক ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি, আর অ্যামপ্লি-ফায়ারগুলোর লোকেশন জানিয়ে দিচ্ছি। তা হলে বুঝতে পারবেন কোথায় ওয়েভটাকে ইন্টারসেপ্ট করতে হবে।'

কথা শেষ করে ওয়াকি-টকি নিকোলায়েভের দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'ফ্রিকোয়েন্সি আর কো-অর্ডিনেটগুলো দিন, রিয়ার অ্যাডমিরাল।'

নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন নিকোলায়েভ, আর তখুনি একটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো স্নেক পিটের ভাঙা প্রবেশপথ পেরিয়ে। পাঁই করে ওদিকে ঘুরল রানা, রাইফেল তুলে ধরেছে।

'না-আ!' চেঁচিয়ে উঠল মানুষটা। ইংরেজিতে কথা বলছে। 'গুলি করবেন না... প্লিজ!'

মানুষটাকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি, 'পাওয়েল!'

এগিয়ে এসে হাসল পাওয়েল। 'হাই, মিস ম্যানিটক! আশা করি বেশি দেরি করে ফেলিনি?'

'আ... আপনি বেঁচে আছেন কীভাবে?'

'আর বলবেন না... বিস্ফোরণের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে একটা বরফ-স্তূপের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলাম। হারিয়ে ফেলেছিলাম জ্ঞান। পরে যখন হুঁশ ফিরল, তখন আপনারা উধাও হয়ে গেছেন। পরের কয়েক ঘণ্টা লুকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করেছি পরিস্থিতি। শেষে আরেকটা ভেণ্টিলেশন শাফট ধরে নেমে এসেছি নীচে... আপনাদেরকে উদ্ধার করতে।'

'একাকী এতবড় ঝুঁকি নিয়েছেন?'

'একা হতে যাব কেন? ওরা আছে না?' দরজার দিকে ইশারা করল পাওয়েল।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একজন মানুষ বেরিয়ে এল স্নেক পিট থেকে, ওকে দেখে আরেক দফা চমকাল অ্যাবি। 'জিম!'

জিম একা নয়। তার পিছু পিছু ঘেউ ঘেউ করতে করতে উদয় হলো অ্যাবির একান্ত বিশ্বস্ত কুকুরটাও।

'লোবো!'

'পাহাড়ের মাঝে খুঁজে পেয়েছি ওকে,' বলল পাওয়েল। 'দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জিমকেও মৃত ভেবে আর আটক করেনি রাশানরা। আসলে স্রেফ জ্ঞান হারিয়েছিল ও, রক্ত ঝরছিল কপাল কেটে যাওয়ায়।'

'আমরাও তো ভেবেছি ও মারা গেছে!'

'আগামীতে দয়া করে পালস চেক করে দেখবেন।' বলল

জিম।

'সরি, ভুল হয়ে গেছে,' বলল অ্যাবি। 'কিন্তু তোমরা এসেছ কীভাবে? গ্রেণ্ডেলগুলো বাধা দেয়নি?'

কোমরে গোঁজা একটা ফ্লেয়ার গান দেখাল পাওয়েল। 'পার্কিং এরিয়ার ভাঙাচোরা স্নোক্যাটগুলোর মাঝে তল্লাশি চালিয়ে জোগাড় করেছি এটা। ফ্লেয়ার শেলও পেয়েছি বেশ কিছু। ওগুলোর সাহায্যে মোকাবেলা করেছি দানবগুলোকে। কিছু শেল এখনও রয়ে গেছে, চলুন বেরিয়ে পড়ি। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।'

'ভিতরে আরও কয়েকজন রয়ে গেছে—ড. কনওয়ের টিম আর লেঃ লিসা,' জানাল অ্যাবি। 'চলো আগে ওদেরকে নিয়ে আসি।'

'দাঁড়াও,' বাধা দিল রানা। 'আমরা সবাই যাব।'

ভুরু কোঁচকাল পাওয়েল। 'স্টেয়ারকেসটা পাহারায় রাখা উচিত না?'

'না। কারণ ভেণ্টিলেশন শাফট ধরে সারফেসে ফিরব না আমরা। বোমার এফেক্ট ওখানেই সবচেয়ে বেশি হবে।'

'বোমা!' চমকে উঠল পাওয়েল। 'কীসের বোমা?'

সংক্ষেপে তাকে জানানো হলো পোলারিস ডিভাইসের কথা।

'হায় যিশু!' কপাল চাপড়াল পাওয়েল। 'কেন মরতে এসেছিলাম এখানে?'

'কোনও কথা নয়, মুভ!' ধমকে উঠল রানা। 'রিয়ার অ্যাডমিরাল, হলো আপনার?'

'হ্যাঁ।' হারমোনিক ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি আর অ্যামপ্লি-ফায়ারের লোকেশন দেয়া শেষ করেছেন নিকোলায়েভ, ওয়াকি-টকি ফিরিয়ে দিলেন রানার হাতে।

'ক্যাপ্টেন, রওনা হয়ে যান,' বলল রানা। 'শুভকামনা রইল। আশা করি সফল হবেন।'

'আপনাদের জন্যও শুভকামনা, মি. রানা!' বললেন গরডন। 'কথা দিচ্ছি, আমরা ফিরে আসব আপনাদের জন্য। ততক্ষণ চেষ্টা করুন টিকে থাকতে।'

'আমার তেমনই ইচ্ছে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

সবাইকে নিয়ে মেইন ল্যাবে ফিরে এল রানা। করিডোরে গুলি খাওয়া দুই গার্ডের পকেট থেকে জোগাড় করা হলো চাবি। কারাগার থেকে মুক্ত করা হলো সবাইকে।

'এবার কী করতে চাও, রানা?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ। 'হারমোনিক ওয়েভকে ঠেকাবার একটা কৌশল বের করেছ... কিন্তু ওতে তো মাস্টার ট্রিগারের বিস্ফোরণ থামবে না। কীভাবে বাঁচবে বলে ভাবছ?'

'প্ল্যান একটা আছে আমার মাথায়,' বলল রানা। 'ড. কনওয়ে, একবার তো গেছেন আপনারা সি-গেইটের কণ্ট্রোল রুমে। সার্ভিস টানেল ধরে আরেকবার আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'পারব না মানে?' সোৎসাহে বললেন ড. কনওয়ে। 'ফটোগ্রাফিক মেমোরির অধিকারী আমি, মি. রানা। একবার কিছু দেখলে সেটা আর কখনও ভুলি না।'

'গুড, তা হলে কাজে লাগানো যায় প্ল্যানটা।' হাসল রানা। ব্যাখ্যা করল কী করতে চাইছে।

'মরেছি...' বিড়বিড় করে উঠল পাওয়েল। 'আজ নির্ঘাত মারা পড়েছি!'

উনত্রিশ

দলবল নিয়ে চার নম্বর লেভেলে ফিরে এল ম্যাসন। প্রিজন এরিয়ায় পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। খাঁ খাঁ করছে সবক'টা সেল। মরে পড়ে আছে দুই গার্ড... বন্দিরা অদৃশ্য। তাড়াতাড়ি খোঁজ নিতে গেল ভল্টে। দরজা খুলতেই দেখতে পেল ধ্বংসযজ্ঞ। গ্রেনেড বিস্ফোরণে তছনছ হয়ে গেছে ছোট্ট কামরাটা। কী ঘটেছে বুঝতে এক মুহূর্তও লাগল না।

'মাসুদ রানা!' দাঁত কিড়মিড় করে বলল সে। 'নিশ্চয়ই ওই মাসুদ রানার কাজ এটা। আর কারও না।' ঝট করে ফিরল সঙ্গীদের দিকে। 'খোঁজো ওদেরকে!'

কয়েক মিনিটের ভিতরে ফিরে এল এক সৈনিক। জানাল, 'স্যর, ওরা সার্ভিস টানেলে ঢুকে পড়েছে।'

ভুরু কোঁচকাল ম্যাসন। কী করতে চাইছে রানা? সার্ভিস টানেলে ঢুকেছে কেন?

'ওদের পিছনে দু'জনকে পাঠাও,' নির্দেশ দিল সে। 'রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ আর ছোট বাচ্চাটাকে জ্যান্ত চাই আমার। বাকিদেরকে দেখামাত্র গুলি করতে বলবে।'

কথা শেষ হওয়ামাত্র শোনা গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ—নীচ থেকে এসেছে। পায়ের নীচে কেঁপে উঠল মেঝে।

'ওরা লোয়ার লেভেলে চলে গেছে!' উত্তেজিত গলায় বলল ম্যাসন। 'জলদি চলো ওখানে!'

সার্ভিস টানেল ধরে পাঁচ নম্বর লেভেলের সি-গেইট রুমে চলে এসেছে রানা ও তার সঙ্গীরা। সেখান থেকে জমাট বাঁধা বরফে ভরা করিডোর ধরে কিছুদূর এগোতেই পাওয়া গেছে ডকিং স্টেশনে যাওয়ার একটা দরজা। ওটা পেরিয়ে দ্বিতীয় একটা কামরায় ঢুকেছে। এখানে রয়েছে ডকিং বে-তে যাওয়ার হ্যাচ। কষ্টেসৃষ্টে হ্যাচটা খুলেছে ওরা। কিন্তু ওপাশে তাকাতেই দমে গেছে মন। পুরো ডকিং বে এখন একটা জমাট বাঁধা বরফপিণ্ড বৈ আর কিছুই নয়। তার ভিতরে পাথরবন্দি ফসিলের মত আটকা পড়ে গেছে পুরনো রাশান সাবমেরিনটা—ঢাকা পড়ে গেছে কোনিং টাওয়ার আর খোলের ভিতরে ঢুকবার সবক'টা প্রবেশপথ।

হাল ছাড়বার পাত্র নয় রানা। মৃত রাশান সৈনিকদের দেহতল্লাশি করে যা যা পেয়েছে, সব নিয়ে এসেছে—তার মধ্যে আছে দুটো ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড। পিন খুলে ছুঁড়ে দিল ওগুলো ডকিং বে-র ভিতরে, তারপর টেনে দিল দরজা।

বিকট আওয়াজে ঘটল বিস্ফোরণ। দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে রেখেছিল রানা, ঝটকা দিয়ে সরিয়ে আনল হাত। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের মত তেতে উঠেছে ইস্পাতের তৈরি দরজাটা। রাশান বিস্ফোরকটার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ওর, এখন পর্যন্ত দারুণ কাজ দেখিয়ে চলেছে গ্রেনেডগুলো। ডকিং বে-তে কতদূর কী করে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

গুম গুম আওয়াজ স্তিমিত হয়ে এলে নড়ল রানা। পারকার হাতা টেনে নিল তালু পর্যন্ত, তারপর হ্যাণ্ডেলে মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। দেখল, গলে গেছে সারফেসের অনেকখানি

বরফ। পানি ফুটছে টগবগ করে। বরফ সরে গেছে কোনিং টাওয়োরের উপর থেকে। উন্মুক্ত হয়ে গেছে হ্যাচ। ফসফরাসের গন্ধ মেশানো বাষ্প বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে। মুখ পুড়ে যাওয়ার দশা।

নাক-মুখ ঢাকতে বাধ্য হলো সবাই। কাশতে কাশতে পাওয়েল বলল, 'একটা গ্রেনেড ব্যবহার করলেই চলত। এখন ওই গরম পানি ভেঙে এগোব কীভাবে?'

ঘড়ি দেখল রানা। পোলারিস ডিটোনেশনের মাত্র তেরো মিনিট বাকি। পানি ঠাণ্ডা হবার জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'ঢুকুন সবাই।'

'ওই গরম পানিতে?' আঁতকে উঠল লিলি।

'বড় জোর দু'একটা ফোস্কা পড়বে পায়ে,' বলল রানা। 'ভয়ের কিছু নেই। মুভ!'

দ্বিধা কাটিয়ে পা বাড়াল লিসা। দরজা গলে চলে গেল ওপাশে। তার পিছু নিল কনওয়ে ও তাঁর দুই সহকারী। এরপর জিমকে পাঠাল রানা। বলে দিল, 'সাবমেরিনের হ্যাচ খুলে ভিতরে ঢোকাও সবাইকে।'

'ঠিক আছে, মি. রানা।' তড়িঘড়ি করে পা বাড়াল জিম।

ডক পেরিয়ে সাবমেরিন পুলে নেমে পড়ল ওরা। তলায় এখনও বরফ, কিন্তু হাঁটু পর্যন্ত থইথই করছে পানি। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে সাবমেরিনের দিকে এগোল চারজনে। অ্যাবি আর নিকোলায়েভের দিকে ফিরল রানা। 'এবার তোমাদের পালা। তাড়াতাড়ি যাও। গ্রেনেডের আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে ম্যাসন। দলবল নিয়ে চলে আসবে যে-কোনও মুহূর্তে। আমি আর পাওয়েল কাভার দেব পিছনটা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সাকিকে কোলে তুলে নিল অ্যাবি। তারপর নিকোলায়েভের পিছু পিছু রওনা হয়ে গেল সাবমেরিনের দিকে।

ওদের পিছু পিছু লোবোও এগোল।

ডক থেকে পুলে নেমেই চমকে উঠল অ্যাবি। লিসাদের বেলায় হাঁটু ডুবেছিল, কিন্তু এখন পানির লেভেল উঠে এসেছে ওর ঊরু পর্যন্ত। বাড়ছে দ্রুত। লোবোকে রীতিমত সাঁতার কেটে এগোতে হচ্ছে। আচমকা কমেও গেছে পানির তাপমাত্রা। চারপাশে বুদ্‌বুদ লক্ষ করল ও।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি। 'সাগরের পানি ঢুকছে এখানে! জলদি এসো!'

ওদিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রানা। সি-গেইট খোলা থাকলেও এতকাল পানি ঢোকেনি আইস স্টেশনে। সাগরের সঙ্গে যেখানে সংযুক্ত হয়েছে পুল, সে-জায়গাটা বরফ জমে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাশান গ্রেনেডদুটো গলিয়ে দিয়েছে পুলের ওই বরফ। ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুকতে শুরু করেছে আর্কটিকের শীতল পানি। ডকিং বে সয়লাব হতে দেরি নেই।

'লেটস্ গো,' পাওয়েলকে বলল রানা।

একসঙ্গে উল্টো ঘুরল দু'জনে। আর তখুনি গুলির আওয়াজে প্রকম্পিত হলো চারপাশ। করিডোরের দরজায় উদয় হয়েছে ডেল্টা ফোর্স। রানা আর পাওয়েলের শরীরের আশপাশ দিয়ে ছুটে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট।

ঝাঁপ দিয়ে ডকিং বে-তে ঢুকে পড়ল ওরা। ছুট লাগাল ঊর্ধ্বশ্বাসে। প্রথম গ্রুপ ততক্ষণে উঠে পড়েছে কোনিং টাওয়ারে। হ্যাচ খুলে ফেলেছে জিম। ড. কনওয়ে তাঁর দুই সহকারী নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন খোলের ভিতর। লিসা আর জিম অপেক্ষা করছে বাকিদের জন্য।

পুরনো, অচল ওই সাবমেরিনই ওদের শেষ আশা। ওটায় আশ্রয় নেবে বলে ঠিক করেছে রানা। লোহার তৈরি খোলটা বেশ শক্ত... বরফে আটকা পড়া অবস্থায় সাবমেরিনটাকে মোটামুটি

একটা বাঙ্কার বলা চলে। শকওয়েভের ধাক্কা সয়ে নিতে পারবে বলে আশা করছে ও। ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা আছে বাঁচবার।

ডকের প্রান্তে গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল শীতে। ইনসেণ্ডিয়ারির উত্তাপ শুষে নিয়েছে হিমশীতল সাগরজল, বাইরের টেম্পারেচারে পৌঁছুতে শুরু করেছে ভিতরের পানি। লেভেলও বেড়ে গেছে অনেকটা। কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে ওর।

স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাবি আর নিকোলায়েভ। ওদের উদ্দেশে চেঁচাল রানা, 'দাঁড়িয়ে থেকো না। সাবমেরিনে ওঠো!'

উল্টো ঘুরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে এগোল অ্যাবি। নিকোলায়েভ পিছু নিলেন ওদের। করিডোরে একটা গ্রেনেড ফাটল, কবজা ভেঙে উড়ে এল ডকিং বে-র দরজা, আছড়ে পড়ল পুলের পানিতে। আরেকটু হলেই ওটার তলায় পড়ত রানা।

ফাঁকা ডোরওয়েতে ছায়া দেখা গেল, ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করছে ডেল্টা ফোর্স। রাইফেল তুলে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল রানা, ওর দেখাদেখি গুলি ছুঁড়ল পাওয়েলও। ভয় পেয়ে সরে গেল ছায়াগুলো। আগে বাড়ার সাহস হারিয়েছে।

সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল রানা আর পাওয়েল। পানি ভেঙে দ্রুত এগোতে শুরু করল সাবমেরিনের দিকে। লোবো তখন পৌঁছে গেছে কোনিং টাওয়ারের পাশে, কুকুরটাকে উপরে তুলে নিল জিম। সাকিকে নিয়ে অ্যাবি আর নিকোলায়েভও পৌঁছেছে সাবমেরিনের বিশ গজের ভিতর। হঠাৎ ওদের সামনে ছিটকে উঠল পানির ফোয়ারা।

তাল হারাল দু'জনে, ঝপাস করে পড়ে গেল পানির মধ্যে। এক মুহূর্তের জন্য ফোয়ারার মাঝে দেখা গেল সাদা রঙের একটা জলজ প্রাণীর পিঠ, পরক্ষণে ডাইভ দিয়ে পানির ভিতরে

হারিয়ে গেল ওটা।

থমকে দাঁড়াল রানা। কী ওটা, বুঝতে পেরেছে।

গ্রেণ্ডেল! একটা গ্রেণ্ডেল সাঁতার কাটছে পুলের পানিতে! স্রোতে ভেসে চলে এসেছে বাইরের সাগর থেকে।

অ্যাবি আর রিয়ার অ্যাডমিরাল উঠে দাঁড়িয়েছে। ঠাণ্ডায় গোঙাচ্ছে সাকি। ওকে একটু উঁচু করে ধরল অ্যাবি, তারপর আবার এগোতে শুরু করল সাবমেরিনের দিকে।

'থামো সবাই!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'নোড়ো না কেউ!'

ওর দিকে ঘাড় ফেরালেন নিকোলায়েভ। 'কেন?'

'এখানে একটা গ্রেণ্ডেল আছে,' পানির দিকে ইশারা করল রানা। 'নড়লে মনোযোগ আকৃষ্ট হবে ওটার।'

'তাই বলে দাঁড়িয়ে থাকব?' দরজা দেখালেন নিকোলায়েভ, 'ডেল্টা ফোর্স এখানে ঢুকে পড়বে যে-কোনও মুহূর্তে!'

'প্লিজ, অ্যাডমিরাল। ওয়ান প্রবলেম অ্যাট আ টাইম। আগে গ্রেণ্ডেল ঠেকাই, তারপর নাহয় ওদের কথা ভাবব।'

রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে হাতে পিস্তল নিল রানা। আঁতিপাঁতি করে খুঁজল চারপাশ। কিন্তু দেখতে পেল না দানবটাকে। পানি আরও বেড়ে গেছে—উঠে এসেছে বগল পর্যন্ত। এর মাঝে কোথায় ডুব দিয়ে রয়েছে প্রাণীটা, বোঝা মুশকিল।

ঘড়ি দেখল রানা। এগারো মিনিট বাকি। ফুরিয়ে আসছে সময়। দরজায় আবার দেখতে পেল ছায়ার নড়াচড়া। আবার এগোতে শুরু করেছে মার্কিন সৈন্যরা।

হতাশায় ছেয়ে গেল রানার অন্তর। নড়লে মৃত্যু... না নড়লেও! কী করবে ভেবে পেল না। এমন অসহায় অবস্থায় আগে কখনও পড়েনি ও।

ফুল স্পিডে ছুটছে পোলার সেণ্টিনেল। ব্রিজে, চার্ট টেবিলের

উপর ঝুঁকে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন। স্লাইড আর ডিভাইডারের সাহায্যে করছেন জটিল হিসেব-নিকেশ—বের করতে চাইছেন ঠিক কোথায় ইন্টারসেপ্ট করতে হবে হারমোনিক ওয়েভের প্রবাহকে।

'হেলমস্ম্যান!' খানিক পরে চড়া গলায় ডাকলেন তিনি। 'পাঁচ ডিগ্রি পোর্টে সরে এসো।'

'আই, আই, স্যর।' সাড়া দিয়ে হুইল ঘোরাল হেলমস্ম্যান।

'স্পিড কত আমাদের?'

'ফিফটি টু নটস্, ক্যাপ্টেন।'

'আরও স্পিড চাই আমাদের। ইঞ্জিন রুমকে বলো দশ পার্সেণ্ট পাওয়ার বাড়াতে।'

'সেফ লিমিটের শেষ সীমায় আছি আমরা, ক্যাপ্টেন। ইঞ্জিনিয়ার অফিসার বলছেন...'

'গড্যাম ইট!' গর্জে উঠলেন গরডন। 'লিমিট সম্পর্কে জানা আছে আমার। যা বলছি তা-ই করতে বলো।'

'ইয়েস, স্যর।'

ঘড়ি দেখলেন তিনি। দশ মিনিট বাকি ডিটোনেশনের। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। জায়গামত পৌঁছুতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।

ইঞ্জিনের পাওয়ার বেড়ে গেছে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত কাঁপতে শুরু করল গোটা জাহাজ। গোঙানির মত আওয়াজ ভেসে আসছে ইঞ্জিন রুম থেকে।

'স্পিড সিক্সটি নটস্, ক্যাপ্টেন,' জানাল হেলমস্ম্যান।

'দ্যাট্স্ গুড।'

আবারও ঘড়ি দেখলেন গরডন, তারপর তাকালেন চার্টের দিকে। সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আরও দ্রুত এগোতে হবে তাঁদেরকে। কিন্তু জাহাজের কাঠামো কি সহ্য করতে পারবে সেই

গতি? ইতিমধ্যে নিরাপদ সীমা পেরিয়ে এসেছেন তাঁরা।

স্থির করলেন, পরোয়া করবেন না তিনি। প্রলয় রুখতে হয় সফল হবেন, নয়তো জীবন দেবেন সেই চেষ্টায়। হেলমস্‌ম্যানের দিকে ফিরলেন তিনি।

'হেলমস্‌ম্যান, আরও পাঁচ পার্সেন্ট পাওয়ার চাই আমি। এক্ষুণি!'

পানির মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, ইতিমধ্যে বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে ওর। ডকিং বে-র এখানে-ওখানে এখনও জ্বলছে ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেডের আগুন, কিন্তু শিকারি গ্রেণ্ডেলের অবস্থান বোঝার জন্য সেই আলো যথেষ্ট নয়। মাঝে মাঝে আলোড়ন উঠছে পানির বুকে—সেটাই শুধু দানবটার উপস্থিতির প্রমাণ।

ঘড়ি দেখল রানা। দশ মিনিট বাকি বিস্ফোরণের, অথচ কিছুই করতে পারছে না। চরম হতাশায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো।

হঠাৎ দরজার দিক থেকে ভেসে এল ম্যাসনের গলা।

'আত্মসমর্পণ করুন, মি. রানা!'

'বাহ্!' সখেদে বলল পাওয়েল। 'এ-ই তো চাই!'

'আপনারা আমাদের নাগালের মধ্যে আছেন, মি. রানা,' চেঁচাল ম্যাসন। 'ডান-বাম করতে গেলেই গুলি করে সবাইকে ঝাঁঝরা করে দেব আমরা।'

হুমকিটাকে জোরালো করবার জন্য জ্বলে উঠল সৈনিকদের অস্ত্রের লেজার সাইট। একটা করে লাল বিন্দু এসে স্থির হলো পানিতে দণ্ডায়মান মানুষগুলোর বুকের উপর।

'ডোণ্ট মুভ!' বলল ম্যাসন।

'এমনিতেও নড়ছি না,' বিড়বিড় করল পাওয়েল। সভয়ে

তাকাল আশপাশে। গ্রেণ্ডেলটা কোথায় ঘাপটি মেরেছে কে জানে।

'কী চাও তুমি, গ্যারি?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ, আর ওই বাচ্চাটাকে,' জবাব দিল ম্যাসন। 'দু'জনকেই পাঠান। এক্ষুণি! আমাদের হাতে সময় নেই।'

আবারও ঘড়ির ডায়ালে চোখ বোলাল রানা। নয় মিনিটে নেমে এসেছে কাউন্টডাউন। ঠোঁট কামড়াল—কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না নিষ্কৃতির। এখন স্রেফ কীভাবে মরবে, সেটা ঠিক করা যেতে পারে—বুলেট, গ্রেণ্ডেল, নাকি বোমার বিস্ফোরণে?

অ্যাবির দিকে তাকাল রানা, চোখের ভাষায় কিছু বলল ওকে। সেটা বুঝতে পেরে আতঙ্ক ফুটল মেয়েটার চোখে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'না! প্লিজ, রানা... না!'

'আমি দুঃখিত, অ্যাবি,' নিচু গলায় বলল রানা। 'আর কোনও উপায় নেই তোমাদেরকে বাঁচাবার।'

কথাটা বলেই ডকের দিকে এগোতে শুরু করল ও।

চরম অবিশ্বাস নিয়ে ওর দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। রানা যা করতে চাইছে, তা ভাবনার অতীত। আত্মত্যাগ করতে চলেছে দুঃসাহসী বাঙালি যুবক—চাইছে গ্রেণ্ডেল হামলা চালাক ওর উপর... সেই বিশৃঙ্খলায় হতচকিত হয়ে পড়বে ডেল্টা ফোর্স, ওর সঙ্গীরা সুযোগ পাবে এক ছুটে সাবমেরিনে উঠে পড়বার।

'থামো, রানা!' জলদগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

থামল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'কিছু বলবেন, অ্যাডমিরাল?'

জবাব দেবার আগে অ্যাবির দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ।

সাকিকে বুকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও। বাচ্চাটার উপর স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি। পিতার মতই অদ্ভুত এক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে ছেলেটা তাঁর মাঝে, খুলে দিয়েছে চোখ। মরমে মরে যাচ্ছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল—লজ্জা, ঘৃণা আর আত্মগ্লানিতে। তিনিই সবকিছুর জন্য দায়ী। তিনিই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন নিরপরাধ এই মানুষগুলোকে।

'এখানেই থাকো তুমি,' রানার উদ্দেশে বললেন নিকোলায়েভ। এরপর হাঁক ছাড়লেন ম্যাসনের উদ্দেশে। 'আসছি আমি! গুলি কোরো না!'

'না, অ্যাডমিরাল...' বাধা দেবার চেষ্টা করল রানা।

'এক মিনিট পাচ্ছ তুমি,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন নিকোলায়েভ। তারপরেই পানিতে আলোড়ন তুলে দ্রুত এগোলেন ডকের দিকে।

ছুটে গিয়ে তাঁকে থামাবে কি না ভাবল রানা, পরমুহূর্তে মনে পড়ল এক মিনিটের অর্থ। নিকোলায়েভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রিসেট হবে পোলারিসের কাউণ্টডাউন... ষাট সেকেণ্ড পরে ঘটবে বিস্ফোরণ। তাঁকে এক রকম মৃতই বলা চলে—পিছনে দ্বিতীয় একটা আলোড়ন দেখতে পাচ্ছে রানা, রিয়ার অ্যাডমিরালকে টার্গেট করে ছুটে যাচ্ছে গ্রেণ্ডেল। ঠেকাবার উপায় নেই। সে-চেষ্টা করতে গেলে বরং বৃথা যাবে ভদ্রলোকের আত্মত্যাগ—মারা পড়বে সবাই।

অ্যাবি আর পাওয়েলের দিকে ঘাড় ফেরাল রানা। নিচু গলায় বলল, 'গেট রেডি। আমি বললেই ছুট লাগাবে সাবমেরিনের দিকে।'

ডোরওয়েতে উদয় হয়েছে ম্যাসন। মুখে ক্রূর হাসি। কিন্তু হাসিটা মুছে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালকে একা এগোতে দেখে। চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই! আপনি একা কেন? বাচ্চাটাকেও চেয়েছি

আমি!'

পাত্তা না দিয়ে আরও জোরে হাত-পা ছুঁড়লেন নিকোলায়েভ। তাঁর ঠিক পিছনে ঢেউ উঠতে দেখল ম্যাসন... এরপরেই জ্যা-মুক্ত তীরের মত পানি ভেদ করে ঝাঁপ দিল গ্রেণ্ডেল—হাঁ করে রেখেছে মুখ।

'না-আ!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাসন।

বৃথা আস্ফালন। খপ্ করে রিয়ার অ্যাডমিরালের দেহটা চোয়ালে আটকে ফেলল গ্রেণ্ডেল, কয়েক ফুট উড়ে গেল বাতাসে, তারপর ঝপাস করে পানিতে নেমে এল দেহদুটো। তলিয়ে গেল নিমেষে। ঝড় উঠল পানির তলায়, যেন অদৃশ্য কোনও ঘুটনি চালানো হচ্ছে... লাল হয়ে গেল পানির রঙ। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল ম্যাসন ও তার সঙ্গীরা, নড়তেও ভুলে গেছে।

'এবার!' সঙ্গীদের উদ্দেশে চাপা গলায় বলে উঠল রানা।

উল্টো ঘুরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে এগোতে শুরু করল তিনজনে। পানি এখন উঠে এসেছে গলার উপরে—সাঁতার কেটে এগোতে হলো ওদেরকে। সবার আগে সাবমেরিনের কাছে পৌঁছুল অ্যাবি। সাকিকে উঁচু করে ধরল ও। বাচ্চাটাকে টান দিয়ে উঠিয়ে নিল জিম। ল্যাডার বেয়ে অ্যাবিও উঠে গেল তার পিছু পিছু।

রানা আর পাওয়েল পৌঁছুল প্রায় একই সময়ে। বিশালদেহী সিম্যানকে আগে উঠতে দিল রানা, সেই সুযোগে দেখে নিল পিছনটা। দরজার মুখে এখনও হতভম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ম্যাসন ও তার সঙ্গীরা—কত বড় সর্বনাশ ঘটে গেছে, সে-ব্যাপারে সচেতন... বুঝতে পারছে না কী করবে এখন।

পানিতে নতুন করে আলোড়ন লক্ষ করল রানা। একে একে ভেসে উঠল আরও তিনটে সাদাটে অবয়ব—নতুন তিনটা গ্রেণ্ডেল! নিশ্চয়ই রক্তের গন্ধ পেয়ে ছুটে এসেছে! দুটো চলে গেল ডকের দিকে, মুখ ঘুরিয়ে তৃতীয়টা এগোল রানার দিকে।

ঝট করে পাওয়েলের দিকে তাকাল রানা—এখনও সে ল্যাডার ধরে ঝুলছে। উপরে ওঠার উপায় নেই, দেরি না করে পানিতে ডুব দিল ও। দেখাদেখি ডুব দিল গ্রেণ্ডেলটাও, হারপুনের মত অদম্য গতিতে ছুটে এল ওর দিকে।

একপাশে সরে গিয়ে হামলা এড়াল রানা। ওর শরীর ঘেঁষে চলে গেল দানবটা। কিছুদূর গিয়ে ডিগবাজি খেলো ওটা, দিক ঠিক করে দ্বিতীয় দফা হামলা চালাল। পুলের তলায় দু'পা ভাঁজ করে বসে পড়েছে রানা... এবার আর সরল না সামনে থেকে, মুখোমুখি হলো দানবের। একেবারে শেষ মুহূর্তে... প্রাণীটা এক ফুটের মধ্যে পৌঁছুতেই স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল ও, উঠে গেল গ্রেণ্ডেলের শরীরের উপরে। ওই অবস্থায় শরীর মোচড়াল, চোখের সামনে গ্রেণ্ডেলের পিঠ দেখতে পেয়ে মরিয়া হয়ে ছুঁড়ল দু'হাত, গলা পেঁচিয়ে ধরল ওটার—চড়ে বসল পিঠে।

শুরু হলো পানির তলায় কুস্তি। পিঠে সওয়ার হওয়া দু'পেয়ে আপদটাকে দূর করবার জন্য ক্রমাগত মোচড় খাচ্ছে গ্রেণ্ডেল, ছুটছে দিগ্বিদিক। রানাও নাছোড়বান্দা—শুধু হাত নয়, পা দিয়েও সাপের মত জড়িয়ে ধরেছে দানবটাকে, কিছুতেই আলগা করল না সে-বাঁধন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল দানব। এবার পিস্তল বের করল রানা, শান্ত ভঙ্গিতে ঠেকাল গ্রেণ্ডেলের খুলির পিছনে... টিপে দিল ট্রিগার। রক্ত আর মগজ ছিটকে পড়ল পানিতে, রানার শরীরের তলায় নিস্তেজ হয়ে গেল বিশাল দেহটা। সাঁতার কেটে সরে এল রানা, সাবমেরিনের পাশে পৌঁছে ভেসে উঠল। এক মিনিটের বেশি পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। চারপাশে সব এখনও শান্ত দেখে অবাক হলো। নিশ্চয়ই প্রাণবায়ু বেরোতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছে রিয়ার অ্যাডমিরালের।

'মি. রানা! কুইক!' উপর থেকে ডেকে উঠল পাওয়েল।

একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

দ্রুত ল্যাডার বাইল রানা, কাছাকাছি পৌঁছুতেই হ্যাঁচকা টানে ওকে কোনিং টাওয়ারে তুলে নিল সিম্যান। সিধে হয়ে পিছনে তাকাল রানা।

দুটো গ্রেণ্ডেল উঠে পড়েছে ডকে, পায়ে পায়ে এগোচ্ছে ম্যাসন আর ডেল্টা ফোর্সের সদস্যদের দিকে। গুলি ছুঁড়ে ওগুলোকে ঠেকাতে চেষ্টা করছে লোকগুলো।

আচমকা দুলে উঠল দুনিয়া। উপর থেকে ভেসে এল বজ্রপাতের মত গুড়গুড় আওয়াজ। বিস্ফোরিত হয়েছে পোলারিস ডিভাইস।

থমকে দাঁড়াল দুই গ্রেণ্ডেল, উল্টো ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলের পানিতে। তার কারণ টের পাওয়া গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। উপর থেকে ভেসে এল বিস্ফোরণের চেয়ে জোরালো আওয়াজ। শকওয়েভের ধাক্কায় একে একে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে আইস স্টেশনের সমস্ত লেভেল। চোখের পলকে ফাটল ধরল ডকিং বে-র ছাত আর দেয়ালে—বাড়ছে দ্রুত।

'মি. রানা!' ডেকে উঠল পাওয়েল। হ্যাচের ভিতরে শরীর ঢুকিয়ে ফেলেছে সে। স্নাকি, অ্যাবি আর জিম নেমে গেছে ইতিমধ্যে।

শেষবারের মত ম্যাসনের দিকে তাকাল রানা। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে সিআইএ এজেন্টের, ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে তাকিয়ে আছে সাবমেরিনের দিকে। নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে। হাত নেড়ে টা-টা করল ও। তারপর ঢুকে গেল কোনিং টাওয়ারের ফোকর গলে। বন্ধ করে দিল হ্যাচ।

মই বেয়ে নেমে পা রাখল ডেকে। আশপাশে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

'শুয়ে পড়ুন!' চেঁচাল রানা।

ঝটপট মেঝেতে শরীর মিশিয়ে দিল সবাই।

এবার প্রলয়ের অপেক্ষা।

ত্রিশ

'এক্সপ্লোশন, ক্যাপ্টেন!' চেঁচিয়ে উঠল চিফ অভ দ্য ওয়াচ।

'কী!' চমকে উঠে তার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন গরডন। তাঁর হিসেবে আরও ছ'মিনিট সময় বাকি। নির্ধারিত লোকেশনেও পৌঁছুতে পারেনি পোলার সেন্টিনেল... এক মাইল বাকি। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।

'অ্যাবাউট টার্ন!' হেলমস্‌ম্যানকে নির্দেশ দিলেন তিনি। 'ডাইভিং অফিসার, গেট রেডি ফর ডাইভ!'

'আই, আই, স্যর।'

দ্রুত ঘুরতে শুরু করল সেন্টিনেল। ইন্টারকম তুলে সাইক্লপস্ চেম্বারে যোগাযোগ করলেন গরডন। শ্যারন ওখানে ডিপআই সোনারের কন্ট্রোলে অপেক্ষা করছে।

'এণ্ড অভ দ্য লাইন, ড. বেকেট,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'যা করবার, এখান থেকেই করতে হবে আপনাকে।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন,' সংক্ষেপে জানাল শ্যারন।

ঘুরে গেছে সাবমেরিন। ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পেয়ে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের ইনটেক খুলে দিল ডাইভিং অফিসার। ভারী পাথরের

মত নামতে শুরু করল সেন্টিনেল।

সাইক্লপস্ চেম্বারে বসে নিঃশব্দে ঈশ্বরকে ডাকল শ্যারন, তারপর দ্রুত অন্ করে দিল ডিপআই সোনার। আগেই ফ্রিকোয়েন্সি সেট করে রেখেছে ও, সুইচ টিপতেই ছড়িয়ে পড়ল অদৃশ্য তরঙ্গ—হারমোনিক ওয়েভের গতিপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চলেছে।

পাশে বসা রিচার্ড ম্যানিটকের দিকে তাকাল ও। বৃদ্ধ পিতার চোখ ভরে উঠেছে জলে। বিস্ফোরণের অর্থ তিনি জানেন—মারা গেছে তাঁর আদরের অ্যাবি।

রিচার্ডের হাতে হাত রাখল শ্যারন। 'আ... আমি দুঃখিত, মিস্টার ম্যানিটক।'

নিঃশব্দে দু'ফোঁটা অশ্রু নেমে এল বৃদ্ধ ইনুইটের গাল বেয়ে।

•

বৃষ্টির মত ঝরছে আইস স্টেশনের ছাত আর দেয়ালের টুকরো—পুরো কাঠামোই ধসে পড়তে চলেছে। ভয়াবহ এই ধ্বংসলীলার মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছে ম্যাসন। চার নম্বর লেভেলে উঠে এসেছে সে, মেইন ল্যাবের করিডোর ধরে এগোচ্ছে ইগোর নিকোলায়েভের ভল্টের দিকে। সঙ্গীরা কে কোথায় জানে না, সবাই যার যার মত ছুটে পালিয়ে গেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অদ্ভুত একটা আইডিয়া পেয়েছে ম্যাসন... প্রাণ বাঁচাবার আইডিয়া! সেজন্যেই ছুটেছে ভল্টের উদ্দেশে।

গন্তব্যে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। ভিতরটা গ্রেনেড বিস্ফোরণে তছনছ হয়ে গেছে, তারপরেও ধ্বংসস্তূপের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। ভাঙাচোরা কাঁচ আর বরফের মাঝে খুঁজছে কী যেন।

একটু পরেই পেয়ে গেল জিনিসটা। অক্ষত একটা সিরিঞ্জ... সেরামে ভরা! কীভাবে যেন টিকে গেছে ওটা। ঠোঁটের কোণে

হাসি ফুটল ম্যাসনের। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল ভল্ট থেকে। কাঁধের উপর খসে পড়ল প্রমাণ সাইজের একটা কংক্রিটের টুকরো, টলে উঠল, কিন্তু থামল না সে। এগিয়ে চলল। প্রথম যে ট্যাঙ্ক দেখল, সেটার দরজা খুলে ফেলল। এক টানে বাইরে ফেলে দিল ভিতরের স্পেসিমেনটা। নিজে ঢুকে পড়ল ভিতরে। টেনে বন্ধ করল দরজা।

আর তখুনি চার নম্বর লেভেলে আঘাত হানল হারমোনিক ওয়েভের প্রবাহ। চোখের পলকে ধূলিসাৎ হয়ে গেল দেয়াল আর মেঝে... আর্কটিকের শীতল জলে আছড়ে পড়ল ম্যাসনের প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্ক। নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে।

কাঁপতে কাঁপতে সিরিঞ্জের সুঁই ঠেকাল ম্যাসন হাতের ধমনীতে। হালকা চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল খানিকটা। এরপর পুশ করল প্লাঞ্জার। শীতল একটা স্রোত বইতে শুরু করল তার দেহে। শুরু হলো হাত থেকে... সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

এবার অপেক্ষার পালা। ট্যাঙ্কের কাঁচ ভেদ করে বাইরে তাকাল ম্যাসন। ধীরে ধীরে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ট্যাঙ্ক। অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক চিরে। আবার কবে জেগে উঠবে সে? কেমন হবে তখনকার পৃথিবী?

তারাভরা আকাশের নীচে, বরফ-প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে মেজর উইলসন। বিশ গজ পিছনে নিথর দাঁড়িয়ে আছে সি-হক হেলিকপ্টার। জায়গাটা আইস স্টেশন থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। আকাশে থাকতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু ফিউয়েল বাঁচাবার জন্য ল্যাণ্ড করতে হয়েছে তাকে। এতে খুব একটা বিপদের আশঙ্কা নেই। বিস্ফোরণ ঘটলে আলো দেখতে পাবে সে।

শকওয়েভের ধাক্কা ত্রিশ মাইল পেরুনোর আগেই দুর্বল হয়ে পড়বে। সময়ও পাবে টেকঅফ করে সরে যেতে। এখন সে অপেক্ষা করছে অপারেশনাল কণ্ট্রোলারের নির্দেশের জন্য। হয় তাকে উদ্ধার করতে যাবে, নয়তো রুশ বিজ্ঞানীর জার্নালগুলো নিয়ে ফিরে যাবে দেশে।

হঠাৎ পায়ের নীচের বরফে কম্পন অনুভব করল সে। ব্যাপার কী বুঝতে পারল না। বিস্ফোরণ ঘটেছে? তা হলে আলোর ছটা তো দেখতে পাবার কথা। বেচারার জানা নেই, পোলারিস ডিভাইসের বিস্ফোরণ দুনিয়াকে আলোকিত করে তুলবার মত বিশাল কিছু নয়। ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হারমোনিক ওয়েভকে স্রেফ সচল করেছে ওটা।

কাঁপুনি বেড়ে গেলে বিনকিউলার তুলল মেজর, ঠেকাল চোখে, তাক করল আইস স্টেশনের দিকে। যা দেখল, সেটা হিম করে দিল তার হৃৎপিণ্ড।

বিনা নোটিশে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে গোটা দ্বীপ! আগ্নেয়গিরির মত ছিটকাতে শুরু করেছে বরফ, দ্রুত এগিয়ে আসছে সেই ধ্বংসলীলা! পিছনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সবকিছু! অন্ধকারের কারণে আগে ব্যাপারটা দেখতে পায়নি উইলসন। সবচেয়ে ভয়ের কথা, সাধারণ শকওয়েভের মত দুর্বল হচ্ছে না ওটা... অন্তত বিশ মাইল পেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে, এখনও এগোচ্ছে পূর্ণ আক্রোশে। হারমোনিক ওয়েভ বা ওটার এই বৈশিষ্ট্যের কথা জানত না মেজর।

পাঁই করে ঘুরল সে। ছুটে গেল হেলিকপ্টারের দিকে। পাইলটের উদ্দেশে চেঁচাল, 'টেকঅফ করো! কুইক!'

যতটা দ্রুত পারে ইঞ্জিন চালু করল পাইলট, কিন্তু তাতেও পেরিয়ে গেল মূল্যবান কয়েকটা মিনিট। ততক্ষণে এসে পড়েছে

হারমোনিক ওয়েভ। কোনোমতে আকাশে উড়ল সি-হক, কপ্টারের তলায় চুরমার হয়ে গেল বরফ-প্রান্তর। কম্পনপ্রবাহ ভেঙেচুরে দিল উইণ্ডশিল্ড আর জানালা কাঁচ! বাতাসের অবলম্বন হারাল আকাশযানটা, ঝোড়ো হাওয়ায় পড়া ঘুড়ির মত দুলতে শুরু করল প্রবলভাবে।

'গড্যাম ইট!' চেঁচিয়ে উঠল উইলসন। 'জলদি সরে যাও এখান থেকে!'

'চেষ্টা করছি, স্যর,' জানাল পাইলট। ভাঙা কাঁচের ধারালো টুকরো লেগে কেটে গেছে তার কপাল-গাল, তারপরেও কণ্ট্রোল নিয়ে রীতিমত যুঝছে সে।

সমস্ত কৌশল বিফল হলো, আচমকা একপাশে কাত হয়ে গেল হেলিকপ্টার। ভারী পাথরের মত খসে পড়ল সাগরের বুকে। ছিটকে উঠল একরাশ নোনা পানি।

সাগরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল সি-হকের ফিউযেলাজ। কিছুক্ষণের জন্য ভেসে রইল ধ্বংসাবশেষটা, তবে চারদিক থেকে দ্রুতবেগে পানি ঢুকতে শুরু করেছে, তলিয়ে যাবে একটু পরেই।

বাল্কহেডের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে মেজর উইলসন, গায়ে পানির স্পর্শ পেয়েই ধড়মড় করে উঠে বসল। ককপিটের দিকে তাকাল, বেকায়দা ভঙ্গিতে কাত হয়ে আছে পাইলটের মাথা। ঘাড় ভেঙে গেছে নির্ঘাত। অস্থিরতা অনুভব করল উইলসন—তাড়াতাড়ি বের হতে হবে, ভেসে থাকতে হবে যতক্ষণ সম্ভব, হয়তো উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা হয়েও যেতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে দরজা পর্যন্ত গেল সে, আর তখুনি মরণ আর্তনাদ বেরুল কপ্টারের দেহ থেকে।

'না-আ!' সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল উইলসন।

তার চিৎকারে বদলাল না নিয়তি। পেটের ভিতরে ডেল্টা ফোর্সের দুর্ধর্ষ নেতাকে নিয়ে অতল সাগরের গভীরে রওনা হয়ে গেল হেলিকপ্টার।

প্রাচীন রাশান সাবমেরিনের ভিতরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে ন'জন মানুষ আর একটি কুকুর। দ্বীপ ধ্বংস হবার সময়ে ঝালমুড়ির ডিব্বার মত বারবার ঝাঁকি খেয়েছে ডুবোজাহাজটা, এদিক-ওদিক ছিটকে ফেলেছে সবাইকে। বেমক্কা আঘাত পেয়ে অচেতন বা প্রায়-অচেতন দশা সবার। তবে এতকিছুর পরেও বেঁচে আছে ওরা। রানার ধারণা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। হারমোনিক ওয়েভ বরফকে চুরমার করে দিলেও ধাতব সাবমেরিনের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। খোলস হয়ে ভিতরের আশ্রিতদের রক্ষা করেছে ডুবোযানটা।

খোল থেকে মড়মড় আওয়াজ ওঠায় নড়ল রানা। উঠে বসল। জ্বালল ফ্ল্যাশলাইট। একটু ককিয়ে অ্যাবিও পাশ থেকে মাথা তুলল, আলিঙ্গনের ভিতরে সাকিকে ধরে রেখেছে ও। জানতে চাইল, 'কী হচ্ছে?'

'ডুবছি আমরা,' বলল রানা। 'পানির প্রেশার বাড়ছে। সইতে পারছে না পুরনো খোল।'

'কী সর্বনাশ! ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে না তো?'

'জানি না। ভিতরে আটকা পড়া বাতাসের কারণে ভেসে ওঠার কথা... কিন্তু ততক্ষণে কতখানি গভীরে তলিয়ে যায়, তার উপর নির্ভর করছে সবকিছু।'

আশপাশ থেকে গোঙানি ভেসে এল। একে একে উঠে বসছে সবাই।

'আমার কবজি ভেঙে গেছে!' অভিযোগের সুরে জানাল স্যাম।

'এখনও যে বেঁচে আছ, সেটা কি যথেষ্ট নয়?' বিরক্ত গলায় বললেন কনওয়ে। কপালের একপাশ ফুলে গেছে তাঁর। হাত ঘষছেন সেখানে।

'এখনও রক্ষা পাইনি আমরা,' বলল লিসা। 'খোল যদি না-ও ভাঙে, কোনও ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া রকেটের মত সারফেসের দিকে ছুটে যাবে সাবমেরিন। যদি আইস ক্যাপের তলায় কলিশন হয়, চ্যাপ্টা হয়ে যাব আমরা।'

'মাথার উপরে বরফের কোনও অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না,' দ্বিমত পোষণ করল রানা। 'হারমোনিক ওয়েভ পুরো দ্বীপটাকেই গুঁড়ো করে দিয়েছে।'

'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক,' বলে উঠল পাওয়েল। 'এতক্ষণে একটা সুখবর দিলেন।'

একটু পরেই ঝাঁকি খেলো সাবমেরিন। উঁচু হতে শুরু করল নাকের অংশ।

'উঠছি আমরা!' উত্তেজিত গলায় বলল লিলি।

'কিছু একটা ধরে শুয়ে পড়ুন সবাই,' বলল রানা। 'সারফেসে পৌঁছে আরেক দফা ঝাঁকি খাবে সাবমেরিন... আবারও ছিটকে পড়ব আমরা।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাওয়া গেল ভয়াবহ ঊর্ধ্বগতির। মেঝের সঙ্গে আঠার মত সেঁটে গেছে সবাই, চাইলেও উঠতে পারছে না। গভীর পানিতে ডুবিয়ে দেয়া কর্কের মত দশা সাবমেরিনের, ছাড়া পেয়েই পাগলের মত উঠতে শুরু করেছে উপরে। বয়ান্সির কারণে প্রতি সেকেণ্ডে বাড়ছে গতি।

শেষ পর্যন্ত রকেটের বেগে সারফেস ভেদ করল ওটা, শূন্যে উঠে গেল অনেকদূর, তারপর ঝপাস করে আছড়ে পড়ল পানিতে। সতর্কতা সত্ত্বেও খুব একটা উপকার হলো না।

আরোহীরা ছিটকে গেল এদিক-সেদিক।

আচ্ছন্নের মত কিছুক্ষণ পড়ে রইল সবাই। সবার আগে স্বাভাবিক হলো লোবো। ঘেউ ঘেউ ডাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ল সঙ্গীদেরকে।

'শালার কুকুরটা এত চেঁচাচ্ছে কেন?' গজগজ করে উঠল পাওয়েল।

'তুমিও চেঁচাবে,' হেসে বলল রানা, 'যখন বাইরেটা দেখবে।'

ধড়মড় করে উঠে বসল পাওয়েল। 'হা যিশু! আমরা বেঁচে গেছি?'

'আমার তো তা-ই ধারণা,' বলল রানা।

ব্যথা-বেদনা ভুলে গিয়ে হুল্লোড় করে উঠল সবাই। তাড়াতাড়ি ল্যাডারের দিকে ছুটে গেল। হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এল মুক্ত বাতাসে।

বিস্ময় নিয়ে চারপাশে তাকাল ওরা। গ্রেণ্ডেলদের বরফ-দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দিগন্ত-বিস্তৃত সাগর ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে পানি। দেখে বোঝার উপায় নেই কতবড় বিপর্যয় ঘটে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

হেসে উঠল সবাই। আনন্দে জড়িয়ে ধরছে পরস্পরকে। কিন্তু রানা ওদের সঙ্গে শামিল হতে পারল না। মনে দুশ্চিন্তা। বেঁচে গেছে ওরা... কিন্তু বাকি পৃথিবী? পৃথিবীকে কি বাঁচানো গেছে? হারমোনিক ওয়েভের ধ্বংসযজ্ঞ কি ঠেকাতে পেরেছেন ক্যাপ্টেন গরডন?

ওর এই জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন দূরে মিটমিট করে উঠল একটা আলো।

'রানা!' ডেকে উঠল অ্যাবি। 'ওই দেখো!'

চোখ ছোট করে সেদিকে তাকাল রানা। 'পোলার সেন্টিনেল?'

'আর কে?' হেসে এগিয়ে এল জিম। 'কিন্তু ওদেরকে সঙ্কেত দেয়া যায় কী করে?'

'কেন, এটার কথা ভুলে গেছ?' কোমর থেকে ফ্লেয়ার গান বের করল পাওয়েল। একটা শেল ভরে ফায়ার করল আকাশের দিকে। রাতের আকাশে ধূমকেতুর মত উঠে গেল ফ্লেয়ার, চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে বিস্ফোরিত হলো।

আধঘণ্টা পর রাশান সাবমেরিনের পাশে এসে ভিড়ল পোলার সেন্টিনেল। সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো সাবমেরিনের ভিতরে। অবতারণা হলো আবেগঘন এক দৃশ্যের।

মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন রিচার্ড ম্যানিটক, আনন্দের অশ্রু ঝরছে দু'চোখ বেয়ে। বিজ্ঞানী আর নৌ-সদস্যরাও বাঁধা পড়ল সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধবের আলিঙ্গনে। ভিড় থেকে দূরে, একাকী দাঁড়িয়ে রইল একা রানা।

খানিক পরে ইউনিফর্ম পরা একজন মানুষ এগিয়ে এলেন ওর দিকে। স্যালিউট ঠুকে সম্মান দেখালেন। বললেন, 'মি. মাসুদ রানা, আমি ম্যাথিউ গরডন—পোলার সেন্টিনেলের ক্যাপ্টেন। নাইস টু মিট ইউ ফাইনালি।'

'দ্য প্লেজার ইজ মাইন,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আপনার হাসিমুখ দেখে মনে হচ্ছে, মিশন সাকসেসফুল। থামাতে পেরেছেন হারমোনিক ওয়েভের প্রবাহ। কংগ্রাচুলেশন্স!'

'অভিনন্দনটা তো আসলে আপনার প্রাপ্য,' বললেন গরডন। 'আইডিয়া তো আপনিই দিয়েছেন!'

'কী যে বলেন না!' বিব্রত হলো রানা। 'আইডিয়া যে-কেউ দিতে পারে। কিন্তু সেটাকে কাজে পরিণত করাই আসল কৃতিত্ব।

আমার মনে হয় না খুব সহজ ছিল কাজটা।'

'ক্যালকুলেটেড লোকেশনের আধ-মাইল দূর থেকে অ্যাকটিভেট করতে হয়েছে সোনার,' বললেন গরডন। 'কপাল ভাল, ওতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। হারমোনিক ওয়েভের যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিক্ষয় করতে পেরেছি আমরা।'

'সব আপনার কৃতিত্ব, মি. রানা,' ভিড় থেকে বেরিয়ে এসেছে শ্যারন। অন্যেরাও ঘুরল। 'আমাদের সবার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি... বাঁচিয়েছেন পৃথিবীটাকেও। এর প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে। আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।'

'তা হলে একটা অনুরোধ করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নিশ্চয়ই! এনিথিং! আপনার যে-কোনও অনুরোধ রক্ষা করব আমরা। কী বলেন, ক্যাপ্টেন?'

'অবশ্যই!' সুর মেলালেন গরডন।

'আমি জানি, এখানে যা কিছু ঘটে গেছে, তা প্রকাশ করবেন আপনারা—স্বেচ্ছায়, কিংবা পেশাগত বাধ্যবাধকতার কারণে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'আমার অনুরোধ, একটা ব্যাপার শুধু উহ্য রাখুন আপনারা... ওই ছেলেটার কথা।'

সাকির দিকে ঘুরে গেল সবক'টা চোখ। অ্যাবির কোলে বসে আছে ও। অ্যাবিও পরম মমতায় জড়িয়ে রেখেছে ওকে। ইতিমধ্যে ছেলেটার কাহিনি জানতে পেরেছে সবাই।

'এমন অনুরোধের কারণ জানতে পারি?' ইতস্তত করে প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

'সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন প্রয়োজন সাকির, পরীক্ষাগারের ইঁদুরের নয়,' বলল রানা। 'অ্যাবিরও প্রয়োজন একটি সন্তানের—ওর হারানো ছেলের অভাব পূরণ করবার

জন্য। আমাদের ছোট্ট একটা মিথ্যা সুখী করে তুলতে পারে ওদের দুজনকে। বলুন, ওতে কি খুব বড় কোনও অন্যায় হবে?'

চুপ হয়ে গেল সবাই।

কয়েক মুহূর্ত পর এক পা এগোলেন ড. মিকেলসেন। বললেন, 'মি. রানার কথায় যুক্তি আছে। আমি সমর্থন করছি ওঁকে।'

'আমিও,' বলল শ্যারন।

মৃদু গুঞ্জন তুলে এরপর একমত হলো জমায়েত প্রতিটি মানুষ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যাপ্টেন গরডন বললেন, 'আমি আর তা হলে কী বলব? এতজনের বিরুদ্ধে গিয়ে বিপদে পড়ব নাকি?' হাসলেন তিনি। 'মিস ম্যানিটক, আজ থেকে ওই ছেলে আপনার।'

জলে ভরে এল অ্যাবির দু'চোখ। জড়ানো গলায় বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা! থ্যাঙ্ক ইউ, ফ্রেণ্ড!!'

ওর গলা শুনে মুখ তুলল সাকি। ডাকল, 'মাম্মা!'

'হ্যাঁ, আমিই তোর মা,' ছেলেকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল অ্যাবি।

একত্রিশ

আর্কটিক মহাসাগরের তলদেশে, থমথমে নীরবতা এবং কালিগোলা আঁধারের মাঝে পড়ে আছে দোমড়ানো একটা প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্ক। কাঁচ ভেঙে গেছে, ভিতরে ঢুকে পড়েছে বরফশীতল পানি... আর তার মাঝে জমাট বাঁধা অবস্থায় রয়েছে একজন মানুষ। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ, চেহারায় আতঙ্ক আর বেদনার ছাপ। এ স্রেফ বাইরের দৃশ্য নয়, মানুষটার মনের ভিতরেও খেলা করছে একই অনুভূতি।

কেউ শুনতে পাচ্ছে না গ্যারি ম্যাসনের নিঃশব্দ চিৎকার।

কাজ করেছে ড. ইগোর নিকোলায়েভের ক্রায়ো-প্রোটেক্টিভ সেরাম, বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে। কিন্তু এর সঙ্গে এমন একটা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, যার কথা সে ভাবতেই পারেনি। অসহ্য, ভয়াবহ, তীব্র আতঙ্ককর একটা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া! ড. নিকোলায়েভের জার্নালে স্লিপ-মেডিসিন সংক্রান্ত বেশ কিছু এন্ট্রি ছিল, সেগুলো পড়ে দেখেনি ম্যাসন, তাই জানত না এই পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। জানত না, গ্রেণ্ডেলের হরমোন মানুষকে জমিয়ে ফেলতে পারে বটে, কিন্তু তাতে হরণ হয় না চেতনা। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীগুলোর জন্য ওটা একটা ডিফেন্স মেকানিজম—জমাট অবস্থাতেও বাইরের বিপদ টের পাবার একটা প্রাকৃতিক উপায়। এর সঙ্গে ওরা অভ্যস্ত, কিন্তু মানুষ অভ্যস্ত নয়।

তাই জমানোর আগে ওষুধের সাহায্যে ঘুম পাড়াতে হয় সাবজেক্টকে।

অতি গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য জানা ছিল না ম্যাসনের, জাগ্রত অবস্থাতেই নিজেকে ইনজেক্ট করে বসেছে সে। চিরকালের জন্য জমে গেছে দেহটা—সজাগ ও সচেতন অবস্থাতে। নড়বার ক্ষমতা আর নেই, শুধু নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই, নেই কোনও বৈচিত্র্য। পাগল হতে বসেছে সে। ভিতরে ভিতরে অবিরাম চিৎকার করে চলেছে... কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না একটি শব্দও। চাইছে মরে যেতে... কিন্তু হায়, মৃত্যুও কপালে নেই তার।

এভাবেই থাকতে হবে তাকে।

জীবন্মৃত অবস্থায়।

অনন্তকাল!

(শেষ)